উপাসিকা চরিত

(সচিত্র)

(অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাত্রী
মাদাম ব্লাভাস্কির জীবনবৃত্ত।)

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত

(শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের
লিখিত ভূমিকাসহিত)

"One of the most valuable effects of *Upashika's* (H. P. B's) mission is that it drives men to self-study, and destroys in them blind servility to persons".

—Letter from a *Mahatma*

সর্ব্বসত্ত্ব সুরক্ষিত]

[মূল্য দুই টাকা মাত্র

Acc. 22337
25/10/2005

উপাসিকা চরিত

কলিকাতা।

১৫৬ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট্ গ্রাজুয়েট প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে ও

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট মেটকাফ্ প্রেসে

শ্রীশশিভূষণ পাল দ্বারা মুদ্রিত, এবং ৩১।২ এ হেরিসন রোড্

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ওঁ

উৎসর্গ

পিতৃদেব স্বর্গীয় কাশীনাথ ঘোষ মহাশয়ের

শ্রীচরণে—

দেব,

তোমার মহান্ চরিত্রের প্রায় সবটাই আমার শোনা, এবং শ্রুতিতুল্য পবিত্র। যখন 'ছোট বড' সকলের মুখে তোমার চরিত্র কথা শুনি, তখন মনে হয় সেই 'শ্রুতি' কি পুণ্যময়! সেই শ্রুতির স্মৃতি মাত্রই আমি জীবনে বহন করিয়া আসিতেছি সত্য, কিন্তু ঐ স্মৃতিটুকুই কি মহীয়ান, কি উচ্চ, আর কত গৌরবের! তাই তোমার অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ তপস্যা, দান-প্রতিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্য, কর্ম্ম-ভক্তি মণ্ডিত লোকহিতময় আদর্শ চরিত্রের পুণ্য স্মৃতিতে দেবপূজার অযোগ্য হইলেও অতিক্ষুদ্র অর্ঘ্যস্বরূপ এই 'উপাসিকা চরিত' উৎসর্গ করিলাম।

তোমার অকৃতি সন্তান

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

ভূমিকা

আমার শ্রদ্ধাভাজন সুহৃৎ শ্রীযুত দুর্গানাথ ঘোষ মহাশয় 'উপাসিকা চরিত' নাম দিয়া থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কির জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, এ গ্রন্থরচনায় দুর্গানাথ বাবু প্রভূত অনুসন্ধান, অধ্যবসায়, সৎসাহস ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লিপি-চাতুর্য্য ও বিষয় সংস্থানের সৌসাম্যের ফলে 'উপাসিকা চরিত' উপন্যাসের ন্যায় সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এজন্য তিনি বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহারা তত্ত্ববিদ্যা-মণ্ডলীর সহিত সংস্পৃষ্ট, তত্ত্ববিদ্যার ধাত্রী ও অধিনেত্রীর এই চরিতাখ্যান-লেখকের নিকট তাঁহারা বিশেষ ভাবে ঋণী।

ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এতদিন এই মহীয়সী মহিলার জীবনবৃত্ত ও বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ—তাঁহার 'কাণ্ড-মাণ্ড'—জানিবার কোনরূপ সুযোগ ছিল না,—অথচ ঐ জীবনে জানিবার শিখিবার ভাবিবার বুঝিবার, অনেক বিষয়ই আছে। এমন কি যাঁহারা ইংরাজি-অভিজ্ঞ, তাঁহাদেরও জানিতে হইলে বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত বিবরণাদি প্রচুর আয়াসে পাঠ করিতে হইত। সিনেট সাহেবের Some Incidents in the life of Madame Blavatsky, অল্‌কট সাহেবের Old Diary Leaves, মিসেস্ বেসেন্টের H. P. B. and the Masters of Wisdom, কাউন্টেস্ ব্যাকমিষ্টারের Reminiscences প্রভৃতি ১০।১২ খানি গ্রন্থ, পুস্তিকা, সন্দর্ভ একত্র অধ্যয়ন করিলে তবে আমরা ম্যাডাম

ব্লাভাট্‌স্কির কতকটা পরিচয় পাইতাম। এখন এই 'উপাসিকা-চরিত' ব্ল্যাভাট্‌স্কি কথা বঙ্গীয় পাঠকের পক্ষে সুগম ও সুলভ করিল।

আমি একথা বলিতেছি না যে, এই 'উপাসিকা চরিত,' পাঠ করিলেই আমরা ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কিকে সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত হইতে পারিব। না, তাহা পারিব না। কারণ, তিনি বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মহা রহস্যময়ী প্রহেলিকা ছিলেন—the great Spinx of the 19th century। তাঁহার সহযোগী ও সহকর্ম্মী কর্ণেল অলকট্‌ তাঁহার সহিত ১৬ বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর লিখিয়াছেন—'ব্লাভাট্‌স্কি একটি দুর্জ্ঞেয় সমস্যা। এত বৎসরের পরিচয়ে যখনই মনে হইয়াছে তাঁহাকে যেন জানিয়াছি, তখনই তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রের এক অভিনব স্তর আমার দৃষ্টির গোচরে আসিয়াছে।' এখানেও সেই প্রাচীন কথা—যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। 'উপাসিকা চরিত' যিনিই নিবিষ্ট ভাবে পাঠ করিবেন, তাঁহারই জিহ্বা হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইবে।

আমাদের এই ভারতমাতাকে ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কি মাতৃ সম্বোধন করিতেন—এই ভারতবর্ষকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন—ভারতবাসীকে বিশেষ স্নেহ ও অনুরাগের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার এক অন্তরঙ্গ শিষ্য লিখিয়াছেন—'ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে এচ্‌, পি, বির দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ, হিন্দুজাতির উপর যত অধিক পরিমাণে ছিল, এরূপ আর কোন জাতির উপর ছিল না।' ম্যাডাম অনেক সময়ে বলিতেন—'ভারত হইতে সনাতন ধর্ম্ম উৎসন্ন হইলে কেবল ভারতের ক্ষতি নহে, কিন্তু জগতের ক্ষতি, কারণ ভারতই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। এস্থান হইতেই ধর্ম্মবীজ সকল দেশে নীত হইয়াছে।' যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডের জনগণ বর্ত্তমান যুগে সেই সনাতন ব্রহ্মবিদ্যার অনিঃশেষ উৎস হইতে জ্ঞান ও ভাবধারা অবাধে পান করিয়া নিজেদের ধর্ম্মপিপাসা

মিটাইতে পারে, সেই শুভ উদ্দেশ্যেই তিনি তত্ত্ববিদ্যা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'উপাসিকা চরিতে'র পাঠক ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিবেন।

তত্ত্ববিদ্যা মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য—সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। জাতি ধর্ম্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্ব্বিশেষে সকল দেশের নরনারী ভাই ভাই—এই মহাসত্য পৃথিবীতে বদ্ধমূল করা এই মণ্ডলীর বিশিষ্ট কার্য্য। মানুষ যদি অমৃতের পুত্র হয়, জীব যদি সেই রসামৃতসিন্ধুর বিন্দু হয়, যদি আমরা সকলেই সেই সচ্চিদানন্দের অংশকলা হই, তবে সমস্ত নরনারীর মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ। সেইজন্য থিয়সফিস্টরা বলেন যে 'Brotherhood is a fact in nature"। আমরা যদি সকলে মিলিয়া সর্ব্বকালে এই আর্য্যসত্যের অপলাপ করি, তথাপি ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিব না। কারণ, এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, আমাদের চেষ্টাসাধ্য নহে। ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি যে কেবল এই আর্য্যসত্যের পুনঃ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে,—তিনি এই সত্যোপেত জীবন যাপন করিতেন, এই সত্যের অনুপাতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সেইজন্য জনসেবা তাহার স্বধর্ম্ম ছিল। জীবহিত তাঁহার লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট ছিল। তিনি বুঝিতেন যে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বঘটে বিরাজিত, যখন তাহারই প্রকাশের তারতম্যে কেহ উচ্চ কেহ নীচ, কেহ উন্নত কেহ অবনত,—তখন অনুন্নতের উন্নয়ন ও অবনতের উন্নতি সাধনই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

তত্ত্ববিদ্যা মণ্ডলীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা। ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ Isis Unveiled, Secret Doctrine প্রভৃতিতে অশেষ নৈপুণ্য ও গবেষণার সহিত ঐরূপ আলোচনাই করিয়াছেন এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন যে,

থিয়সফি বা ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা—যাহা ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সার সমন্বয় (Synthesis of religion, philosophy and science)—সেই ব্রহ্মবিদ্যার উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলে সমস্ত বিবাদ ও বিরোধ অপনীত হইয়া বিতণ্ডা ও বিদ্বেষের স্থলে সৌভ্রাত্র ও সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

তত্ত্ববিদ্যা মণ্ডলীর তৃতীয় উদ্দেশ্য—নিসর্গের মধ্যে ও মানবের মধ্যে যে সমস্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার অনুধাবন। ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি যোগ সাধন দ্বারা এই সকল প্রচ্ছন্ন শক্তির উন্মেষ করিয়া যোগ বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল, তাঁহার বোধি বা প্রজ্ঞান বিকশিত হইয়াছিল এবং তিনি সার সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তত্ত্ববিদ্যা মণ্ডলীর অধিনেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট যথার্থই বলিয়াছেন—এই তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনের ফলে জড়বাদের স্থলে অধ্যাত্মবাদ, অন্ধ কুসংস্কারের স্থলে সত্য জ্ঞান, বিশ্বাসের স্থলে বোধ, এবং পরোক্ষ আনুষ্ঠানিকতার স্থলে অপরোক্ষ আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

'থিয়সফিষ্ট' নাম লওয়া সহজ কিন্তু প্রকৃত থিয়সফিষ্ট হওয়া বড়ই কঠিন এ সম্বন্ধে ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি যে অমোঘ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা কোনদিন তাহা যেন বিস্মৃত না হই। "অকলঙ্ক জীবন, উন্মুক্ত চিত্ত, পবিত্র হৃদয়, সত্যগ্রাহী বুদ্ধি, অনাবৃত অধ্যাত্ম দৃষ্টি, সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃভাব, শিক্ষা ও উপদেশের আদান-প্রদানে উন্মুখতা, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কর্ত্তব্যপরতা, আপনার প্রতি আচরিত অন্যায়ের অম্লানভাবে সহনশীলতা, নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার অদম্য সাহস, অযথাভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের নির্ভীক পক্ষ সমর্থন, আত্মবিদ্যার প্রদর্শিত জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের উচ্চ আদর্শের অক্লান্ত অনুসরণ—সাধক এই স্বর্ণ সোপান

অতিক্রম করিয়া, তবে ব্রহ্মবিদ্যার অমল মন্দিরে আরোহণ করিতে সমর্থ হন।”

ইহা হইতে পাঠক বুঝিবেন ম্যাডামের আদর্শ ও সাধনা কত উচ্চ ছিল। তথাপি জীবনে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল—তাঁহার প্রতি অনেক গালি পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হইয়াছিল, অনেক নিন্দাবাদ, বিদ্রূপবাণ, কলঙ্কের ডালি তাঁহাকে শিরঃ পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ‘উপাসিকা চরিতে’র পাঠক যথাস্থানে তাহার বিবরণ পাঠ করিবেন। কিন্তু যে পাঠকই জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, এবং আমরা স্বার্থান্ধ, সন্দেহদিগ্ধ, অভাগ্য মানব, জগতের যুগ প্রবর্ত্তকগণকে কিরূপ অভিনন্দন করিয়াছি, তাহার পরিচয় অবগত আছেন, তিনি ম্যাডামের প্রতি তাঁহার সহযোগীদিগের এই দুর্ব্যবহারে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হইবেন না। কারণ, পৃথিবীর ইহাই সনাতন ধারা। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর ইহাই হইয়াছে ও হইবে। অতএব ম্যাডামের সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম আমরা কখনই আশা করিতে পারি না।

‘উপাসিকা’ ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কির গুরুদত্ত নাম—তদনুসারে গ্রন্থকার তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের নাম ‘উপাসিকা চরিত’ রাখিয়াছেন। ম্যাডামের গুরুদেব একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ অধুনা রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজার দেহে তিব্বত দেশের সিগ্যাটসি নগরের অনতিদূরবর্ত্তী কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘মহাত্মা মরু’ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সহিত ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কির কিরূপে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং কিরূপে তিনি তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে অবস্থান করিয়া যোগশিক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে কিরূপে তিনি তাঁহার গুরুদেব এবং তদীয় ‘সুহৃৎ সখা’ কলাপ গ্রামবাসী আর একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রেরণায় (এই মহাপুরুষকে থিয়সফিষ্টরা মহাত্মা কুথুমি বলিয়া সম্বোধন

করেন—ইনি এখন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ দেহে অবস্থান করিতেছেন) আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়া কর্ণেল অলকটের সহযোগে তত্ত্ববিদ্যা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেন, পাঠক উপাসিকাচরিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে পারেন। সে কাহিনী যেমন চিত্তাকর্ষক সেইরূপ বিস্ময়াবহ ও শিক্ষাপ্রদ। যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে আরও সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অচির-প্রকাশ্য শ্রীযুক্ত লেটবিটর প্রণীত 'The Masters and the Path' গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ, 'উপাসিকা চরিত' পাঠে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসা জাগরিত হইবে।

তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলী প্রতিষ্ঠার ঊষাকালে ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কির মারফৎ অনেক অদ্ভুত ব্যাপার—যাহাকে Phenomena বলিত—সংঘটিত হইত। পায়োনিয়রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সিনেট সাহেবের Occult World এবং কর্ণেল অলকটের Old Diary Leaves গ্রন্থে ইহার অনেক বিবরণ আছে। গ্রন্থকার উপাসিকা-চরিতে ইহার অনেক ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে জড়বাদ ও নাস্তিকতার যুগে এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল, তখন এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজ সন্দিগ্ধচিত্ত ও সন্দেহাকুলিত হইয়া ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কিকে ঠক, ভেল্কিবাজ, প্রতারক ইত্যাদি সমাখ্যায় সম্মানিত করিবেন, ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। কারণ, তখন যোগসিদ্ধি গাঁজাখুরির নামান্তর ছিল। কিন্তু আশা করা যায় এই ৪০ বৎসরের নানা তথ্যানুসন্ধানের ও সমীক্ষাপরীক্ষার ফলে যোগশাস্ত্র এত দিনে বিজ্ঞানের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। অতএব উপাসিকার তথাকথিত phenomena এখন গেঁজেলি বা গোস্তাগি বিবেচিত না হইয়া যোগবিভূতির নিদর্শন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

উপাসিকা চরিত পাঠে পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, ম্যাডামের

দেহে অনেক সময় মহাত্মাদিগের আবেশ হইত। এইরূপ আবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার যুগান্তরকারী গ্রন্থ সমূহের অনেকাংশ রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে control বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা তজ্জাতীয় ব্যাপার—আশ্চর্য্য হইলেও অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য নহে। কৌতূহলী পাঠককে এ সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজের Making of Man গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি,—তাহা হইলে তিনি এ ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। যদি আরও একটু নিবিড়ভাবে বিষয়টি বুঝিতে চান, তবে তাঁহাকে যিশুখৃষ্ট চৈতন্যদেব প্রভৃতি আবেশ-অবতার দিগের কাহিনী সাবধানে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমার বিশ্বাস ঐরূপ করিলে উপাসিকার দেহে মহাপুরুষদিগের আবেশ অপ্রকৃত বা অতি রঞ্জিত বোধ হইবে না।

ভূমিকার কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাই না। যিনি এই ভূমিকা পাঠ করিবেন, তাঁহার নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তিনি যেন যত্নসহকারে এই উপাসিকাচরিত সমগ্র পাঠ করেন। আমার বিশ্বাস ইহাতে তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন ত হইবেই—অধিকন্তু তাঁহার প্রভূত শিক্ষা ও কল্যাণ সাধিত হইবে। শুভমস্তু।

৩১ শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৩২ সাল

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নিবেদন।

এ যুগে মাদাম ব্লাভাস্কি অধ্যাত্ম উত্থানের একটি অপূর্ব্ব প্রসূন। তাঁহার জন্ম ভিন্ন দেশ বটে, কিন্তু তিনি ভারতমাতাকে মাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহারই ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিলেন। অতএব আমরা তাঁহাকে ভারতের নিজ জন বলিয়া কেন না মনে করিব? মাদাম ব্লাভাস্কির প্রাতিভ জ্ঞানের প্রভাব পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের উপরই ছড়াইয়াছে, কিন্তু যে কেন্দ্র হইতে এই জ্ঞান প্রভা বিচ্ছুরিত হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মের অন্ধকারময় স্থানগুলি আলোকিত করিয়া দিতেছে, অনেকেই তাহার সন্ধান লয়েন নাই। শুধু ইহাই নহে, অনেকে আবার অজ্ঞাত ভাবে উপকৃত হইয়াও সেই উপকারিনীর প্রতি বিদ্বেষভাবও পোষণ করেন, —ফলে যিনি তাঁহাদের গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দিলেন, তাঁহার প্রতিই তাঁহারা কর্দ্দম নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহারা দূর হইতেই নানা অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণ নীতিশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক মাদাম ব্লাভাস্কির প্রতি বিরূপ। প্রথমতঃ, যাহারা সরলভাবে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রান্তমত প্রচার করে, অথবা লোকের সরল ও অন্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া নানা ভ্রান্ত মত প্রচার দ্বারা স্বার্থ সাধনে তৎপর। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা বিধাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জড়বিজ্ঞানকে রাজ্য প্রদান করিতে সোৎসুক। মাদাম ব্লাভাস্কি এই দুই শ্রেণীর লোকের ভ্রম প্রমাদ দূরীভূত করিতে সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তাহাদের মতামতের সমালোচনা করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। সাম্প্রদায়িক

ধর্ম্মান্ধ প্রচারক এবং জড়বাদী বৈজ্ঞানিক নাস্তিক সেই তীব্র সমালোচনা সহ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি নানা কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল,—এমন কি তাহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা বলিতে লাগিল, মাদাম ব্লাভাস্কির বাক্য ও কার্য্য সবই প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি মাত্র। দুঃখের বিষয় এইরূপ গ্লানি প্রচারে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকগণ প্রধানতঃ দায়ী; তাহাদের দোষারোপ কতদূর সত্য ও ন্যায় সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা এই জীবনীর যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। আমরা এস্থলে "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা, শ্রীযুত চন্দ্র শেখর সেন (Bar-at-law) মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রসঙ্গে লিখিত কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম :—

"থিওসফি (Theosophy) বা পরাবিদ্যা সম্পর্কীয় আলোচনা যদিও অতি দীর্ঘকাল হইতে নানাদেশে নানারূপে চলিয়া আসিতেছে, তত্রাচ বিগত দুই তিন শত বৎসর যেন তাহার নাম পর্য্যন্ত সংসারের নিকট অপরিচিত ছিল। জড়বিজ্ঞান ও ভোগ বিলাসের প্রাদুর্ভাবে পাশ্চাত্য জগৎ এই দীর্ঘকাল কোন্ বিপরীত পথে কতদূর গিয়া পড়িয়াছে, তাহা ঠিক করা কঠিন। আর আমরা এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভূমির বর্ত্তমান অধিবাসিগণ, মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীন হওয়া অবধি ব্রহ্মবিদ্যাদির আলোচ্য বিষয় সমূহ একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। শুধু ব্রহ্ম বিদ্যা কেন, অর্থকরী রাজভাষা শিক্ষা ব্যতীত, পরা, অপরা, সকল প্রকার বিদ্যা আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতি সামান্য সংখ্যক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত দেশের অন্যান্য লোক বহুকাল হইতে শাস্ত্রাদির কোন সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন না। সাংসারিক মোহাসক্তি জনিত সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আমাদিগকে এতই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, আমরা আর অন্য কোন দিকে তাকাইবার অবকাশ মাত্রও

পাই না। অধিকাংশ অন্ন চিন্তায় এতই কাতর, অর্থাভাব তাহাদিগকে এতই পিষ্টপেষিত করিয়া রাখিয়াছে যে, ভগবানের নাম পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে, নিতান্ত স্থূল জড়জগৎ ভিন্ন, ইহপরকাল সম্বন্ধীয় অন্য কোন প্রকার চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। অপর পক্ষে যাঁহাদের অন্নচিন্তা নাই, পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা ভোগবিলাস ব্যাভিচারাদিতে এতই ব্যস্ত যে ঈশ্বর বা পরকালের নাম পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট বিষবৎ বোধ হয়।

"মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি সাধারণ গড্ডলিকা প্রবাহকে বিশেষ অনিষ্টের কারণ জানিয়া উহাকে অগ্রাহ্য করতঃ জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, সংসারকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে যত্নবান হয়েন, তাহা হইলে জীবদ্দশায় যে তাহাকে বিস্তর লোকের অপ্রিয়ভাজন হইয়া নানাবিধ অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিন্দাবাদ ভোগ করিতে হইবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি? এই কারণে আবহমানকাল মহাজীবগণকে সমস্ত জীবন দারুণ অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে, এবং শেষকালে হয়ত তাহারা সত্যের জন্য, প্রেমের জন্য, নিজের দেহ পর্য্যন্ত বিপক্ষ হস্তে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মহামতি উচ্চহৃদয়া মাদাম ব্লাভাস্কি যে উল্লিখিত শ্রেণীর একজন পরার্থপর ত্যাগী জীব ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাংসারিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকেও বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। সাধারণ কথায় বলে, সংসারে ধর্ম্ম ভিন্ন আর সকলই বেশ চলিয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুমহাত্মগণ তাহার জীবন্ত প্রমাণ। তাঁহাদের প্রচারিত জ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্যগুলি তাঁহাদের জীবিত কালে কেহই গ্রহণ করে নাই। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের কথা দূরে থাকুক, এই উচ্চ জ্ঞানসম্পন্না মহিলার জীবনে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই

সকল জীব প্রায়ই ভবিষ্যতের জন্য আগমন করিয়া থাকেন; ইহাদিগের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সুদূর ভবিষ্যতের উপর নিপতিত থাকে। ব্লাভাস্কির ও তাহাই ছিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির গতি যে সাধারণ অপেক্ষা অনেক দ্রুতগামী ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই দূরদৃষ্টির সুতীক্ষ্ণতা দ্বারা তিনি শৈশবাবস্থা হইতে মানব জীবনের রহস্য সমস্ত ভেদ করিতে যত্নবতী ছিলেন, এবং বিধাতা কর্ত্তৃক তদুপযুক্ত ক্ষমতাসমূহেও ভূষিত হয়েন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল শক্তি পুঞ্জ উৎকর্ষ লাভ করতঃ তাঁহাকে জীবের দুঃখ ক্লেশে তীব্র সহানুভূতি দ্বারা সচেতন করিয়াছিল। সেই চৈতন্য ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে এত উচ্চে উত্তোলন করে যে, সাধারন জন সমাজ তাঁহার কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপে দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার নির্য্যাতন ক'রতে ক্রটী করে নাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধি বশতঃ আমি যেটা না বুঝিতে পারি, তাহা অসঙ্গত, অপদার্থ, অগ্রাহ্য বিষয়, –কাহারও মনযোগের উপযুক্তই নহে; ইহাই ত শাস্ত্র, ইহাই ত বিধি! সুতরাং যে জীবের প্রচারিত বিষয় সমূহ আমরা বুদ্ধিদ্বারা আয়ত্ব করিতে না পারি তাহাকে মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক বলিয়া দমন করিব না কেন? এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র মাদামের সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্তমত প্রচারিত হয়। সুতরাং তিনি নিপীড়িত হন। এই কারণে সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকের মনে যে সমস্ত বিরুদ্ধভাব আছে তাহার দুরীকরণ দ্বারা প্রকৃত ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য তাঁহার জীবনের কতকগুলি প্রত্যক্ষ ব্যাপার লোক সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিলেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা বিলক্ষণ আশা করা যায়। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।"

সেন মহাশয় মহাজনদিগের উপর অত্যাচারের যে সাধারণ হেতু নির্দ্দেশ করিলেন, ব্লাভাস্কি সম্বন্ধে তাহা ছাড়া কয়েকটা বিশেষ কারণও

ছিল। ব্লাভাঁস্কি উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করিতেন যে, প্রাচ্য ঋষিসম্মত ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের উপর স্থাপিত। সুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহার আরও একটী দোষ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, বলিতেন এবং যুক্তি প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদন করিতেন যে, প্রাচ্য ঋষিগণের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানাপেক্ষা অনেক উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক রাজ্যের যে সকল সূক্ষ্মতম তত্ত্ব অদ্যাপি স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই, পূর্ব্বতন ঋষিগণ সে সকল সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের শক্তি এবং তাহাদের বহুযুগব্যাপী গভীব অনুসন্ধিৎসাপ্রসূত প্রকৃতিতত্ত্বের সূক্ষ্মতম আবিষ্ক্রীয়া অধুনাতন উন্নতিশীল জড়বিজ্ঞানের মস্তিষ্কে অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই। প্রত্যক্ষবাদী জড়বৈজ্ঞানিকগণ ব্লাভাস্কির এই সকল কথা উপহাস পূর্ব্বক উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন মাদাম ব্লাভাস্কি মধ্যযুগের (medieval age) কুসংস্কাবরাশী পুনরায় উদ্বোধিত করিতেছিলেন। সুখের বিষয়, প্রাচীন পরাবিদ্যা যতই দেশ দেশান্তরে আলোচিত হইতেছে, এবং বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই ব্লাভাস্কির বাক্যের যথার্থ্য, তথা প্রাচ্য শাস্ত্রেব দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, প্রমাণিত হইতেছে।

অজ্ঞ ও অযথার্থবাদিগণ ব্লাভাস্কিকে যাহাই মনে করুন না কেন, বিদেশীয়গণ তাঁহাকে যে চক্ষেই দেখুন না কেন, তিনি অশেষ অপবাদ ও নিন্দার বোঝা বহন করিয়াও যে আমাদের এই অধঃপতিত আর্য্য সমাজের বহুবিধ মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ মহোপকাবী বন্ধুকেও আমাদের মধ্যেই অনেকে বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবব ব্লাভাস্কির প্রকৃত চরিত্রের সম্যক্ আলোচনার অভাব এবং

তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধবাদিকৃত বিকৃত চিত্রের প্রচার। অদ্যাপি আমরা অনেকের মুখে শুনিতে পাই, ব্লাভাস্কি এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অলকটও কেবল কতকগুলি ভৌতিক বা ভূতড়ে কাণ্ড লইয়া থাকিতেন, আর এই সকল কাণ্ড দেখাইয়াই না কি, তিনি নরেন্দ্রনাথ সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং আমাদের দেশবাসী আরও শত শত খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে স্বদলে আনয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। আশ্চর্য্যের বিষয় যাহারা এইরূপ ভ্রান্তমত প্রচার করেন তাঁহারা আমাদের দেশের গৌরবস্থল ঐ সকল মনীষিদিগকে সাধারণ সমক্ষে কিরূপ হীনবুদ্ধি করিয়া দাঁড় করান—ইহা বোধ হয় বুঝেন না। তাঁহারা যে উক্ত সমালোচকদিগের অপেক্ষাও হীনবুদ্ধি, ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না। ইঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষ জনিত ধর্ম্মান্দোলনের এক তুমুল তরঙ্গ যখন উত্থিত হয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপন আপন দল পুষ্টির জন্য বাকবিতণ্ডার মহা কোলাহলে যখন সত্যকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বিপ্লবের সময় হিন্দু সন্তানগণ, ইংরাজি শিক্ষিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মুগ্ধ আর্য্যসন্তানগণ, যখন দলে দলে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গগামী, নাস্তিক ও সংশয়বাদী হইতেছিল,—তখন ব্লাভাস্কির অদ্ভুত মনীষা, মহাপুরুষগণের প্রসাদলব্ধ প্রজ্ঞাশক্তি সেই প্রবল স্রোতে বাধা দিয়া, আর্ষ প্রতিভার গৌরব কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া, শিক্ষিত সমাজকে পুনরায় স্বধর্ম্মে আনয়ন পক্ষে কম সহায়তা করে নাই। যদি ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তনাবধি ভারতে নানা ধর্ম্মান্দোলনের পর পর ইতিহাস কখনও পূর্ণরূপে লিখিত হয়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিবেন, যে আন্দোলন ফলে আজকাল শিক্ষিত সমাজের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও স্বধর্ম্মানুরক্তি উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পাইতেছে,— তদুপরি ব্লাভাস্কির শক্তি, প্রতিভা, আত্মোৎসর্গ এবং যুক্তিতর্ক কি পরিমাণে আলোকপাত করিতেছে। আমরা যে তাঁহার উপর অনুচিত ব্যবহার করি, উহা কেবল আমাদের কারণানুসন্ধানে শিথিলতার পরিচায়ক। তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে কিরূপ ভালবাসিতেন ইহা একমাত্র তাঁহার জীবন আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই আজ তাঁহার অমূল্য জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনা গুলি বঙ্গীয় পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

এই অসামান্যা রুষ রমণীর জীবন এক আশ্চর্য্য রহস্য জালে বিজড়িত। অনেকে তাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক অদ্ভুত প্রহেলিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে অনেকেই গালি দিয়াছে বটে কিন্তু অল্প লোকেই চিনিয়াছে। কি উপায়ে, কোন্ মন্ত্র বলে, কাহার প্রেরণায় সুদূর রুষ খণ্ডের খ্রীষ্টানগৃহজাতা এই রমণী বাল্যকালেই আলৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং পরে জগতের সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান করায়ত্ত্ব করিয়া, ধর্ম্ম জগতে এক যুগান্তর আনায়ন করিতে সমর্থ হইলেন, —ইহা কি অধ্যাত্মজগতে ঐশীলীলার এক অভিনব নিদর্শন নহে? এবং সেই জন্য কি ইহা একবার ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে? হয়ত এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠকের কিছু সহায়তা হইতে পারে— এ আশাও ব্লাভাস্কি চরিত তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার একটি কারণ।

এই জীবন কথা লিখিবার একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। একদিন পরা বিদ্যা সমিতির মুঙ্গের শাখার সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় অধিবেশন শেষে থিওসফি সংক্রান্ত নানা কথা হইতেছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে সমিতির স্থাপয়িত্রী মাদাম ব্লাভাস্কীর কথা উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে সভায় সিনেটের লিখিত ব্লাভাস্কির জীবন চরিতের (Incidents in the Life of Madame Blavatsky) কোন কোন অংশ পঠিত হইয়াছিল। সভ্যগণ উহা

শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। বাংলা ভাষায় ঐ প্রকারঃ একখানি জীবনী সংকলিত হয় অনেকেব কথাতেই সে দিন এইরূপ একটা আগ্রহ প্রকাশ পাইল। তন্মধ্যে একটি সভ্য—আমার জনৈক বন্ধু—আমাকে উক্ত কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন। অপর সভ্যগণ আগ্রহ সহকারে বন্ধুর প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া আমাকে উহার ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। বুঝিতে না পারিয়া তখন হাঁ কি না,—কিছুই বলিতে পারিলাম না। গৃহে গিয়া কথাটা ভাবিলাম। বাংলা ভাষায়—স্ুধু বাংলা ভাষায় কেন, ভারতবর্ষে প্রচলিত সকল ভাষাযই—যে স্লাভাস্কির একখানি জীবন চরিত থাকা উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি আমা দ্বারা ইহার কোন সহায়তা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমি ইহার জন্য যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু উহা সম্ভব কি? আমি আমাপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে যোগ্যতর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী দুই একজন বন্ধুকে এই ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহাবা অস্বীকৃত হইলেন। তৎপর দেবতারা যে স্থানে পদক্ষেপ কবিতে ভয় পান, নির্ব্বোধ ব্যক্তির সে স্থানে ধাবিত হওয়ার, অথবা প্রাংশুলভ্য ফলের আশায় উদ্বাহু বামনের অভিনয়। তবে আমার স্বপক্ষেও একটা কথা আছে। রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে একটি কাঠ বিড়ালিও সহায়তা করিয়াছিল। জীবনী লেখা—বিশেষতঃ স্লাভাস্কি চরিত্র বর্ণনা করা—কিরূপ কঠিন কার্য্য তাহা আমি জানি, সুতরাং আমি কোন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী রচনা করিয়া সুধী জনের মনোরঞ্জন করিতে পারিব এরূপ দুরাশা করি নাই এবং সে আশায় এ কার্য্যে হস্তাক্ষেপও কবি নাই। তবে কতকগুলি উপকরণ একত্র সংগৃহিত থাকিলে হয়ত কালে কোন উপযুক্ত শিল্পি উহা দ্বারা সৌষ্টব সম্পন্ন সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে। বাংলায় আমার এই জীবনী সংকলন এইরূপ কতকগুলি

উপকরণ সংগ্রহ মাত্র। কিন্তু সে কার্য্যেও সম্পূর্ণ সফল হইয়াছি কিনা,—ব্লাভাস্কি চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছি কিনা,—ঠিক বলিতে পারি না।

যখন ব্লাভাস্কির জীবনী লেখার কথোপকথন হয়, তখন আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু সিনেট সাহেবের গ্রন্থের অনুবাদের প্রস্তাব করেন। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যটা খুব সহজসাধ্য কিনা তিনি বোধ হয় জানিতেন না, আমিও উহা তখন বুঝি নাই। অতএব আমি অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে অনেকদূর অগ্রসরও হইলাম। তারপর নিজে কতকটা পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম এরূপ অনুবাদ বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার মাত্র। বুঝিলাম মূলের ভাব বজায় রাখিয়া উক্ত গ্রন্থের ঈদৃশ ভাষান্তর বাংলায় চলিতে পারে না,—চলা উচিত নহে। সেই সময়ে "ভূপ্রদক্ষিণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর সেন (C. shanne) মহাশয় মুঙ্গেরে ব্যারিষ্টারি করিতেন। তিনি লোক পরম্পরায় আমার এই উদ্যমের কথা শুনিলেন এবং তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে এই কার্য্যে সবিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহার কারণ এই যে, তিনি কিয়দ্দিন মাত্র পূর্ব্বে পরা-বিদ্যা সমিতির সভ্য হইয়া স্বর্গীয় সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গলাভে উৎসাহে ও আগ্রহের সহিত তত্ত্ববিদ্যার অলোচনা করিতেছিলেন। সাতকড়ি বাবু সেই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন। ইঁহার ন্যায় মহানুভব ও সদাশয় ব্যক্তি দুর্ল্লভ। অধ্যাপক কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বঙ্গের রত্নমালা" গ্রন্থে ইহার জীবনের যে একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই সাতকড়ি বাবুর সাধু চরিত্রের ও দৃঢ় কর্ত্তব্য নিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে আরও অনেক আছে। পরাবিদ্যা সমিতি ভারতে স্থাপিত হইবার

অব্যবহিত পরেই বহরমপুরের শাখা সভা স্থাপিত হয়। বহরমপুর সভা অপেক্ষা অধিকতর জীবনীশক্তিবিশিষ্ট শাখা তৎকালে বঙ্গদেশে ছিল কিনা সন্দেহ। আর ইহার মূলে যে কয়েকটী প্রকৃত নিষ্ঠাবান, উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, সাতকড়ি বাবু তন্মধ্যে একজন প্রধান। তিনি বহরমপুর হইতে সমিতির প্রথম যুগের জীবনীশক্তি আনিয়া মুঙ্গেরের মৃতকল্প সভাকে পুনর্জীবিত করিয়া ছিলেন। তজ্জন্য মুঙ্গের সভা তাঁহার নিকট ঋনী।

যাহা হউক, শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর সেন মহাশয় আমার অনুবাদ দেখিয়া ইহাতে যে পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু এসম্বন্ধে আমার পূর্ব্বোক্ত ধারণার সঙ্গে একমত না হইয়া পারিলেন না। পরে তিনি নিজে আরম্ভের কয়েক ছত্র লিখিলেন, এবং আমাকে বলিলেন যে আমরা উভয়ে মিলিয়া কোন মাসিক পত্রে "যুগল সেবক" নাম দিয়া এই জীবনী প্রকাশ করিব। কিন্তু কার্য্য গতিকে ইহার কিছুই হইল না। সেন মহাশয় স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগী হইলেন। আমিও কাগজ পত্র তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু তাঁহার আরম্ভের কয়েকটী ছত্র (প্রথম ৩৩ পংক্তি ১ম পরিচ্ছেদ) আমি গ্রন্থে যথাযথ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এবং তজ্জন্য আমি সরলপ্রাণ শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গীয় সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি।

সেন মহাশয় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সুদীর্ঘ নানা বিষয়ক পত্রাদি পাইতাম। কিন্তু জীবনী প্রকাশের কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। একবার মাত্র প্রস্তাবনা স্বরূপ একটি প্রবন্ধ "পন্থায়" পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সম্ভবতঃ কার্য্যালয়ের বাটী ও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হেতু উহা যথা স্থানে পৌছায় নাই। কেবল হস্ত লিপি গুলি আমার নানা দৈব দুর্ব্বিপাকের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে ঘুরিতে লাগিল। দশ বৎসর কাল এইরূপ চলিল,—আমি আর উহাতে

হস্তক্ষেপ করি নাই। ১৯১০ সালে কতকগুলি কারণপরম্পরায় সেই পরিত্যক্ত হস্তলিপি গুলির প্রতি—আমার অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যের দিকে,—আমার স্মৃতি ও মতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। আমি দশ বৎসর পরে কাগজগুলি বাহির করিয়া দেখিলাম উহা জীর্ণ ও মলিন হইয়াছে, কিন্তু তখনও বিনষ্ট হয় নাই। তবে কি ইহা দ্বারা এখনও কিছু কার্য্য হইতে পারে? আমি এই জীবনীর কতকাংশ একটী ভূমিকা সহ উপস্থিত বিষয়ে বোধ হয় যোগ্যতম বিচারক মনীষিশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করি এবং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তরে পত্র দ্বারা আমাকে যথোচিত উৎসাহ দান পূর্ব্বক এই কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার উৎসাহ না পাইলে আমি পুনরায় ইহাতে অগ্রসর হইতাম কিনা সন্দেহ। এজন্য এবং আমাকে সময়ে সময়ে পুস্তকাদি দ্বারা এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে তথ্যাদি প্রদান দ্বারা, পরিশেষে গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য হীরেন্দ্রবাবুর নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

আর এক ব্যক্তির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করি। ইনি মুঙ্গেরের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা উকিল এবং মুঙ্গের Theosophical শাখা সভার সম্পাদক স্বর্গীয় ছেদিপ্রসাদ চৌধুরী বি, এল। যখনি যে যে পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে এবং যতদিন প্রয়োজন হইয়াছে, তখনি সেই সেই পুস্তক তাঁহার নিকট পাইয়াছি ও আবশ্যক মত ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহার নিকট কোন পুস্তক না থাকিলে তিনি ভাগলপুর সভার পুস্তকালয় হইতে নিজ দায়িত্বের উপর সেই পুস্তক আনাইয়া আমাকে আনন্দ সহকারে দিয়াছেন। ইহাতে তিনি এক দিনের জন্যও কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই। তাঁহার এইরূপ সদয় ব্যবহার ও সহায়তার জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

এই জীবনী ১৯১১ সাল হইতে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'নব্যভারত'এ 'মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ মালায় প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য ইহার খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

১৯১৮ সালে নব্যভারত পত্রে জীবনী প্রবন্ধ শেষ হইলে অনেক বন্ধু উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য আমাকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীযুত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় আগাগোড়া প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আসিতেছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে লিখিলেন :—

"ভাই দুর্গানাথ। বহুকাল ধরিয়া বিপুল পরিশ্রম সহকারে Blavatsky জীবনী শেষ করিলে, ইহাতে সুখী হইয়াছি। পুস্তকাকারে ছাপা হওয়া এক্ষণ আবশ্যক। * * * তোমার পুস্তক ভিক্ষা করিয়াও ছাপাইতে হইবে। কাগজ মহার্ঘ্য, তা বলিয়া কি হয়। যে প্রকারে হউক ছাপান চাই।"

কিন্তু ইয়ুরোপিয় মহাসমরের দরুণ সর্ব্ব দিকেই ব্যয়বাহুল্য হেতু পুস্তক ছাপান আমার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। এবং অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া তখন উহা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলাম।

নব্যভারতে প্রকাশিত উক্ত জীবন কথাই এক্ষণ আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সহকারে ব্লাভাস্কির গুরুদত্ত নামানুসারে 'উপাসিকা চরিত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ব্লাভাস্কির জীবনবৃত্ত ইংরাজি ভাষায়ও আজ পর্য্যন্ত কোন একখানি গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ঘটনা বিবরণ সমূহ পূর্ব্বাপর ক্রমে সজ্জিত করিবার জন্য আমাকে নানা গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

খ

(১) Incidents in the life of Madame Blavatsky—
by A. P. Sinnet.

(২) Old Diary Leaves—by Col. H. S. Olcott.

(৩) H P. B. and the masters of wisdom—
by Annie Besant.

(৪) An autobiography— by Do Do

(৫) Reminiscences of H. P. Blavatsky.
and the Secret Doctrine—by Countess Wachtmeister.

(৬) In memory of Helena Petrovna Blavatsky—
by some of her pupils.

(৭) The Occult World—by A. P. sinnet-

(৮) "The Theosophist" magazine (old series)—
Edited by H. P. Blavatsky.

ইত্যাদি। বাল্যজীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনা সিনেট লিখিত জীবনী হইতে সংগৃহীত, ভারতে প্রচার সংক্রান্ত এবং অন্যান্য ঘটনাবলি অলকটের ডাইরি হইতে পাইয়াছি। এই দুই গ্রন্থে অনুক্ত অনেক বিষয় অন্যান্য গ্রন্থ হইতে লাভ করিয়াছি।

ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ পরিচিত তাঁহার হিন্দু শিষ্যগণের মধ্যে এক্ষণ অনেকেই পরলোকে। কয়েকজনের মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে যে দুই একজন মহানুভব ব্যক্তি তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দান করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, গ্রন্থ মধ্যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি, এবং এ স্থলেও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ছাপা শেষ হইয়াছে, এমন সময় তত্ত্ববিদ্যার একনিষ্ঠ

সেবক সদাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, রায় বাহাদুর মহাশয়ের পত্র খানা পাই। উহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ অর্পন করিতেছি। অবশ্য ইহারা নিজ অভিজ্ঞতার সকল কথা প্রকাশ্য নয় বলিয়া বলেন নাই। ব্লাভাস্কির অন্যতম শ্রদ্ধাবান শিষ্য শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে লিখিয়া ছিলেন,—"ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি সম্বন্ধে আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা অবগত আছি,—সে গুলি তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভাব সভ্য ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করা উচিত মনে করি না। * * * H.P.B সম্বন্ধে নূতন কথা ছাপাইতে গেলে নূতন বিদ্রূপের তরঙ্গ উঠিতে পারে,—ইত্যাদি।"

ব্লাভাস্কির রহস্যময় জীবনের একাংশ বিশেষরূপে রহস্যজড়িত। কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাই নাই। ইহা তাঁহার তিন বৎসর কাল গুরুসমীপে তিব্বতবাস সম্বন্ধীয় কথা। এমন কি, তাঁহার সহযোগী ও অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীযুত কিটলি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াও এই উত্তর পাইলাম :—

"Dear sir,—In reply to your enquery regarding Madame Blavatsky's stay in Thibet I regret that I am quite unable to give you any information in detail on the subject, nor do I know any living person who is in a position to do so—Yours truly—Bertram Keightley."

অর্থাৎ, "ব্লাভাস্কির তিব্বত বাস সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমি তৎ সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত বিবরণ দিতে একেবারেই অসমর্থ। এবং আমার জ্ঞাতসারে এমন কোন ব্যক্তি জীবিত নাই, যিনি এ বিষয়ে কোন সংবাদ দিতে পারেন।"

ইহা যেন মহাত্মা জিশুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী নিরুদ্দেশের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত পরিচ্ছেদ।

কোন কোন সংবাদ ও মাসিক পত্র সাময়িক সমালোচনা মুখে ব্যোভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতি সানুকূল দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রুফ সংশোধন কার্য্যে আমার তরুণ বন্ধু শ্রীমান সচ্চিদানন্দের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি। স্নেহাস্পদ "সচি" আনন্দের সহিত এ কার্য্যে সহকারী হইয়া আমার অনেক শ্রমলাঘব করিয়াছেন। তজ্জন্য সচিকে ধন্যবাদ না দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি তাহার জীবন সফল হউক।

মফস্বল হইতে কলিকাতায় গ্রন্থ ছাপান যে কি বিড়ম্বনা তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। পুস্তক নির্ভুল করিবার যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রাকর প্রমাদ প্রভৃতি কারণে স্থানে স্থানে ভুল দৃষ্ট হইবে। তজ্জন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র দিয়াছি। তদনুযায়ী, এবং তদতিরিক্ত কোন ভুল থাকিলে, পাঠক কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লয়েন—এই প্রার্থনা।

কলিকাতা,
৫ই আষাঢ়,
১৩৩২ সাল।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

সূচী পত্র।

পরিচ্ছেদ।		বিষয়।		পৃষ্ঠা।
		উৎসর্গ		
		ভূমিকা		/০
		নিবেদন		॥/০
		সূচীপত্র		১॥/০
		চিত্র তালিকা	...	১॥৵০
প্রথম	...	জন্ম	...	১
দ্বিতীয়	...	বাল্যজীবন,-মাতুলালয়ে	...	৭
তৃতীয়	...	শিক্ষা	...	২৩
চতুর্থ	...	বাল্যজীবন,—সংস্কার	...	৩১
পঞ্চম	...	বিবাহ	...	৩৯
ষষ্ঠ	...	নিরুদ্দেশ	...	৪৭
সপ্তম	...	প্রত্যাবর্ত্তন	...	৬৬
অষ্টম	...	গৃহলীলা	...	৭৩
নবম	...	তত্ত্বানুসন্ধান	...	৯১
দশম	...	পল্লীগৃহে,—প্রেতাবাস	...	১০৬
একাদশ	...	পীড়া প্রহেলিকা	...	১২০
দ্বাদশ	...	কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে	...	১৩৬
ত্রয়োদশ	...	আমেরিকায়	...	১৫১
চতুর্দ্দশ	...	পরাবিদ্যা সমিতি স্থাপন	...	১৭১
পঞ্চদশ	...	পরাবিদ্যা সমিতি	...	১৭৯
ষোড়শ	...	ভারতে	...	১৯৬

সপ্তদশ	...	সিংহলে বৌদ্ধ সম্মিলন	...	২১১
অষ্টদশ	...	আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার	...	২২৭
ঊনবিংশ	...	পরবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য ও ভারতের সহিত সম্বন্ধ	...	২৪৯
বিংশ	...	পরাবিদ্যা কি এবং কি নয়	...	২৭২
একবিংশ	...	আর্য্য সমাজ ও পরাবিদ্যা সমিতি		২৯৫
দ্বাবিংশ	...	ভগ্নস্বাস্থ্যে য়ুরোপ গমন	...	৫২৭
ত্রয়োবিংশ	...	অগ্নিপরীক্ষা	...	৩০৬
চতুর্ব্বিংশ	...	বিদায়	...	৩৫৮
পঞ্চবিংশ	...	ব্লাভাস্কি-বেশান্ত সংবাদ	...	৩৭৭
ষড়্বিংশ	...	ব্লাভাস্কির ধর্ম্ম মত কি ?	..	৩৯৪
সপ্তবিংশ	...	দেহত্যাগ		৪২৬
উপসংহার	...	চরিত্র সমালোচন	.	৪৪২
পরিশিষ্ট	...	পত্রাদি	...	৪৯১

চিত্র

১। মাদাম ব্লাভাস্কি
২। মাদাম ব্লাভাস্কি—৩৯ বৎসর বয়সে
৩। কর্ণেল অল্‌কট্
৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব
৫। স্বামী বিবেকানন্দ
৬। শিশির কুমার ঘোষ
৭। তারানাথ তর্ক বাচস্পতি
৮। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী
৯। নরেন্দ্রনাথ সেন
১০। আনি বেশান্ত

মাদাম ব্লাভাস্কী

উপাসিকা চরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম।

মাদাম ব্লাভাস্কী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃকুল হানবংশ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং বাল্যজীবনের উল্লেখকালে তাহাকে আমরা কুমারী হান নামে অভিহিত করিব।

১৮৩১ খ্রীঃ রুষিয়া ও সমগ্র ইউরোপের পক্ষে একটি দুর্ব্বৎসর, কারণ ১৮৩০ হইতে ১৮৩২ পর্য্যন্ত তিন বৎসর ইউরোপের প্রত্যেক জনপদ পর্য্যায়ক্রমে ওলাউঠা রোগের লীলাভূমি হইয়াছিল। ইউরোপ খণ্ডে ওলাউঠার এই প্রথম প্রাদুর্ভাব। বিস্তর লোক এই মহামারীতে কালের করাল-কবলে পতিত হয়, এমন কি, জনসংখ্যার ১/৮ অংশ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল! কুমারী হানের পরিবার মধ্যে অনেকগুলির মৃত্যু ঘটে। সুতরাং চারিদিকে মহাকালের উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে তিনি ভূমিষ্ঠ হন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত হানবংশের পারিবারিক ইতিহাস হইতে সঙ্কলিতঃ—

কুমারী হানের পিতা এই সময়ে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিতেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের পর যে শান্তির সময়টুকু পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও নূতন যুদ্ধাদির আয়োজনে অতিবাহিত হয়। সেই কালে ৩০ ও ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যবর্ত্তী রাত্রিতে শিশু প্রসূত হন। সন্তানটী নিতান্ত ক্ষীণ ও নির্জ্জীব দেখিয়া আশু মৃত্যুর আশঙ্কায় তাহার বাপ্তিস্মের আয়োজন

করা হইল,—পাছে আদি পাপ-ভার স্কন্ধে করিয়া তাঁহার আত্মাকে পরলোক গমন করিতে হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপাদির বাহুল্য হেতু রুষিয়া প্রসিদ্ধ। বাপ্তিস্মসংস্কারে অনেকগুলি ধর্ম্ম পিতা এবং ধর্ম্মমাতা উপস্থিত থাকেন। তদ্ব্যতীত পুরোহিত দর্শক প্রভৃতি সকলকেই ক্রিয়ার আদ্যোপান্ত এক একটি প্রজ্জ্বলিত পূত মোমবাতি হাতে করিয়া উপস্থিত থাকিতে হয়। অন্যান্য খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় গ্রীক চার্চ্চ সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ, পূজা অর্চ্চনা আদি ব্যাপারে কেহ বসিতে পান না, শেষ পর্য্যন্ত সকলকে দণ্ডায়মান থাকিয়া কার্য্য করিতে [illegible]। বাপ্তিস্ম ক্রিয়ার জন্য যে ঘরটী নির্দ্দিষ্ট [illegible] প্রক [illegible] লোকের সমাগম বশতঃ স্থানের একটু অসঙ্কুলান হইয়াছি [illegible] সেই [illegible] ন কুমারী হ্যানের অল্প কয়েক বৎসরের বড় আর একটি শিশুকে জনৈক ধর্ম্মমাতার স্থলে নিযুক্ত করা হয়। এই শিশুটি কুমারী হ্যানের সম্পর্কে খুড়িমা। প্রায় একঘণ্টা কা[illegible] নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লান্ত ও অস্থির হইয়া এই বালি[illegible] বয়োজ্যেষ্ঠগণের অজ্ঞাতে মেজের উপর বসিয়া পড়েন এবং সে[illegible] মাসের গরম দিনে জনতাপূর্ণ গৃহ মধ্যে থাকিয়া বোধ হয় একটু তন্দ্রা[illegible] হয়েন। ক্রিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় বালিকাটি [illegible]জ্জ্বলিত মোমবাতি লইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর পাদদেশে খেলিতে খেলিতে সহসা পুরোহিত মহাশয়ের বিলম্বিত বস্ত্রে আগুন লাগাইয়া দ[illegible] যখন সকল সকলে দেখিলেন, তখন প্রতিকারের সময় [illegible] এবং [illegible] স্থিত হই[illegible] উহাতে কয়েক [illegible] বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয়, গুরুতর রূপে অগ্নি দগ্ধ হ[illegible] কুমারী [illegible] এই ঘটনাকে আর একটি অশুভ চিহ্ন [illegible] এবং স্থির [illegible] যে, এই ঘটনার মূল কারণ যি[illegible] নাদা ভ্রাতাদ্বি—তাঁহার জীবনে দুঃখের পরিসীমা।

কুমারী হ্যানের জন্মলগ্নটি রুষদেশের প্রচলিত বিশ্বাসানুসারে একটু অনন্যসাধারণ। সুতরাং সেটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। রুষিয়াবাসীরা এক বাস্তুদেবতায় বিশ্বাস করে। ইঁহার নাম 'দামোভাই'। ইনি লোক নেত্রের অগোচর হইলেও গৃহের কর্ত্তা স্বরূপ। ইনি রাত্রে নিয়ত পরিবার বর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সর্ব্বত্র শান্তিরক্ষা করেন, সারা বছর গৃহস্থের হিতার্থে কঠোর পরিশ্রম করেন, প্রতি রাত্রে ঘোড়াগুলির গাত্র মার্জিয়া ঘসিয়া পরিস্কৃত করিয়া রাখেন, তাঁহার চিরশত্রু ডাইনের হস্ত হইতে সব বাছুরগুলিকে সদাই রক্ষা করেন। কিন্তু দামোভাই বৎসরের মধ্যে একটি দিন, কেবল ৩০শে মার্চ্চ তারিখে,—কি জানি কেন—বড়ই দুর্দ্দান্ত ও অনিষ্টপ্রিয় হইয়া উঠেন। ঐদিন তিনি ঘোড়াগুলিকে বিরক্ত করেন, গরুগুলিকে ধরিয়া প্রহার করেন। পশুগুলিকে ভয় দেখাইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করেন এবং সমস্ত গৃহসামগ্রী ফেলিয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করেন। সারাদিনই জিনিষপত্রগুলি পড়িতেছে—ভাঙ্গিতেছে—নিবারণের কোন উপায় নাই। কাঁচের গেলাস বাসনগুলি চূর্ণ হইয়া গেল, গৃহে নানা প্রকার অশান্তি কলহ উপস্থিত হইল—এ সকলই "দামোভাই' এর কাণ্ড বলিয়া লোকের ধারণা। ৩০ ও ৩১শে জুলাইএর মধ্যবর্ত্তী রাত্রে যাহাদের জন্ম হয়, কেবল তাহারা "দামোভাই"এর উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়। আবার ঐ দুইদিন ডাইনদের ক্রিয়া কলাপের জন্য ভারি প্রসিদ্ধ। গৃহের ধাত্রিগণ এইজন্য কুমারী হ্যানকে একপ্রকার ভয় ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাহারা উঁহাকে "সেদমিচকা"বলিয়া ডাকিত! "সেদমিচকা" অর্থে "সাতের লোক"—অর্থাৎ সপ্ত সংখ্যার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে। বৎসরের সপ্তম মাস জুলাইয়ে কুমারী হ্যানের জন্ম হয় বলিয়া ভৃত্যেরা তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত। ৩০শে জুলাই ধাত্রিগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহ-প্রাঙ্গণ, অশ্বশালা ও গোশালার চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত এবং নানা প্রকার দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রপাঠ করিয়া তাঁহার হস্ত দ্বারা গৃহের চারিদিকে জল

ছিটাইয়া লইত, বিশ্বাস, তাহা হইলে আর ডাইনের ভয় থাকিবে না। বালিকাও জ্ঞানোন্মেষের প্রারম্ভেই ঐ সকল রহস্য অবগত হইলেন এবং ডাইন প্রভৃতি উপদেবতার উপর তাঁহার যে কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা স্থির করিলেন।

জর্ম্মাণির প্রাচীন 'ভন্-হ্যান' বংশ ইউরোপখণ্ডে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। 'ভন্-হ্যান' বংশীয়গণ 'কাউন্ট' আখ্যায় প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য উচ্চ সম্ভ্রান্ত কুলীন-সমাজ যে কয় শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে 'কাউন্ট' একটি। কুমারী হ্যান জর্ম্মাণির এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন কাউন্ট-বংশ-জাতা। তাঁহার পিতামহ জেনারেল এলেক্সিস হ্যান কর্ম্মোপলক্ষে জর্ম্মাণি হইতে উঠিয়া রুষিয়ায় বাস নিরূপণ করেন এবং রুষিয়ার সামরিক বিভাগের উচ্চ সেনাধ্যক্ষ ('জেনারেল') পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী আইদা হ্যান্ হ্যান্ জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে ইহার ভগ্নী। কুমারী হ্যানের পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী কাউণ্টেস্ প্রবোস্তিন বিখ্যাত রাজকুমার নিকোলসের ভ্রাতা নিকোলস্ চিকফেনের সহিত পুনর্ব্বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন

কুমারী হ্যানের পিতা যখন সৈন্যবিভাগে 'কর্ণেল' পদে নিযুক্ত তখন তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। কুমারী হ্যান তখন শিশু মাত্র। শৈশবেই তিনি মাতৃহীনা হইলেন। পত্নী-বিয়োগের পর কর্ণেল হ্যান উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই রমণী রুষিয়ার একজন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্রী। ইনিই 'জিনেদা-আর' এই কৃত্রিম নামে সাহিত্য-জগতে পরিচিতা। ইনিই রুষ ভাষায় উপন্যাস লিখিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আয়ু পাঁচিশ বৎসরেই পূর্ণ হইয়া গেল। এই তরুণ বয়সেই তিনি ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়া অমর ধামে প্রস্থান করেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর মাত্র সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ইনি রুষ-ভারতীর কণ্ঠভূষা স্বরূপ দ্বাদশখানি নবন্যাস রচনা করিয়া

গিয়াছেন। ইঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই জর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত নাম হেলেনি ফেদিফ। রুসীয় উপন্যাসের জননী এই হেলেনী ফেদিফই কুমারী হ্যানের মাতা। জলধিগর্ভেই রত্নের জন্ম। উপন্যাস কল্পনার লীলা, কিন্তু তাহাতে জীবনের অনেক প্রকৃত তত্ত্ব প্রকটিত থাকে। কুমারী হ্যানের জীবন উপন্যাস অপেক্ষা কম বিস্ময়কর নহে, পরন্তু ইহা আগাগোড়াই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মননযোগ্য প্রকৃত তত্ত্বের একটি প্রকট মূর্ত্তি।

কুমারী হ্যানের পিতা কর্ণেল পিটার হ্যান ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বেরনেস (Baroness) ভন্ লেঙ্গীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাই অতঃপর 'ছোট লিসা' নামে আখ্যাত হইয়াছে। কুমারী হ্যানের বাল্যজীবন তাহার অপর ভগ্নীর ন্যায় এই ছোট লিসার সহিতও কতক পরিমাণে জড়িত। ঐ বিবরণ বর্ণনকালে ছোট লিসার পরিচয় পাইব।

কুমারী হ্যান্ রাজপুত্রী হেলেনা দলগোরকীর দৌহিত্রী। তাঁহার মাতামহ এনড্রু ফেদিফ রাজ্যের একজন প্রিভিকৌন্সিলর ছিলেন। কুমারী হ্যানের মাতৃকুল সম্পর্কীয় পূর্ব্বপুরুষগণ রুষ-সাম্রাজ্যের উচ্চতম প্রাচীন বংশাবলীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারাই রুষিয়ার সর্ব্বপ্রথম নরপতি প্রিন্স রুরিকের সাক্ষাৎ বংশধর। আবার উক্ত কুলোদ্ভবা অনেক রমণী বিবাহ-সূত্রে রুষিয়ার পাটরাণী (জারিনা) রাজ-প্রাসাদের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। দলগোরকী বংশীয়া মিরিয়া নিকিতিস্কা নাম্নী রাজকুমারীই ইতিহাস-বিশ্রুত সম্রাট পিটার দি-গ্রেটের পিতামহ নৃপতি মাইকেল ফোদোরিভিচের মহিষী ছিলেন। এই বংশীয় অপর রাজপুত্রী কেথারিন আলেক্সীবনার সহিত সম্রাট দ্বিতীয় পিটারের পরিণয় সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

কুমারী হ্যানের প্রমাতামহ প্রিন্স পল যখন মাতৃক্রোড়শায়ী ক্ষুদ্র শিশু, তখনই সম্রাট কর্ত্তৃক "কর্ণেল-অব দি-গার্ডস্" এই উচ্চ সামরিক উপাধিতে ভূষিত হন। প্রিন্স পল পরে ফরাসি জাতীয় সম্ভ্রান্ত হিউগনট-বংশীয়া কাউন্টেস্ দেউ-প্লেসা নাম্নী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। হিউগনট-পরিবার ফ্রান্স হইতে রুষিয়ায় আসিয়া বসবাস করেন। উক্ত মহিলার পিতা সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া কেথারিনের সভাসদ ছিলেন। মাতাও সম্রাজ্ঞীর প্রিয় সহচরী ছিলেন।

আমরা উপরে মাদাম ব্লাভাস্কির যে বংশপরিচয় পাইলাম, তাহাতে দেখিতে পাই, যে কুলে তাঁহার জন্ম, উহা ইউরোপের মধ্যে আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ, সামাজিক সম্মানগৌরবে রাজন্যবর্গের সমতুল্য, এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পদেও কম উচ্চ নহে। আর দেখিতে পাই, তাঁহার ধমনীতে তিন জাতির শোণিত প্রবাহিত ছিল। জর্ম্মাণ, ফরাসী ও রুষ (স্লাভনীয়) এই তিনটী প্রধান জাতির শোণিতবাহী ভাব-নিচয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র—মাদাম ব্লাভাস্কি। জর্ম্মাণের দার্শনিক মস্তিষ্ক, ফরাসির আবেগ-পূর্ণ উচ্চ হৃদয়, রুষের একনিষ্ঠ উদ্যমশীল নির্ভীকতা আমরা তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য জীবন—মাতুলালয়ে।

কুমারী হ্যান তাঁহার ভগ্নীর সহিত যখন পিতার নিকট প্রেরিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স অনুমান নয় বৎসর। পরবর্ত্তী দুই বৎসর তিনি পিতার কাছেই রহিলেন। পিতা সেনাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত। বালিকা দুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার পদাতিক ভৃত্যগণের উপর পড়িল। অধীনস্থ সৈন্যদল সহ পিতা কার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানে যাইতেন, কন্যা দুটীও সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সকলে তাঁহাদিগকে শিশু সেনানী বলিয়া ডাকিত ও আদর করিত।

একাদশ বর্ষ বয়সে কুমারী হ্যানকে তাঁহার মাতুলালয়ে রাখা হইল। মাতামহী বালিকার সর্ব্বাঙ্গীন ভার গ্রহণ করিলেন। মাতামহ অষ্ট্রাখান খণ্ডের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ছিলেন,—এক্ষণ শরতু অঞ্চলের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত। বালিকাও শরতুতে আসিয়া রহিলেন। কুমারী হ্যান শেষ জীবনে গল্পচ্ছলে বলিতেন যে, এই সময়ে তাঁহার ভাগ্যে কখনও আদর, কখনও বা শাস্তি ব্যবস্থা হইত, ইহাতে এক দিকে তাঁহার পরকাল নষ্ট, অন্য দিকে স্বভাব কঠোর হইতে থাকিত। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বালিকাকে এক ভাবে রাখাও সম্ভবপর ছিল না। দেশ শাসন করা বরং সহজ, কিন্তু তাঁহাকে সংযত রাখা বড় সহজ কর্ম্ম নয়, কাজেই ইহাতে তাঁহার মাতামহকেও হার মানিতে হইয়াছিল! শৈশবে ও বাল্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত না। তিনি নিজেই বলিতেন, এই সময়ে "নিতান্ত রোগা ও মর-মর" অবস্থায় থাকিতেন। কখন কখন নিদ্রিতাবস্থায় চলিয়া বেড়াইতেন। এই সকল দেখিয়া বাড়ীর ভৃত্যগণ স্থির করিল, তাঁহাকে

ভুতে পাইয়াছে। তজ্জন্য খুব 'ঝাড়-ফুঁকের' ব্যবস্থা হইত। তিনি ইদানিং গল্প করিতে করিতে প্রায়ই বলিতেন,—"বাল্যকালে আমাকে যে পরিমাণ পবিত্র জলে স্নান করাইয়াছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দে একখানা জাহাজ ভাসিতে পারে, আর ভূত ঝাড়াইবার জন্য পুরোহিতগণ যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন, সে গুলা বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারণ করিলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা ফল সমানই হইত।"

কুমারী হ্যান বড়ই উত্তেজনশীল ছিলেন। এই উত্তেজনশীলতা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেও লক্ষিত হইত। তিনি কিছুতেই কাহারও কর্ত্তৃত্ব বা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে কোন বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না। বাধা পাইলেই তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। আবার তাঁহার স্নেহশীলতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততা এত অধিক ছিল যে, লোকে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া পারিত না। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে দ্বেষভাব কিছুমাত্র ছিল না। কেহ অনিষ্ট করিলেও তাঁহার প্রতি দ্বেষ করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি দয়ায় গঠিত ছিল। বাহিরে যে ক্ষণিক ক্রোধ চঞ্চলতা দেখা যাইত, কিছু পরে চিত্তে আর তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকিত না।

কুমারী হ্যানের কোন নিকট আত্মীয়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন:—"আমরা মাদাম ব্লাভাস্কিকে বিশেষরূপ জানি। আমাদের কথা প্রামাণিক, কল্পিত নহে। তাঁহার প্রকৃতির সহিত কাহারও সাদৃশ্য ছিল না। তিনি অতীব বুদ্ধিমতী এবং সাহসসম্পন্না, আবার বিলক্ষণ রহস্যপটু ও স্ফূর্ত্তিমতী ছিলেন। তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। সাধারণ বালিকার ন্যায় তাঁহাকে চালিত করিতে যাওয়া কি ঘোরতর ভ্রমের কার্য্য, ইহা কিছুকাল পরে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার চঞ্চল শরীর, তরল প্রকৃতি, শৈশবাবধিই প্রেত জগতের প্রতি তাঁহার এক নিনির্মিত্তক ভয়মিশ্রিত আকর্ষণ, অজ্ঞাত-অদৃশ্য-

রহস্যময় অতীন্দ্রিয় গূঢ় বিষয়ে তাহার উন্মাদ কৌতুহলাসক্তি, সর্ব্বোপরি তাহার চিত্তের স্বাধীনতা ও কার্য্যের স্বতন্ত্রতা রক্ষার প্রবল প্রয়াস,—এই সকল চিহ্ন এবং তাঁহার কল্পনা শক্তির প্রাখর্য্য ও অদ্ভুত আবেগ-পূর্ণতা দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের বুঝা উচিত ছিল, এ মেয়ে এক ভিন্ন প্রকৃতির জীব, সুতরাং ইহার শাসন-প্রণালীও ভিন্ন প্রকারের হওয়া আবশ্যক। তাঁহার স্বাধীনতায় বাধা না দিলে, তাঁহার বেগময়ী ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া সেই স্বভাবোগ্র চিত্তকে ক্রোধের মাত্রায় চড়াইয়া না দিলে, তিনি বড়ই স্বচ্ছন্দে থাকিতেন। ভৃত্যগণ তাহাকে তোষামোদ করিয়া চলিত এবং আত্মীয়গণও তাঁহাকে "দুঃখিনী মাতৃহীনা শিশু" বলিয়া সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। ফলতঃ তিনি বাল্যেই এতদূর স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠেন যে, প্রকাশ্য ভাবে সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে থাকেন। তিনি পুরুষের জিনের উপর বসিয়া অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন, ইহাতে কেহ কিছু বলিলে গ্রাহ্য করিতেন না, কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতেন না, এবং আচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কিছু মাত্র শঙ্কিত হইতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরবর্ত্তী জীবনের ন্যায় বাল্যেও তাঁহার প্রীতি অনুরাগ নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতিই অধিক মাত্রায় ছিল। সমাবস্থাপন্ন বালক বালিকাদিগকে ছাড়িয়া ভৃত্যদের বালক বালিকাদের সঙ্গে খেলিতে ভালবাসিতেন। এমন কি, পাছে গৃহের বাহির হইয়া রাস্তার মলিন ইতর জাতীয় ছেলে গুলির সঙ্গে মিশিয়া যান, এই ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রাখা হইত। স্বয়ং যে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতীয় সম্ভ্রান্ত কুলীন সমাজকে বাল্য-কাল হইতেই ঘোরতর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন।"

মাতুলালয়ে বাস কালীন কুমারী হ্বানের বাল্যচরিত্র তাঁহার ভগ্নী মাদাম জেলিহোবাস্কী নিম্নোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা তখন নগর ছাড়িয়া পল্লীস্থ গ্রীষ্মাবাসে বাস করিতেছিলেন।

"আমরা যে পল্লী বাটীতে থাকিতাম, উহা একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন অট্টালিকা। উহার নিম্নদিকে মৃত্তিকা মধ্য পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, আগম-নির্গম পথগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে। উপরে উচ্চ চূড়া সকল বিরাজ করিতেছে, এবং আশে পাশে অনেক স্থান আছে, যাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে একটা ভয়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাটীর নির্ম্মাতা 'পঙ্কুলিদজেফ' নামে খ্যাত। এই বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে বহুকাল ব্যাপিয়া শরতু ও পেঞ্জা প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। পেঞ্জা প্রদেশে ইঁহারাই কুলে ও সম্পদে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বাড়ী মধ্যযুগের কোন গড়ের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হইত। সত্বাধিকারীর পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। উক্ত কর্ম্মচারী একটি ভয়ানক অত্যাচারী লোক ছিল। সে অধীন প্রজাদিগকে কুক্কুর অপেক্ষাও অধম মনে করিত। ইহাকেও সকলে অভিসম্পাৎ করিত। ইহার পাশব অত্যাচারের অন্ত ছিল না। অনেক প্রজা ইহার হাতে প্রহার খাইয়া প্রাণ দিয়াছে; অনেকে ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় কারাগর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাহাকার করিত। মাদাম পিগ্নুর পূর্ব্বে পঙ্কুলিদজেফদের গৃহে ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তিন পুরুষ ঐ পরিবারের বালক বালিকারা ইঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করে। তিনি আমাদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিকট এই সকল অত্যাচারের কাহিনী শুনিতাম! ভৌতিক গল্পেও আমাদের মস্তক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শুনিতাম, যে সকল প্রজারা হত হইয়াছে, তাহাদের প্রেতদেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নিশাকালে ঘুরিয়া বেড়াইত! কোন যুবতী উক্ত পাপাসক্ত কর্ম্মচারীর অবৈধ প্রেম প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলা হয়। শুনিতাম ঐ রমণীর ছায়াদেহ প্রভাতে ও প্রদোষে ভূগর্ভগামী পথের একটি অর্গলাবদ্ধ দ্বার দিয়া যাতায়াত করিত। আমরা তখন বালিকা, এই সকল গল্প

শুনিয়া কোন আঁধার ঘর বা পথ পার হইবার সময় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইতাম। আমরা একবার সেই ভূগর্ভনিহিত ভয়ঙ্কর পুরাতন গহ্বরগুলি দেখিবার জন্য ছয়জন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া এবং কতকগুলি মশাল জ্বালাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। চারিদিকের মাকড়সার জাল শরীরে জড়াইয়া গেল। দেখিলাম, সেখানে নর অস্থি বা প্রেত-পদলগ্ন শৃঙ্খলাদি কিছুই নাই, কিন্তু কতকগুলি ভাঙ্গা বোতল মাত্র পড়িয়া আছে। কিন্তু কল্পনা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছিল, প্রাচীর-গাত্রে যে ছায়া পড়িয়াছিল, সেগুলিই ভূত। হেলেন (কুমারী হ্যান্) গহ্বরগুলি দুই একবার দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পড়াশুনা এড়াইবার জন্য প্রায়ই সেই অপবিত্র স্থানটাতে গিয়া আশ্রয় লইতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁর এই লুকাইবার স্থানটার কেহ সন্ধান পায় নাই! শেষে যখন জানা গেল, তখন অন্যত্র না পাইলে শাসন কর্ত্তার রক্ষী সৈনিকগণ সেখানে গিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া তুলিয়া নিয়া আসিত। বাটীর কতকগুলি ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার দিয়া ছাত পর্য্যন্ত উচ্চ একটা মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া উহার ভিতর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া লুকাইয়া তিনি 'সলমনের জ্ঞান-ভণ্ডার' নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিতেন। এই পুস্তকখানা নানারকম গল্প উপকথায় পূর্ণ ছিল, কখন কখন তিনি উক্ত ভূগর্ভস্থ গহ্বরগুলির গোলক ধাঁধায় পথ হারাইয়া ফেলিতেন। তখন তাঁহাকে সেখানে খুঁজিয়া বাহির করাও দুষ্কর হইত। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং জোর করিয়া বলিতেন, 'আমি কি সেখানে একা থাকি? আমার কত ছোট ছোট খেলার সঙ্গী আসিয়া জোটে, উহারা দেখিতে কুঁজো।"

"হেলেন বড়ই চঞ্চলস্বভাবা ছিলেন। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বয়স যখন বার বৎসরেরও কম, সেই সময় একদিন রাত্রে তাঁহাকে বাটীর ভিতর কোথাও দেখিতে না পাইয়া সকলে

ভীতচিত্তে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল, তিনি মাটির নীচে একটা লম্বা বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে কোন অদৃশ্য প্রাণীর সঙ্গে গভীর কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন। এরকম অদ্ভুত বালিকা কেহ কোথাও দেখে নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে পরস্পর বিলক্ষণ দুইটি ভাব সুস্পষ্ট ভাসমান ছিল,—কেহ দেখিলে মনে করিত যেন বিভিন্ন প্রকৃতির দুইটি জীব একত্র একাধারে বর্ত্তমান। একটি উন্মার্গগামী স্বেচ্ছাচারী, কলহপ্রবণ; অপরটি চিন্তাশীল, ভাবময়, মহাজ্ঞানীর ন্যায় মনস্তত্ত্বে নিমগ্ন। যখন ইচ্ছা হইত, তখন এরূপ মনোযোগের সহিত পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন যে, কিছুতেই তাঁহাকে পুস্তক ছাড়াইয়া আনিতে পারা যাইত না। যতদিন এই ঝোঁক পূর্ণমাত্রায় থাকিত, ততদিন যেন গ্রন্থগুলি গ্রাস করিতে থাকিতেন। মাতামহের বিরাট পুস্তকাগারও তখন তাঁহার সেই অসীম পাঠ-ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে পারিত না।

"বাটীর সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড উদ্যান ছিল,—একটি উপবন বলিলেও চলে। এখানে কেহ বড় একটা যাইত না। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ভগ্ন কুটীর ও দেবালয় ছিল। উপবনটি একটি ক্রমোচ্চ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, এবং ইহার অপর প্রান্ত এক দুর্গম অরণ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই অরণ্য পথচিহ্ন-শূন্য, গভীর শৈবাল-জালে আচ্ছাদিত, এবং পলাতক আসামী প্রভৃতি অপরাধীদের আশ্রয় স্থল বলিয়া খ্যাত। হেলেন যখন দেখিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত গহ্বরগুলিতে গিয়া আর নিরুপদ্রবে থাকিতে পারেন না, তখন এই ভীষণ অরণ্যের আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিলেন।

"হেলেনের কল্পনাশক্তি অতীব বিস্ময়কর। কখন কখন তিনি বালক বৃদ্ধ সকলের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব, অবিশ্বাসযোগ্য নানা গল্প বলিতে থাকিতেন, এবং যেন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইরূপ

নিশ্চয়ের সহিত ঐ সকল বর্ণনা করিতেন। বাল্য হইতেই অকুতোভয়, কিন্তু সময় সময় নিজের কল্পনাসৃষ্ট বস্তুতেই ভয় খাইয়া মূর্চ্ছা যাইতেন। গৃহের আসবাব পত্র প্রভৃতি জড় বস্তুগুলির দিকে তাকাইতে তাকাইতে মনে করিতেন, ঐ সকলের ভিতর হইতে কতকগুলি 'ভীষণ জ্বলন্ত চক্ষু' নির্গত হইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চায়। সে 'ভীষণ জ্বলন্ত চক্ষু' সৌভাগ্যই আর কাহারও চক্ষে পড়িত না, কাজেই সকলে ঐ সকল কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত। তিনি নিজে কিন্তু এরূপ দৃশ্য দেখিলেই খুব আঁটিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে পরিবারস্থ সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া গৃহ সামগ্রী বা পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতে যে ভীষণ চক্ষু নির্গত হইত, উহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দূরে দৌড়াইয়া পলাইতেন। আবার কখন কখন ঘোরতর হাস্য করিয়া উঠিতেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তাঁহার সহচরদের নানা আমোদের খেলা দেখিয়া হাসিতেছেন। অন্ধকার গৃহে বা বাটীর চতুর্দ্দিকস্থ সেই নিবিড় উপবনে ঝোপের মধ্যে গিয়া ঐ সকল প্রাণীর সহিত দেখা করিতেন।

"শীতের সময় আমরা নগরে প্রত্যাবর্তন করিতাম। আমাদের নগরস্থ আবাস বাটীর নিম্নতলে কতকগুলি বড় বড় বৈঠকখানা-গৃহ সজ্জিত ছিল। এই সকল প্রকোষ্ঠ মধ্যরাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত খালি থাকিত। ছেলেনকে কখন কখন রাত্রিকালে এই অন্ধকারময় গৃহমধ্যে অর্দ্ধ জাগ্রত বা গভীর নিদ্রিতাবস্থায় পাওয়া যাইত। কি উপায়ে তিনি রুদ্ধদ্বার গৃহগুলি ভেদ করিয়া আমাদের উপরিতলস্থ শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। দিবাভাগেও সময় সময় ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেন। তল্লাস করিতে করিতে, ডাকিতে ডাকিতে হয়ত তাঁহাকে কোন জনশূন্য স্থানে গিয়া পাওয়া যাইত। একদা তাঁহাকে ঐরূপে অনুসন্ধান করিতে

করিতে দেখা গেল, তিনি বাটীর একটি উচ্চ কুঠরীর ভিতর কতকগুলি কপোত-নীড়ের মধ্যস্থলে শত শত কপোত বেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। বলিলেন, 'সলমানের জ্ঞানভাণ্ডার' নামক পুস্তকের উপদেশানুসারে তিনি কপোতগুলিকে "ঘুম পাড়াইতেছিলেন।" বস্তুতঃ কয়েকটা কপোত ক্রোড়ে নিদ্রিত না হউক, এক প্রকার মুগ্ধ বা স্তম্ভিতাবস্থায় পতিত হইয়াছিল। আমাদের মাতামহীর একটা প্রকাণ্ড যাদুঘর ছিল। তৎকালে রুষিয়াদেশে এই যাদুঘরটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় অশেষ প্রকার জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জ এবং ঐতিহাসিক ও পুরাকালের অনেক বস্তু সকল রক্ষিত ছিল। হেলেন এই যাদুঘরে গিয়া জলপ্লাবনের পূর্ববর্ত্তী যুগের (antideluvian) প্রকাণ্ডকায় পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণের অস্থি মালার মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, এবং সেই খড়পোরা কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তুদিগের সহিত গভীর কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয় ত কপোতগণ তাঁহার নিকট সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান বলিত এবং পশুপক্ষীরা নির্জ্জনে গুপ্তভাবে তাহাদের নিজ নিজ জীবন বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইত। তাঁহার কাছে সমস্ত প্রকৃতিই যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হইত। তিনি স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক পদার্থেরই একটা ভাষা উপলব্ধি করিতেন। প্রস্তর মৃত্তিকা, বা সামান্য একখণ্ড ঘুনেধরা কাষ্ঠ—যে কোন দৃশ্য জড়বস্তুই হউক না কেন—প্রত্যেকেই সজীব,—সচেতন।

"আমাদের মাতামহীর সেই সুপ্রসিদ্ধ যাদুঘরের শোভার জন্য নূতন নূতন বস্তু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা ইতস্ততঃ বহির্গত হইতাম। এই উদ্দেশ্যেও বটে, এবং নিজেদের শিক্ষা ও আমোদের জন্যও বটে, আমরা কখনও দিবসে, কখনও রাত্রে নানাদিকে অভিযান করিতাম। কিন্তু রাত্রিকালই আমাদের অধিকতর মনোরম বোধ হইত। তখন অতীব উৎসাহের সহিত আমরা ভ্রমণে বহির্গত হইতাম। যেমন অশোচ

আমরা আর কিছুতেই পাইতাম না। বাটীর অদূরেই বন। এই বনরাজি মধ্যে আমাদের সেই আনন্দদায়ক নৈশ ভ্রমণ রাত্রি ৯টা হইতে ১টা, কখনও বা ২টা পর্য্যন্ত চলিত। এই ভ্রমণে সমবয়স্ক বন্ধুগণেকে আহ্বান করা হইত। বার হইতে সতের বৎসরের বালক বালিকাদিগকে দলে মিশাইয়া, আর পঁচিশ ত্রিশ জন বালভৃত্য ও পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া আমরা অভিযানে নির্গত হইতাম। কি প্রভু কি ভৃত্য প্রত্যেকের হাতে আলোক ও মক্ষিকা ধরিবার জাল। আমাদের শরীর রক্ষার্থ পশ্চাতে দ্বাদশ জন বলিষ্ঠকায় অস্ত্র-শস্ত্র-ভূষিত ভৃত্য, কসাক-সৈন্য এবং দুই একজন উচ্চ পদস্থ সৈনিক পুরুষ ও থাকিত। ভল্‌গা প্রদেশ অতীব মনোহর বৃহৎ প্রজাপতির জন্য প্রসিদ্ধ। সেই সকল প্রজাপতি ধরিবার জন্য আমাদের এই অয়োজন। প্রজাপতিগুলি দলে দলে উড়িয়া আসিয়া আমাদের লণ্ঠনের গ্লাসের উপর পড়িত এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের হস্তে উহাদের ক্ষণিক জীবনের অবসান হইত। আমরা এইরূপ একটা নির্দ্দয় আমোদের বশীভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু তাহাতেও আমার ভগ্নী হেলেন আপন স্বাধীন প্রবৃত্তির পরিচয় দিতেন। তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদের এই নিষ্ঠুর কার্য্য মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি প্রজাপতিগুলিকে আমাদের নির্দ্দয়তা হইতে রক্ষা করিয়া জীবন দান করিতেন। এই প্রজাপতিগুলির রোমাচ্ছাদিত মস্তক ও দেহ দেখিতে ঠিক একটি শ্বেত নরকপাল সদৃশ। পৌত্তলিকদিগের ন্যায় হেলেন বলিতেন—"এই প্রজাপতি-গুলির দেহোপরি প্রকৃতি দেবী এক একজন মৃত মহাপুরুষের কপাল সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন, উহারা বড়ই পবিত্র, উহাদিগকে বধ করিতে নাই।" আমরা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কীটগুলির পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেন, এরূপ অনুচিত কর্য্যে সেই পরলোকগত মহাপুরুষদের অত্যন্ত অশান্তি উৎপন্ন

হইতেছে, কেন না, তাঁহাদের কপাল এই কীটগুলির দেহে সংলগ্ন রহিয়াছে।

"দিবা-ভ্রমণেও আমাদের আনন্দ কম ছিল না। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা মাতামহ মহাশয়ের প্রাসাদের প্রায় ১০ মাইল দূরে একটা বিস্তীর্ণ ময়দান ছিল। এই ময়দানটী বালুকায় পূর্ণ,—দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইত, স্থানটি কোন কালে সমুদ্র বা কোন সুবৃহৎ জলাশয়ের কুক্ষিগত ছিল। এখানে মৎস্য, শম্বুকাদির বিশ্লিষ্ট দেহাবশেষ এবং অনেক প্রকাণ্ডকায় জন্তুর দন্ত পাওয়া যাইত। কালের প্রবাহে এই ধ্বংসাবশিষ্ট জীবদেহগুলি প্রায়ই চূর্ণিত ও মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছিল। কিন্তু তখনও নানাবিধ তরুলতা, মৎস্য ও অন্যান্য জন্তুর চিত্রাঙ্কিত বিভিন্ন আকারের প্রস্তর খণ্ড বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই চিত্রাঙ্কিত জীবজাতি এক্ষণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবং উহারা যে জলপ্লাবনের (Deluge) পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের জীব, তাহা ঐ সকল মূর্ত্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত। আমরা সকল বালক বালিকা মিলিয়া হেলেনের নিকট উক্ত প্রাণীগণের বিষয়ে যে কত রোমহর্ষণকর অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, তাহার সংখ্যা হয় না। আমার বেশ মনে আছে,—হেলেন কোমল ভূমির উপর সটান শুইয়া পড়িতেন,—কনুই দুটি কোমল বালুকারাশির মধ্যে নিমগ্ন এবং দুই করতলে বদন বিন্যস্ত। এই অবস্থায় যেন কোন এক স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সেই স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করিতেন,—শুনিয়া বোধ হইত, তাঁহার নিকট সেই সকল দৃশ্য যেন কতই জীবন্ত, কতই স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত। পূর্ব্বোক্ত জলচর প্রাণীগণের দেহাবশেষ অস্থি পঞ্জরাদি মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহাদের সেই সুদূর অতীত যুগের সামুদ্রিক জীবনের কি মনোহর জীবন্ত বর্ণনাই তিনি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাদের বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা বালুকার উপর

সেই অতীত যুগের সমুদ্র রাক্ষসগণের বিচিত্র মূর্ত্তি কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন! আমরা যেন সেই মৃত্যুলোকস্থিত জীব জন্তু ও উদ্ভিদাদির জীবন্ত রূপ ঐ অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতাম। রবি-কর-বিম্বিত সুনীল মনোহর সাগর-তরঙ্গ-মালা, প্রবাল-গঠিত সামুদ্রিক শৈল-শ্রেণী, আকরীয় দ্রব্য-পূর্ণ পর্ব্বতকন্দর সমূহ, সুকোমল আভাযুক্ত কুসুমরাজি-জড়িত শ্যামল তৃণদল,—ইত্যাদি সামুদ্রিক বিষয়ে তাঁহার মুখ-বিগলিত বর্ণনা যখন আমরা সাগ্রহ চিত্তে শুনিতে থাকিতাম, তখন মনে হইত যেন সুশীতল সুখস্পর্শ জলরাশি আমাদের দেহ সেবা করিতেছে,—যেন আমাদের নরদেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আর আমরা সদা ক্রীড়াশীল সুন্দর সাগর-জীবে পরিণত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। তাঁহার সেই বৈচিত্র্যময়ী কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্পনাও বর্ত্তমানকে বিস্মৃতি-জলে ডুবাইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট ভূত কালের মধ্যে ছুটিয়া যাইত।

"শৈশবে ও বাল্যে ফেলেন অদ্ভুত বাক্‌শক্তির পরিচয় দিতেন। শেষে কিন্তু তেমনটি আর পারিতেন না। এক কালে তাঁহার বক্তৃতা শক্তিতে শ্রোতৃবর্গ সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া যাইত। তিনি যাহা দেখিতেন শ্রোতারাও যেন তাহাই প্রত্যক্ষ করিত। একদা তিনি আমাদিগকে ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছিত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। বক্তৃতাস্রোতে চালিত হইয়া আমরা তখন এক মনোরম স্বপ্ন জগতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় তিনি হঠাৎ বাক্‌স্রোত পরিবর্ত্তিত করিলেন,—হঠাৎ সুদূর ভূত কালকে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের ভিতর আনিয়া ফেলিলেন। যে শীতল সুনীল সাগর তরঙ্গ মালার বর্ণনা চলিতেছিল—আমাদিগকে সহসা চিন্তা করিতে বলিলেন, সেই তরঙ্গ সমূহ যেন আমাদিগকে বেষ্টন করিয়াই নৃত্য করিতেছে। আর তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'একবার কল্পনাচক্ষে দেখ দেখি! কি

অলৌকিক ব্যাপার! পৃথিবী সহসা বিক্ষুব্ধ হইতেছে, বায়ু ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সাগর-তরঙ্গে পরিণত হইতেছে! ঐ চাহিয়া দেখ, অসংখ্য ঊর্মিমালা কেমন এদিক ওদিকে সঞ্চালিত হইতেছে। দেখিতেছ না? আমাদিগের চারিদিকেই যে জল ঘিরিয়া ফেলিল,—আমরা যে জলধির তলদেশে উপস্থিত হইয়াছি এবং কত অদ্ভুত সামগ্রী দেখিতে পাইতেছি।' এইরূপ বলিতে বলিতে বালির উপর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গম্ভীর নিশ্চয়তাব্যঞ্জক স্বরে ঐ কথা কহিতে লাগিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও ভয়ের ভাব ধ্বনিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বাভ্যাস বশে চক্ষু দুটি উভয় করদ্বারা সহসা আচ্ছাদিত করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পুনরায় বালির উপর পড়িয়া গিয়া যখন তিনি বলিতে লাগিলেন—'ঐ ঢেউ,—ঐ এল! ওগো সমুদ্র, সমুদ্র! আমরা ডুবিয়া মরিলাম'—তখন আমরা সকলেই সটান আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমাদের হতাশ চীৎকারে গগন ভেদ করিতে লাগিল। সকলের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস. সাগর আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—আমরা নাই।

"প্রাতঃকালে কিম্বা সন্ধ্যাবেলা আমাদের মত ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি একটি দল গঠিত করিতেন, এবং সদলে পূর্ব্বোক্ত যাদুঘরটিতে গিয়া সকলকে নানারূপ ঐন্দ্রজালিক গল্পবিন্যাসে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ইহাতে তাঁহার বড়ই প্রীতিবোধ হইত। তখন তিনি নিজের সম্বন্ধে কল্পনাতীত নানা উপাখ্যানাদি কহিতেন এবং রাত্রিতে নাকি তিনি কত কি দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সকল বলিতেন। যাদুঘরের ঘরপোরা জন্তুগুলি নাকি একে একে আপন আপন পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত সাদরে তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিত। খ্রীষ্টান পরিবারের ভিতর থাকিয়া তিনি পূর্ব্বজন্ম-তত্ত্ব কোথায় শুনিতে পাইলেন? কে তাঁহাকে খ্রীষ্টানের ধর্ম্মবিরুদ্ধ যোনি-ভ্রমণবাদের

রহস্য সকল শিখাইল? যাদুঘরে 'সীল' নামক একটা সামুদ্রিক জন্তুর দেহ ছিল। এই 'সীলটি' হেলেনের বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি 'সীল'টার গায়ে পড়িয়া উহার রজতোপম শুভ্র মসৃণ দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে তৎকথিত স্বীয় অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত আমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেন। এই সকল কথা তিনি এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ-ভাষায় বর্ণনা করিতেন যে, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বর্ণনায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই একান্ত মনে তাহার গল্প শুনিতে থাকিতেন এবং শুনিতে শুনিতে উহার মনোহারিত্বে একেবারে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। আর বাল-শ্রোতাগণের ত কথাই নাই, তাহারা হেলেনের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করিয়া লইত। আমি একটি সুদীর্ঘকায় শ্বেত 'ফ্লেমিঙ্গো' পক্ষীর অদ্ভুত জীবন কথা কখনই ভুলিতে পারিব না। এই প্রকাণ্ড বিহঙ্গমটি একটি বড় আলমারিতে কাঁচের আবরণের ভিতর যেন অবিচলিত ধ্যানাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া আছে,—লোহিত রেখাঙ্ক পক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, যেন সদাই উড়িতে প্রস্তুত। হেলেন বলিতেন, বহুযুগ পূর্ব্বে এটি পক্ষী ছিল না, মানুষ ছিল। অনেক ভয়ঙ্কর পাপ ও নরহত্যা করিয়াছিল বলিয়া মহাপুরুষগণ ইহাকে মূঢ় তির্য্যক্ জাতিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন,—আর পূর্ব্ব জন্মে যে জীবরক্তপাত করিয়াছিল, তাহাতেই উহার পক্ষদ্বয় অসুরঞ্জিত করা হইয়াছে; উহাকে চিরকাল পক্ষীরূপে মরুভূমি ও পঙ্কিল স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমি ঐ 'ফ্লেমিঙ্গো'টাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম। মাতামহী আপনার পাঠগৃহ ছাড়িয়া বড় একটা উঠিতেন না। সন্ধ্যাবেলা তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য যাদুঘরের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে আমাকে যাইতে হইত। যাদুঘরটি পার হইবার সময় আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সটান দৌড়াইয়া পলাইতাম, ভয় পাছে ঐ রক্তাক্তকলেবর পক্ষীরূপী ভীষণ নরহন্তাকে দেখিয়া ফেলি।

"হেলেন যেমন নিজে গল্প করিতে ভালবাসিতেন, তেমনি অন্যের নিকট গল্প, উপকথা ইত্যাদি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। ফেদিফ পরিবারের (মাতামহ বংশ) একটি বৃদ্ধা ধাত্রী গল্প-কথনে খুব পারদর্শী ছিল। তাহার গল্পের তালিকার শেষ কেহ পায় নাই। আর তাহার স্মৃতি যত কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে উদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়া এবং শীতের সন্ধ্যায় গৃহাভ্যন্তরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে একত্রিত হইয়া আমরা সকলে সেই বৃদ্ধাকে ঘিরিয়া বসিতাম। আমাদের উত্তর খণ্ড সুন্দর সুন্দর উপকথার জন্য খ্যাত। তাহার দুই চারিটা তাহাকে দিয়া বলাইতে পারিলে আমাদের আর সুখের সীমা থাকিত না। আমরা অবশ্যই গল্পগুলি যেমন শুনিতাম, তেমনি ভুলিয়া যাইতাম, কিন্তু হেলেন কদাপি সেগুলি বিস্মৃত হইতেন না, বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি উপকথার নায়ক নায়িকাগণের ঘটনাবলীকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, মানুষ ইচ্ছা করিলে ইতর প্রাণীর আকার ধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, কেবল প্রণালী জানিতে পারিলে হয়। মানুষও পক্ষীর ন্যায় উড়িতে সম্পূর্ণ সমর্থ, যদি তাহার দৃঢ় সংকল্প থাকে। সেইরূপ তত্ত্বাভিজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বযুগেই ছিলেন—এখনও আছেন; যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে বা চিনিতে পারে, যাহারা হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাদের নিকট তাঁহারা আত্ম প্রকাশ করেন।

"উপরোক্ত কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি একজন শতবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ আমাদের বাটীর অনতিদূরে 'বরনিগ-বয়রক' নামক একটা অরণ্য মধ্যে গহ্বরে বাস করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস, বৃদ্ধ ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। লোকটি সাধুস্বভাব ও পরোপকারী ছিলেন এবং কোন পীড়িত ব্যক্তি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে স্বেচ্ছায়

22577
26/12/2006

তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিতেন, তবে পাপাচারীদিগের পীড়া জন্মাইয়া কি প্রকারে শাস্তি দিতে হয়, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। গাছ গাছড়া, লতা পুষ্পাদির কোন্‌টির কি গূঢ় গুণ ও শক্তি, তাহা তিনি জানিতেন এবং ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তিনি অনেকগুলি মধুচক্র সযত্নে রক্ষা করিতেন—শত শত মধুচক্রে তাঁহার কুটীর চক্রাকারে বেষ্টিত ছিল। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অপরাহ্ণে তিনি চিরকাল আপন আশ্রমে থাকিয়া স্বীয় প্রিয়তম মধুকরনিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া আস্তে আস্তে পাদচারণা করিতেন,—গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গবৃন্দে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন,—যেন একটি জীবন্ত বর্ম্মে সর্ব্ব দেহ পরিরক্ষিত হইয়া আছে; সময় সময় নির্ব্বিঘ্নে চক্রাভ্যন্তরে উভয় হস্ত ডুবাইয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহাদের কর্ণভেদী রব মনযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছেন এবং যেন প্রত্যুত্তরচ্ছলে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দুর্ব্বোধ ভাষায় অনুচ্চস্বরে কত কি কথা ও গাথা উচ্চারণ করিতেছেন—মক্ষিকাগুলি তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ মাত্র অমনি গুঞ্জন ত্যাগ করিয়া নীরব হইয়া যাইতেছে। স্পষ্টতঃই বুঝা যাইত যেন সেই সুবর্ণ-পক্ষ ষটপদগণ এবং তাহাদের সেই শতবর্ষীয় প্রভু পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিত। ইতর প্রাণীর ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে হেলেনের কোন সংশয় ছিল না। 'বরনিগ-বয়রক' অরণ্য হেলেনের পক্ষে এক অনিবার্য্য আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। যখনই সুযোগ পাইতেন, তখনই তিনি এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। সেখানে গিয়াই কি প্রকারে মধুমক্ষিকা, পক্ষী ও অপরাপর প্রাণীর ভাষা বুঝা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে বৃদ্ধকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং উত্তরে বৃদ্ধ যাহা যাহা বলিতেন, বুঝাইতেন, তাহা তদ্গত চিত্তে,প্রবল অনুরাগ সহকারে বসিয়া শ্রবণ করিতেন। সেই অন্ধকারময় অরণ্যকন্দর তাঁহার চক্ষে একটি স্বপ্ন রাজ্য সদৃশ বোধ হইত। আর সেই বৃদ্ধও সর্ব্বদাই হেলেন সম্বন্ধে আমাদিগকে বলিতেন 'এই ক্ষুদ্র বালিকা তোমাদের মত

নয়। ভবিষ্যতে ইহার জীবনে মহৎ ঘটনাবলী ঘটিবে। দুঃখ হয়, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা আমি দেখিয়া যাইতে পারিব না,—না পারি কিন্তু সেগুলি যে ঘটিবে, তাহা সুনিশ্চিত—নিঃসন্দেহ।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

একতারিনস্লো নগর রুষিয়ার দক্ষিণ উক্রাইন প্রদেশে অবস্থিত। সুনীল নীপর নদ এই নগর বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। এই প্রদেশ জলদেবীগণের বাসভূমি বলিয়া চির বিখ্যাত। নীপর নদ উত্তীর্ণ হইতে হইলে অপর লোকের কথা দূরে থাকুক অসীম সাহসসম্পন্ন 'কসাক' সৈন্যের অন্তরও গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠে,—বুঝি মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। চিরপ্রোথিত বিশ্বাস এমনই প্রবল। এই নদের তীরে কুমারী গ্যানের জন্ম এবং এই স্থানেই তাঁহার শৈশবের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হয়। বালিকার অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই সেই সকল মোহিনী শ্যাম-চিকুরা অপ্সরার অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। ধাত্রীগণের ক্রোড়ে থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা, ছড়া ও পৌরাণিক গল্প-উপকথা শুনিতেন, নীপর নদের তীরে আসিয়া যেন সেই সকল কবিতাবদ্ধ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেন। ধাত্রীরাও তাঁহাকে এক অদ্ভুত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করিত,—কেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে শৈশবাবধিই বালিকার মনে এক সর্ব্ববশঙ্করী কর্ত্তৃত্ব ভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে। খরস্রোত নীপরের বালুকাময় পুলিন 'উইলো' বৃক্ষের কুঞ্জে শোভিত। এই সুন্দর সৈকতভূমি বালিকার প্রিয়তম ভ্রমণ স্থল। সেখানে গেলেই তিনি দেখিতে পাইতেন, 'উইলো' বৃক্ষাসীনা জলদেবীগণ হাস্যমুখে অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। ভয় নাই, ভাবনা নাই,—সেই চা'র বৎসরের বালিকা এমন নিঃশঙ্কভাবে নির্জ্জন নীপর-পুলিনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন যে, তাহা বয়স্কদিগের সাহসে কুলাইত না। বালিকার ভরসা—আত্মশক্তি, বল—আত্ম-প্রাধান্যে অসীম বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস ধাত্রীগণের সাক্ষ্যে আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। বালিকার বিশ্বাস, তাঁহার কেহ কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না, তিনি সকলকেই বশীভূত করিতে সমর্থ। এমন কি, ধাত্রী তাঁহার অমতে চলিলে অমনি তাহাকে ভয় দেখাইয়া আদেশ করিতেন,—"আমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই তোমাকে মানিয়া চলিতে হইবে,—নয়ত আমি তোমাকে ফেলিয়া পলাইব, আর ঐ দুষ্ট জলদেবীরা আসিয়া তোমাকে পায়ে সুড় সুড়ি দিয়া মারিয়া ফেলিবে। জলদেবীরা আমার কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না। আমি না থাকিলে কে তোমায় রক্ষা করিবে?"

কন্যার এইরূপ বিদ্যা হইতেছে, পিতা মাতা তাহার কিছুই জানিতেন না। যখন জানিতে পারিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলেন, তখন দেখিলেন, ঐ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস বালিকার চিত্তে এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উহার উন্মূলন দুঃসাধ্য।

অতঃপর কন্যার রীতিমত শিক্ষার প্রস্তাব হইল। বিদেশ হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া তাঁহার উপর শিক্ষার ভার দেওয়ার কথা হয় এই সময়ে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে। কুমারী হ্যানের বাল্য-জীবন-সংস্পৃষ্ট বলিয়া এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের গতি নির্দ্দেশক বলিয়া ঘটনাটি উল্লেখ যোগ্য, নতুবা অপর স্থানে ঘটিলে বোধ হয় কেহ উহার খোঁজও করিত না। একদিন চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক-ভৃত্য নদী তীরে কুমারী হ্যানের গাড়ী টানিতে নিযুক্ত ছিল। সে একটু অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল, এই জন্য সেই ক্ষুদ্র বালিকা ক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাকে বলিলেন—"আমি জলদেবীকে বলিয়া দিয়া তোকে গায়ে সুড় সুড়ি দিয়া মারিয়া ফেলিব জানিস্! ঐ দেখ্—গাছ থেকে কে একজন নামিয়া আসিতেছে—এই আসিয়া পড়িল—দেখ্ দেখ্!" বালক কোন জলদেবী দেখিতে পাইয়াছিল কিনা কেহ জানে না, কিন্তু সে ভয়ে দৌড়িয়া

পলাইল। ধাত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও সে ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরের বালুকারাশির মধ্য দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। বৃদ্ধা ধাত্রী অনেকক্ষণ বকিয়া শেষে একাকী বালিকাকে লইয়া গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইল। মনে মনে সংকল্প করিল, আজ উহাকে শাস্তি দেওয়াইতে হইবে। কিন্তু সেই বালককে আর কেহ জীবিত দেখিতে পাইল না। সে তাহার গ্রামের দিকেই পালাইয়া গেল কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তাহার মৃত দেহ ধীবরগণের মৎস্য ধরিবার জালে আবদ্ধ হইয়া উঠিল। পুলিসের সিদ্ধান্ত হইল "আকস্মিক জলে ডুবিয়া মৃত্যু"। পরে বুঝা গেল, বন্যাবসানে যে সকল স্বল্প জলপূর্ণ তড়াগের সৃষ্টি হয়, তাহারই একটা পার হইতে গিয়া ভয়বিহ্বল বালক বালুকার গর্ত্তে নিমগ্ন হয়। এই বালুকা গর্ত্তগুলি জলপূর্ণ, এবং নীপর নদের প্রবল প্রবাহজনিত সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান। বাটীর ভীত দাস দাসীগণের কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত হইল বালকের মৃত্যু কোন আকস্মিক কারণজনিত নহে; বালিকা স্বীয় রক্ষণী শক্তি সঙ্কুচিত করিয়া ভৃত্যকে জলদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার এই বিপদ ঘটিল। ঐ মূর্খোচিত কল্পনায় পরিবারবর্গের মহা অসন্তোষ উৎপন্ন হইল। এই অসন্তোষের আরও বৃদ্ধি হইল যখন তাঁহারা জানিতে পাইলেন, আসামী নিজেই গম্ভীর ভাবে অভিযোগ স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,—"আমিই ঐ অবাধ্য ভৃত্যটাকে আমার আজ্ঞাকারিণী দাসীস্বরূপা অপ্সরাগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।"

এই ঘটনায় বিদেশ হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার প্রয়োজনীতা বিশেষরূপে অনুভূত হইল। বোধ হয়, তিনি রুষিয়ার প্রচলিত কুসংস্কার হইতে মুক্ত এবং বালিকার এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিয়া উহাকে স্ববশে আনিতে অধিকতর সমর্থ হইবেন—অভিভাবকেরা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইহার পরই একজন ইংরাজ মহিলাকে বালিকার শিক্ষা

নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। মিস্ অগস্তা সোফিয়া জেফ্রিজ জলদেবী বা 'দামোভাই'য়ে বিশ্বাস করিতেন না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার দুর্দ্দমনীয় ছাত্রীকে আপন বশে আনিতে কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। কুমারী হ্যান্ একাকী এক স্থানে গিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং সারাদিন ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বকিতে থাকিতেন। নিকটে কেহই নাই, অথচ কাহার কাছে যেন নক্ষত্রালোক ও গ্রহ মণ্ডলের অদ্ভুত অদ্ভুত ভ্রমণ কাহিনী বর্ণন করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ঐ সকল নির্জ্জন কাহিনী "অপবিত্র প্রলাপ" বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বালিকাকে কিছু করিতে আদেশ করিয়াছেন কি অমনি উঁহার অবাধ্যতা বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিত। বালিকাদ্বারা কোন কার্য্য করাইতে হইলে একমাত্র উপায়, কার্য্যটি করিতে একবার নিষেধ করা। নিষেধ করিলেই যাহাই ঘটুক না কেন, উহা তিনি করিবেনই। তবে আদর অনুনয়ে অনেক কাজ হইত। নতুবা তাঁহার দুর্দ্দমনীয়, একগুঁয়ে, নির্ভীক প্রকৃতিকে কেহই অবনমিত করিতে পারিত না। শিক্ষয়িত্রী প্রাণান্ত পণ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া কাজ পরিত্যাগ করিলেন। বালিকাকে আবার ধাত্রীর কাছেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিল। তৎপর কুমারী হ্যান তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত পিতার নিকট প্রেরিত হন।

মিস্ জেফ্রিজ চলিয়া গেলে আর একজন ইংরাজ-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনি নিজেই ভীরুস্বভাবা বালিকা মাত্র—ছাত্রীদ্বয় ইহাকে কিছুতেই মানিতেন না। এই শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত একজন সুইস জাতীয় শিক্ষক এবং ফরাসী-দেশীয় আর একজন শিক্ষয়িত্রীও বালিকাদের জন্য নিযুক্ত হন। এই ফরাসী শিক্ষয়িত্রীটি যৌবনে লোকবিদিত অনেক

ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। ইঁহার নাম মাদাম হেনরিতি পিগন্থুর। পিগন্থুর রূপ সৌন্দর্য্যের জন্য এক সময়ে মহানগরী প্যারীর জনসমাজে বিখ্যাত ছিলেন। ফরাস বিপ্লবের ভীষণ রণক্ষেত্রে তিনি অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন। বিপ্লবের বিজয়োল্লাসে মত্ত ফরাসীজাতি সুন্দরী পিগন্থুরকে "স্বাধীনতাদেবী"রূপে সাজাইয়া প্রতিদিন প্যারির রাজপথে বিরাট জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া লইয়া বেড়াইত। "স্বাধীনতাদেবী"র মূর্ত্তি দেখিয়া 'সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতা'র মহামন্ত্রে উদ্বেলিত সেই জয়কল্লোল শতমুখে ছুটিয়া যাইত। বালিকাদ্বয়ের নিকট পিগন্থুর সেই সকল ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন। পিগন্থুর এক্ষণে বৃদ্ধা, কিন্তু তাঁহার বাক্য বিন্যাস শক্তিতে তিনি হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেন। বালিকাদ্বয় সাগ্রহে সেই উদ্দীপনাময়ী বর্ণনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন—সর্ব্বশেষ উত্তেজিত হইতেন এই গ্রন্থের যিনি নায়িকা, তিনি। এই সকল কাহিনী শুনিয়া তদ্দণ্ডেই তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আমি 'স্বাধীনতাদেবী' হইয়া জীবন কাটাইব।" এই বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া জাতীয় স্বভাব প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ চপলভাষিণী হইলেও কঠোর নীতিপরায়ণা ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্বামীও আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধ পিগন্থুর বড়ই প্রিয়দর্শন, পরিহাসপ্রিয়, কোমল হৃদয় ব্যক্তি। তিনি সর্ব্বদাই বালিকা দুইটিকে স্ত্রীর তাড়না ও কঠোর শাসন হইতে রক্ষা করিতেন। নানা আমোদজনক গান শিখাইতেন, এবং তাঁহার ভাণ্ডারের ভাল ভাল রঙ্গ-রস কৌতুকপূর্ণ কথা ও গল্প উপন্যাসাদি শুনাইতেন। তাঁহার স্ত্রীর নিকট—পাঠ্য পুস্তকে এসব আমোদ কোথায়?

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে কুমারী হ্যানকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিতা দেশভ্রমণার্থ স্বীয় কর্ম্মস্থান শরতু নগর হইতে বহির্গত হইয়া প্যারী ও লণ্ডন নগরে গেলেন। তখন বালিকার বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তিনি

অপর লোকাপেক্ষা বরং পিতার একটু বাধ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা পিতার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কর্ণেল হ্যানের লণ্ডনে যাইবার একটি উদ্দেশ্য বালিকাকে সঙ্গীত শাস্ত্রে কিছু শিক্ষা দেওয়া, কারণ পিয়ানো যন্ত্রে বালিকার বেশ একটু স্বাভাবিক অনুরাগ ও দক্ষতা দেখা গিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে কখন কখন হয়ত বহুবর্ষ সঙ্গীতের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব থাকিত না, কিন্তু এ অনুরাগটুকু শেষ পর্য্যন্ত ছিল। তিনি মোসিলেস্ নামক জনৈক সঙ্গীত শিক্ষকের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন, এবং একদা কোন ঐক্যতান-বাদ্য সমাজে একজন সঙ্গীতবিশারদ সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পিয়ানো-দারের সঙ্গে বাদ্য চালাইয়াছিলেন।

কর্ণেল হ্যান্ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডের "বাথ" নামক স্থানেও এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। শুনা যায়, এখানে অবস্থিতি কালে এক মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা অশ্বারোহণ লইয়া পিতা পুত্রীতে একটু বিরোধ। বালিকা যেমন কাহারও কথা না শুনিয়া 'কসাক' সৈন্যের অনুকরণে পুরুষ-ব্যবহার্য্য জিনের উপর ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন, এখানেও সেই রূপ করিতে চাহেন। বিদেশে এরূপ আচরণ নিন্দনীয় মনে করিয়া কর্ণেল মহোদয় কিছুতেই উহা করিতে দিতেন না। সুতরাং মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল। বালিকার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার দেহে গুরুতর পীড়ার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। পিতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, কন্যাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া আবার এসিয়া মাইনরের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যানীর স্নিগ্ধ মনোরম প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

মাদাম ব্লাভাস্কীর ইংরাজি জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত সিনেট

মহোদয় লিখিয়াছেন :—"কুমারী হ্যানের বেশ একটু অহঙ্কার জন্মিয়াছিল যে তিনি ইংরাজিতে যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সে জ্ঞান গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তিনি তাঁহার প্রথমা শিক্ষয়িত্রী মিস্ জেফ্রিজের নিকট ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করেন। মার্জ্জিতরুচি সুদক্ষ ভাষাবিদেরা এক ইংরাজি ভাষাই কত বিভিন্ন ছন্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দক্ষিণ রুষিয়ার লোকেরা উক্ত ভাষার তত প্রকার ভেদ অবগত নহেন। সেই ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর বাড়ী ছিল ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ার প্রদেশে। তৎকর্ত্তৃক শিক্ষিতা কুমারী হ্যান্ লণ্ডনের নব-পরিচিত বন্ধুবর্গের সমক্ষে যখনই ইংরাজিতে কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখনই হাস্য পরিহাসের একটা উৎস ছুটিয়া যাইত। তাঁহার বাক্য যতই সদর্থপূর্ণ হউক না কেন, সকলই সে পরিহাস-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত। ইয়র্কসায়ারের ইংরাজি উচ্চারণ রূপ বৃক্ষের কলম রুষিয়ার ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যে এক অপরূপ ফলোৎপাদন করিবে, তাহাতে লোকের হাস্য সম্বরণ করা অসম্ভব, সন্দেহ নাই। কুমারী হ্যান্ সমস্তই বুঝিলেন, বুঝিয়া মনে মনে স্থির করিলেন হাস্য পরিহাস যাহা হইবার যথেষ্ট হইয়াছে,— আর নয়। তিনি তাঁহার উচ্চারণ পরিশুদ্ধ করিতে যত্নবতী হইলেন; বৈদেশিক ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলিবার ক্ষমতা রুষবাসীর একটি জাতীয় গুণ। এই জাতীয় গুণের সাহায্যে তিনি পরবার ১৮৫১ খ্রীঃ যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তাঁহার ইংরাজি কথালাপে হাস্য পরিহাসের পরিবর্ত্তে এক গভীরতর ভাবের অবতারণা করিয়াছিল।"

যাহা হউক, মাদাম ব্লাভাস্কীর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা আর বেশী কিছু জানিতে পারি নাই। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে বোধ হয় না যে, তিনি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, অথবা উচ্চ শিক্ষার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার পরিমাণ জানিবার জন্য কখনও বিশেষ

ব্যগ্র ছিলেন,—এমন কি, নিম্ন বা প্রাথমিক শিক্ষাও অধুনিক প্রথামত তাঁহার উপযুক্ত রূপ হইয়াছিল কি না সন্দেহ স্থল। বস্তুতঃ পৃথিবীর মধ্যে কাহারও শাসনাধীনে থাকা যাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কোন প্রকার-নিয়ম-বন্ধনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে যিনি স্বতঃই অপারক, তাঁহার পক্ষে শিক্ষকের নিকট পাঠলব্ধ বিদ্যার্জ্জন কখনই সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে, মহাপুরুষদিগের শিক্ষা কেবল পুস্তকগত নহে। তাঁহারা সাধারণ মানবের মুখ-বিগলিত উচ্ছিষ্ট বিদ্যা প্রায়ই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা মানব জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য আসেন, সাধারণের নিরূপিত পন্থাবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কেননা তাঁহাদের বিকশিত হৃদয়ের সম্মুখে প্রকৃতি স্বয়ং আপনার গুপ্ত তত্ত্ব-ভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখেন। তাঁহারা তথা হইতে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করেন, আবার দুই হাতে জগতে বিলাইয়া যান। মাদাম ব্লাভাস্কী এই জাতীয় জ্ঞানদাতা শিক্ষকগণের অন্যতম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাল্যজীবন—সংস্কার

মাদাম জেলিহোভাস্কীর কথিত বিবরণ হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ব্লাভাস্কীর বাল্য চরিত্রের কতক আভাস পাইলাম। ইহা ছাড়া আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।

মাদাম ব্লাভাস্কীর বাল্যজীবনের অসাধারণ কার্য্যাবলীতে দুইটি তত্ত্ব সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমটি এই যে, তিনি কতকগুলি অদ্ভুত সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু-পাঠককে বুঝান অনাবশ্যক যে, মানুষ জন্মান্তরে যে সকল কর্ম্ম করে, পরজন্মে সেই সকল কর্ম্মসংস্কারই তাহার প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। সংস্কার কি? আমরা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয় অনুভব করি, অথবা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল স্থূল কর্ম্ম করি, কিম্বা উভয়াত্মক মন দ্বারা যাহা যাহা ভাবনা করি—সেই সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কর্ম্মের যে চিহ্ন (Impression) আমাদের অন্তরে থাকিয়া যায়, তাহাকেই সংস্কার বলে। সংস্কার সকল সূক্ষ্ম শরীরে আহৃত থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরেরই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, সুতরাং পূর্ব্বসংস্কার লইয়া জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতেছে। দর্শনকার মহর্ষি সংস্কার ব্যাখ্যা কালে উহাকে স্মৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—"জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ" (পাতঞ্জল দর্শন—৪র্থ পাদ—৯ম সূত্র)। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষই স্মৃতি—অর্থাৎ আমরা এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ-জনিত যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করি, সময়ান্তরেও সেই অনুভূতির বিলোপ না হওয়াকে স্মৃতি

LIBRARY

বলে। ইহজীবনে অনুভূত বিষয় যে সময়ে সময়ে মনে জাগিয়া উঠে, তাহাকেই স্মৃতি বলা গিয়া থাকে। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুভূত বিষয় বা কৃতকর্ম্মের যে চিহ্ন লিঙ্গশরীরে সংলগ্ন থাকে এবং ইহজীবনে এক অদৃশ্য-শক্তিবলে মানুষকে শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে 'সংস্কার' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—তাহাকেই অদৃষ্ট বা কর্ম্মলিপি বলা গিয়া থাকে। সংস্কারই স্মৃতিরূপে জাগিয়া উঠে—পরন্তু স্মৃতিই সংস্কারকে প্রমাণিত করিয়া দেয়। শুভকর্ম্মের সংস্কার শুভ, অশুভ কর্ম্মের সংস্কার অশুভ, এবং শুভাশুভকর্ম্মের সংস্কারও মিশ্রিত। এইরূপে ভালমন্দ কর্ম্মদ্বারাই আমরা নিজ নিজ ভালমন্দ অদৃষ্টের সৃজন করিতেছি। এই প্রবৃত্তিরূপী সংস্কার রাশি দ্বারাই আমরা মানবের প্রাক্তন-কর্ম্মের পরিচয় পাইয়া থাকি। পূর্ব্বজন্মে কে কিরূপ কর্ম্মের অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার ইহ জীবনের প্রবৃত্তিই উহা অঙ্গুল্যনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছে এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিব, মাদাম ব্লাভাস্কীর সহজাত এই সকল অদ্ভুত প্রবৃত্তির মূল কোথায়। এ তত্ত্ব অতীব জটিল এবং নানা সংশয়পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার নির্ণয়ে অদ্যাপি হতবুদ্ধি। একমাত্র ঋষি-প্রণীত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া চলিলেই জগতে এই বৈষম্য, এই সুখ-দুঃখের তারতম্য, এবং জ্ঞান-বুদ্ধির উচ্চাবচ অবস্থা রূপ গভীর জটিলতার মধ্যেও একটি সুন্দর পথ, একটি প্রণালী, একটি অনাদি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি শৈশবকাল হইতেই ব্লাভাস্কীর এই জ্ঞান গুরুর ন্যায় আচরণ, সাধারণ বালক বালিকা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এক অপূর্ব্ব প্রকৃতি, ভূত-ভবিষ্যতের অন্ধকার-ভেদকারী যোগীজনোচিত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-শক্তির যে আভাষ পাইলাম—ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহা তাঁহার জন্মান্তরীণ অদ্ভুত সাধন, অদ্ভুত কর্ম্মের ফল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই,—ইহাই আর্য্য যুক্তি। জন্মান্তরীণ অপূর্ব্ব সাধনাবলেই তিনি শৈশবেই—যখন পৃথিবীর বালকবালিকা মাত্রেই

খেলাধূলায় উন্মত্ত—প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুপ্ততত্ত্ব আয়ত্ত্ব করিতে অগ্রসর। জন্মান্তরীণ সংস্কাররাশি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার সমুদায় চিত্তবৃত্তি তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রযুক্ত। ইহা যেমন তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের গতি দেখাইয়া দিতেছে, তেমনি তাঁহার ভবিষ্যতের জীবন পথও নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা মাদামের জীবন যতই পর্য্যালোচনা করিব, ততই ইহার পরিচয় পাইব। এইরূপ প্রবল সংস্কার-সম্পন্ন জীবন স্বীয় প্রবৃত্তি পথে চলিতেই সদা তৎপর, গৈরিক-স্রোতের ন্যায় স্বাভাবিক গতিবলে আপনার পথ আপনিই কাটিয়া বাহির হইয়া যায়,—উহার বিরুদ্ধে কোন বাধা, কাহারও কথা মানিয়া চলিতে পারে না, পৃথিবীর কাহারও আদেশ উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। তাই আমরা কুমারী হ্যানকে সময়ে সময়ে স্বকার্য্যে বাধা পাইলে বড়ই উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল দেখিতে পাইয়াছি।

প্রেততাত্ত্বিকগণ (Spiritualists) যাহাকে মিডিয়মিষ্টিক অবস্থা (Mediumistic) বলেন, ব্লাভাস্কীর শৈশবেই উহার সকল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রেতাহ্বান চক্র প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যক্তি আবিষ্ট হয়—অর্থাৎ যাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া কোন প্রেত বা অপর কোন সূক্ষ্মশরীরী প্রাণী জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদান বা আপন বক্তব্য প্রকাশ করে,—তাহাকে 'মিডিয়ম' বলা গিয়া থাকে। কুমারী হ্যানের যে নিকট আত্মীয়ার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, চারি বৎসর বয়স হইতেই "বালিকা স্বপ্নাবস্থায় চলিয়া বেড়াইতেন ও উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেন। বালিকা গভীর নিদ্রামগ্ন, অথচ অদৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ কথাবার্ত্তা চলিতেছে,—যাহারা শিশুর শয্যার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, তাহারা এই সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া কখনও আমোদিত, কখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত, কখনও বা ভীত-চকিত হইত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে তিনি

নিদ্রিত আছেন, অথচ কোন লোক তাঁহার হস্তস্পর্শ করিয়া অপহৃত বা নষ্ট দ্রব্য, অথবা সাময়িক কোন উদ্বেগজনক বিষয়ে প্রশ্ন করিবা মাত্র তিনি তাহার উত্তর দিতেন,—যেন বালিকা প্রাচীন যুগের কোন দৈবজ্ঞ। বহুবর্ষ পর্য্যন্ত এরূপ দেখিয়াছি, হেলেন যেন শৈশব-সুলভ চপলতা বশেই গৃহাগত কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির মুখপানে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে বলিয়া ফেলিতেন যে, অমুক তারিখে উহার মৃত্যু হইবে, কি অমুক দিনে উহার উপর কোন বিপৎ সম্পাৎ হইবে। এই সকল বিষয়ে বালিকার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই সত্য হইত বলিয়া গৃহমধ্যে তিনি একটি ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইলেন।" যাহা হউক, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মিডিয়মোচিত আবিষ্ট অবস্থার সীমা তিনি অতিক্রম করিয়া যান, এবং স্বীয় সজ্ঞান সচেতন শক্তি বশে অনেক বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ সকলই তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ সাধনশক্তিকে সূচিত করিতেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি আরও রহস্য-জড়িত, প্রহেলিকাময়। আমরা দেখিয়াছি, শৈশবেই কুমারী হ্যান মহাপুরুষগণে আস্থাবান। কুমারী হ্যানের মহাপুরুষগণ পুরাণেতিহাসে বর্ণিত কোন যক্ষঃ রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব বা দেবতা নহেন যে, ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তখনও তাঁহার মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। অথচ তিনি ঐ শ্রেণীর মহোন্নত জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নহেন, তাঁহাদের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট। ইহার কারণ কি? তাঁহার উপর বাল্যাবধি একজন অদৃশ্য শাসনকর্ত্তা সততই বর্ত্তমান দেখিতে পাই। কুমারী হ্যান সর্ব্বদাই অদৃশ্য প্রাণীগণে বেষ্টিত থাকিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন ও ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন একজন মহাপুরুষ তাঁহার

নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত হইতেন,—যাহার আদেশ এবং শাসন অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। তিনি শৈশবেই সেই জ্ঞান গম্ভীর মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তির পদতলে স্বীয় মস্তক উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। কুমারী হ্যান তাহাকেই আপন উপদেষ্টা ও রক্ষক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় বলেন :—

"অতি শৈশবেই কুমারী হ্যান কোন ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি দ্বারা সদা পরিরক্ষিত হইয়া থাকিতেন, এই রক্ষণী শক্তি, তাঁহার কোন বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা স্থলে, প্রয়োজন হইলে, স্থূলভাবেই নানা প্রকার অদ্ভুত কার্য্যের অবতারণা করিত। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। তাহার শিশু কালের এই গল্পটি আমি অনেকবার তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি। তাঁহার মাতামহের আবাসস্থল শরতু নগরস্থ প্রাসাদে একখানি চিত্র ছিল। চিত্রটি মাতুল বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি। এই চিত্রখানি দেখিবার জন্য তাহার বড়ই কৌতুহল জন্মে। একটি উচ্চ প্রকোষ্ঠে প্রাচীর গাত্রে খুব উপরে এই চিত্রটি সংলগ্ন ছিল এবং ইহার সম্মুখভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। কুমারী হ্যান তখন অতি ক্ষুদ্র শিশু মাত্র, কিন্তু সঙ্কল্প সাধনে অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত। ঐ চিত্রখানি দেখিতে তাঁহাকে নিষেধ করা হয়। তিনিও সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন, কখন গৃহ লোকশূন্য হয়। এক সময় সুবিধা বুঝিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একটা টেবিল দেয়ালের কাছে টানিয়া নিলেন, তদুপরি আর একটা ছোট টেবিল স্থাপন করিলেন, সর্ব্বোপরি একটা চেয়ার বসাইলেন এবং আস্তে আস্তে এই দোদুল্যমান সৌধোপরি আরোহণ করিলেন। এত করিয়াও তিনি সেই উচ্চস্থিত চিত্রটিকে অঙ্গুলির দ্বারা ছুঁইতে পারিলেন মাত্র। এক হস্তে সেই ধূলিময় প্রাচীরের উপর ভর দিয়া, অপর হস্ত দ্বারা কোন ক্রমে চিত্রাবরক বস্ত্রখণ্ডকে সরাইয়া ফেলিলেন। চিত্রখানি দেখিবামাত্র তিনি

সহসা চকিত ও কম্পিত হইয়া পড়িলেন, এবং তদবস্থায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হেলনেই সেই কম্পমান মঞ্চখানি উলটাইয়া পড়িয়া গেল। তার পর সঠিক কি ঘটিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কেন না, তিনি ভীত হইবা মাত্র একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নিম্নে পতিত হন। যখন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন দেখিতে পাইলেন, তিনি মেজের উপর পড়িয়া আছেন, দেহে কিছুই আঘাত লাগে নাই, টেবিল দুটি ও চেয়ার খানা পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে, এবং চিত্রাবরক বস্ত্রখণ্ড পুনরায় চিত্রখানির উপর সংন্যস্ত হইয়া আছে। তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে অদ্ভুত স্বপ্নবৎ মনে করিতেই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, চিত্র পার্শ্বে সেই উচ্চ ধূলিময় প্রাচীর গাত্রে তাঁহার ক্ষুদ্র করাঙ্ক চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে!

"আর একবারও, তখন তাঁহার বয়স কিছু কম চৌদ্দ বৎসর, এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার প্রাণ রক্ষিত হয়। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন; ঘোটকটি হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া এক দিকে ছুটিয়া যায়; তিনি পড়িয়া গেলেন, কিন্তু পা রেকাবে আটকাইয়া রহিল। এ অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া এই শক্তি যেন তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে, পড়িতে দিতেছে না। যদি এরূপ বিস্ময়কর গল্প সংখ্যায় দুইটি একটি হইত, তাহা হইলে এই জীবনচরিতে আমি উহার উল্লেখ করিতাম না। কিন্তু অতঃপর দৃষ্ট হইবে যে, ব্লাভাস্কীর জীবন সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তিই কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, তিনিই বহুল পরিমাণে এইরূপ বিস্ময়কর ঘটনারাশি বর্ণনা করিয়াছেন। সুদীর্ঘ ভ্রমণের পর ব্লাভাস্কি যখন রুসিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন যে সকল ঘটনা সংঘটিত ও লিপিবদ্ধ হয়, তাহাতে

উপরোক্ত বাক্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ বর্ত্তমান। ঐ সকল বিবরণ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এগুলির অলৌকিকত্বের তুলনায় তাঁহার স্বয়ং কথিত দুই একটি শৈশব-ঘটনা কিছু নয় বলিলেই হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যে এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সে শুধু গল্পের জন্য নহে, মাদাম ব্লাভাস্কীর সহিত তদুক্ত 'মহাপুরুষমণ্ডলীর" আশৈশব কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য। মহাপুরুষগণ স্থূল শরীরে তখনও তাঁহার নিকট ব্যক্ত না হইয়া থাকুন, তিনি তাঁহাদিগকে সজীব মানুষ বলিয়া তখনও না জানিয়া থাকুন, কিন্তু সূক্ষ্মাকারে সদাই সেই শৈশব-জীবনে তিনি তাঁহাদের বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেন।

"পূর্ব্বোক্ত বিবরণে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা না জন্মাইলে তিনি একটি গৃহকোণে গিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা কহিতে থাকিতেন,—তাঁহার আত্মীয়েরা বহুবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিজে কিন্তু বলিতেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক ক্রীড়াসহচরদের সহিত গল্প করেন। অন্য কেহ না দেখিতে পাইলেও, তাঁহার নিকট সেই ক্রীড়াসঙ্গীরা জীবন্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। একটি ক্ষুদ্র কুব্জপৃষ্ঠ বালক তাহার প্রিয়তম সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার এই অদৃশ্য বন্ধুটিকে একটু আদর সম্ভাষণ করিবার জন্য তিনি ধাত্রী ও আত্মীয়গণকে কতই অনুরোধ করিতেন। তাহারা এই অনুরোধ রক্ষার্থ কেন যে কিছু মাত্র যত্ন করে না, ইহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া যারপর নাই বিরক্ত হইতেন। বস্তুতঃ কেহই সেই জীবটিকে দেখিতে পাইত না, আদর করিবে কাহাকে? কিন্তু তিনি এই বালকটিকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, তাহার কথা শুনিতে পাইতেন, এবং তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন, আবার কখনও বা তৎ-

কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া কিঞ্চিৎ দুষ্টামি করিয়া বসিতেন। এইরূপ দ্বিভাবাপন্ন দৃশ্যাদৃশ্যময় শৈশব জীবনের মধ্যেই তিনি সময়ে সময়ে অপর একজন বয়স্ক ব্যক্তির দেখা পাইতেন। এই ব্যক্তি যেন তাহার রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ দণ্ডায়মান হইতেন। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি জীবনের প্রথম ভাগেই ব্লাভাস্কীর চিত্তের উপর অসীম প্রভুত্ব স্থাপন করিল। ইনি চিরকাল এক ভাবেই উপস্থিত হইতেন, কখনও তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিছু কাল পরে তিনি তাঁহাকে স্থুল দেহেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং দেখিয়া ভাবিতেন যেন বাল্যে ইহার দৃষ্টি তলেই তিনি প্রতিপালিত হইয়াছেন।'

কি আশ্চর্য্য! সুদূর রুসিয়া দেশের একজন খ্রীষ্টান বালিকা এই সকল প্রাচ্য মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে তাঁহারাই ব্লাভাস্কীকে শিশুকাল হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছিলেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ব্লাভাস্কির প্রভু সেই মহাপুরুষ ভারতবর্ষীয় লোক। ইহার সহিত ব্লাভাস্কির যে জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব জীবনের উপদেশকই ইহজীবনের পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহার দ্বারা জগতের হিতকর মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইয়া লইলেন। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে যে, ব্লাভাস্কীর পূর্ব্ব জন্মের শিক্ষা দীক্ষা ভারতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং বিশেষ উদ্দেশ্য বশেই তাহাকে পাশ্চাত্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক, জীবের এবম্বিধ জন্মগতি ও জাত্যান্তর পরিণতি এরূপ রহস্যময় যে, উহার উদ্ঘাটন করা স্থূলদৃষ্টিসম্বল সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নয়। ব্লাভাস্কীর পরবর্ত্তী জীবনে এ তত্ত্ব আরও একটু স্পষ্টীকৃত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

কুমারী হ্যানের বিবাহ তাঁহার জীবনের অপরাপর ঘটনার ন্যায় এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ইহাকে বিবাহ না বলিয়া তাঁহার উদ্দাম গতি প্রকৃতি-প্রবাহের একটি আকস্মিক তরঙ্গ বলিলেই হয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী হ্যানের বিবাহ হইল। বিবাহটি নাম মাত্রই হইয়াছিল, কিন্তু এই বিবাহ হইতেই তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত ব্লাভাস্কী নাম। নাম পরিবর্ত্তন বা গোত্রান্তর-গমন অবশ্যই বিবাহের কোন উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত নহে। অতএব এরূপ বিবাহের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা,—কোন গুরুত্ব আছে কিনা, থাকিলে উহা কি—তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। যে দেশে বিবাহ কোন সংস্কারের মধ্যে গণ্য নহে, যে দেশে যেমন তেমন করিয়া কন্যার একটা বিবাহ হইলেই ত্রিকোটি কুল উদ্ধার হয় না, যে দেশে কন্যার বিবাহ মোটে না হইলেও চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় না,—সে দেশে এরূপ একটা বিবাহ নামক বিড়ম্বনার কি আবশ্যকতা ছিল, বুঝি না। কিন্তু যাহা আবশ্যক, সংসারে তাহাই সকল সময় হয় না, যাহা হিতফলপ্রসূ, তাহাই সকল সময় ঘটে না। ইহাও কি সেই বিধিলিপি? পরন্তু অনেকের বিশ্বাস, সংসারের কিছুই অনাবশ্যক নহে, কিছুই অহেতুক নহে, কিছুই অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখের আকর নহে। কে বলিতে পারে, এই বিবাহ ব্লাভাস্কির অন্তর-রাজ্যে একটা অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া কালে উহার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিফলিত করে নাই? কে বলিতে পারে, এই বিবাহ বিভ্রাট হইতেই তাঁহার জীবন-তরঙ্গিণী সমাজ-বন্ধনের দুইকূল ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন প্রণালীতে প্রধাবিত হইয়া মানব-জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নাই?

যে বিবাহে চিত্তের বিনিময়, ইহা সে বিবাহ নহে। অথচ যে দেশে স্লাভাস্কির জন্ম, সে দেশে চিত্ত বিনিময়ই বিবাহের প্রধান ভিত্তি, প্রথম প্রয়োজন। তথায় প্রথমেই পাত্র-পাত্রীর পরস্পর সম্মতি চাই, নচেৎ উহাদের বিবাহে মাতা পিতা, অভিভাবক বা অন্য কোন গুরুজনের কোন হাত নাই, বাধ্য বাধকতা ত দূরের কথা। স্লাভাস্কীর বিবাহ ব্যাপারে চিত্ত-বিনিময়মূলক স্বাভাবিক সম্মতির—অর্থাৎ তদ্দেশীয় শাস্ত্র ও আচার সম্মত পরিণয়ের প্রথম সূত্রেরই অভাব দেখিতে পাই। সুতরাং উহাকে কি প্রকারে বিধি-সঙ্গত বিবাহ বলা যাইতে পারে? কিন্তু বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়া-সমষ্টিকেই বাহ্যতঃ লোকে বিবাহানুষ্ঠান বলিয়া থাকে, কাজেই এরূপ অসঙ্গত বিবাহকে বিবাহ বলিতে হইবে। এ বিবাহ চিত্ত বিনিময়-সঞ্জাত নহে, রূপজ মোহ বা গুণজ প্রণয়জাত নহে, অথবা অন্য কোন স্বার্থমূলকও নহে, অথচ যে পাশ্চাত্য খণ্ডে কন্যা স্বয়ম্বরা, স্বীয় পাত্রনির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনা, সেই স্থলেই এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইহা নিয়তির চক্র বলিব না ত কি?

এদেশের হিন্দু সমাজে বিবাহ পূর্ব্বানুরাগের উপর নির্ভর করে না। অনুরাগ দূরে থাকুক, পাত্র পাত্রী কেহ কাহাকে দেখিল না, অথচ বিবাহ হইয়া গেল। কেবল অভিভাবকগণের বিচারের উপর উভয় পক্ষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে। তবে কি হিন্দুর বিবাহও বিবাহ নামের উপযুক্ত নয়? উপযুক্ত কি না, সে বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশ ও বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে মূলতঃ প্রভেদ আছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সেই জন্য ফলেরও বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত। তথায় পাত্র পাত্রীর পরস্পর নির্ব্বাচনে উভয়ের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকায়, যেস্থলে তদনুযায়ী কার্য্য না হয়, সে স্থলে ফল অশুভজনক হইবার অধিক সম্ভাবনা।

তদনুযায়ী কার্য্য হইলেও যে ফল সর্ব্বত্র শুভজনক হইবে, ইহা নহে। বরং নির্ব্বাধি নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে অত্যধিক স্বাধীনতায় এবং বয়ঃসুলভ প্রমত্ততায় স্থলবিশেষে একাধিক স্বার্থের সমাবেশ অসম্ভব নহে। তদ্রূপ স্থলে বিরুদ্ধ স্বার্থনিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষ জনিত একদিকে মহোচ্চ আত্ম-ত্যাগের অপার্থিব দৃশ্য, অন্যদিকে গুপ্ত বা প্রকাশ্য নর-হত্যাদির নারকীয় চিত্র—এই উভয়ই পাশ্চাত্য সামাজিক সভ্যতার প্রতিবিম্বস্বরূপ তদ্দেশীয় উপন্যাস সাহিত্যে সুস্পষ্ট অঙ্কিত। কিন্তু হিন্দু সমাজে প্রথমতঃ ঐরূপ স্বাধীনতার মূলতঃ অভাব। ইহা ভিন্ন, হিন্দু-কন্যার অদৃষ্টের উপর একান্ত নির্ভরতা, স্বামী যেরূপ হউক, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই স্বর্গমুক্তির অবলম্বন-স্বরূপ পরমদেবতা—এই বদ্ধমূলজ্ঞান, পত্যন্তর গ্রহণে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এবং শাস্ত্র সম্মত হউক বা না হউক, উহার হেয়ত্বে ও পাপজনকত্বে আজন্ম-লব্ধ সংস্কার, পাপ পুণ্যের ফলে গভীর বিশ্বাস,—ইত্যাদি কারণে হিন্দুবিবাহে বিপরীতফলের সম্ভাবনা অল্প।

যাহা হউক, য়্রাভাস্কীর বিবাহ সর্ব্বদেশীয় রীতিবহির্ভূত স্বতন্ত্র ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রথানুযায়ী তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা সত্বেও উহা বিবাহ নামের উপযুক্ত নয়। ইহাকে স্বাধীনতার অপব্যবহার বলিতে পারেন। কিন্তু কোন্ স্বার্থবশে? যে বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, তখন নারী জীবনের সর্ব্বপ্রধান স্বার্থ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার জন্মিয়াছে—ইহা আশা করা যায়। অথচ বক্ষ্যমান ঘটনায় দেখিতেছি, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই অন্ধ, অথবা চিন্তা শূন্য বা ভ্রূক্ষেপ রহিত।

বস্তুতঃ কুমারী হ্বানের যে বিবাহে আদৌ প্রবৃত্তি ছিল, ইহা কোন ক্রমেই অনুমান হয় না। যাহার বাল্যকাল হইতে ‘স্বাধীনতাদেবী’ হইতে

সাধ, তিনি কি কখনও সাংসারিক নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে পারেন? আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণী নির্লিপ্ত তপস্বিনী কি কখনও গৃহিণীর আসন অধিকার করিতে পারে? তথাপি কিরূপে এ বিবাহ ঘটিল তাহা কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নাই। ব্যাপারটিও একটু কৌতুকজনক, অধিকন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা কুমারী হ্যানের ফলাফল নিরপেক্ষ স্বেচ্ছানুগামিতার আর একটি উদাহরণ। কুমারীর বয়স তখন সপ্তদশবর্ষ। অনেক যুবক তাঁহার পাণীপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, সম্পদে, সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী হ্যানের উপযুক্ত পাত্র ছিল। তাহার বিবাহে ইচ্ছা থাকিলে ইহাদের কাহাকেও বরমাল্য দানে অনুগৃহীত করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাদের সহিত তিনি এমন ব্যবহার আরম্ভ করিলেন যে, কেহ অপমানে, কেহ ক্ষোভে, কেহ ভগ্নচিত্তে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়কার ঘটনা উল্লেখ করিয়া একজন লেখিকা বলিয়াছেন—'She was an eagle at a nest of sparrows'—তিনি যেন চটকের বাসায় শ্যেন পক্ষীর মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় একদিন বাটীর শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে যেন একটু উপেক্ষার ভাবে ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—'তোমার যেরূপ স্বভাব ও আচরণ তাহাতে কেহই তোমাকে বিবাহ করিবে না—ইহা আমি বেশ বলিতে পারি।' তার পর তাঁহাকে আরও একটু মর্ম্মবিদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আবার কহিল—'ঐ যে বৃদ্ধ কদাকার লোকটাকে দেখিয়া তুমি হাসিয়া থাক,—যাহাকে তুমি পালকহীন দাঁড়কাক বলিয়া ডাক,—সেও তোমার মত মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না।' আর বেশী কথার প্রয়োজন হইল না। শিক্ষয়িত্রী তাঁহার আত্ম-গৌরবে আঘাত করিয়া, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া যে কথা বলিল,—তাহা অবশ্যই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে,—ইহাই তখন তাঁহার পণ হইল। এই চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কি করিয়া ফেলিলেন?

তিন দিন পরেই সেই বৃদ্ধকে দিয়া বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

উক্ত বৃদ্ধ আর কেহই নহেন,—ইনিই জেনারেল ব্লাভাস্কি। ইঁহার বয়ঃক্রম তখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তবে তিনি নিজে তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ইনি একটা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যাহা হউক, কুমারী হ্যান ইঁহাকে বাক্য দান করিয়াই কিন্তু বিষয়টার গুরুত্ব ভাবিয়া বিপদ গণিলেন। ইহাই হইল এই অযোগ্য বিবাহ রূপ মহা প্রমাদের মূল কারণ।

বিবাহের সময় কুমারী হ্যান মাতামহীর সহিত জেলালগ্নি নামক শৈলে বাস করিতে ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মাগমে টিফ্লিস নগরবাসীরা উক্ত শৈলনিবাসে গমন করিয়া থাকে। এই স্থানেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কুমারী হ্যান বিবাহে সম্মতি দিয়া পর মুহূর্ত্তেই কিরূপে উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ জেনারেল ব্লাভাস্কী মহোদয় এক স্বপ্নাতীত সুখ-কল্পনায় বিমুগ্ধ এবং শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কুমারী হ্যানের চৈতন্য হইল—যাহাকে তিনি স্বামী বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার কেমন প্রতিপাল্য! অথচ আজ তাঁহারই সঙ্গে হস্ত পদ বদ্ধ হইতে চলিল। তাঁহার একটা 'বিষম ভয়' জন্মিল একথা পরে তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। কোন মারাত্মক বিপৎপাতের সম্ভাবনায় জীব যেমন স্বতঃই প্রাণ রক্ষার্থে ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ কুমারী হ্যানও এই আশু অনর্থের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। এদিকে সম্বন্ধ সুস্থির হইয়া গেল, কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইল, বাটীর সকলকেই একথা জ্ঞাত করা হইল, আত্মীয় বন্ধুদিগকেও সংবাদ দেওয়া হইল। বন্ধুগণ প্রত্যুত্তরে আনন্দ-তত্ত্ব পাঠাইতে লাগিলেন।

অপরিণামদর্শী বালিকা স্বকৃত বাগুরায় নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য ও বিবাহিত জীবনের গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে বালিকার প্রতি অযাচিত উপদেশ রাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। কুমারী হ্যানের তখন বাক্যব্যয় করা বৃথা হইল,—কে তাঁহার কথা শুনে? বন্ধুবর্গ বলিতে লাগিলেন, বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে যদি এই সম্বন্ধ এক্ষণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তবে যারপর নাই কলঙ্কের কথা হইবে। তাঁহার পিতা কর্ণেল পিটার হ্যান মহোদয় তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। কার্য্যোপলক্ষে আপন সৈন্যদল সহ সুদূর অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। যদিও পত্র দ্বারা তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কিরূপে এহেন বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত ও স্থিরীকৃত হইল, তাহার মূল বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। কাজেই এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং কিছুই ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে কুমারী হ্যান ধর্ম্মমন্দিরের বেদীর সম্মুখে আনীত হইলেন। পুরোহিত গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন-- "তোমাকে স্বামীর সম্মান ও আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতে হইবে—ইহা শাস্ত্রের আদেশ।" কোন কার্য্য "করিতেই হইবে" এরূপ বাধ্যতাসূচক কথা বালিকার চির অরুচিকর। পুরোহিতের কথা শুনিয়া ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিমাকার ধারণ করিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার বিষময় ফল স্মরণ করিয়া বিষাদের গাঢ় ছায়ায় মুখ ম্লান হইয়া গেল। 'স্বামীর আজ্ঞা পালন করিতে হইবে'—পুরোহিতের এই আদেশ শুনিয়া আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া ফেলিলেন—'আমি কখনই তাহা করিতে পারিব না।' কুমারী হ্যানের এই প্রতিবাদ অনেকের কর্ণে আঘাত করিল। কিন্তু

তাই বলিয়া 'বিবাহ' ক্রিয়াটি অনহুষ্ঠিত রহিল না। ৭ই জুলাই তারিখে বিবাহ কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস!

ফলে বিবাহের সময় হইতেই নানা গোলযোগের সূত্রপাত হইল। হইবারই কথা। একদিকে ক্রোধ, ভয়, অনুতাপ, বিক্ষোভ এবং এই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তির প্রবল প্রয়াস, অন্যদিকে সস্ত্রীক গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সুখাস্বাদনের উৎকট বাসনা। রাত্রি ও দিনের মধ্যে যত প্রভেদ জেনারল স্লাভাস্কী ও তাঁহার তরুণী ভার্য্যার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বোধ হয় তদপেক্ষা কম :প্রভেদ ছিল না। সুতরাং বিবাহ বাসর হইতেই এই পরস্পর বিরোধী দুইটি প্রবৃত্তি স্রোতে বিষম সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এই সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবনের দিন কয়েকটী যেভাবে কাটিল, তাহা উপন্যাসের অতি-রঞ্জিত কল্পনায়ও স্থান পায় কিনা সন্দেহ।

বিবাহের পরদিন জেনারেল মহাশয় নব-বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া স্বীয় গ্রীষ্মাবাস দারিচিচাগ নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যেই শ্রীমতী স্লাভাস্কী তাঁহার সদ্যপরিহিত কৃত্রিম শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া পারস্যসীমান্তের দিকে পালায়নের উদ্যোগ করেন। কিন্তু যে সৈন্যটির সাহায্যে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন, সে গিয়া জেনারলকে সকল কথা বলিয়া দেয়। সুতরাং বালিকাকে অতি সাবধানে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। যথাসময়ে সকলে শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই নব-দম্পতী যে কিয়ৎকাল একান্তে গিয়া বাস করে তাহাকে 'হনিমুন' অর্থাৎ মধুমাস বলা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত স্লাভাস্কী মহাশয়ের ইচ্ছা হইল, এই প্রাসাদেই রীতি-মত মধুমাসটী অতিবাহিত করেন। কিন্তু মধুমাসের মধুর রস তিক্তা স্বাদে পরিণত হইল।

তিন মাস মাত্র এই নব-দম্পতী একগৃহে একসঙ্গে রহিলেন। কিন্তু উহার একদিনও সদ্ভাবে, সম্প্রীতিতে নহে। একে অন্যকে আপন পথে আনিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই কাহারও বশীভূত হইলেন না। পরস্পর ঘোর কলহে ঐ কয়টা দিন কাটিয়া গেল। শেষে একদিন উভয়ের মধ্যে এমন বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল যে, তাহাতেই সহসা এই অপূর্ব্ব বিবাহ নাট্যের যবনিকা পাত হইয়া গেল। শ্রীমতী সেইদিনই স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে টিফ্লিস নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। টিফ্লিসে তখন তাঁহার মাতুল পরিবারস্থ আত্মীয়বর্গ বাস করিতেছিলেন।

তিনটি মাসের মধ্যে ব্লাভাস্কীর বিবাহিত জীবন শেষ হইয়া গেল। অবিমৃষ্যকারিতায় যাহার উৎপত্তি, চিরবিচ্ছেদে তাহার পরিসমাপ্তি। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উত্তেজনায় যাহার সৃষ্টি, ঘোর অশান্তিতে তাহার নিবৃত্তি। তদবধি আর তাঁহার পরিত্যক্ত স্বামীর সহিত কোন সংশ্রব ছিল না, কিন্তু তিনি এক্ষণ হইতে মাদাম ব্লাভাস্কী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। বিবাহ প্রকৃতপক্ষে এই নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। তারপর পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী পুনরায় উন্মুক্ত আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইল।

ব্লাভাস্কীর জীবনে পুনঃপরিণয় রূপ আর একটী প্রহসন আমরা অতঃপর দেখিতে পাইব। ইহার রঙ্গস্থল আমেরিকার নিউইয়র্কে। এই প্রহসনের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি একটু অন্য রকমের হইলেও, একদিকে তুল্য কৌতুকাবহ এবং অন্যদিকে ইহাতেও মোহান্ধ স্বামীর অবস্থা অনল মুখপ্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় শোচনীয়। ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ।

প্রাভঙ্কি স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া সেভাস্টোপোল আবার টিফ্লিসে মাতামহের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া এবং উহার কারণ অবগত হইয়া সকলেই অবাক হইল। আত্মীয়বর্গ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, এক্ষণ উঁহাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কর্ণেল হ্যান্ তখন দেশে ছিলেন। তিনি ওদেসা নগরে আসিয়া কন্যা সহ সাক্ষাতের বাসনা করিলেন এবং একজন ভৃত্য ও পরিচারিকা সঙ্গে পোটিবন্দর হইতে বালিকা যাহাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতা বুঝি আবার উদ্বাহ-বন্ধনের ছিন্ন গ্রন্থিগুলি পুনঃ সংযোজিত করিয়া দেন, বালিকার মনে এই সন্দেহ উদয় হইল। তিনি ভীতা হইয়া পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পোটি বন্দরে গিয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার ষ্টীমার ধরিলেন না। বন্দরে ইংরাজের একখানা ক্ষুদ্র সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। জাহাজখানির নাম 'কমোদর'। কমোদরের অধ্যক্ষকে প্রচুর অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া ব্লাভাস্কি স্বীয় অভীষ্ট-সাধনে তাহাকে সম্মত করাইলেন। জাহাজখানির পোটি হইতে কার্চ্চ ও তেগানরগ বন্দর দিয়া তুরস্ক দেশের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলে যাইবার কথা। ব্লাভাস্কী কার্চ্চ পর্য্যন্ত টিকিট ক্রয় করিলেন। ইহাতে তিনি কার্চ্চ বন্দরে অবতরণ করিবেন বলিয়া সকলের অনুমান হইল। জাহাজ কার্চ্চে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ভৃত্যদিগকে তাঁহার বাসোপযোগী একটি বাড়ী ঠিক করিয়া আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিবার

আদেশ দিয়া তীরে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তীরে নামিয়া আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে চলিয়া গেল। ইত্যবসারে ব্লাভাস্কি পোতাধ্যক্ষকে দিয়া জাহাজ খুলাইয়া দিলেন। জাহাজ কাচ্চ ত্যাগ করিয়া তেগানরগে দিকে ছুটিল, ব্লাভাস্কিও পিতার ভৃত্যদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

'কমোদর' তেগানরগে পৌঁছিলে তত্রত্য বন্দর-পুলিশ জাহাজে কোন অতিরিক্ত লোক আছে কিনা, অনুসন্ধান কবিতে আসিল। লুক্কায়িত হওয়া ভিন্ন তখন আব উপায় ছিল না। কিন্তু লুকাইবার একমাত্র স্থান ছিল, জাহাজের কয়লার গুদামঘর। ব্লাভাস্কী জাহাজের বালক ভৃত্যটীকে তথায় লুকাইয়া রাখিয়া আপনি ঐ ভৃত্যের সাজে সজ্জিত হইলেন এবং পীড়াব ভাণ করিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিপদ এইরূপে কাটিয়া গেল। তারপর জাহাজ কৃষ্ণ সাগরের মধ্য দিয়া কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও নানা গোলযোগ আবম্ভ হইল। এ যাত্রা জাহাজের কোন কর্ম্মচারীর ইঙ্গিত ও সাহায্যে তিনি তাড়াতাড়ি একখানি ছোট ডিঙ্গি করিয়া একেবাবে তীরে পলায়ন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কনস্তান্তিনোপলে তাঁহাব পূর্ব্ব পরিচিতা জনৈকা রুষ-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার নাম কাউণ্টেস্ কেসেলফ।* ইঁহাব সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্লাভাস্কি কিছুকাল ঈজিপ্ত ও পূর্ব্ব-ইয়ুরোপের গ্রীস প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ব্লাভাস্কির ভৃত্যগণ কাচ্চ হইতে টিফ্লিসে ফিরিয়া গিয়া আত্মীয়বর্গের

* সিনেটকৃত গ্রন্থে ইনিই 'কউণ্টেস কে'—বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আমরা মিসেস বেশান্তকৃত "H. P. B. and the Masters of Wisdom" নামক গ্রন্থে ইঁহার পূর্ণ নাম পাইলাম।

নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিল। তদবধি দশ বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভ্রাতাভগ্নীর কোনই সন্ধানই পান নাই। কেবল তিনি নিজে অতি-গোপনে কখনও কখনও পিতাকে পত্র দিতেন এবং তাঁহার নিকট সময় সময় অর্থ সাহায্যও পাইতেন। এইরূপ নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় সুদীর্ঘ দশ বর্ষ কাল সেই বালিকা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত আমরা নিম্নে যথাসম্ভব বর্ণন করিতেছি। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কারণ তিনি নিজে ইহার কোন দৈনন্দিন লিপি রাখেন নাই, অপর কোন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে ছিল না যদ্দ্বারা ঐ কার্য্য হইতে পারিত। তাঁহার বাল্যজীবনের কতক কতক ঘটনা তদীয়া ভগ্নী জেলিহোবাস্কী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই "নিরুদ্দিষ্ট ভ্রমণ" পথে সেরূপ কোন ভগ্নী, ভ্রাতা বা সঙ্গী ছিল না। বহুকাল গত হইলে তাঁহার ইংরাজি-জীবনী-লেখকের সবিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও ব্লাভাস্কী সকল কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন না, বস্তুতঃ সে সকল কথা স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্ত তাঁহার কোন আগ্রহও ছিল না। বহুকালান্তে স্মৃতিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে না। কাজেই অনেক কষ্টে তাঁহার লুপ্ত প্রায় স্মৃতি হইতে যতটা সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাই যথাসম্ভব অনুসন্ধান দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একটি কঙ্কালমাত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

কর্ণেল হ্যান্ যখন দেখিলেন, কন্যাকে আর গৃহে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে পুনরায় গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ করিবার সকল আশা পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি, তাঁহার এই উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলিলেন না। পিতার নিকট কোন বাধা না

পাইয়া ব্লাভাস্কী অপরাপর সকলের নিকট তাঁহার গতিবিধি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিলেন। বোধ হয়, অজ্ঞাত বাসের একটি কারণ,—স্বামী বা আত্মীয়বর্গ তাঁহার গতিবিধির সন্ধান পাইয়া পাছে তাঁহাকে পুনরায় গৃহবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে, এই ভয়। জেনারল ব্লাভাস্কী মহোদয় ব্যাপার বুঝিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং শেষে এ বিবাহবন্ধন বিধিমত ছিন্ন করাই উচিত মনে করিলেন। হায়! মোহান্ধ আত্মপ্রতারিত বৃদ্ধ! ইহা তুমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলেই ভাল হইত। এ বিবাহ নামমাত্র, স্ত্রী পলাতকা ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তদানীন্তন রুষিয়-রাজবিধি অনুসারে তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না।

মাদাম ব্লাভাস্কী কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় পৃথিবীর ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এই যথা-তথা উদ্দাম ভ্রমণের মধ্যেও একটি আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে চিরজাগরূক ছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই যেন তাঁহার জীবনের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলির একটি গ্রন্থন-সূত্র বিশেষ। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রবল তত্ত্ব-জ্ঞান-লিপ্সা। তিনি যেখানেই যাইতেন, কোন অলৌকিক তত্ত্বের শিক্ষকের সন্ধান পাইলেই তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইতেন। মনস্তত্ত্বের অজ্ঞাত তত্ত্ব-রাশির দিকে তাঁহার এমনি ঝোঁক ছিল যে, সেই সকল আয়ত্ত করিবার উদ্দেশে উহাদের কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, অনেক সময় সে বিচার করিবার অবসরও তিনি গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, তখন পর্য্যন্ত পরা-অপরা বিদ্যার প্রকৃত প্রভেদ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই—সে ভূয়োদর্শন ও জ্ঞান তখনও তাঁহার হয় নাই। তাই যেখানেই কোন গুপ্ত বিদ্যার আলোচনা বা অনুষ্ঠান, সেই খানেই তিনি উপস্থিত, যেখানেই উহার কোন উপদেষ্টা আছে বলিয়া প্রকাশ, সেই খানেই তিনি বিদ্যার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। এমন কি, তিনি ইন্দ্রজাল-ব্যবসায়ীদিগের নিকটও তত্ত্বানুসন্ধানার্থ যাইতেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি কিছুতেই মুগ্ধ বা আসক্ত হইয়া পড়িতেন না।

এই স্বাভাবিক গুণে এবং তাঁহার রক্ষক মহাত্মার কৃপায় তিনি নিকৃষ্ট বিদ্যা বা শক্তি লাভের লোভ হইতে সহজেই রক্ষা পাইতেন।

কাউন্টেস্ কেসেলফের সঙ্গে ঈজিপ্ত ভ্রমণ কালে তদ্দেশীয় একটি বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে ব্লাভাস্কীর সাক্ষাৎ হয়। এই বৃদ্ধ কেইরো নগরে বাস করিত। তাহার খুব নাম. প্রচুর অর্থ সম্পদ, অনেক ক্ষমতা। যাদুগীর বলিয়াও তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাহার ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে জন-সাধারণ যে সকল গল্প করিত, তাহা বিস্ময়কর। ব্লাভাস্কীকে শিষ্যরূপে পাইয়া ঐ ব্যক্তি বড়ই যত্ন করিতে লাগিল। তিনিও উহার শিক্ষা উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশীদিন শিক্ষা চলিল না, কারণ এবার তিন মাস মাত্র ঈজিপ্তে ছিলেন। পর জীবনে আর এক বার এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঈজিপ্ত বাস কালীন জনৈকা উচ্চ-বংশীয়া ইংরাজ-মহিলার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং উহার সঙ্গেও কিছুদিন ভ্রমণ করেন।

ভ্রমণের প্রথম বর্ষে ব্লাভাস্কী ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। পারীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই নগরের একজন সম্মোহন-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি (mesmerist) ব্লাভাস্কীর আশ্চর্য্য মানসিক ক্ষমতার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া তাঁহাকে একটি পাত্ররূপে (subject) আপনবশে রাখিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার শৃঙ্খল তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তিনি এই আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অবিলম্বে পারী পরিত্যাগ করিলেন। তারপর লণ্ডনে গিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতা একজন রুষ-মহিলার সহিত কিছুদিন বাস করিলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয় বার লণ্ডন-গমন। এবার তিনি একটি বড় হোটেলে থাকিতেন। তিনি বলেন, "হোটেলটি নগর ও নদীরতীরের মধ্যবর্ত্তী, কিন্তু বাটীর নাম ও নম্বর এক্ষণ আমায় জিজ্ঞাসা করাও যা, আর আমার পূর্ব্ব জন্মের বসত বাটীর নাম-নম্বর জিজ্ঞাসা করাও তাই।"

এ যাত্রা লণ্ডন-বাস একটি বিশেষ ঘটনার জন্য তাঁহার স্মৃতিপটে চির অঙ্কিত ছিল। এ যাবৎ যাঁহাকে তিনি কখনও স্বপ্নে, কখনও ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখিয়াছেন, এই সময়ে জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম সুস্পষ্ট স্থূলদেহে তাঁহার সেই রক্ষক মহিমাময় মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিলেন।* এক দিবস লণ্ডনের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া কতিপয় ভারতীয় রাজা এবং তাঁহাদের সঙ্গীয় একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ব্লাভাস্কীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি এই দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তিকে তাঁহার সেই ছায়াময় পরিরক্ষক বলিয়া চিনিতে পারিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি চিত্তের আবেগে তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতে ও তাঁহার সহিত কথা বলিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই পুরুষ ইঙ্গিতে ব্লাভাস্কীকে অগ্রসর হইতে বারণ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু ব্লাভাস্কী মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরদিবস ব্লাভাস্কী একাকিনী হাইড-পার্ক (Hyde Park) নামক উদ্যানে বেড়াইতেছেন এবং গত কল্যকার ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সেই গম্ভীর-মূর্ত্তি ভারত-বাসী হিন্দু তাঁহারই দিকে আগমন করিতেছেন। ব্লাভাস্কীর আর কোন সন্দেহ রহিল না যে,—সেই শান্তমূর্ত্তি যে তাঁহার আজন্ম-পরিচিত। তিনি নিকটে আসিয়া ব্লাভাস্কীকে বলিলেন, কোন গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে রাজাদের সঙ্গে লণ্ডনে আসিয়াছেন। ব্লাভাস্কীকে স্থূল শরীরে দর্শন দিবার উদ্দেশ্য, কোন কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতার প্রয়োজন। কি কার্য্য, তাহাও কিছু কিছু বলিলেন। আরও বলিলেন যে ব্লাভাস্কীকে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, এবং উক্ত কার্য্যে প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাকে তিন বৎসর হিমালয় তিব্বতাঞ্চলে বাস করিতে হইবে।

---

* কাউন্টেস ওয়াট্‌মিষ্টার (Countess Wachtmeister) কৃত **Reminiscences of H. P. Blavatsky** নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ব্লাভাস্কীর স্বলিখিত একখণ্ড পুরাতন স্মারক-লিপিতেও ইহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

একটি শব্দও স্ফুরিত হইল না। তবে আমার মনে হইতেছিল,—বোধ হয় কল্পনা মাত্র,—যেন দূর হইতে এই কথা কয়েকটি আমার কাণে আসিতেছে—'ইহা হইতে পারে না।'

"সেই ফকীরের সূক্ষ্ম শরীরই যে আমার ইচ্ছানুসারে দূর দূরান্তর ভ্রমণ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। ইহার দশমাস পরে সেই নোট-বাহির লিখিত কাগজ খানি সমেত এক খণ্ড পত্র আমার সেই রমণী বন্ধুর নিকট লিখিলাম। এই পত্রে ঘটনাটি সবিস্তার বর্ণন করিয়া জানিতে চাহিলাম, তিনি স্বয়ং ঐ দিবস কি করিতেছিলেন? পত্রের উত্তরও পাইলাম। তিনি লিখিলেন,—'আমি সে দিন সকাল বেলা (মঙ্গলিয়ার অপরাহ্ন কাল) বাগানে বসিয়া মোরব্বা প্রস্তুত করিতেছিলাম। তুমি যে কাগজখণ্ড পাঠাইয়াছ, তাহা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানা পত্রের অবিকল নকল,—একটি কথারও এদিক্ ওদিক্ হয় নাই। বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম এবং তদবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তোমাব সহিত একটা মরুস্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে, আর তুমি একজন ঐন্দ্রজালিকের তাঁবুর ভিতর বসিয়া আছ।' তিনি উক্ত মরুভূমি ইত্যাদির যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ, সঠিক, ও যথাযথ!

পুনরায় পরীক্ষার্থ ফকীরের অন্তর্দৃষ্টি আমার অপর কোন বন্ধুর দিকে পরিচালিত করিলাম এবং আমাকে এখান হইতে কোন নিরাপদ স্থলে লইয়া যাইতে বন্ধুকে অনুরোধ জানাইলাম। আমি সঠিক জানিতে পারিয়াছি, ইনি অর্থাৎ আমার এই বন্ধু আমার সেই বিপত্তিসঙ্কুল অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত হইয়াছিলেন; কারণ, ইহার ঘণ্টা কয়েক পরেই সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম। প্রায় পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুরুষ তাহাদের প্রভুর আজ্ঞায় আমার রক্ষার্থ আমাদের সেই মরুশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে আমাদের অবস্থা জানিতে পারিয়া সেই দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিতে পারে, ইহা কোন সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অশ্বারোহী দলের

নেতা ছিলেন, একজন 'সেবায়ণ' বা যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, পরেও আর দেখিলাম না, কেননা ইনি স্বীয় 'থুমর' অর্থাৎ আশ্রম ত্যাগ করিয়া বাহিরে আইসেন না। আমিও তাঁহার আশ্রমের প্রবেশ-পথ জানিতে পারি নাই। কিন্তু ইনি আমার বন্ধুর একজন পরম সুহৃদ্।'

ঘটনা বর্ণনান্তে ব্লাভাস্কী লিখিয়াছেন, "যঁহারা সূক্ষ্ম শরীরের অসীম ক্ষমতার বিষয় অবগত আছেন—যাঁহারা বিশ্বাসী— আমি তাঁহাদের জন্যই এই ঘটনা লিপিবদ্ধ কবিলাম। সাধারণ পাঠক ইহাতে অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। এই ঘটনা সম্বন্ধে আমাদেব জানা আছে যে সামানের সূক্ষ্মদেহ স্বতন্ত্রভবে কার্য্য করে নাই, কারণ সামান স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষ নহে, 'মিডিয়ম।' মিডিয়মকে অপরের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হয়।*

এই ঘটনাতেই মাদাম ব্লাভাস্কীর এবারকার তিব্বত-ভ্রমণ সমা হইল। তিনি পুনরায় ব্রিটিশ সীমান্তে আনীত হইলেন। এবার এমন সকল পথ ও গিরি-সঙ্কট দিয়া আসিলেন, যাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। অতঃপর আরও কিছু দিন ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহি-বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন। মান্দ্রাজ হইতে যবদ্বীপে আগমন কবিলেন, এবং তথা হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ব্লাভাস্কী আপন লক্ষ্যানুসরণ করিয়া পর্ব্বতে, প্রান্তরে, নগরে, মরুস্থলে, সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতেছেন, আর এদিকে সংবাদ পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নানা অযথা কথা প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি তখনও কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনা করেন নাই যে, তদবলম্বনে তাঁহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাধারণের কিছু বলিবার থাকিতে পারে। তথাপি অলস গল্প

* Isis unveiled,—Vol.—II, page 628

সুবিখ্যাত জেকব বোহমের (Jacob Bohme) জীবনেও এইরূপ একটি ঘটনার কথা শুনা যায়। জেকব একজন চর্ম্মকারের দোকানে কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন। এক দিন কোথা হইতে জনৈক অদ্ভুত রকমের ক্রেতা আসিয়া বালক জেকবকে হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া বলিল, তাঁহার দ্বারা জগতে অনেক মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে, এবং কিরূপে সেজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাও বালককে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

যাহা হউক, মহাপুরুষের উপদিষ্ট কার্য্যে দীক্ষিত হইতে বোধ হয় তখনও বাভাস্কীব বিলম্ব ছিল। কেননা, তখনও তাঁহার ভ্রমণ-বাসনা ও দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আকাঙ্খা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। ফেনিমোর কুপারের (Fennimore Cooper) উপন্যাস পাঠ করিয়া উত্তর আমেরিকার অসভ্য-দিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার একান্ত বাসনা হইল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি তদুদ্দেশ্যে কানাডাব দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় পহুঁছিয়া কতকগুলি বন্য নর-নারীর সহিত মিশিয়া খুব আনন্দের সহিত উহাদের আচার ব্যবহার ও ঔষধাদির প্রয়োগ-প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কয়েকটা জিনিষ নাই। তিনি কথাবার্ত্তায় এরূপ নিমগ্ন ছিলেন যে, এ ব্যাপার কিছু মাত্র লক্ষ্য করেন নাই। বনবাসীদের এরূপ নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে যে সকল কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা তিরোহিত হইল। তৎপর তিনি নিউ অর্লিয়ন দেশে গমন করিয়া তথাকার 'ভুডু' নামক এক সম্প্রদায় কাফ্রির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহারা এক প্রকার মিশ্র জাতি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিস (West Indies) দ্বীপ-পুঞ্জে বাস করে এবং ইন্দ্রজাল ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাত। ভুডুদিগের শক্তি-সামর্থ্যে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ বড় বিশ্বাস করিতেন না বটে, কিন্তু আবার তাহাদিগকে বিলক্ষণ ভয় করিয়াও চলিতেন, কখনও উহাদের নিকটে

যাইতে সাহসী হইতেন না। মাদাম ব্লাভাস্কীর গুপ্তবিদ্যা লাভের সরল কিন্তু অন্ধ বাসনা উহার মধ্যে কোন্‌টি 'সু', কোন্‌টি 'কু', ইহাও তাঁহাকে বিচার করিয়া দেখিতে দিত না। তিনি ভুডুদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের বিদ্যানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হয় ত তিনি ঐ সকল লোকের অনিষ্টকর সংসর্গে আসক্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু যিনি শৈশব হইতে অসীম প্রভুত্বের সহিত তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি আবার তাহার রক্ষার্থ আবির্ভূত হইলেন। ভুডুদিগের সংসর্গে মিশিয়া নিজের কি ভয়ানক অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছেন—একদিন সে বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এবার মেক্সিকো (Mexico) প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সে দেশে তখন ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লব। নানা উপদ্রব অশান্তি সত্ত্বেও তিনি ইহার অনেক স্থান দেখিয়া লইলেন। এই বিপদ-সঙ্কুল পর্য্যটনে স্বীয় স্বাভাবিক নির্ভীকতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। তবে সময়ে সময়ে কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উপকার করিত। তিনি বলিতেন যে, একজন বৃদ্ধ কানাডাবাসীর নিকট তিনি বড়ই কৃতজ্ঞ। ঐ অঞ্চলে যখন তিনি একেবারে সঙ্গীহীন হইয়া পড়েন, তখন এই লোকটির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ তাঁহাকে অনেক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

ব্লাভাস্কীর এই আমেরিকা ভ্রমণের সময় প্রচুর সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার কোন ধর্ম্ম-মাতা মৃত্যুকালীন অশিতি সহস্র মুদ্রা তাঁহাকে দান করিয়া যান। বোধ হয়, টাকাটা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিমাণে তাঁহাকে দিলেই ভাল হইত, কারণ মিতব্যয়িতায় তিনি একান্তই অনভ্যস্ত ছিলেন। দেশ বিদেশ ভ্রমণকালীন নানা বিপদে পড়িয়া অর্থের অসচ্ছলতা বশতঃ তাঁহাকে সময় সময় বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র কাতর হইতেন না। দুঃখ দারিদ্র্যেকে যে তিনি

। বন্দুমাত্র গ্রাহ্য করিতেন না, ইহা তাঁহার জীবনে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যদি কখনও প্রচুর পরিমাণ অর্থলাভ হইল ত উহা দুই হস্তে উড়াইয়া দিয়া তবে শান্তি লাভ করিতেন। যে আশি হাজার টাকা তিনি প্রাপ্ত হন, তাহা যে কিসে ব্যয়িত হইল, সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিতেন না। তবে আমেরিকাতে কিছু ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন সত্য। এ ভূমি ক্রয়ও তাঁহার অন্য দশটা ক্ষনিক খেয়াল সদৃশ স্থিরতর উদ্দেশ্য-হীন। ইহাও তাঁহার চিত্তের একটা সাময়িক বুদ্বুদ মাত্র। ভূমি খণ্ড যে কোথায় অবস্থিত, শেষে কিন্তু ইহাও তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। যিনি প্রভূত সম্ভ্রম ও সম্পদকে পদদলিত করিয়া, সুখ-বিলাস-পূর্ণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীর অনির্দ্দিষ্ট বন্ধুর পথে নানা দুঃখ ক্লেশ সানন্দে সহ্য করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ নিস্পৃহতা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈরাগ্যবান হৃদয়ে বিত্ত-তৃষ্ণা স্থান পায় না।

মেক্সিকো ভ্রমণের সময় তিনি ভারতবর্ষে আসিতে মনন করেন। তাঁহার পরিচালক মহাত্মা একটা কোন মহাপুরুষ-মণ্ডলীর অন্তর্গত, ইহা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ধারণা ছিল। সেই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ববিদ্যার মহান্ শিক্ষক-মণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ এক মাত্র ভারতের উত্তর খণ্ডেই সম্ভব,—এ বিশ্বাসটিও তাঁহার অন্তঃকরণে, কি জানি কেন, সদাই জাগরূক ছিল। ভারতে আসিবার উদ্দেশ্যে তিনি জনৈক পরিচিত ইংরাজ ভদ্র-লোকের নিকট পত্র লিখিলেন। এই ব্যক্তির সঙ্গে দুই বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মানি দেশে তাঁহার আলাপ হয়। ব্লাভাস্কী অভীষ্ট বস্তুর অনুসন্ধানে যে পথে ঘুরিতেছেন, ইনিও সেই পথের পথিক। ব্লাভাস্কী ইঁহাকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে আসিতে লিখিলেন, —তথা হইতে দুই জনে মিলিয়া প্রাচি পথে যাত্রা করিবেন, স্থির করিলেন। ইংরেজটি যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের সহিত আর একটি লোক মিলিত হইল।

ইনি হিন্দু, ব্লাভাস্কীর সহিত পূর্ব্বে ইহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই তিন জন তত্ত্ববিদ্যার্থী উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া সিংহলে আসিলেন, এবং তথা হইতে বোম্বাই আগমন করিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ব্লাভাস্কী ভারতে পদার্পণ করিলেন।

বোম্বাই আসিয়া তিন জন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কর্ত্তব্য-প্রণালী লইয়া একটু মতভেদ হওয়ায় প্রত্যেকেই আপন আপন পথ অবলম্বন করিলেন। ব্লাভাস্কী নেপালের ভিতর দিয়া স্বয়ং তিব্বত প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা এ যাত্রা নিষ্ফল হইল। অন্যান্য বাধা বিঘ্ন ছাড়া নেপালের ইংরাজ-প্রতিনিধি মহাশয় বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর জাবা ও সিঙ্গাপুর দ্বীপ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

১৮৫৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডে ক্রিমিয় সমরের জন্য আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল। রুষিয়াবাসীর পক্ষে তখন ইংলণ্ডে থাকা বড় সুবিধাজনক ছিল না। স্বদেশা-নুরাগিনী ব্লাভাস্কীর ইহা বড়ই অপ্রীতিকর হইল। ঐ বৎসরের শেষভাগে তিনি পুনরায় আমেরিকা চলিয়া গেলেন। এবার নিউইয়র্ক হইয়া বরাবর পশ্চিমাভিমুখে গমন করত প্রথমে সিকাগো, তৎপর 'রকি' পর্ব্বত মালা উত্তীর্ণ হইয়া সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরে উপনীত হইলেন। এ যাত্রায় তিনি আমেরিকায় প্রায় দুই বৎসর ছিলেন। তারপর আর একবার ভারতবর্ষের দিকে ফিরিলেন। এবার জাপানের পথে আগমন করেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

পর বৎসর লাহোর ভ্রমণকালীন তাঁহাকে একজন জর্ম্মাণ ভদ্রলোক ধরিয়া ফেলেন। এই ভদ্রলোকটি তাঁহার পিতার পরিচিত। ইনি প্রাচ্য-যোগ-বিদ্যাদির অনুসন্ধান-কল্পে দুইটী বন্ধুসহ ভারত-পর্য্যটন করিতেছিলেন; কর্ণেল হান ইহাঁকে স্বীয় গৃহত্যাগিনী কন্যার একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। এক্ষণে এই চারিজনে একত্র মিলিত হইয়া ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা তাতার জাতীয় একজন 'সামান'—অর্থাৎ ফকীরের সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যের ভিতর দিয়া লাদকের অন্তর্গত লেলি নামক স্থানে উপনীত হইলেন। ফকীর ইহাঁদিগকে একটা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া যোগশক্তির নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইলেন। অতঃপর ইহাঁরা তিব্বত-প্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কেহই তদ্দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ না থাকায় ইহাঁদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, একমাত্র ব্লাভাস্কী ভিন্ন অপর তিন জনকে বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে হইল না। তিনি বলিলেন,—"আমরা এই রহস্যময় প্রাচ্য-ভূমির ষোল মাইল পথও অতিক্রম করি নাই, এমন সময় সঙ্গিগণের মধ্যে দুই জনকে ব্রিটিশ সীমান্তে ফিরিয়া আসিতে হইল; আর শ্রীযুক্ত কে— মহাশয় (বোধ হয় ইনিই ব্লাভাস্কীর পিতৃপরিচিত সেই ভদ্রলোক) ভ্রমণারম্ভেই জ্বরে এরূপ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে কাশ্মীর দিয়া পুনরায় লাহোরে লইয়া যাওয়া হইল।"

ব্লাভাস্কী ইহাতে পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তাতার-ফকীরের সহায়তায় তিনি একাকিনী তিব্বতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ফকীর তাঁহাকে একটা ছদ্মবেশ পরাইয়া নির্ব্বিঘ্নে ব্রিটিশ সীমান্ত পার করাইয়া সেই দুর্গম দেশে লইয়া চলিল। ব্লাভাস্কী স্বপ্রণীত 'আইসিস অনভিল্ড'(Isis unveiled) —অর্থাৎ 'তত্ত্বার্থ--প্রকাশ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই তিব্বত-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

তাতারী সামান বা ফকীরেরা বাম বাহুতে একটা মন্ত্রপূত প্রস্তর-নির্ম্মিত কবচ ধারণ করিয়া থাকে। ব্লাভাস্কী বলিতেছেন :— "আমরা প্রায়ই (সেই কবচটি লক্ষ্য করিয়া) আমাদের পথপ্রদর্শক ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিতাম, —'এটি তোমার কি কাজে লাগে, এইটির কি গুণ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে ফকীর কখনও সঠিক কিছু বলিত না। কেবল বলিত,

সুযোগ মিলেত প্রস্তরখণ্ডই প্রশ্নের উত্তর দিবে। এরূপ অনিশ্চত আশায় আমাদের মনে নানা জল্পনা কল্পনার উদয় হইতে লাগিল।

"যাহা হউক, অবিলম্বেই প্রস্তরখানার কথা বলিবার দিন সমাগত হইল। আমাদের জীবনে এ একটি ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন। আমরা গৃহত্যক্ত, আশ্রয়-হীন,— ভ্রমণকারীর বেশে এমন একটা স্থানে উপস্থিত, যেখানে সভ্যতার নাম গন্ধ নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের স্থিরতা নাই। সেদিন একজন লামা—অর্থাৎ তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী—দুই মাইল দূরে কোন গৃহস্থের বাটিতে ভূত তাড়াইতেছিল। এই ভূতটি নাকি গৃহের দ্রব্য-সামগ্রী কতক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, কতক উড়াইয়া দিয়াছিল। নরনারী সকলেইএই ভূতাপসরণ- ক্রিয়া দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের তাঁবু তখন জনশূন্য। তাঁবুটিতে আমরা দুই মাসের অধিক কাল সেই পার্ব্বত্যদেশে বাস করিতে-ছিলাম। সেই নীরব নিস্তব্ধ অপরাহ্নে, সেই জনহীন মরুতুল্য শৈলভূমিতে একটি তাতারী-ফকীর আমার একমাত্র রক্ষক। আমি এই সুযোগে তাহাকে কবচের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলাম। ফকীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রথমে যেন একটু দ্বিধা করিল; তারপর কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আপনার মেষচর্ম্মাসন হইতে উঠিয়া বাহিরে গেল। তাঁবুর বাহিরে একটা কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রকাণ্ড-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট একটাশুষ্ক ছাগমুণ্ড স্থাপন করিল। তারপর ভিতরে আসিয়া তাঁবুর পশমী পর্দ্দাটি ফেলিয়া দ্বার আবৃত করিয়া আমাকে বলিল, আর কেহ এ-গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না —ঐ বহিঃস্থ ছাগমুণ্ড দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল ফকীর এক্ষণ 'কাজে আছে'। তৎপর ফকীর স্বীয় বক্ষোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া একটি আখরোটের ন্যায় ক্ষুদ্র সেই প্রস্তরখণ্ড বাহির করিল এবং সযত্নে সেটিকে অবরণোন্মুক্ত করিয়া যেন গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া গেল, জীবন-স্রোত যেন রুদ্ধ হইল। ফকীরের দেহ মৃতের ন্যায় শীতল ও অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। কোন প্রস্ন

জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর-দানচ্ছলে তাহার অধরোষ্ঠ মাত্র ঈষৎ প্রকম্পিত হইত,—জীবন-চিহ্ন-স্বরূপ সেই স্পন্দনটুকু না দেখিলে সেদিন হয়ত ওরূপ দৃশ্য আমার দারুণ সন্দেহ, এমন কি বিষম ভয়ের কারণ হইয়া উঠিত। সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়, চতুর্দ্দিক নীরব নিস্তব্ধ। যদি তখন তাঁবুমধ্যস্থিত নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখার মৃদুমন্দ আলোকটুকু না থাকিত, তাহা হইলে সেই গভীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিকের বিরাট নিস্তব্ধতা মিলিয়া গিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিত। আমরা পাশ্চাত্য-দেশের উপত্যকায় উপত্যকায় ভ্রমণ করিয়াছি, দক্ষিণ রুষিয়ার অনন্ত প্রান্তর মধ্যে বাস করিয়াছি, কিন্তু মঙ্গলিয়ার সেই বালুকাময় মরুপ্রদেশের সান্ধ্য-নিস্তব্ধতা কাহারও সহিত তুলনীয় নহে। এখানে তবু সামান্য বসবাস আছে, কিন্তু আফ্রিকার মরু ত একেবারে জীবশূন্য। তথাপি সেই ঊষর নির্জ্জীব আফ্রিকা-মরুক্ষেত্রের ভীষণ নীরবতা মঙ্গলিয়ার মরুর সহিত তুলনীয় নহে। আমি তখন এরূপ স্থানে একাকিনী! একটা শবতুল্য নরদেহ মাত্র আমার পার্শ্বে মৃত্তিকোপরি শয়ান। সৌভাগ্য যে এ অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে নাই।

'ফকীরের দেহ মৃতশয্যায় শায়িত। সহসা যেন মেদিনীর উদর গহ্বর হইতে গম্ভীরস্বরে নিনাদিত হইল,—'মাহাদু! তোমার মঙ্গল হউক! বল, তোমার কি কাজ আমায় করিতে হইবে?'

"ঘটনা অতীব লোমহর্ষণকর বটে, কিন্তু আমরা ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কেন না, ইতিপূর্ব্বেও আমরা কয়েক বার সামান ফকীরদিগের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি মনে মনে বলিলাম —'আপনি যিনিই হউন, একবার শ্রীমতী কে—এর নিকট যাউন, এবং তাঁহাকেও বলুন আমরা কেমন আছি—কি করিতেছি?'

"তদ্রূপ গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—'আমি এক্ষণ সেই স্থানে; বৃদ্ধা রমণী বাগানে বসিয়া আছেন, তিনি চশমা পরিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছেন।'

আমি পেন্‌সিল ও নোট বহি লইয়া তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলাম 'পত্রে কি লেখা আছে, শীঘ্র বলুন।' পত্রের কথাগুলি আস্তে আস্তে উচ্চারিত হইতে লাগিল। আমি রুমেনিয় (পত্রোক্ত) ভাষা বুঝিতাম বটে, কিন্তু লিখিতে জানিতাম না। তাই যেন সেই অদৃশ্য পুরুষ আমাকে কথাগুলি ধ্বন্যানুসারে (phonetically) লিখিয়া লইবার উপযুক্ত সময় দিবার জন্যই ইচ্ছা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া গেল।

"অতঃপর সেই তাতার যকীর যেন একটু ভগ্ন স্বরে বলিলেন,—'পশ্চিমের দিকে একবার দৃষ্টিপাৎ কর,—তাঁবুর তৃতীয় দণ্ডটির দিকে একবার চাহিয়া দেখ! তোমার সেই রমণীর চিন্তামূর্ত্তি ওখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখ।'

"সহসা সবেগে সামানের মস্তক কম্পিত হইয়া যেন একটু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। কিন্তু আবার যেন ভাবাক্রান্ত হইয়া নিম্নে আমারই চরণমূলে পড়িয়া গেল। সামান আমার পদদ্বয় তাহার উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিল। অবস্থা ক্রমশঃ বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার কৌতূহল-বৃত্তি তখনও সমান প্রবল। সেই কৌতূহল বশেই আমার সাহস একেবারে লুপ্ত হয় নাই। পশ্চিম কোণে চাহিয়া দেখিলাম, আমার পুরাতন বন্ধু সেই রুমেনীয়া মহিলার সুপরিচিত মূর্ত্তি। তাঁহার দেহ যেন নীহার সদৃশ উপাদানে গঠিত, ঈষৎ কম্পমান চঞ্চল, কিন্তু তিনি আমার সম্মুখে সুস্পষ্ট দণ্ডায়মান।

"আবার সেই গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইল,—'রমণীর চিন্তামূর্ত্তি মাত্র এখানে, কিন্তু তাঁহার স্থূল দেহ এক্ষণে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় স্বস্থানে পড়িয়া আছে, কেন না অন্য উপায়ে এ স্থানে তাঁহাকে আনা অসম্ভব।'

"আমি সেই ছায়া-মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে একটিবার কথা কহিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচালিত হইল, আকৃতির নানা ভঙ্গিতে যেন কতই

বাগীশদিগের কল্পনা তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলীক উপন্যাসের সৃষ্টি করিতেছিল। এই সকল উপন্যাস অলীকত্বে কেবল হাস্যোদ্দীপক নহে, কিন্তু স্থানে স্থানে নিন্দাসূচকও বটে। তাঁহার কোন আত্মীয় লিখিয়াছেন,—"আমরা একটু একটু শুনিতে পাইলাম যে, জাপান, চীন, কনস্তান্তিনোপল এবং সুদূর প্রাচ্যভূমির আরও কোন কোন স্থানে তাঁহাকে কেহ কেহ নাকি দেখিয়াছে। তিনি ইউরোপের ভিতর দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু কোন থানেই অধিক দিন বাস করেন নাই। অথচ কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তিনি ভিয়ানা, বার্লিন, ওয়ারসা ও পারী নগরের উচ্চনীচ সকলেরই সুপরিচিত। ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নগর গুলির আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে চিনে এবং ঐ ঐ স্থানে অমুক অমুক ঘটনায় তিনি লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সব ঘটনার সময়ে তিনি আদৌ ইয়ুরোপেই ছিলেন না। কোন কোন পত্রে তাঁহাকে নানা অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত করা হইল। কেহ লিখিল, মাদাম হিলয় ব্লাভাস্কী হাঙ্গেরির রাষ্ট্রবিপ্লবে কৃষ্ণ হুসার সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, এবং তিনি যে স্ত্রীলোক, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই,—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা কেহই জানিত না। বস্তুতঃ মাদাম হিলয় ব্লাভাস্কী বলিয়া কোন জীবের অস্তিত্ব ছিল না। কয়েক বৎসর পরে পারীনগরের একখানা কাগজ লিখিল—'ইনি পোলজাতীয়া, ককেসাসে থাকেন—১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল রাষ্ট্রবিপ্লবে অনেক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন,। অবশেষে অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া হোটেলে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেন!' বস্তুতঃ সে সময়ে কিন্তু ব্লাভাস্কী টিফ্লিস নগরে আপন গৃহে চুপচাপ বসিয়া আছেন।"

এরূপ অলীক কুৎসার মূল কোথায়, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। পরজীবনে তাঁহাকে যে সকল অতিরঞ্জিত উক্তি ও নিন্দাবাদের লক্ষ্যীভূত হইতে হইয়াছিল, তাহাও এইরূপ ভিত্তিহীন বটে, কিন্তু তাঁহার উৎপত্তিমূলে যে যথেষ্ট পরিমাণে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা

যাইতে পারে, কেননা, তখন তিনি সমাজ-বিশেষ-প্রচারিত মতবাদের খণ্ডনে নিযুক্ত থাকায় অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাই, কি সকারণে, কি নিষ্কারণে, আজীবন কল্পিত নিন্দার লক্ষ্যীভূত হওয়া যেন তাঁহার একটা ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মভোগ ছিল। পাঠককে এস্থলে উহারই কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল।

যাহা হউক, ব্লাভাস্কীর এই ভ্রমণ-ব্যাপার অন্যদিকেও একটু প্রণিধা-ন যোগ্য। এদিকটী তাঁহার অনবদ্য চারিত্রিক অংশের অন্তর্গত। এই তরুণী অবলার স্বাধীন ভ্রমণে সে অংশটি কি কম উদ্ভাসিত? যখন তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি সংসার-অনভিজ্ঞা মাত্র সপ্তদশ বর্ষীয়া বালা। যেরূপে এই তরুণ-বয়স্কা রমণী দশবর্ষ কাল সম্পূর্ণ সহায়হীন, বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় আফ্রিকার অসভ্য জাতি হইতে তুষার মণ্ডিত তিব্বতের পর্ব্বতবাসী পর্য্যন্ত, উত্তর আমেরিকার বন্যজাতি হইতে মঙ্গলিয় মরুর তাতারী পর্য্যন্ত,— সুসভ্য ইয়ুরোপ হইতে বর্ব্বর ওয়েষ্ট-ইণ্ডিস পর্য্যন্ত, নানা-দেশে নানা জাতীয় লোকের সহিত অবাধে মিশিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসি লেন, ইহা অন্তঃপুর উল্লঙ্ঘনে সদা ভীত ও সন্দেহ-যুক্ত, অবরোধ পক্ষপাতী এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, স্বাধীনতার ক্রোড়-বর্দ্ধিত পাশ্চাত্য নরনারীগনেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ব্লাভাস্কী সাধরণ ইয়ুরোপীয়ের ন্যায় অহঙ্কারবশে জাতীবর্ণের বিচার করিয়া কাহাকেও বর্জ্জন করিতেন না। তিনি সভ্য-অসভ্য, মূর্খ-পণ্ডিত, উচ্চ-নীচ, অন্ত্যজ-ভদ্র সকল সমাজে মিশিতেন, কিন্তু কোথায়ও কাহারও প্রভাব তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিনাশ করিতে পারে নাই,—তাঁহার তেজোময়ী প্রকৃতির নির্ম্মলতার উপর এতটুকু দাগ বসাইতে পারে নাই। বরং তাঁহার অসাধারণত্ব সর্ব্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করিত। এই নিরাশ্রয়া রমণীর অসীম নির্ভীকতা, তাঁহার যদৃচ্ছা ভ্রমণের এক প্রধান অবলম্বন ছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা ছাড়া তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত আর

একটি শক্তি তাঁহাকে সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা করিত। এটি আর কিছুই নহে,—তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব নৈতিক বল। কোন প্রকার নীচ আসক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না, পাপ-পঙ্কিল প্রবৃত্তিমার্গে তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি আজীবন সংযত-চরিত্রা, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা। এই নৈতিক বলই তাঁহার জীবন-পথের সম্বল ছিল। চারিত্র্য-বল রূপ বর্ম্মে আবৃত হইয়া, নির্ভীকতাকে অগ্রদূত করিয়া, জ্ঞানের কৃপাণ হস্তে, তিনি যাবতীয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চলিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

টিফ্লিস নগরে জেলিহোবাস্কীর শ্বশুরালয়ে আজ মহাধুম। তাঁহার শশুর কন্যার বিবাহ। বিবাহোৎসবে যোগদানার্থ সমাগত সম্ভ্রান্ত অতিথিগণে গৃহ পূর্ণ। অবিরত অশ্ব ও শকটের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকগণের আগমনে এবং লোকজনের গতায়াতে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত। ক্রমাগত বহিস্থ ঘণ্টা ঠুং ঠুং শব্দে অতিথির আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, অমনি পরিচারকগণ দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অতিথিকে সসম্মানে গৃহ-মধ্যে লইয়া আসিতেছে। নিমন্ত্রিতগণ আহারে উপবিষ্ট। তৎপর দেশীয় প্রথা-নুসারে বরপক্ষীয় অভ্যাগত ব্যক্তিগণ পান পাত্র হস্তে নবদম্পতির শুভ কামনায় আশীর্ব্বচন প্রয়োগার্থ দণ্ডায়মান। রুষিয়ার বিবাহ পর্ব্বে ইহা একটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মহাক্ষণ। এমন সময়ে আবার কে ঘণ্টা ধ্বনি করিতে লাগিল। এ আগন্তুক কে? জেলিহোবাস্কী বলিতেছেন—"কে যেন বড়ই অধীরতার সহিত ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কি যেন একটা অনিবার্য্য শক্তিতে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল। আমি আবেগ-বশে ভোজন-পাত্র পরিত্যাগ করিয়া সহসা আসন হইতে উত্থিত হইলাম। গৃহে দাস দাসী থাকা সত্ত্বেও আমি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, কাহাকেও না বলিয়া, স্বয়ং সবেগে দ্বার খুলিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কি জানি কেন বলিতে পারি না, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আমার সেই বহুকাল প্রবাসিনী ভগ্নি বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে।" জেলিহোবাস্কীর ধারণা মিথ্যা হইল না। তিনি প্রিয়তমা ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন পিতা কর্ণেলহানও নিমন্ত্রিত মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আনন্দোৎসবের মধ্যে ব্লাভাস্কী আত্মীয়বর্গের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তিনি কিছু দিন ফ্রান্সে অতিবাহিত করেন, পরে ১৮৫৮ খ্রীঃ টিফ্লিস নগরে উপস্থিত হইলেন।

ব্লাভাস্কী গৃহে পদার্পণ করিবা মাত্র, অনেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিতে

লাগিল, তন্মধ্যে যে গুলি জেলিহোবাস্কী স্বয়ং স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া তৎকৃত "পারিবারিক স্মৃতি-সংগ্রহ" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। গ্রন্থাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে, এই সকল বিবরণ রুষিয়ার তাৎকালীন কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ-মালায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্লাভাস্কী যে রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, সেই রাত্রের ঘটনা এই। তাঁহার আগমনের মুহূর্ত্ত হইতে গৃহে এক প্রকার "ঠুক্ ঠুক্" শব্দ এবং "চুপি চুপি" কথাবার্ত্তার অস্পষ্ট ধ্বনি অনবরত শুনা যাইতে লাগিল। কেহই ইহার কারণ খুঁজিয়া পান না, কেহই ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারেন না। তিনি যে স্থানে বসিয়া থাকিতেন বা যাইতেন, শুধু সেই খানেই এইরূপ হইতেছিল, তাহা নহে, অন্যান্য প্রকোষ্ঠেও ঐ "ঠুক্ ঠুক্" শব্দ এবং গৃহ সামগ্রীর সঞ্চালন-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। প্রাচীর গাত্রে, গৃহের ভিত্তিতে বাতায়ন পার্শ্বে, শয্যাতলে, বসিবার আসনে, দর্পণ সান্নিধ্যে, ঘড়ির উপরে,—এক কথায় গৃহের ছোট বড় প্রত্যেক দ্রব্যে অবিরত এই "ঠুক্ ঠুক্" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকলে সচকিতে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না। ব্লাভাস্কীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু তিনি ইহা লইয়া যেন একটু আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। অথচ ইহার মূলে যে কোন গূঢ় শক্তি রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে, জেলিহোবাস্কীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে তিনি বলিলেন, কি বাল্যে কি যৌবনে, তিনি যেখানেই যাইতেন, এই সকল ব্যাপার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া মাত্র। ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে এইরূপ শব্দাদির হ্রাস বৃদ্ধি সুসাধ্য, এবং উহা একেবারে বন্ধ করাও যাইতে পারে। এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যদ্বারা স্বীয় উক্তি সপ্রমাণ করিলেন। ইয়ুরোপে তখন সবে প্রেততত্ত্ব অল্পে অল্পে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই

প্রেতবাদিগণ এই সকল কার্য্য মিডিয়মের সাহায্যকৃত বা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু সরল টিফ্লিসবাসিগণ তখনও প্রেততত্ত্বে নিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল; তাঁহারা কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তবে প্রেতবাদিগণ যাহাই বলুন, ইহাতে যে ভূত সঞ্চারের লেশ মাত্রও ছিল না, ইহা ব্লাভাস্কী পুনঃ পুনঃ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, যে শক্তি বলেই হউক, তাঁহার আগমনাবধি এই সকল ব্যাপার সর্ব্বসমক্ষে অনবরত ঘটিতে লাগিল। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী আত্মীয় পর সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বিদ্যুৎবেগে এই সকল কাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এবং ইহা লইয়া সমগ্র সহরটী আন্দোলিত হইতে লাগিল। বস্তুত পূর্ব্বোক্ত শব্দ শুধুই জড় বস্তুর আঘাত-জনিত নহে, উহার মূলে চৈতন্য ও জ্ঞান-শক্তি নিহিত ছিল। যাঁহারা ইহার সত্যাসত্য জানিতে ইচ্ছুক হইতেন, শব্দ তাহাদের জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করিয়া দিয়া সন্দেহ দূর করিয়া দিত। শুধু তাহাই নয়, মানুষের অন্তঃকরণের লুক্কায়িত, গুপ্ত ভাব ও চিন্তাগুলিও এই শব্দের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কত লোকের ভূত জীবনের কার্য্য এবং মনের বর্ত্তমান গুপ্ত বাসনা এইরূপে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ত্রিপদী বা টেবিলের পদদ্বারা ঘরের মেজের উপর আঘাত-জনিত যে শব্দ হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা নানা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়, ইহা আজকাল এদেশে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে যতই অজ্ঞতা বা সন্দেহ থাকুক, ঐরূপ চৈতন্যমূলক শব্দাভিঘাত যে সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক বা দৃষ্ট-শক্তি সম্পর্ক-রহিত, ইহাতে আজ কাল বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা হইতে উপরোক্ত বিবরণের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপদী বা টেবিল-ঘটিত ব্যাপারে অনুষ্ঠাতাগণের হস্ত-সংস্পর্শ থাকে, এবং উহাদের মধ্যে কখনও কেহ বা মিডিয়ম হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্লাভাস্কীর অনুষ্ঠিত কার্য্যে নিজের বা অপর কাহারও কোন বস্তুর সহিত

হস্তসংস্পর্শ কিছুমাত্র থাকিত না, এবং উহা দৃষ্টতঃ সম্পূর্ণরূপে মিডিয়ম-অবস্থার বহির্ভূত। যাহা হউক, অজকাল দেশবিদেশ এই সকল বিষয় যতটা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, আমাদের বর্ণিত সময়ে সেরূপ ছিল না। সুতরাং ব্লাভাস্কীকৃত এই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার অবলোকন করিয়া তদানীন্তন সমাজ বিশেষরূপে আন্দোলিত হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বক্ষ্যমান ঘটনাবলী হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়।

জেলিহোবাস্কার শ্বশুর-গৃহে প্রত্যহ অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিতেন। বিশেষতঃ ব্লাভাস্কীর আসিবার পর শত শত লোক তাঁহার দর্শনা-কাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। সকলেই পর্ব্বত-প্রমাণ সন্দেহ লইয়া আইসেন, কিন্তু ফিরিবার সময় কাহারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। নানা লোকে নানা ভাষায় প্রশ্ন করিতেন। ব্লাভাস্কী অবশ্যই সকলের ভাষা বুঝিতেন না, কিন্তু শব্দাভিঘাত দ্বারা প্রত্যেকের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদত্ত হইত। তিনি কোন চাতুরী বা কৌশল অবলম্বন করেন কিনা, সবিশেষ জানিবার জন্য কতলোক কত প্রকারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিত। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের পরীক্ষায় সম্মত হইতেন। ফলে, তাহাদের সন্দেহ মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইত। বস্তুতঃ, বাহ্য-দৃষ্টিতে ঐ সকল শব্দের সহিত তাঁহার কোনই সংশ্রব ছিল না। যখন নানা স্থানে 'ঠুক্-ঠুক্' শব্দ হইতেছে, তখন তিনি কি করিতেন? তিনি একটা 'সোফা', বা হস্তো-পাধানযুক্ত চৌকিতে বসিয়া অতি শান্তভাবে আপন মনে কোন কারুকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রশ্ন উত্তরাদি লইয়া উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে আন্দোলন-জনিত যে গোলযোগ হইত, তৎপ্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, বাহিরের কোন কিছুর সঙ্গে যেন তাঁহার সম্বন্ধই নাই। এইভাবে তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে কারুকার্য্য করিতে থাকিতেন। অথচ, সে গৃহে গোলযোগ বড় কম হইত না। একজন শব্দলক্ষিত বর্ণগুলি বলিয়া যাইতেছেন, অপর কোন ব্যক্তি উত্তর লিখিয়া লইতেছেন, অপরাপর লোকেরা আবার মনে মনে

কত কি প্রশ্ন করিতেছেন, আর অমনি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও আসিতেছে, ইত্যাদি ব্যাপার গৃহমধ্যে অনবরত চলিতে থাকিত। এমনও হইত যে, কেহ স্বীয় প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না, কেহ বা আংশিক উত্তর পাইল। আবার কেহ উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর পাইল না, কিন্তু তদ্দণ্ডেই অপর কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া শব্দতাহার অপ্রকাশিত মানসিক প্রশ্নের উত্তর দিয়া বসিত। যখন এইরূপ ঘটনা হইত, তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী মধ্যে তর্ক-বিতর্কের ঝড় বহিয়া যাইত। বাক্‌বিতণ্ডার উত্তেজনায় কেহ ব্লাভাস্কীর প্রতি অবিশ্বাসের ভাব-প্রকাশ করিত, কেহবা তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত, কখনও কেহবা তাঁহার উপর কপটতার আরোপ করিয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিত। কিন্তু তিনি একান্ত ধীরতার সহিত এ সকল উপদ্রব সহ্য করিতেন। এবং ইহা লইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট কোন অযৌক্তিক প্রশ্নের অবতারণা করা হইলে, তিনি উপেক্ষার সহিত হাসিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। তাঁহার সেই হাসিতে, সেই উপেক্ষার ভঙ্গিতে, কিন্তু প্রশ্ন-কর্ত্তার বুদ্ধি বিঘূর্ণিত হইয়া যাইত।

তথাপি প্রশ্নের বিরাম ছিল না। 'তুমি এ সব করিতেছ কি করিয়া? এ সকল শব্দ কি? লোকের মনের ভাব তুমি কিরূপে বুঝিতে পার?'—ইত্যাদি প্রশ্নের উপর প্রশ্নে লোকে ব্লাভাস্কীকে অনবরত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। প্রথমতঃ, তিনি নিজে এ সকল শব্দের কর্ত্তা নহেন বলিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় —সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্ট বলিতেন—"আমি এ সব তর্ক-বিতর্কে বড়ই বিরক্ত হইয়াছি, আর আমি এ সকল বিষয়ে কিছু বলিব না।' সুতরাং কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মৌনী হইয়া থাকিতেন, অথবা উপেক্ষার হাস্য ব্যতীত অন্য উত্তর দান অনাবশ্যক মনে করিতেন। কিছুকাল এইভাবেই কাটিল। কিন্তু আবার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। যখন মনটী প্রফুল্ল থাকিত, তখন তাঁহার সততায় সন্দেহ করিয়া কেহ কোন অপমান-সূচক

বাক্য বলিলেও রুষ্ট হইতেন না। বস্তুতঃ, অবিশ্বাসীগণ নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসম্ভব হেতুবাদের উদ্ভাবন করিত। দৃষ্টান্ত যথা,—কেহ হয়ত বলিত, ব্লাভাস্কীর পকেটে একটা কল আছে, সেই কলটাই এই শব্দের মূল। কেহ বলিত, তিনি স্বীয় নখাগ্রদ্বারা ঐরূপ 'ঠুক ঠুক' শব্দ করেন। আবার কোন কোন অসাধারণ বুদ্ধিমান এমন অপূর্ব্ব মতও প্রকাশ করিত যে, ব্লাভাস্কীর হাত দুটীই না হয় দৃষ্টতঃ একটা কাজে নিযুক্ত আছে, কিন্তু পা? তিনি পা দিয়াও ত ওরূপ শব্দ করিতে পারেন!!

এ প্রকার অসার কথাও আর না উঠিতে পারে, তজ্জন্য তিনি যাহার যে ভাবে ইচ্ছা, তাহার নিকট সেইরূপ পরীক্ষাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনুসন্ধান করা হইল, হস্তপদ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাঁহাকে একটা কোমল বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখা হইল, পা হইতে জুতা খুলিয়া লইয়া পদদ্বয় সকলের দৃষ্টিতলে অতি কোমল একটা বালিসের সহিত বন্ধন করা হইল। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইবার পর তাঁহাকে বলা হইল,— 'আচ্ছা এখন শব্দ কর দেখি। তোমার নিকটে নয়, দূরে শব্দ করিতে হইবে।' তিনি বলিলেন, 'চেষ্টা করিয়া দেখিব।' সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে গৃহের ছাদে, গবাক্ষকাচে, পার্শ্বস্থ-প্রকোষ্ঠের প্রত্যেক দ্রব্যে এবং অন্যান্য স্থানে 'ঠুক্-ঠুক্ শব্দ হইতেছে।

কখনও কখনও তিনি আমোদচ্ছলে, অবিশ্বাসীর সন্দেহের সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থ, কথার পরিহাস কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিতেন। একদিন জনৈক যুবক অধ্যাপকের চশমার উপর ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হইতে লাগিল! এমন জোরে আঘাত হইতেছিল যে, অল্পক্ষণ মধ্যে চশমাজোড়াটী অধ্যাপকের নাসিকাদেশ ত্যাগ করিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। ব্লাভাস্কী তাঁহার নিকট হইতে অনেক দূরে ছিলেন। ভয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। আর একদিন একটা প্রগল্‌ভা গর্ব্বিতা রমণী ব্যঙ্গ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই শব্দাভিঘাত ভালরূপে হয় কোন্ দ্রব্যের উপর? না, সর্ব্বত্রই একরূপ?" শব্দ

হইতেই উত্তর আসিল, 'স্বর্ণের উপর।' উত্তরটী একটু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু শব্দে আবার প্রকাশিত হইল,—'আমরা এখনই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাকে দিতেছি।' রমণী ইহা শুনিয়া অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণ মধ্যে তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হাত দিয়া আপনার মুখ ঢাকিয়া রাখিলেন। কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহার মুখের ভিতর ঠুক্ ঠুক্ শব্দ হইতেছিল। নিজেও ইহা স্বীকার করিলেন। উপস্থিত সকলে পরস্পর তাকাতাকি করিতে লাগিল। কথাটা কি রমণীকে আর বেশী বুঝাইয়া বলিতে হইল না। সকলেই বুঝিলেন, তিনি কৃত্রিম দন্ত পরিয়া আসিয়াছেন, এবং সেই 'বাঁধা' দাঁতের স্বর্ণ তারে ঠুক্ ঠুক্ শব্দে বিষম আঘাত লাগিতেছে। বিদ্রূপ করিতে গিয়া এমন লজ্জিত হইতে হইবে, ইহা তিনি মনে করেন নাই। তিনি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গৃহমধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

ব্লাভাস্কী যেন একটী রহস্যময় জগৎ সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দীর্ঘ পর্য্যটনের মধ্যে তিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কোথাও কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। সে অধ্যায় অন্ধকারাবৃত। কিন্তু ভ্রমণান্তে যখন তিনি সভ্যতার দিবালোকে স্বদেশে পুনরাগত হইলেন, তখন দেখা গেল, তিনি বিবিধ সিদ্ধির অধিকারিণী, এবং তাঁহার আত্মা-উন্মেষিত অতীন্দ্রিয়-শক্তি সমধিক স্ফুরিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পর অধ্যায়ে বর্ণিত দুই একটি ঘটনায় ইহার সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৃহ-লীলা।

ব্লাভাস্কী-প্রদর্শিত অলৌকিক ক্রিয়া বর্ণন দ্বারা লোকের চিত্ত চমৎকৃত করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৃথা কাল্পনিকতার প্রশ্রয় দিতেও আমরা প্রস্তুত নহি। কিন্তু ব্লাভাস্কীর জীবন ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্থল বিশেষে দুই একটি ক্রিয়া বর্ণন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ সন্ধি স্থলে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, বা তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, সে গুলি কিছু কিছু না জানিলে তাঁহার চরিত্রের ক্রম-বিকাশ আমরা বুঝিতে পারিব না। যে কারণ-পরম্পরায় তাঁহার অমানুষিক প্রতিভার উন্মেষ ও প্রকাশ হইতেছিল, উহা যে কতক পরিমাণে তাঁহার প্রথম জীবনের কার্য্যমূলে অনুসন্ধেয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং উহার পূর্ব্বাভাস না পাইলে উত্তর-চরিত্রের পরিণতি অনুধাবন করা কঠিন। তার পর, আমরা এ স্থলে ব্লাভাস্কী-জীবনের যে সময়ের কথা বর্ণনে প্রবৃত্ত, সেই সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কেহ কোন সম্বাদ রাখিত না। এ বিষয়ে সন্ধান করা এক প্রকার বাতুলতা বলিয়া পরিগণিত হইত। স্থূলাতীত কোন পদার্থে কাহারও বড় একটা বিশ্বাস ছিল না। জড়-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে কর্ণপাত করিতেও কেহ ইচ্ছুক ছিল না। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে দেশের একাংশ আচ্ছন্ন, অপরাংশ অজ্ঞানে নিমজ্জিত। এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রচলিত ধর্ম্ম এক দিকে বিজ্ঞানের কঠোর আঘাতে আহত, কাজেই অপরাংশের অজ্ঞানাবলম্বনে কোনরূপে ক্ষীণ ভাবে প্রাণ ধারণ করিতেছিল। প্রেততত্ত্বের সবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত উহা দ্বারা প্রকৃত পারলৌকিক সত্য আবিষ্কৃত হইবার আশা সুদূরপরাহত ছিল। ব্লাভাস্কীর সিদ্ধান্তানুসারে অদ্যাপি প্রেততাত্ত্বিকগণের দ্বারা প্রকৃত সত্য নিরূপিত হয় নাই। ইহা আমরা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতালোচনায় দেখিতে পাইব। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে পাশ্চাত্য দেশের

এই যে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র 'প্রমাণা-ভাবৎ'। এমন সময়ে ঐ তত্ত্বের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান প্রমান স্বরূপ ব্লাভাস্কীর উদয়। তাঁহার জীবনগত, প্রত্যক্ষ, স্থূলাতীত শক্তিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড দর্শনে সহসা লোকের ভাবরাজ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করিল। এই ভাব-বিপ্লবের ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপ সুদূর প্রসারিত হইয়াছিল, এবং কালসহকারে পাশ্চাত্য ভাবাশ্রিত এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার ক্রমাভিব্যক্তি বুঝিতে হইলে ব্লাভাস্কীর প্রথম জীবনের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ আবশ্যক। তিনি কখনও সভা সমিতিতে বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করেন নাই, তাঁহার কোনও গ্রন্থও তখনও পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু তাঁহার জীবন দ্বারাই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছিল, তাঁহার অলৌকিক শক্তিতেই বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল, তাঁহার তদনীন্তন ক্রিয়া কাণ্ডেই সমাজের চিন্তা স্রোতে এক প্রবল আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছিল।

বলা বাহুল্য, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন আর্য্য-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। ইহা কখনই উচ্চ আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হয় নাই। তথাপি অজ্ঞানবিজৃম্ভিত মতরাশির উচ্ছেদ কল্পে মহাপুরুষগণ, এমন কি,অবতারগণ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্লাভাস্কী এদেশে আসিয়া অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করাতে তাঁহাকে শাস্ত্রদর্শী আর্য্য সন্তানগণের নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। হিন্দুর লক্ষ্য মুক্তি। সাধন-পথে অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ কিছুই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে—ইহা এদেশের প্রমাণিত সত্য। এই পুরাণ-তন্ত্রের দেশে, ত্রিকালদর্শী ঋষি মুনির লীলাস্থলে, যোগী ধ্যানীর কর্ম্মক্ষেত্রে, অলৌকি[ক] তত্ত্ব বুঝি প্রত্যেক পরমাণুতে অনুস্যূত। এদেশের ইতিহাসে, উপকথায় জীবনে, আচরণে, স্বপ্নে, জাগরণে অতীন্দ্রিয় রহস্ত কথা অবিচ্ছিন্ন ভা[বে] বিজড়িত। গর্ভাধান হইতে শ্মশান শয্যা পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান জড়াতীত অধ্যাত্মতত্ত্বে অনুপ্রাণিত। সুতরাং পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় এদেশের লোকে

অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে বড় বিস্মিত হয় না। এবং বিস্মিত হইলেও উহাকে কোন উচ্চ অধিকার বা লোভনীয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করে না। ইঁহারা মুক্তি-প্রার্থী। সিদ্ধি মুক্তির পরিপন্থী, তাই সিদ্ধি হেয়। নিম্নস্তরের সিদ্ধির ত কথাই নাই, করতলগত অণিমা লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যও আনন্দধাম-যাত্রীর ত্যাজ্য। সাধন প্রভাবে ঐশ্বর্য্যলাভ সম্ভবপর, যথা উপনিষদুক্তি,

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে। (ছা, উ। ৮। ২। ১০)

অর্থাৎ, সাধক যে বস্তু কামনা করেন, তাহা তদীয় সঙ্কল্প প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

ইহা তীব্র সাধনার জ্ঞাপক সন্দেহ নাই, কিন্তু

হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে। (ক উ। ১। ২। ১) অর্থাৎ ভোগ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী পরম পুরুষার্থে বঞ্চিত হয়েন।

যাহারা 'প্রেয়' পাইয়া মুগ্ধ হইল, তাহাদের 'শ্রেয়' পথ সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গেল। তাই নিবৃত্তি-মূলক আর্য্য শাস্ত্রে সিদ্ধির হেয়ত্ব, এবং সিদ্ধি-প্রদর্শনকারীর ততোধিক হেয়ত্ব শতমুখে বিঘোষিত। সিদ্ধিলাভ সাধনোৎকর্ষের পরিচায়ক হইলেও, সুতরাং সিদ্ধির অধিকারী শ্রদ্ধার্হ হইলেও, সিদ্ধি প্রদর্শন জ্ঞানীর পক্ষে অনাচরণীয়। সেই জন্য এতদ্দেশীয় সাধক ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ব্লাভাস্কীর প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন এই তাপসী অসীম শক্তিশালিনী, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইনি স্বীয় যোগ শক্তি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন কেন? সাধক ও পণ্ডিতগণ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, যিনি সিদ্ধিকে আপন বশে রাখিয়া মানব হিতার্থে উহার সুব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উক্ত নিয়ম প্রযুজ্য নহে। বোধ হয় তাঁহারা ভাবেন নাই যে ব্লাভাস্কী কেবল নিজের নিঃশ্রেয়সের পথ পরিষ্কার করিতে আইসেন নাই। তিনি সমগ্র মানব জাতির সেবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি জড়বাদী, ইহ-সর্ব্বস্ব নাস্তিকদের মোহব্যাধির কালোচিত

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধি হস্তে আগমন করিয়াছিলেন। বিকারে বিষ প্রয়োগই ব্যবস্থা। তাই তিনি প্রত্যক্ষবাদীকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া চিরন্তন সত্য পথে আনিবার জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি নিজের ইহ পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। পরন্তু, তাঁহার মতে, স্বার্থশূন্য, তত্ত্বজ্ঞান বিস্তাররূপ মানব সেবাধর্ম্মেই ভূমানন্দের পথ উন্মুক্ত। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের মূলে নিবাবিল জনহিতৈষণা ও মহোচ্চ স্বার্থত্যাগ দেদীপ্যমান।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর ক্রমবিকাশমান তাত্ত্বিক ইতিহাসের উপক্রমণিকাতেই ব্লাভাস্কীর কার্য্য-প্রভাব অঙ্কিত দেখিতে পাই। সুতরাং কি প্রকারে তিনি তদানীন্তন পরকালচিন্তা-বিমুখ পাশ্চাত্য সমাজকে তত্ত্ব-রহস্যে আকৃষ্ট করিলেন, ইহা তাঁহার ক্রিয়া দৃষ্টে বুঝা আবশ্যক। তাঁহাদের গৃহে সমাজের নেতৃস্থানীয়, সম্ভ্রান্ত, ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। সেই সুযোগে ব্লাভাস্কীর আধ্যাত্মিক প্রভাব ইঁহাদের ভিতর দিয়া প্রথমতঃ বিদ্বৎ সমাজ, এবং তৎপর ক্রমে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল।

জেলিহোবাস্কী বলেন, ইস্কফ নগরে বাস কালীন ব্লাভাস্কী যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহার একাংশও সবিস্তার বর্ণন করা অসম্ভব। কিন্তু সে গুলি সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) মনোগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দান। ইহা চিন্তা-পাঠ শক্তির (Thought reading) অন্তর্ভুক্ত।

(২) বিভিন্ন রোগের লাটিন ভাষায় লিখিত ব্যবস্থা পত্র দান, ও তৎফলে রোগ মুক্তি।

(৩) গুপ্ত কথা প্রকাশ করা। এ সকল এমন গুপ্ত যে, কার্য্যের কর্ত্তা ভিন্ন সংসারে আর কেহ জানিত না।

(৪) গৃহের কোন দ্রব্যের বা লোকের দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি করা।

(৫) অপরিচিত-হস্ত-লিখিত পত্র-প্রাপ্তি, এবং কোন ২ প্রশ্নের ঐ রূপ-উত্তর প্রাপ্তি। এইরূপ পত্র ও প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত কাগজ নিতান্ত অভাবিত স্থানে পাওয়া যাইত। দৃষ্টান্ত যথা,—লিয়োণ্টিন নাম্নী জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর সহিত দূরবাসী কোন যুবকের বিবাহের কথাবার্ত্তা হওয়ায় তিনি পাত্রের ভাগ্যাদি সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। একদিন প্রয়োজন বশতঃ নিজের তালা-বদ্ধ সিন্দুকের মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র পেটিকা খুলিয়া দেখেন, উহার মধ্যে একখানি পত্র রহিয়াছে। সেই পত্রে যুবক সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞাতব্য সকল কথা লিখিত ছিল। যুবকের নামটী তিনি কস্মিনকালে ব্লাভাস্কীর নিকট প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু পত্রে নামটাও পূর্ণভাবে লিখিত ছিল।

(৬) কখনও কখনও নূতন দ্রব্যের আবির্ভাব হইত। উহা কাহার জিনিষ, তাহা কেহই জানিতে পারিত না।

(৭) গৃহের যথা-তথা সপ্তস্বর-বিশিষ্ট সঙ্গীতের উৎপত্তি।

আত্মীয় স্বজনেরা ব্লাভাস্কীর ক্ষমতায় বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। বরং তাঁহাদের অবিশ্বাস ও উপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তাঁহাদের সেদিনকার হেলেনার আবার এত শক্তি, একথা বিশ্বাস করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক নহেন। স্নেহ-রাজ্যের ইহা একটি সাধারণ নিয়ম। পিতামাতা বাৎসল্যের কোমল মাধুর্য্যে মুগ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদের স্নেহের বস্তুতে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের আরোপ করিতে বা উহার শক্তিমত্তার কার্য্য দেখিতে লালায়িত নহেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিমত্তার বহু দৃষ্টান্ত সত্বেও তাঁহাকে সেই অবোধ গোপাল ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারিতেন না। ভারতে ক্লাইবের অসাধারণ কৃতকার্য্যতার কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন,—"after all, the booby has sense" —অর্থাৎ "যা হ'ক এ বোকা ছেলের কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে।" পিতার সেই স্নেহানুরঞ্জিত অবোধ-বালক-ক্লাইব-ভাবটী তখনও তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

ব্লাভাস্কীর ভ্রাতা লিয়োনিদ ও পিতা মহাশয় বহুকাল পর্য্যন্ত এইসকল

অলৌকিক ক্রিয়ার কোন প্রমাণ স্বীকার করিলেন না। শেষে নিম্নলিখিত ঘটনায় লিয়োনিদের সংশয় দূরীভূত হইল। বাটীর অভ্যর্থনা-গৃহটী সমাগত ব্যক্তিগণে পূর্ণ। কেহ গান করিতেছেন, কেহ তাস খেলিতেছেন। কিন্তু অনেকেই অলৌকিক ব্যাপার লইয়া মত্ত। লিয়োনিদ হ্যান্ নিজে কোন কার্য্যে যোগ না দিয়া একাকী পদচারণা করিতেছেন, এবং সকলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বেড়াইতেছেন। লিয়োনিদ বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় সুপণ্ডিত, লাটীন ও জর্ম্মান ভাষায় পারদর্শী,—তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করেন না, কিছুতেই আস্থাবান নহেন। ভগ্নীর আসনের পশ্চাদ্ভাগে লিয়োনিদ আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্লাভাস্কী গল্প করিতেছিলেন যে, মাধ্যমিক* শক্তি-সম্পন্ন লোকেরা অনায়াসে লঘু বস্তুকে এত ভারি করিতে পারে যে, উহা উত্তোলন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; আবার মহাভারী বস্তুকেও অনায়াসে লঘু করিতে পারে। লিয়োনিদ একমনে এই সব বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা শুনিতেছিলেন। শেষে ব্যঙ্গস্বরে ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

---

* মিডিয়ম (**medium**) কথাটার অনুবাদে কেহ কেহ বাঙ্গালায় মধ্যস্থ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে মুল মিডিয়ম শব্দও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাহিত্য-রথী স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'মিডিয়ম' অর্থে 'মাধ্যমিক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও মাধ্যমিক শব্দটী গ্রহণ করিলাম। ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন,— "মিডিয়ম শব্দ যেমন ইংরাজীতে নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মাধ্যমিক শব্দও সেইরূপ বাঙ্গলায় নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইল। অর্থ এই—যাঁহারা জড় ও অজড়, অথবা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যস্থলে সেতুস্বরূপ,—অর্থাৎ যাহাদিগের শরীর-নিহিত তথাবিধ বিশেষ শক্তির আশ্রয় লইয়া সূক্ষ্মশরীরি আত্মিকেরা জড়জগতে প্রবেশ ও জড়বস্তুর উপর কার্য্য করিতে পারেন, তাহারাই মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও বহু পরিক্ষাদ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, এই মাধ্যমিকী শক্তি সমস্ত নরনারীর শরীরেই অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উহা যত্নে বাড়ে, অযত্নে নষ্ট হয়,—একজনের শরীর হইতে আর একজনের শরীরে সঞ্চারিত হইতে পারে; এবং দশজন একত্র হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চেষ্টা করিলে, বিশেষরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। ......বিদ্যুৎ যেমন চিরন্তন পদার্থ, মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ চিরন্তন পদার্থ। বিদ্যুতের শক্তি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়া, মনুষ্য-জগতের প্রয়োজন সাধক হইয়াছে। মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ অল্পদিবস হয় আবিষ্কৃত হইয়া পারলৌকিক জগতের জ্ঞানলাভে, মনুষ্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছে।" "জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা"

'তোমার বলিবার অভিপ্রায় বোধ হয় যে, তুমি নিজেও এসব করিতে পার?'

ব্লাভাস্কী ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—'শক্তিমান ব্যক্তিরাই পারেন। আমিও কখন কখন করিয়াছি বটে। তবে সর্ব্বদাই সফল হইব, এরূপ বলিতে পারি না।'

একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—'কিন্তু আপনি একবার চেষ্টা করুন না!' অপর সকলে এই অনুরোধে তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন। ব্লাভাস্কী একটি ক্ষুদ্র শতরঞ্চ ক্রীড়ার টেবিল লইয়া পরীক্ষা করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, 'যাহার ইচ্ছা এখন একবার টেবিলটী উঠাইয়া দেখিয়া লউন, তার পর আমি উহা স্থাপিত করিলে আবার তুলিতে চেষ্টা করিবেন।'

এই কথা শুনিয়া একজন বলিলেন,—'আপনি টেবিলটী স্থাপিত করিবেন, বলিলেন। ইহার অর্থ কি? উহা হাত দিয়া ধরিয়া রাখিবেন না ত?' ব্লাভাস্কী বলিলেন, 'টেবিল আমি স্পর্শও করিব না।'

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া জনৈক যুবক দৃঢ় সঙ্কল্পসহকারে অগ্রসর হইয়া টেবিলটীকে একখানি পালকের ন্যায় অনায়াসে উত্তোলিত করিলেন। পুনর্বার উহা নিম্নে স্থাপিত হইলে ব্লাভাস্কী একান্ত সাগ্রহ দৃষ্টিতে টেবিলটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৃষ্টি অন্তরিত না করিয়াই ইঙ্গিতে যুবককে টেবিল স্থানান্তরিত করিতে আহ্বান করিলেন। যুবক অগ্রসর হইলেন এবং টেবিলের একটি পা ধরিয়া তুলিতে গেলেন। পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসে তুলিয়া ফেলিবেন, ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু টেবিল নড়িল না। তিনি দুই হস্তে উহা টানিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু টেবিল যেন লৌহশলাকা দ্বারা ভূমিতে সংবদ্ধ, একটুও স্থানচ্যুত হইল না। যুবকের প্রাণপণ শক্তি ব্যর্থ হইল। দর্শকমণ্ডলী সবিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ করিয়া উঠিল।

কিন্তু লিয়োনিদের মনে সন্দেহ হইল, যুবক বুঝি তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে

পরামর্শ করিয়া সকলকে প্রতারিত করিলেন। তাই তিনি নিজে একবার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ব্লাভাস্কীর অনুমতি পাইয়া লিয়োনিদ অগ্রসর হইলেন, এবং হাস্য করিতে করিতে স্বীয় অতুল বল বিশিষ্ট বাহু দ্বারা ক্ষুদ্র টেবিলের একটা পা সজোরে ধরিয়া উহা একেবারে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। সে হাস্য কোথায় অন্তর্হিত হইল—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বদনমণ্ডলে এক নীরব বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাব চিত্রিত হইল। একটু পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া পুনরায় পরীক্ষান্তে টেবিলের পার্শ্বে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিলেন, কিন্তু উহা একটুও হেলিল না। এবার লিয়োনিদ ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপরিভাগে অসীম বলাধার স্বীয় বক্ষস্থল অবস্থাপিত করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক ভীষণ বলে উহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। টেবিলের কাষ্ঠ কড় কড় করিতে লাগিল, ফাটিয়াও গেল, কিন্তু উহা একটুও নড়িল না। লিয়োনিদ কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া গৃহের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিস্ময়-গভীর নেত্রে ভগ্নীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কেবল কহিলেন,—'কি আশ্চর্য্য!'

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার লইয়া গৃহ মধ্যে মহা বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। তর্কবিতর্কের উচ্চরবে আকৃষ্ট হইয়া অপর গৃহ হইতে অনেক লোক আসিয়া একত্রিত হইল, এবং যুবা বৃদ্ধ সকলেই টেবিলটা নাড়াইতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। সেই ক্ষুদ্র টেবিলটীর নিকট সকলের বলবত্তা, শক্তিসামর্থ্য পরাভূত হইয়া গেল।

ভ্রাতার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া ব্লাভাস্কী তাঁহার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাবোচিত হাস্য মুখে তাঁহাকে টেবিলটী তুলিতে অনুমতি করিলেন। এবার লিয়োনিদ স্পর্শ করিবা মাত্র টেবিল একখানি পালকের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে ব্লাভাস্কী ও তাঁহার ভগ্নী পিস্কাফ সহিত ইক্কফ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পিতরবর্গে আইসেন। একটি

'হোটেলে' ইঁহাদের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হয়। সাংসারিক নানা কার্য্যে দুই ভগ্নীর পূর্ব্বাহ্ন কাটিয়া যাইত, অপরাহ্নে বাটীতে কেহ আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনায় তাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন, নয়ত বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গত হইতেন। অলৌকিক ক্রিয়ার নামটি করিবার তখন অবকাশ ছিল না। এমন সময়ে এক দিন কর্ণেল হ্যানের দুইটি পুরাতন বন্ধু আসিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ। তন্মধ্যে একজন কর্ণেল হ্যানের সহপাঠী ছিলেন। উভয়েরই নবপ্রচারিত প্রেততত্ত্বে বিলক্ষণ আগ্রহ। সুতরাং উভয়েই চাক্ষুষ কিছু দেখিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। [illegible]দ্বারা কয়েকটি ক্রিয়া সচক্ষে দেখিয়া তাঁহারা যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুদ্বয় অদ্ভুত শক্তির কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা কিছুই কূল কিনারা পাইলেন না। আর তাঁহার পিতা সর্ব্বদা এ সব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বরাবর এমন উপেক্ষার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

[illegible] পিতৃচরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"আমার যে পরিবারে জন্ম, উহা চিরকালই প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানে অনুরক্ত ও সরল ধর্ম্মপ্রাণ, কিন্তু কখনও অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসবান ছিল না। আমাদের পরিবারস্থ লোকেরা কোন অলৌকিক তত্ত্ববিজ্ঞানে বিশ্বাস করিত না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতির যাহা কিছু অজ্ঞাত, তাহাই যে কার্য্যকারণ-ন্যায়ে অসম্ভব বা অসঙ্গত হইতেই হইবে, এরূপ অন্যায় সংস্কারও তাহাদের ছিল না। আর তাহারা কখনও কোন বিষয় নিজের বোধগম্য নয় বলিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিত না। বোধ হয়, ইহা সকলেই জানেন যে, শিক্ষিতাভিমানী মার্জ্জিত-রুচি ব্যক্তিগণ কখনও স্বীয় মনের বা বুদ্ধির দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে চাহেন না, এবং এই হেতু সকল বিষয়েই তাঁহারা প্রথমতঃ একটা অবিশ্বাস বা উপহাসের ভান করিয়া থাকেন। আমাদের পরিবার মধ্যে এরূপ কোন ভাব ছিল না। আবার অতীন্দ্রিয় বস্তুতে বিশ্বাস জন্মাইবার, সাধারণতঃ যে দুইটি প্রধান কারণ,

অর্থাৎ বদ্ধমূল কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস—তাহাও আমাদের পরিবারে কখনও স্থান পায় নাই। মাতার মৃত্যুর পর হইতেই আমি মাতুলালয়ে লালিত পালিত হই। ষোল বৎসর বয়সের সময় মাতুল পরিবার ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিবার জন্য আসি। তখন দেখিলাম, পিতা মহাশয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন ঘোর অবিশ্বাসী, প্রত্যক্ষবাদী। ঈশ্বর মানিতেন বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্ম গ্রন্থকেই ঈশ্বর-বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, এবং কার্য্যেও তদনুরূপ আচরণ করিতেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি উচ্চদরের ছিল, এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল। আর তিনি জীবনে ভূয়োদর্শনজনিত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যত শিক্ষা, যত জ্ঞান, যত বহুজ্ঞতা, সমস্তই একমাত্র স্বমতের পরিপোষণে প্রযুক্ত হইত। ফলে এই দাড়াইয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বকে শিরোধার্য্য করা দূরে থাকুক, তিনি উহা একেবারেই অগ্রাহ্য করিতেন, এবং জীবাত্মার অমরত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

কর্ণেল হ্যানের যে অবস্থা তাঁহার কন্যার মুখে বর্ণিত হইল, ইয়ুরোপে তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্রই প্রায় সেই অবস্থা। যাহা হউক, সমাগত বন্ধুদ্বয় কর্ণেল মহাশয়কে পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুযোগ করায় তিনি বলিলেন, 'আমি ঐ সকল মূর্খোচিত কার্য্যের মধ্যে থাকি না।' বন্ধুদ্বয় অন্ততঃ তাঁহাদের বন্ধুত্বের অনুরোধে একবার তাহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। কর্ণেল হ্যান আজ তাঁহাদিগকে খুব বোকা বানাইয়া বিদ্রূপ করিবেন,—এই আশায় অবশেষে পরীক্ষায় সম্মত হইলেন। তিনি তাস খেলিতেছিলেন, খেলা ছাড়িয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া একখণ্ড কাগজে একটি শব্দ লিখিয়া নিজের পকেটে খুব সাবধানে কাগজখানা লুকাইয়া রাখিলেন। তৎপর আবার ক্রীড়াস্থলে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় শুভ্র শ্মশ্রুর অন্তরালে হাস্য করিতে করিতে ফলাফল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুপ্ত

কথাটি প্লাভাঙ্কী শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন কিনা,—ইহাই ছিল পরীক্ষার বিষয়। কর্ণেল হ্যান বন্ধুদিগকে বলিলেন,—"আমাকে যে দিন তোমরা এই সব ভূতুড়ে কাণ্ডে বিশ্বাস করাইতে পারিবে, আমি সেই দিন হইতে তোমাদের কুসংস্কার ভাণ্ডারে যাহা কিছু সামগ্রী আছে, সবই মানিতে অবাস্ত করিব, আর তোমরাও তখন আমাকে স্বচ্ছন্দে একটা পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া পুনরায় খেলায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দার্শনিক ভল্তেয়ার (Voltaire) মতাবলম্বী প্রত্যাগবাদী ছিলেন।

এদিকে শব্দ দ্বারা একটি কথা প্রকাশিত হইল। কিন্তু কথাটি এত নূতন ও অসম্ভাবিত যে কর্ণেল হ্যানের প্রস্তুত বা লিখিত বিষয়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রব আছে, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেই জন্য উহা ঠিক কিনা, জানিবার জন্য আবার প্রশ্ন করা হইল। তদুত্তরে পুনঃ পুনঃ 'হাঁ' সূচক শব্দ হইতে লাগিল। কর্ণেল হ্যান গোলযোগ দেখিয়া বন্ধুদ্বয়কে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ব্যাপার খানা কি? উত্তরে, তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে বলা হইল, একটি অপ্রত্যাশিত শব্দ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমোদ ও উপেক্ষার ভাবে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কথাটা কি?' উত্তর হইল, 'জেহচিক্।' কন্যার মুখ হইতে এই শব্দটি নির্গত হইবামাত্র বৃদ্ধের মুখের ভাব একেবারে রূপান্তরিত হইয়া গেল। ইহা সকলেই লক্ষ্য করিলেন। কম্পিত করে চশমাটি নাসিকাগ্রে স্থাপিত করিয়া কন্যার হস্ত হইতে কাগজখানি লইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে পাঠ করিলেন,—'জেহচিক্'। তার পর পকেট হইতে নিজের লিখিত কাগজ খণ্ড বাহির করিয়া নীরবে উপস্থিত ভদ্রলোকদের হস্তে প্রদান করিলেন। কাগজে লিখিত ছিল,—'প্রথম তুরস্ক সমরে আমার যে প্রিয় অশ্বটি আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলাম, উহার নাম কি?' এই প্রশ্নের নিম্নে বন্ধনী চিহ্নের অভ্যন্তরে উত্তর স্বরূপ লিখিত

ছিল,—'জেইচিক'। রুষভাষায় জেইচিক অর্থে ক্ষুদ্র মৃগ বিশেষ। অশ্বটিকে উক্ত নামে ডাকা হইত।

যাহারা কিছুই মানে না, তাহাদের কোন বিষয়ে একবার প্রত্যয় জন্মিলে প্রায় দেখা যায় যে, ঘোর অবিশ্বাস প্রগাঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। কর্ণেল হ্যানের তাহাই হইল। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, ব্লাভাস্কীর কার্য্য মধ্যে কোনরূপ ছল চাতুরী বা প্রবঞ্চনার লেশ মাত্র নাই, তখন তিনি প্রবল আগ্রহের সহিত অলৌকিক রহস্যরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন

মুসলমানদিগের সহিত যখন খৃষ্টীয় জাতি সমূহের প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই দুর্দ্দিনের ঘোর বিপ্লবে হ্যান গোষ্ঠীর বংশ বিবরণটি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কর্ণেল হ্যানের ইচ্ছা হইল, ব্লাভাস্কীর সাহায্যে ধারাবাহিকরূপে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করা। ব্লাভাস্কী পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হ্যান বংশের আদি পুরুষের নাম কাউণ্ট ভন রতনস্তাবন। তিনি মহা শৌর্য্যশালী ধর্ম্মযোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, পেলেস্টিনে (Palestine) মুসলমানদিগের (Saracens) সহিত ধর্ম্মযুদ্ধকালে রতনস্তাবনকে নিদ্রিতাবস্থায় বধ করিবার জন্য শত্রু পক্ষীয় এক জন সৈন্য তাহার শিবিরে প্রবিষ্ট হয়। এমন সময়ে হঠাৎ একটি কুক্কুটীর চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি শিবির-প্রবিষ্ট সেই আততায়ীকে দেখিতে পাইয়া উহার বিনাশ সাধন করেন। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রণোদিত হইয়া স্বীয় বর্ম্মোপরি কুক্কুটীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তদবধি তিনি রতনস্তাবন ভন্ হ্যান (জর্ম্মন ভাষায় কুক্কুটীকে হ্যান্—Hahn—বলে) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন, এবং তদীয় বংশাবলী হ্যান আখ্যা প্রাপ্ত হইল। এই আদি পুরুষ হইতে কর্ণেল হ্যানের সময় পর্য্যন্ত বংশাবলীর আমূল বৃত্তান্ত উদ্ধার করিতে হইবে। কি দুঃসাধ্য অমানুষিক কার্য্য। কর্ণেল হ্যান এতদর্থে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ব্লাভাস্কীর পরিচালনায় 'শব্দ' চলিতে লাগিল, এবং তদ্দ্বারা

তিনি সুদূর অতীত যুগ-সংঘটিত রাশি রাশি ঘটনার বর্ষ, মাস, দিন, তারিখ, এবং বংশের আদিপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকের জন্মকাল, নাম ও প্রত্যেকের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তড়িৎ গতিতে, বিবৃত করিয়া দিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ভগ্নী বলিতেছেন:—'জগতে এমন কোন্ মহান্ ঐতিহাসিক আছেন, যাঁহার ঈদৃশ অমানুষিক স্মৃতি শক্তি, এমন অশ্রুতপূর্ব্ব ধৃতিক্ষমতা যে তিনি এ হেন বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ? তবে কোন্ শক্তি বলে ব্লাভাস্কী আজ, সংখ্যা শাস্ত্রে বাল্যাবধি নিতান্ত অজ্ঞ হইয়াও, ইতিহাসে কিছু মাত্র জ্ঞান না থাকা সত্বেও,---এমন অসম্ভব কার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন করিলেন? তবে কি ইহা একটা বিরাট প্রতারণা মাত্র? অসম্ভব। সংখ্যাশাস্ত্রে ও ইতিহাসে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও তিনি অসংখ্য ঘটনার সময় ও লোকের জন্মকালাদি নিরূপণ পক্ষে সুদীর্ঘ গণনা-সাপেক্ষ সময়ের পূর্ব্বাপরতা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রতারণাবাদ মানিলেও সেরূপ অমানুষিক দক্ষতা কাহারও পক্ষে, বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় স্বল্পশিক্ষিতা রমণীর পক্ষে, কখনও সম্ভবপর নহে। তাহার বর্ণিত যে সকল ঘটনার সত্যাসত্য অনুসন্ধান দ্বারা নিরূপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, অতঃপর উপযুক্ত পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হয় যে, সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য ও যথাযথ। ব্লাভাস্কী প্রকাশিত সামান্য ঘটনাটি ও তন্নির্ণীত অতিসূক্ষ্ম সময়টিও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে একটু বিভিন্ন হয় নাই। রুষ-রাজ তৃতীয় পিতরের (Peter III) সময় হইতে এই বংশীয় যে সকল ব্যক্তি জর্ম্মনী হইতে রুষিয়ায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশতালিকা অনেক স্থলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও উভয় দেশেই হান বংশীয় কোন কোন পরিবারে বংশানুচরিত সম্বন্ধীয় লুপ্তাবশিষ্ট কিছু কিছু কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত ছিল। সেই সকল কাগজ যখনই পাঠ করা হইত, তখনই বোধ হইত যেন ব্লাভাস্কীর শব্দ প্রকাশিত বৃত্তান্তগুলি উহারই প্রতিলিপি মাত্র।'

গৃহ প্রত্যাগমনের কিয়ৎকাল পরে ব্লাভাস্কী পিতার সহিত ভগ্নীর জমীদারীভুক্ত একটি পল্লীবাটীতে কিছুদিন বাস করেন। ভগ্নীও সঙ্গে ছিলেন। এই সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। পল্লীর অনতিদূরে এক-ব্যক্তি হত হয়। হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তজ্জন্য জেলা পুলিশের অধ্যক্ষ স্বয়ং অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়া একদিন উক্ত পল্লীবাটীতে উপস্থিত হয়েন। পুলিশের উদ্দেশ্য গোপনানুসন্ধান। পুলিশকর্ম্মচারী জেলিহোবাস্কী পরিবারের পূর্ব্ব পরিচিত। তিনি মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইলে প্রায়ই ইঁহাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তাই তাঁহার আগমনের বিশেষ কোন কারণ ছিল কিনা, সে বিষয়ে কেহই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করে নাই। তিনিও কাহাকে কিছু বলিলেন না। কিন্তু পরদিবস যখন তিনি কতকগুলি গ্রাম্য প্রজাকে ডাকাইয়া তাহাদের 'এজাহার' লইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইল। এজাহারে কোন ফলই হইল না।

কর্ণেল হ্যান পুলিশাধ্যক্ষকে হতাশ দেখিয়া বলিলেন,—'আপনি একবার আমার এই কন্যার অদৃশ্য অনুচরদিগের সাহায্যে হত্যাকারীর নাম, ধামাদি জানিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি?' পুলিশ-প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন,—'আমি ও সব সর্ব্বজ্ঞ ভূত প্রেতাদির সম্বন্ধে বেশ জানি। ঐ সব শৃঙ্গ-লাঙ্গুলধারী মহাত্মারা যদি এ হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিয়া দিতে পারেন, তবে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। নরহন্তারা ত এই সকল মহাত্মার দলের লোক! তাহারা কি আর নিজের লোকের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে?' ব্লাভাস্কী এই তত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ বাচাল লোকটিকে একটু শিক্ষা দিতে মনন করিয়া বলিলেন—'দেখুন, কাপ্তান, আমি এরূপ কলুষিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না, গুপ্ত পুলিশের সহায়তা করিতেও ব্যস্ত নহি। কিন্তু আপনার ধারণা যে মিথ্যা, ইহা সপ্রমাণ করিব। এক্ষণই শব্দ দ্বারা যাহা যাহা উক্ত হইবে, পিতা

মহাশয় অর্থবাচক বর্ণগুলি আপনাকে বলিয়া দিবেন, আপনি উহা নিজেই লিখিয়া লউন। আমার এখানে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি বলেন ত আমি এ গৃহ হইতে চলিয়া যাই।' এই বলিয়া ব্লাভাস্কী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। কর্ণেল হ্বান শব্দসূচিত বর্ণ গুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তথ্য মিলিল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-প্রভুব গুণপনাও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইল। জানা গেল যে, তিনি যখন অমুকস্থলে খোস্-গল্প করিয়া সময় কর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই অবসরে হত্যাকারী পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া অন্য জেলায় চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি হত্যাকারী অমুক গ্রামে অমুক কৃষকের খড়ের ঘরে লুকায়িত আছে। পুলিশ যদি এই দণ্ডেই যাত্রা করে, তবে আসামীকে ধরিতে পারিবে। পুলিশাধ্যক্ষ চমকিত হইয়া কিরূপে ইহা জানা গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুস্পষ্ট উত্তর আসিল,—'তুমি তোমার নাকের কাছে যাহা আছে, তাহা ছাড়া অন্য কিছুই জান না। আমাদেব অজ্ঞাত বস্তুও জানিবার উপায় আছে। হত্যাকারী জনৈক বিদায়-প্রাপ্ত সৈনিক। সে মদ্য পান-জনিত মত্তাবস্থায় এই হত্যাকাণ্ড কবিয়াছে। ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত নহে, সুতরাং অপরাধ বলিয়া গন্য হইতে পারে না।'

পুলিশাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ শকটারোহণে ত্রিশমাইল দূরবর্ত্তী শব্দ-নির্দ্দিষ্ট গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পর দিবস তৎপ্রেরিত একজন অশ্বারোহী একখানা পত্র আনিয়া কর্ণেল হ্বানের হস্তে দিল। তাহাতে জানা গেল, হত্যাকাবী শব্দ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধৃত হইয়াছে, এবং সেই অপ্রাকৃত উপায়ে প্রকাশিত অন্যান্য তথ্য বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া জেলা মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, এমন কি, একটু গোলযোগেরও উৎপত্তি হইল। রাজধানী হইতে পুলিশ বিভাগের কর্ত্তৃ-পক্ষ জানিতে চাহিলেন যে, যিনি দেশদেশান্তরে সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর সে

দিন মাত্র রুশীয়াতে আসিলেন, তিনি কিরূপে এই হত্যাকাণ্ডের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোক,—তাঁহার এ সকল জানিবার উপায় কি ? কর্ণেল হ্যানকে এই বিভ্রাট মিটাইতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হত্যাব্যাপারে তাঁহাদের কোন সংস্রব ছিল, এরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পুলিশ কাহারও অলৌকিক শক্তি বিশ্বাস না করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যটি অলৌকিক উপায়েই সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না।

সমভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের সম্মিলন ক্ষেত্রে অলৌকিক অনুষ্ঠানের ফল কদাপি সত্য-বিরুদ্ধ হইত না, কিন্তু বিসদৃশ-ভাবাপন্ন বহু লোকের সমাগমে ফল অনেক সময়ে বিপরীত হইত। বিশেষতঃ যে সকল নিষ্কর্ম্মা লোক সত্যানুসন্ধানার্থ না আসিয়া কেবলই কূট পরীক্ষা ও কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আসিত, অনেক সময়ে ব্লাভাস্কীর উপেক্ষা হেতু তাহাদের বেলায় ফল মোটেই সন্তোষজনক হইত না। ইহাতে অবশ্যই তাহারা বড় প্রীত হইত না, অধিকন্তু ব্লাভাস্কীর প্রতি অযথা অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করিত।

একদা ইহাদের গৃহে একটি বিরাট সান্ধ্যসমিতির অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। এমন কি, শত শত ক্রোশ দূর হইতেও অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে কেবল ব্লাভাস্কীর অদ্ভুত ক্রিয়া কাণ্ড স্বচক্ষে কিছু দেখিতে পাইবেন বলিয়া উক্ত সান্ধ্য সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় উপরোক্ত কারণবশতঃ এবং ব্লাভাস্কীর অনিচ্ছাক্রমে সে দিন ফলে কিছুই হইল না। ইহাতে নিমন্ত্রিতেরা ক্ষুণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহারাও বাহির হইলেন, আর অমনি গৃহ মধ্যে আবার সজীবতার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। গৃহের সামান্য বস্তুটি পর্য্যন্ত যেন মুখরিত হইয়া উঠিল।

জেলিচৌবাস্কী বলিতেছেন,—‘সে রাত্রির অধিকাংশই আমরা এমন ভাবে কাটাইলাম যেন কোন ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদের কুহকময় প্রাচীরাভ্যন্তরে থাকিয়া জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছি। আমাদের স্মৃতি-পটে চিরাঙ্কিত সেই রজনীতে কত প্রকার ঘটনাই ঘটিয়া গেল। বস্তুতঃ সে রাত্রে যাহা ঘটে নাই, বরং তাহার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। একাল পর্য্যন্ত আমরা যত রকম অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়াছি, স সকলই যেন আমাদের শিক্ষাকল্পে পুনরাবৃত্ত হইল। আমরা সকলে ভোজনে বসিয়াছি, অমনি পার্শ্বের কক্ষে পিয়ানো যন্ত্রটিতে নানা রাগ-রাগিণী বাজিয়া উঠিল। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, বাদ্য যন্ত্রটি আবৃত ও তালাবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ উহা হইতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত-স্রোত উত্থিত হইতেছে। আমরা যন্ত্রটির কাছে গিয়া দেখিলাম, উহা পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ কিন্তু সঙ্গীতের শেষ মূর্চ্ছনাটি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তারপর, ব্লাভাস্কীর আদেশ মাত্র তাহার তাম্রকূটাধার, দেশলায়ের বাক্স, পকেট রুমাল প্রভৃতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার নিকট পতিত হইল। শুধু তাহাই নহে, তিনি যাহাই চাহিলেন, তাহাই ঐ রূপ উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। আর এক কাণ্ড। সহসা গৃহের আলোকগুলি নিবিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ দীপ জ্বালাইয়া দেখা গেল, গৃহের যত ভারী ভারী সামগ্রী, অর্থাৎ শয্যা, আসন চৌকি, টেবিল, আলমারী প্রভৃতি, সমস্ত একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। যেন কাহার অদৃশ্য হস্ত নীরবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কার্য্য করিয়া ফেলিল অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় একটি দ্রব্যও নষ্ট হয় নাই, এমন কি, কাচের দ্রব্যেও কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত লাগে নাই। এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারে আমাদের মতি বুদ্ধি বড় উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল।’ ইত্যাদি।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অধিক ঘটনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পর অধ্যায়ে এই সকল অলৌকিক ব্যাপারের মূলতত্ত্ব ও তৎ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর নিজের মতামত অনুসন্ধান-প্রয়াসী পাঠকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

তত্ত্বানুসন্ধান।

ব্লাভাস্কী-কৃত ক্রিয়ামূলে কোন্ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, অথবা আদৌ উহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। অবশ্য কেহ কেহ ঐ সকল একেবারেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। যাঁহারা অনুসন্ধান না করিয়া 'মিথ্যা'বাদ অবলম্বন করেন, বা প্রচার করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যায় না। যাঁহারা সংশয়ী, তাঁহারা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, কেননা, এই সকল অলৌকিক ব্যাপারে প্রথমতঃ সংশয় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বোধ হয়, অনভিজ্ঞ-গণের অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু সংশয়ীগণ অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত আছে, যুক্তিতর্ক বা পরীক্ষিত ঘটনাদি শুনিতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। অন্ততঃ তাহাদের মানসিক অবস্থা অনুসন্ধানের বিরোধী নহে, শ্রবণ মননের প্রতিকূল নহে। কিন্তু যাহারা বিনা অনুসন্ধানে 'মিথ্যা' সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাহারা বোধ হয় অনুসন্ধানের কোন আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না। সুতরাং ইহাদের মানসিক অবস্থা অনু-সন্ধান, বা শ্রবণ মননের অনুকূল নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই 'মিথ্যা' বাদী অপেক্ষা সংশয়বাদী এই অংশে অনেক শ্রেষ্ঠ। সংশয়বাদী অধিকতর চিন্তাপ্রবণ এবং সত্যানুসন্ধিৎসু।

'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' একথা স্থলবিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে প্রযুজ্য। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হইলে মূঢ়চেতা মিথ্যা জ্ঞানিগণের অবস্থা আরও কত শোচ-নীয়। যাঁহারা বিশ্বাসের পথ পাইয়াছেন, আত্ম-প্রত্যয়ের আকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে ইহপরকালের দৃষ্টিরোধক বিঘ্ন সমুদয় অপসৃত হইয়াছে। তাঁহারা দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের তুলনায় সংশয়াত্মা অবশ্যই বিনা-শের গর্ত্তে পতিত। যে পর্য্যন্ত সংশয়ের আবরণ ভেদ করিয়া দিব্যালোক আবির্ভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত সংশয়াত্মার অবস্থা অন্ধ তমসাবৃত কীটের ন্যায়

প্রতিক্ষণেই মৃত্যুআশঙ্কাজড়িত। সংশয় অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাস ভাল, একথা সর্ব্বত্র সমীচীন নহে। যদি সৌভাগ্য ক্রমে অন্ধ বিশ্বাস সৎকার্য্যের দিকে প্রবর্ত্তিত হয়, তবেই মঙ্গল। কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস সৎ অসৎ উভয় দিকেই ধাবিত হইতে পারে, কেন না উহা অন্ধ। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অন্ধ বিশ্বাস অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, জগতে জ্ঞানালোক বিস্তারের প্রতিবন্ধক হইলে, উহা কখনই শুভফলোপধায়ক হইতে পারে না অধিকন্তু অনেক অনিষ্টের উৎপাদক হইতে পারে। 'গোঁড়ামী' দৈত্য ধর্ম্মরাজ্যকে কতবার কত প্রকারে লণ্ড ভণ্ড করিয়াছে, তাহা কে না জানে? সংশয়ী দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা নাই। এ জন্যও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যা জ্ঞানী অপেক্ষা সংশয়ী অধিকতর আদরণীয়। বিনা অনুসন্ধানে যে ব্যক্তি 'মিথ্যা' বাদ প্রচার করে, তদপেক্ষা অধিকতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর কেহ আছে কি?

যাহারা সত্যকামী সংশয়ী, তাহারা তর্কযুক্তি অনুসন্ধান দ্বারা সংশয় অপনোদন করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ",—একথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরোধ করা উচিত নহে। এই শাস্ত্র বাক্য অতীব সত্য বটে, কিন্তু ইহারও প্রয়োগস্থল চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। 'অচিন্ত্য' পদদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে না কি যে যাহা 'চিন্ত্য' চিন্তাযোগ্য চিন্তনীয়, তাহা যুক্তিসাহায্যে বুঝিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেননা, 'অচিন্ত্যে' মানব মনের যে বাধা আছে, 'চিন্ত্যে' তাহার অভাব। কিন্তু চিন্ত্য অচিন্ত্য উভয়ের প্রতিই অনেকে এই শাস্ত্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার পথে বিরাগ জন্মাইতে প্রয়াস পান। ইহা কতকটা দুর্ব্বলচিত্ততার লক্ষণ,—পাছে যুক্তির আঘাতে আজন্মপোষিত পূর্ব্বোক্তরূপ অন্ধ-বিশ্বাস স্থানচ্যুত হইয়া যায়, বোধ হয়, এইরূপ একটা ভয় উহার মূল কারণ। কিন্তু যে বিশ্বাসের ভিত্তি এত দুর্ব্বল, তাহা আত্মপ্রত্যয় হইতে কত দূরে।

যাহা অচিন্ত্য বলিয়া অবধারিত, তাহার প্রতিও মানুষ এক অচিন্ত্য

প্রভাবে আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম-তত্ত্ব বদ্ধজীবের অচিন্ত্য। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন মনো ন বাক্," সেখানে বাক্য মন ইন্দ্রিয় কিছুই পহুঁছিতে পারে না। তথাপি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বশে মানুষ ভগবত্তত্ত্বের দিকে স্বত:ই আকৃষ্ট হয়। তারপর কোন একটি বিষয় আগাগোড়াই অচিন্তনীয় কি না, তাহাও বিবেচ্য। বিষয় বিশেষের অবস্থা বিশেষ অচিন্ত্য হইয়া পড়ে, সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার ইতর অবস্থা সকল চিন্তাযোগ্য হইতে পারে। জগতে সুখ দুঃখের তারতম্যের কারণানুসন্ধানে ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নিদর্শনে দর্শন-শাস্ত্রে যে সকল তর্কযুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা চিন্তাতীত নহে। চিন্তাতীত হইলে উহাদের প্রকটন অসম্ভব হইয়া পড়িত, এবং উহাদের কোন সফলতা বা আবশ্যকতাও থাকিত না। কে বলিবে, দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা নিষ্ফল ও অনাবশ্যক? কিন্তু ঐ সকল যুক্তিতর্কের অনুসরণ করিতে করিতে এমন এক স্থলে আসিয়া আমরা উপনীত হই, যেখানে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে, বাসনা আগে কি কর্ম্ম আগে, সংস্কার আগে কি সংসার আগে,—তাহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বৈদান্তিক অদ্বৈত-মতাশ্রিত মায়া-বাদের শেষ 'কেনটির'ও' কোন উত্তর নাই। উহা অচিন্ত্য-ভাবময়। জীবে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। আমি সেই ব্রহ্ম। প্রশ্ন এই—সর্ব্বচৈতন্যময় ব্রহ্মে বা আমাতে এ দ্বৈত-ভ্রান্তি কোথা হইতে আসিল? মায়াবাদী বলিতেছেন, কোথা হইতে আসিবে? ইহা যে মায়া,—মায়া অনাদি, সংস্কার অনাদি, সংসার অনাদি। সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।"* সংসার অনাদি না হইলে উহার অকস্মাৎ উৎপত্তি প্রভৃতি নানা দোষ ঘটে, কারণ বিনা কার্য্য কোথায়? সৃষ্টি অকস্মাৎ উদ্ভূত (Result of chance) হইলে

---

* উপপদ্যতেচ সংসারস্য অনাদিত্বং, আদিমত্ত্বে হি সংসারস্য অকস্মাদুদ্ভূতে মুক্তানামপি পুনঃসংসারোদ্ভূতি প্রসঙ্গ অকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গশ্চ সুখদুঃখাদি বৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ।" —শাঙ্করভাষ্য।

হাতে এরূপ কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা থাকিত না। এইরূপ যে সকল যুক্তি দ্বারা বেদান্তাচার্য্যগণ সংসারের অনাদিত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহা একরূপ অকাট্য, এবং একটি জটিল তত্ত্বের প্রবেশ পথে সুস্পষ্ট সঙ্কেত চিহ্ন স্বরূপ, সন্দেহ নাই। সংসার ও সংস্কার সমকালব্যাপী, সুতরাং সংস্কারও অনাদি। যুক্তি মুখে এই পর্য্যন্ত স্থাপিত ও স্বীকৃত হইলেও মূল প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। সৎস্বরূপের অনাদি বাসনা জালে, ভ্রান্তিমোহে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা,—ব্রহ্মের এ বিড়ম্বনা কিরূপে এবং কেন হইল? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিশিষ্টাদ্বৈতের আচার্য্য ত স্পষ্টতঃই তাঁহার ভেদাভেদবাদকে 'অচিন্ত্য' আখ্যা দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। উহার নাম 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ।' সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বও সাধারণ মনবুদ্ধির অগোচর, অজ্ঞেয়। তবে উহা সাধারণ বুদ্ধির অজ্ঞেয়(unknowable)হইলেও সংরাধন অর্থাৎ ভক্তিপ্রণিধানাদি উপায়ে সাক্ষাৎকারযোগ্য (Realizable) হইতে পারে *। কিন্তু যাহা কোন বিশেষণে বিশিষ্ট নহে, কোন লক্ষণে লক্ষিত নহে, এরূপ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা চিন্তা বা মনের অধিগম্য হইতে পারে না। কারণ মানসিক অনুভূতির যাহা উপাদান,—অর্থৎ পদার্থের মধ্যে সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বোধ (power of discrimination and power of detecting identity)—তাহা পরিচ্ছন্ন বা বিশিষ্ট বিষয়ের বহির্ভূত হইতে পারে না। উপায় বিশেষ অবলম্বনে জীবাত্মা নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তখন সে নিজেই নিজের অজ্ঞেয়, কারণ সে অবস্থায় কে কাহাকে জানিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে? ‡ নির্ব্বিশেষ সত্তাকে তর্কযুক্তি দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই, বুঝাইবার উপায় নাই। উহা তর্কের ভিতর আনয়ন করিলে, তর্কের পরিবর্ত্তে বাদ, বিতণ্ডা জল্প প্রভৃতির উৎপত্তি হইবে। তদ্দ্বারা সত্য নিষ্কাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। চিন্তার স্তর (Stage of ratiocination) বিক্রম

* 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।'—ব্রহ্মসূত্র।

‡ 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।'—উপনিষৎ।

পূর্ব্বক আত্মিক-ভূমিতে পঁহুছিতে পারিলে একমাত্র প্রজ্ঞান সাহায্যে এ সকল সংশয় ছিন্ন হইতে পারে। অনির্ব্বাচ্য বলিয়া ইহাতে তর্ক-নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ সকল বিষয়ের উপরোক্ত আনুষঙ্গিক অবস্থা-ঘটিত প্রশ্ন সমূহে তর্ক নিষিদ্ধ হয় নাই। বরং তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে 'চুল-চেরা' তর্ক-বিতর্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। এরূপ না হইলে জ্ঞানের দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু অনেকে স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয় মাত্রকেই অনুসন্ধানের অযোগ্য ও অচিন্ত্য বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এটি ভুল। অতএব আমরা সকল সংশয়বাদীকে অনুসন্ধানার্থ আহ্বান করিতেছি।

গীতায় অর্জ্জুন ভগবানকে বলিতেছেন,—

'এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ'। ইত্যাদি।

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমি সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দাও। এক স্থলে নহে, সর্ব্বত্রই তত্ত্বলিপ্সু অর্জ্জুনের এই ভাব। সমগ্র গীতা এইরূপ সংশয়াকুলিত প্রশ্নাবলীর সমাধান।

মাদাম ব্লাভাস্কীর অনুষ্ঠিত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ আমরা অলৌকিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও অসাধ্য বলিয়াই সচরাচর ঐ সকল ক্রিয়াকে 'অলৌকিক' আখ্যা প্রদত্ত হয়। কিন্তু উহা কিছুমাত্র লোকাতীত নহে। এ গুলিকে কেহ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বলিলে তিনি স্বয়ং ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন যে, এ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সেই সব প্রাকৃতিক নিয়ম এক্ষণও অনাবিষ্কৃত,—স্থূল বৈজ্ঞানিকের অগোচর। কিন্তু এক যুগে যাহা অসম্ভব অতিপ্রাতিক, তাহাই যুগান্তরে প্রামাণিক সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বাষ্পতাড়িতের অদ্ভুত শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিত যে, উহা কখনও ভৃত্যের ন্যায় মানুষের সেবায় প্রযুক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহাই আজ হইতেছে না কি? তারহীন বিদ্যুৎ-বার্ত্তার কথা কেহ

কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল কি? কিছু দিন পূর্ব্বে ইহার প্রচলন-প্রস্তাব লোকে উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া মনে করিত। কিন্তু আজ উহা পরীক্ষিত সত্য। জড় বিজ্ঞান যেরূপ বেগে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় কালে উহা নৈসর্গিক সূক্ষ্মতর শক্তি সমূহের কথঞ্চিৎ আভাস পরিচয় লাভে সমর্থ হইবে। তখন যে অন্ধকার তথা-কথিত অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক ক্রিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ সম্ভব প্রাকৃতিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, ক্রমে যে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইবে,—ইহা আশা করা অন্যায় নহে।

কতিপয় বৎসর যাবৎ জগতের শীর্ষস্থানীয় জড়বৈজ্ঞানিকগণ মনস্তত্ত্বের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাও নব বৈজ্ঞানিক যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তবে অদ্যাপি তাঁহারা এ বিষয়ে ভারতীয় তথা প্রাচ্য ঋষিকুল হইতে কল্পনাতীত দূরে অবস্থিত। ঋষিগণ নৈসর্গিক শক্তি-পুঞ্জের মিলন বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং উহাদের প্রয়োগ পরিচালন তাঁহাদের নিকট ক্রীড়ার ন্যায় সহজ-সাধ্য ছিল। অদ্যাপি যোগসিদ্ধ ব্যক্তিরা, এমন কি, নিম্ন শ্রেণীর যোগীরাও সঙ্কল্প প্রভাবে জড়শক্তি লইয়া যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে সমর্থ। একথায় যাহারা সন্দিহান, তাঁহারা মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন পর্য্যালোচনা করুন, তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াবলীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। তিনি স্বয়ং একজন সিদ্ধ মহাত্মা না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ক্রিয়াতে উল্লিখিত উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সকল অনৈতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক কালের, বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের, অলস কল্পনা-বিজৃম্ভিত অলীক গল্প উপন্যাস নহে,—কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রোজ্জ্বল সভ্যতালোকে সর্ব্বজন সমক্ষে অনুষ্ঠিত প্রকৃত ঘটনা।

ব্লাভাস্কীর প্রতি যাঁহাদের সন্দেহ, তাঁহারা একবার পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক-গণের সাক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সার উইলিয়ম ক্রুকস (Sir William Croocs) প্রমুখ বিজ্ঞানরথীগণের প্রবর্ত্তিত সাইকিকেল রিসার্চ সোসাইটী

(Psychical Research Society) হইতে প্রকাশিত বিবরণাবলী (Reports) মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। ইঁহাদের জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসকল সমগ্র সভ্য জগৎ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকে। চৈতন্যশক্তির অসীম প্রভাব মূলক সম্মোহন-বিদ্যা (mesmerism, hypnotism), চিন্তা-প্রেরণ (thought-transference), পরচিত্ত জ্ঞান (thought-reading), দূরস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের ভাবানুভূতি (Telepathy), প্রভৃতি বিষয় সংসৃষ্ট সত্য, কঠোর বিজ্ঞান-পরীক্ষিত ভূরি ভূরি ঘটনার বিবরণ পাঠান্তে, ব্লাভাস্কী স্বয়ং যতই অবিশ্বাস-যোগ্য হউন, তদনুষ্ঠিত ক্রিয়া সকল যে একেবারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন অপ্রাকৃতিক, বোধ হয় ইহা বলিতে কেহই সাহসী হইবেন না। এই পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও, অদ্যাপি প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর অভ্যন্তর-প্রবেশ-দ্বার মাত্র লাভ করিবার জন্য ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা যে রহস্য-মন্দিরের বহিরাঙ্গনের অন্ততঃ নিম্নতম সোপানেও পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং ইহাই আশাজনক। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা ব্লাভাস্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদেরই উক্তিতে, কার্য্যে, সাক্ষ্যে তদনুষ্ঠিত ক্রিয়াসমূহের সমধিক সমর্থন হইতেছে।

যাহা হউক, এক্ষণ আমরা ব্লাভাস্কী-কৃত ক্রিয়াকলাপের প্রকার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। তাঁহার ক্রিয়া সকল করণ শক্তির ভিন্নতানুসারে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।*

(১) তাঁহার স্বীয় সঙ্কল্প-শক্তি-জাত ক্রিয়া।

(২) ভূত-যোনী সাহায্যে কৃত ক্রিয়া।

(৩) সম্মোহন-বিদ্যা-জনিত ক্রিয়া।

* Vide ' Old Diary Leaves'—First Series,—by Col. Olcott.

(৪) মহাপুরুষগণের সাহায্যে বা সাহচর্য্যে কৃত-ক্রিয়া।

(৫) দূর বা দিব্য দৃষ্টি, দূর বা দিব্য শ্রুতি, এবং পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি উপায়ে কৃত ক্রিয়া।

(৬) সূক্ষ্ম নৈসর্গিক শক্তি সমূহের (Finer forces of nature) সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ও প্রয়োগ পরিচালন শক্তি সাহায্যে কৃত ক্রিয়া।

(৭) আধ্যাত্মিক জ্ঞান-দৃষ্টি, যোগজ বা সমাধিজ প্রতিভা প্রভাবে কৃত ক্রিয়া।

এই সকল উপায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ স্বকীয়, দ্বিতীয়তঃ পরকীয়। তাঁহার সঙ্কল্পশক্তি, দিব্য-দৃষ্টি, যোগজ ঐশ্বর্য্য,—এগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আর ভূত যোনী বা মহাপুরুষগণের সাহায্য পরকীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও যে গৌণভাবে তাঁহার স্বকীয় শক্তিরই প্রভাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, ভূতযোনীকে স্বীয় আয়ত্বাধীনে আনিয়া কার্য্য করাইয়া লওয়া শক্তি ও সাধন সাপেক্ষ, অন্যথা সাধ্য নহে। ভূত-যোনীর কথায় যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে, ব্লাভাস্কী ভূতাবিষ্ট হইয়া বা প্রেত-বাহিত হইয়া কোন অদ্ভুত কার্য্য দেখাইতেন। আমরা উপরে যে ভূত-যোনী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে প্রেতের কোন সম্পর্ক নাই। প্রেত কর্ত্তৃক আবিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তিনি প্রেতের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না। মরণান্তর অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত জীবকে প্রেত বলা গিয়া থাকে। আর সূক্ষ্ম-জাগতিক তন্মাত্রা-গঠিত এক শ্রেণীর জীব বিশেষকে ভূত-যোনী (Elementals) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক গুণানুসারে ইহাদের মধ্যেও উচ্চাবচ অবস্থা আছে। প্রেতাবস্থা সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর ধারণাও প্রেত তাত্ত্বিক-গণের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে,—ইহা আমরা অতঃপর বর্ণন করিব। যে ব্যক্তি পরলোকবাসী কর্ত্তৃক আবিষ্ট বা চালিত হইয়া সজ্ঞানে তাহাদের কথা বা ভাব লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন, প্রেততাত্ত্বিকেরা তাহাকে উত্তম 'লেখক' 'মাধ্যমিক' (writing medium বলিয়া থাকেন। ব্লাভাস্কী

উত্তম শ্রেণীর মাধ্যমিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও নিজের অবস্থাকে ঐরূপ প্রেত-চালিত হইয়া মাধ্যমিকের অবস্থা অঙ্গীকার করেন নাই। বিশেষতঃ সাধারণ জন-সমাজ পাছে তাঁহার ক্রিয়া যাথার্থ্যে কোন অযথা সন্দেহের অবসর পায়, এইজন্য তিনি কখনও স্বহস্তে কিছু লিখিতেন না। ব্লাভাস্কীর মাধ্যমিকী শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু উহা অতীব উচ্চ অঙ্গের। প্রেতাবেশ সীমা হইতে উহা বহুদূরে অবস্থিত সাধন-নির্ম্মল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, অপর দেবতা বা শক্তির কথা দূরে থাকুক, ভগবৎ-শক্তিরও আবেশ, আবির্ভাব বা অবতরণ হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জীবনী সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি কি প্রকারে কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তত্তৎ লীলানু-করণে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার জীবনে আবেশ তত্ত্বটি সমধিক পরিস্ফুট দেখা যায়। স্বরূপাবেশ ও শক্ত্যাবেশ ভেদে আবেশ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। যখন আবেশকারী স্বয়ং সূক্ষ্মাকারে আবিষ্টের দেহ অধিকার পূর্ব্বক তাহাকে পরিচালিত করেন তখন উহা স্বরূপাবেশ। আর যখন আবেশকারী স্বীয় প্রেরণা বা সংকল্প শক্তি দ্বারা আবিষ্টকে অনুপ্রাণিত ও চালিত করেন, তখন উহা শক্ত্যাবেশ। এতদবস্থায় আবিষ্ট ব্যক্তি আবেশকাল পর্য্যন্ত স্বীয় শক্তির বহির্ভূত ও স্বীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত অসাধারণ জ্ঞান, শক্তি ও গুণের আধার স্বরূপ হইয়া পড়ে। দৈবী সম্পৎ-সম্পন্ন আধ্যাত্মনিষ্ঠ জীবের দেহে সময়ে সময়ে মহাপুরুষেরা স্বয়ং সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত, বা শক্তি যোগে আবিষ্ট হইয়া জগতের অনেক হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ উভয়বিধ আবেশ এবং মহাত্মগণের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে ব্লাভাস্কী-কৃত 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' (Isis unveiled), এবং 'গূঢ় রহস্যতত্ত্ব' (Secret Doctrine) নামক মহাগ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছে। ভূত-যোনী সাহায্যে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা যেমন গৌণভাবে তাঁহার স্বকীয় শক্তির অন্তর্গত, মহাপুরুষগণের সাহচর্য্য বা সাহায্য লাভও তদ্রূপ তাঁহার সাধন-নিষ্ঠার ফল।

তাঁহারা কখনও অপাত্রে বা ধারণাক্ষম অনধিকারী জীবে শক্তি সঞ্চার করেন না।

যাহা হউক, ম্যাডাম্ কোন্ উপায়ে কোন্ ক্রিয়াটি সম্পন্ন করিতেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কেনন উপরোক্ত উপায়গুলির যে কোন একটি দ্বারা তিনি কার্য্য করিতে পারিতেন। তবে ক্রিয়া দেখিয়া উহার কতকটা দিক্ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কারণ, ক্রিয়ার গুরুত্বের অনুপাতে অবশ্যই উপায়ের তারতম্য হইত। তা ছাড়া দুই এক স্থলে তিনি নিজে অবলম্বিত উপায় সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও কতক জানা যাইতে পারে।

টিফ্লিস্ নগরে শতরঞ্জ-টেবিল-ঘটিত যে ব্যাপারটি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূলে যে ম্যাডামের একমাত্র সংকল্প-প্রভাব বর্ত্তমান, ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। সচরাচর এরূপ শক্তি প্রয়োগ দেখা যায় নাই। শব্দ-সাহায্যে কোন বিষয় জানিবার কথা উঠিলে, তিনি কখনও কখনও পূর্ব্বেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহা এই,—'তোমরা কি চাও?' ভূতাবেশ প্রেত শব্দ চাও, কি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞ মদীয় কোন সহকারী কর্তৃক প্রাপ্ত শব্দ চাও?' কথাটি স্পষ্টতর করণার্থ শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় এতৎ সম্বন্ধে ম্যাডামের স্বকৃত ব্যাখ্যার যে মর্ম্মোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

"বাল্যাবধি প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থা যে ভূতাবেশের অতীব অনুকূল ছিল, তাহা তিনি নিজেও গোপন করিতেন না। কিন্তু তদনন্তর রীতিমত আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সাধন প্রণালীর অবলম্বন ও অনুষ্ঠান ফলে তাঁহার সে আপদ-সঙ্কুল অবস্থা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন আর তাঁহার স্বীয় শক্তির বাহির্ভূত ও স্বীয় ইচ্ছার অনধীন কোন বাহ্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। সাধন প্রভাবে তখন তিনি এরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, বাহ্য

শক্তিকে স্বীয় শাসনাধীনে রাখিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালনা করিতে পারিতেন। শব্দ দ্বারা কোন তথ্য প্রকাশ করিতে হইলে তিনি আপন আয়ত্তাধীন দুই প্রকারের দুইটি উপায়ের একতর অবলম্বন করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। এক উপায়ে তাঁহাকে স্বয়ং কিছুই করিতে হইত না। তিনি নিজে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া সূক্ষ্ম শরীরী ভূত সমূহকে কার্য্য করিতে অনুমতি দিতেন। মানবের চিত্ত বহুরূপী গিরগিটীর ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ভূতগণ সূক্ষ্ম জগতস্থ সেই বৈচিত্র্যময় চিন্তারাশির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে থাকিত এবং তৎসম্পর্কে ব্লাভাস্কীর মনোগত ভাব বা অনুজ্ঞা অবগত হইয়া আপনারাই তদনুযায়ী কার্য্য করিত। অপর উপায়টি তিনি কদাচিৎ অবলম্বন করিতেন, কারণ ইহার সহিত পরলোকগত জীবাত্মার কিঞ্চিৎ সংস্রব আছে। লোকান্তরিত জীবকে লইয়া টানাটানি করা ও তাহার 'চিন্তাস্রোতে' দৃষ্টি নিক্ষেপ বা বিক্ষেপ উৎপাদন করা ব্লাভাস্কীর মত বিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং এই উপায় সচরাচর অবলম্বন করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহার প্রণালী এইরূপ। তিনি নিমীলিত নেত্রে ধ্যানাবস্থোচিত প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম জগদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেন এবং তথায় কোন পরলোক-প্রাপ্ত ব্যক্তির চিন্তাপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া নিজ চিত্তকে কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই চিন্তাকারে আকারিত করিয়া ফেলিতেন। তার পর স্বীয় মানসপটস্থ সেই চিন্তা-চিত্রটি, সংকল্প শক্তি দ্বারা শব্দ উৎপাদন পূর্ব্বক, সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশিত করিতেন। মনে করুন, শব্দবিশেষ শ্রবণ করিয়া সকলের ধারণা হইল যে, কবিবর সেক্ষপীর (Shakespeare) আসিয়া শব্দ করিতেছেন। তাহা হইলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, স্বয়ং কবিবরের আত্মা তথায় আগমন করিয়াছেন। শব্দ গুলি তাঁহার জীবিত কালীন মানসজাত চিন্তা-রাশির প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষের চিন্তা অক্ষয়, অবিনাশী, চিন্তার ধ্বংস হয় না। উহা এক প্রকার মূর্ত্ত ভাব ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম আকাশে চিরকাল

বৰ্ত্তমান থাকে। সেক্সপীর বহুকাল কামলোকাখ্য সূক্ষ্ম জগত অতিক্রম করিয়া লোকান্তরে গিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি ইহজন্মে যাহা যখন ভাবিয়াছিলেন, তাহা চিত্তে উদয় হইবা মাত্র আকাশে অঙ্কিত হইয়াছে ও চিরকাল থাকিবে। ব্লাভাস্কী মানবের ঈদৃশ চিন্তা-লেখা প্রকৃতির সেই গ্রন্থ হইতে স্বীয় জ্ঞানোদ্ভাসিত দৃষ্টি সাহায্যে পাঠ করিয়া চিত্ত-পটে উহার অবিকল অনুলিপি গ্রহণ করিতেন। এই প্রণালীর অন্তর্গত শব্দ প্রকাশিত যাবতীয় তথ্যই তিনি প্রথমতঃ মনোমধ্যে গঠিত করিয়া লইতেন। মৃত ব্যক্তির জীবিত কালীন তদীয় স্থূল মস্তিষ্কজাত ভাববিকার,—যাহা আকাশে গুপ্ত ভাণ্ডারে চিরসংরক্ষিত হইয়া আছে,—ব্লাভাস্কী আধ্যাত্ম দৃষ্টিযোগে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, দেখিয়া তৎক্ষনাৎ আবার ফটোগ্রাফ বা আলোক চিত্রের ন্যায় উহার প্রতিবিম্ব আপন স্থূল মস্তিষ্কে গ্রহণ করিতেন। তৎপর ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে উৎপন্ন শব্দ পথে সেই চিন্তাটি বাহ্যাকারে প্রকাশিত ও সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহর গুপ্ত তথ্য লাভের অন্যতম উপায়।”

উল্লিখিত উক্তি অনুসারে এই দ্বিতীয় প্রাণালীটি স্পষ্টতঃই পূর্ব্ববর্ণিত উপায়গুলির সপ্তম শ্রেণীভুক্ত। এই উপায় অবলম্বনে তিনি হ্যান্ বংশীয় বিলুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার করিয়াছিলেন। এবং পরবর্ত্তীকালেও নানা স্থানে ও নানা গ্রন্থে, অজ্ঞাত ও লৌকিক উপায়ে অপ্রাপ্তব্য আধ্যাত্ম ও পারলৌকিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত রাশি রাশি তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলে, এবং অদপেক্ষা অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের সাহায্যে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিতেন, তাহাতে ভ্রান্তির লেশ মাত্র থাকিত না, উহা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। সংযম প্রভাবে মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত হইতে পারে এবং মানব কিরূপ অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে, তাহা যোগদর্শনের বিভূতি পাদোক্ত সূত্রগুলিতে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। এই সংযম শক্তির পরিপাকাবস্থায় তাঁহার

এক প্রকার প্রতিভা লাভ হয়। দর্শনকার শেষে এতদূর বলিয়াছেন যে, "প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বং",—অর্থাৎ প্রতিভাজ্ঞানের দ্বারা মানুষ সবই জানিতে পারে।

হত্যাঘটিত যে ব্যাপারটি ব্লাভাস্কী আমূল প্রকাশিত করিয়া রুশীয় পুলিশ বিভাগকে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, উহা পঞ্চম পর্য্যায়োক্ত উপায়ের অন্তর্গত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, পুলিশ কর্ম্মচারী গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র হত্যাকাণ্ড-ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার যেন আপন চক্ষুর সম্মুখে চিত্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। হত্যাকারী ও তাহার সহযোগীগণের নামধামাদি সমস্তই সেই চিত্রে আরূঢ় রহিয়াছে। তৎপর তিনি যথোচিত উপায়ে শব্দোৎপাদন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে ভৌতিক সংশ্রব কিছু মাত্র ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীতোৎপত্তি ব্যাপার কোন্ উপায়ে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নাই। উহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বা কোন সূক্ষ্ম শরীরীর সাহায্যে-কৃত হওয়া সম্ভব। ভূতযোনীর মধ্যে উত্তমাধম শ্রেণী বিভাগ আছে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার ভগ্নী লিখিয়াছেন,—"নিম্ন শ্রেণীর দ্বারাই সাধারণ্যে প্রকাশিত অধিক সংখ্যক অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। যাহারা উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত, তাহারা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে কোন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে প্রায় সম্মত হইত না। ইহাদের আবির্ভাব হইত তখন, ইহাদের আত্ম-প্রকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সম্পূর্ণ যোগ্য হইত তখন, যখন আমরা একাকী থাকিতাম, যখন গৃহে শান্তি, নীরবতা ও একপ্রাণতা পূর্ণরূপে বিরাজ করিত।"

তৃতীয় পর্য্যায়োক্ত সম্মোহন-বিদ্যা প্রভাবে কৃত কার্য্যগুলি মায়িক (hypnotic illusion); যেখানে যাহা নাই, সেখানে তদ্বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করা প্রভৃতি কার্য্য ইহা দ্বারা হইতে পারে। যেমন স্থলে জল জ্ঞান, অখাদ্যে খাদ্য জ্ঞান, আকাশপুরি দর্শন ইত্যাদি। এ সকল

ক্রিয়া আজকাল অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন এবং বোধ হয় প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা ব্লাভাস্কী জীবনের যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখনও ইহা তত প্রচলিত হয় নাই। এই জীবনীতে অতঃপর আমরা ইহার এবং পরচিত্ত-জ্ঞানাদি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব।*

ব্লাভাস্কী কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, ইহা সম্যক রূপে বলা যে সহজ নহে, তাহা কর্ণেল অলকট্ মহোদয় স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যথার্থই বলিয়াছেন :—

"I do not pretend to be able to explain the rationale of all H. P. B's phenomena, for to do that one would need to be as well informed as herself, which I never pretended to be"

—অর্থাৎ ব্লাভাস্কীর অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের কারণ-তত্ত্ব সঠিক বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। একথা খুব সত্য। বস্তুতঃ আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-পারদর্শী ও যোগদৃষ্টি-সম্পন্ন না হইলে তদ্রূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু অনুসন্ধান-বিমুখতা চিরদিনই সত্য লাভের পরিপন্থী।† পূর্ব্ব সূরিগণের নির্দ্দিষ্ট পন্থায়, তাঁহাদের প্রকাশিত ভূয়ো-

---

* এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা সেদিনও একজন পাশ্চাত্য লেখক তদ্দেশীয় বিজ্ঞান-বিশারদ সুধীমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—"Telepathy is now as much an established fact amongst psychologists as the law of gravitation amongst physical scientists.',—Mr. R. H. Benson in Doublin Review.

বলা বাহুল্য পরচিত্তজ্ঞান, চিন্তা প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ও ইহা দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

† আমাদের দেশে বিধিমত অনুসন্ধানের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। একমাত্র স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত Hindu Spirtual Magazine নামক মাসিক পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র অতন্দ্রীয় তত্ত্বের আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু উক্ত পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয়, প্রেততত্ত্ব ও পারলৌকিক বিজ্ঞান। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অপরাপর বিভাগেও এইরূপ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা কোথায়? অথচ এ দেশে জড়-

দর্শন সূত্র সকল অবলম্বন পূর্ব্বক এ তত্ত্বের অনুধাবন করিলে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। জড়-তত্ত্বের ন্যায় জড়াতীত তত্ত্বও যে সন্ধান-যোগ্য, অনন্ত রত্ন-রাজির আকার, তাহা কে অস্বীকার করিবে? উভয়কেই পরস্পর সহযোগিতায় বিজ্ঞান-সম্মত উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলেই একের আবিষ্কৃত সত্যে অপরের অভাব ও সমস্যা পূরণ হইতে পারে। সেই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অধুনা এত আগ্রহের সহিত জড়াতীত তত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ব্লাভাস্কী এই অনুসন্ধান-মার্গ নানা উপায়ে সুগম ও প্রশস্ত করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

বাদের অভাব নাই। যদি ভারতীয় মনীষীগণ এ দেশে বিলাতের Psychical Research Societyর ন্যায় একটি সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, বিলাতে এ তত্ত্ব নূতন বলিয়া তথাকার মনস্বীগণ উহার দিকে এত আকৃষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে উহা নূতন নহে। এ কথা স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, আমরা এমনই আত্মহারা হইয়াছি যে, অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের প্রমাণের জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্যদের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। এবং এদেশে পূর্ব্বের ধর্ম্মভাব যে অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই সেই ধর্ম্ম ভাবটি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তনায় প্রয়াসী হইয়াছেন। এ উদ্দেশ্য মহৎ, এবং চেষ্টা সময়োচিত। বোধ হয় উক্তরূপ একটি সমিতি স্থাপিত হইলে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আরও সহায়তা হয়। প্রখ্যাতনামা সার অলিভার লজের (Sir Oliver Lodge) ন্যায় তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে জড়বাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ অনেক পরিমাণে ঈদৃশ অনুসন্ধান-সমিতির ফল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পল্লীগৃহ—প্রেতাবাস।

ব্লাভাস্কী পিতা ও ভগ্নীর সহিত যে পল্লীবাটীতে বাস কবিতেছিলেন, উহা এবং তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম জেলিহোবাস্কীব সম্পত্তি, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জেলিহোবাস্কীব দুইটি শিশুসন্তান এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নী লিসাও সঙ্গে ছিল। সম্পত্তির পূর্ব্বাধিকাবীব নাম সুশেরিন। যদিও জেলিহোবাস্কী এই সম্পত্তি ক্রয় করেন, তথাপি সুশেরিনকে তিনি কখনও দেখেন নাই, এবং তৎপরিবারবর্গেব কাহাবও সহিত তিনি স্বয়ং পবিচিত ছিলেন না। উভয় পক্ষীয় কর্ম্মচাবিগণেব দ্বাবাই ক্রয় বিক্রয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারী বা প্রতিবাসীদের কাহাবও সহিত তাঁহাব কিছুমাত্র আলাপ পবিচয় ছিল না। আর একাদিক্রমে দশ বর্ষকাল প্রবাসেব পব স্বল্পকাল মাত্র গৃহ-প্রত্যাগতা ব্লাভাস্কী যে এই স্থান ও ইহার অধিবাসী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

স্নিগ্ধ-মনোরম গ্রাম্য শোভাব মধ্যে এই পল্লীবাটী অবস্থিত ছিল। মনোহর পর্ব্বতমালা, নিবিড় দেবদারু বনরাজী, নয়নরঞ্জন সরোবর-সমূহ, এবং সুবিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানে এই স্থানটি অলঙ্কৃত ছিল। আবাস-বাটীর আকাশস্পর্শী অট্টালিকার উপব দণ্ডায়মান হইলে চতুষ্পার্শ্বস্থ ত্রিশ ক্রোশ-ব্যাপী স্থান দৃষ্টিগোচর হইত। এই প্রকাণ্ড গৃহের উপরতলে নয় দশটি বড় বড় প্রকোষ্ঠ। ব্লাভাস্কী ও তাঁহার ভগ্নী এই খানেই থাকিতেন। নিম্ন তলে দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি কক্ষে কর্ণেল হ্যান্ থাকিতেন। বাম পার্শ্বের গৃহগুলি অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কাজেই প্রায় শূন্য ও তালাবদ্ধ থাকত। এই শূন্য গৃহাংশের বাতায়ন সংস্থান বডই সুন্দর ছিল। অস্তাচল-গমনোন্মুখ সূর্য্যের করজাল বাতায়ন-শ্রেণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইলে মনে হইত, গৃহের আদ্যন্ত অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই স্থানে আসিবার দুই তিন দিন পরে একদা অপরাহ্নে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী-দ্বয় উক্ত বাতায়ন পার্শ্বস্থ মনোহর পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। উদ্যানের প্রস্তর-বর্ত্ম দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখনই উল্লিখিত শূন্য অতিথি-শালাব কোণস্থিত কক্ষটির নিকটবর্ত্তী হইতেন, তখনই ব্লাভাস্কী কিছু অন্তমনস্ক হইয়া এক দৃষ্টে উহার গবাক্ষের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহার মুখে ঈষৎ হাস্য অথচ একটু চিন্তার ভাব। বারম্বার এইরূপ করিতে দেখিয়া, এবং তাঁহার গুপ্ত হাস্য ও গুপ্ত দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া জেলিহো-বাস্কী তাঁহাকে বিষয়টা কি, জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগি-লেন। ইহাতে উভয় ভগ্নীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, জীবনের প্রারম্ভেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জেলি।—তুমি ও শূন্য গৃহে কি দিখিতেছ ?

ব্লাভাস্কী।—যদি ভয় না পাও ত বলিতে পারি।

জেলি।—কেন ভয়ের কি আছে ? আমরা সচরাচর যেমন মৃত ব্যাক্তি-দের সাক্ষাৎ পাই, ইহাও সেইরূপ কিছু কি ?

ব্লাভাস্কী।—সে কথা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কেননা, আমি উহাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না। তবে আমার অনুমান সত্য হইলে, ইহারা যে লোকান্তরবাসী, এ জগৎবাসী নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা স্বয়ং লোকান্তরগত জীব হইবে, কিম্বা তাহাদের ছায়া দেহ মাত্রও হইতে পারে। আমি কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা এ রহস্য অবগত হইলাম।

জেলি।—(ভীত ভাবে) কি লক্ষণ ? মুখ দেখিয়া কি উহাদিগকে মৃত বলিয়া বোধ হয় ?

ব্লাভাস্কী।—না না! তাহা হইলে যে আমি উহাদিগকে মৃত্যুশয্যায়

শায়িত শবরূপেই দেখিতাম। সেরূপ দৃশ্য ত বিস্তর দেখিয়াছি। এ সেরূপ নয়। এ লোকগুলি ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়াইতেছে। যেন সম্পূর্ণ সজীব মূর্ত্তি। আর, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা আমাকে জানাইবার ত কোন পার্থিব হেতু দেখি না। কেননা, জীবিতাবস্থায় ইহাদিগকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু উহাদের আকার প্রকার, বেশভূষা দেখিলে প্রাচীন যুগের বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালের পারিবারিক চিত্রাদিতে ঐরূপ পরিচ্ছদ-প্রণালী দেখা যায়। কেবল একটি লোকের পোষাক ভিন্ন রূপ।

জেলি—এ লোকটির বেশ কিরূপ ?

ব্লাভাস্কী।—ইহাকে একজন জর্ম্মান দেশীয় ছাত্র বা চিত্রকর বলিয়া বোধ হয়। ....অন্যান্য লোকগুলি যেখানে বসিয়াছে, যুবক সে স্থান হইতে কিছু দূরে দাড়াইয়া সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে তাকাইয়া আছে, যেন আমাদিগকে দেখিয়া একটু ভীত ও চকিত হইয়াছে। আর সে ওখানে নাই, কোথায় চলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! যেন ঐ রবিরশ্মিতে সহসা মিলাইয়া গেল।

জেলি।—আচ্ছা, আজ রাত্রিতে আমরা উহাদিগকে অহ্বান করিয়া দেখি না কেন ......তখন উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে উহারা কে ?

ব্লাভাস্কী।—তাহা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে ফল কি ? উহাদের কথায় বিশ্বাস কি ? ...দেখ, দেখ! কি দৃশ্য! কি ভীষণ কদাকার একটা রাক্ষস! এ কে ?

জেলি।—তুমি ত আমাকে কেবলই বলিতেছ, দেখ দেখ! আমার চক্ষুর সম্মুখে ত কিছুই নাই, কি দেখিব ? তোমার মত দৃষ্টি-সম্পন্ন হইলে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম। ...যা'হউক, ও মূর্ত্তিটা কিরূপ একবার বল। কিন্তু যদি নিতান্ত ভয়ঙ্কর হয় ত বলিয়া কাজ নাই, আমি শুনিতে চাহি না।

ব্লাভাস্কী।—ভীত হইও না, ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমার

প্রথমতঃ একটু ভয়ানক বলিয়া মনে হইয়াছিল মাত্র। উহারা এক্ষণ ঐ দিকে গেল, এক জনকে কিন্তু আমি তেমন ভালরূপে দেখিতে পাইতেছি না। এটি একটি স্ত্রীলোক, একবার ঐ কোণের ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার পরক্ষণেই প্রকাশ পাইতেছে, অনবরত এইরূপ করিতেছে। আবার ঐ ওখানে একটি অতি প্রাচীনা মহিলা দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে, যেন সম্পূর্ণ সজীব। আহা! মনে হয়, এই প্রাচীনা কি সুন্দরী কোমল-হৃদয়া রমণীই ছিল। ইহার মস্তকে ঝালর-যুক্ত টুপি, স্কন্ধের উপর শুভ্র এক খণ্ড রুমাল, পরিধানে নাতিদীর্ঘ ধবল বস্ত্র, তদুপরি রেখাঙ্কিত একখানা কাপড়।

জেলি।—তুমি যেন ফ্লেমিস দেশোচিত একটা চিত্র আপন কল্পনা হইতে অঙ্কিত করিয়া ফেলিলে! কিন্তু তোমার এই সব কথায় আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইতেছে, আমি বস্তুতঃই ভীত হইয়াছি।

ব্লাভাস্কী।—কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে যে, তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না।

জেলি।—তা না পাই, তজ্জন্য আমি একটুও দুঃখিত নহি। প্রেতাত্মারা সুখে থাকুক! কি ভয়ঙ্কর!

ব্লাভাস্কী।—ভয়ের কারণ কিছুই নাই। উহারা সকলেই বেশ সুন্দর স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান। তবে ঐ বৃদ্ধ লোকটি যেন একটু অন্য রকমের।

জেলি।—এ আবার কোন্ বৃদ্ধ?

ব্লাভাস্কী।—এ বুড়ো ভারি মজার লোক। দেহ সুদীর্ঘ, জীর্ণশীর্ণ, মুখে যেন কি একটা গভীর কষ্টের ভাব অঙ্কিত। কিন্তু আমি ইহার নখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। কি ভয়ানক, বড় বড় নখ, যেন পশুপক্ষীর নখের ন্যায়। নখগুলি এক ইঞ্চির উপর লম্বা হইবে।

জেলিহোবাস্কী ভয়ে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি

কাহার কথা বলিতেছে? নিশ্চিতই এ—।” খ্রীষ্টশাস্ত্রে সয়তানের ঐরূপ বীভৎস নখরের কথা বর্ণিত আছে। তাই তিনি সংস্কার বশে বলিতে যাইতেছিলেন,—“এ ত সাক্ষাৎ সয়তান।” কিন্তু সয়তানের স্মরণ মাত্র তিনি ভয়ে এতদুব অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। তিনি বলিতেছিলেন:—‘কিছুতেই মন হইতে ভয় দূর কবিতে না পাবিয়া আমি সেই প্রেতাধিকৃত গৃহেব জানালাব কাছ হইতে খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম। সূর্য্য অস্তগত হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহাব সুবর্ণ আভা বিলুপ্ত হয় নাই। সেই লোহিতাভ রশ্মি-প্রভাবে গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, সবোবব, সকলই স্বর্ণবর্ণে অনুবঞ্জিত হইয়াছে। উদ্যানস্থ স্বভাব-মনোহর কুসুমচয় দিগন্ত-উদ্ভাসী কোমল আলোক-প্রভায় দ্বিগুণ শোভান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কেবল ভক্ত গৃহের সেই কোণটিই যেন এই সুন্দর সুবর্ণ-প্রভাকে দ্বিখণ্ডিত কবিয়া এহেন দীপ্তিময় দৃশ্যোপবি একটা অন্ধকারেব ছায়া পাতিত কবিতেছিল। ব্লাভাস্কী দেবদারুব ঘন-চ্ছায়াবৃত সেই আলোক-আঁধাবময় কোণাস্তিকে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিলেন; আর আমি দূরে পুষ্পোদ্যানেব নিকট আলোক-দীপ্ত সুবিস্তীর্ণ উন্মুক্ত ভূমিখণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইলাম। আমি এই স্থানে দাড়াইয়া দূর হইতে ভগ্নীকে সেই গৃহ কোণটি পবিত্যাগ করিয়া আসিতে কত অনুনয় করিলাম। দূরে বনরাজী-বিভূষিত পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে, গিরি-শৃঙ্গ সমূহ সায়ং কালীন সৌরকরমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তাব করিতেছে, প্রশান্ত নির্ম্মল সরসিগুলির স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলরাশি তীরস্থ বনের শ্যামল শোভা প্রতিবিম্ব রূপে বক্ষে ধারণ করিয়া নয়ন মন হরণ করিতেছে, প্রাচীন দেবালয়টি ঘন-সন্নিবিষ্ট ভূর্জ্জবৃক্ষ সমূহের মধ্যে দেহ লুকায়িত করিয়া যেন গভীব সুষুপ্তিতে নিমগ্ন রহিয়াছে, এবং দিঙ্মণ্ডল সুবর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া যেন সহর্ষে হাস্য করিতেছে। আমি ভগ্নীকে সেই অন্ধকারময় গৃহ কোণটি পরিত্যাগ কবিয়া এই মনোহর বৈকালিক দৃশ্য দেখিবার

জন্য আহ্বান করিতে লাগিলাম। অনেক বলিতে বলিতে তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং চিন্তিত ভাবে বলিলেন যে যাহাকে তিনি দেখিতেছিলেন, সে লোকটা কে ইহা যেরূপেই হউক জানিতে হইবে। মূর্ত্তিগুলি যে ঐ শূন্য প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বাধিবাসী কোন লোকের সূক্ষ্ম ভৌতিক ছায়া, এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন—"এ বৃদ্ধ লোকটিকে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কেন এ ব্যক্তি ভয়ঙ্কর লম্বা লম্বা নখ রাখিয়াছে। তারপর আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহার মস্তকে যে কালো টুপিটা রহিয়াছে তেমন উচ্চ টুপি ত কখনও দেখি নাই,—কতকটা যেন আমাদের খ্রীষ্ট ভিক্ষুদের ন্যায়।"

জেলিহোবাস্কী এই সকল কথা শুনিয়া এত ভীত হইয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে আর আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলিলেন,—'উহারা যে হয় হউক। আমাদের ওসব ভয়ঙ্কর শ্রেণীর অনুসন্ধানে কাজ কি? তুমি আর এ সম্বন্ধে চিন্তা করিও না।'

ব্লাভাস্কী।—কেন? আমি ত ইহাতে বড়ই আমোদ পাইতেছি। কারণ আমি পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণ আর বড় একটা এই সব দৃশ্য দেখিতে পাই না। মিডিয়মেরা নাকি সর্ব্বদাই ভূত প্রেতে বেষ্টিত থাকে। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও একজন মিডিয়ম হই। তাহা হইলে বাল্যের ন্যায় এখনও আমি এই সকল প্রেতদেহ যশঃ দেখিতে পাইব।...গতরাত্রে আমি লিসার (ব্লাভাস্কীর সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নী) ঘরে বিলম্বিত-শ্মশ্রু, সুদীর্ঘকায় একজন ভদ্রলোককে দেখিয়াছিলাম।

জেলি।—কি? শিশুদের শুইবার ঘরে! আমি তোমাকে করযোড়ে সানুনয়ে বলিতেছি, অন্ততঃ শিশুদের গৃহ হইতে লোকটাকে তাড়াইয়া দাও। আমি ইহা শুনিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আর তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াও বেশ নিশ্চিন্ত আছ?

ব্লাভাস্কী।—ভয় কি? নিতান্ত উত্যক্ত বা উত্তেজিত না হইলে ইহারা

প্রায়ই কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। ভয় দূরে থাকুক, আমার মনে এই সকল হতভাগ্য প্রেতদিগের প্রতি স্বতঃই একটা ঘৃণা অথচ করুণার ভাব জাগিয়া উঠে। বস্তুতঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনুষ্য মাত্রেই কোটী কোটী প্রেতদেহে সদা বেষ্টিত রহিয়াছে। এ জাতীয় প্রেতদেহ আর কিছুই নহে,—পরলোকগত জীবের পরিত্যক্ত ছায়াতুল্য এক প্রকার সূক্ষ্ম কোষ মাত্র।

জেলি।—তাহা হইলে তোমার মতে উক্ত ভূতগুলি মৃতদের এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে?

ব্লাভাস্কী।—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ফলতঃ, ইহা আমার 'জানা' ও 'দেখা' কথা।

জেলি।—আচ্ছা তাই যদি হয়, তবে আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবাদি প্রিয়বর্গে কেন না আমরা সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকি? শুধু কতকগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিই কেন আসিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করে? যাহাদের জন্য আমরা একটুও ভাবি না, যাহাদিগকে কখনও জানি না, কখনও ডাকি না,—এমন সকল অনাহূত অজ্ঞাত কুলশীলের দল আসিয়া কেন আমাদিগকে জ্বালাতন করে?

ব্লাভাস্কী।—বড় কঠিন প্রশ্ন! হায়! কতবার ব্যগ্র হৃদয়ে খুঁজিয়া দেখিয়াছি, যদি এই প্রেত ছায়াগুলির ভিতরে একটি প্রিয় বন্ধুকে, একটি আত্মীয়কেও দেখিতে বা চিনিতে পাই! দুই এক দিনের পরিচিত বা বহুদূর সম্পর্কীয় দুই এক জনকে কখন কখন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহারা যেন আমাকে দেখিয়াও দেখিল না। আর যখন উহাদিগকে দেখিবার জন্য আশা করি নাই, ইচ্ছাও হয় নাই তখনই কিন্তু উহাদের দেখা পাইয়াছি। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কত কামনা, কত চেষ্টা করিয়াছি, যদি একটি বারও কোন প্রিয়তম বান্ধবের মুখ দেখিতে পাই। কিন্তু সকলই বৃথা! আমি এ বিষয়ের যতদূর বুঝি, তাহা এই। জীবিত ব্যক্তি দ্বারা আহূত বা

আকৃষ্ট হইয়াই যে যে স্থানে উহারা সর্ব্বদা বাস করিত, যে স্থানের আকাশে উহাদের ব্যক্তিগত ভাব ও আকার সূক্ষ্মরূপে চিত্রিত ও সংলগ্ন হইয়া আছে, —সেই সেই স্থানের গুণেও উহারা অকৃষ্ট হয়। তোমার যে সকল পুরাতন ভৃত্য এই স্থানে জন্মিয়াছে ও আজন্ম বাস করিতেছে, বলত তাহাদের দুই এক জনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, এই মাত্র যে সকল মূর্ত্তি দেখিলাম, নিশ্চয়ই পুবাতন ভৃত্যদের নিকট উহাদের কাহাবও কাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই পরামর্শ উত্তম স্থির করিয়া, তৎক্ষণাৎ দুই ভগ্নী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন অতি বৃদ্ধ ভৃত্যকে ইঁহাদের নিকট উপস্থিত কবা হইল। ইহাদের সহিত এই বাটী সম্বন্ধে অন্যান্য নানা কথোপকথনের পব গৃহস্বামিনী জেলিহোবাস্কী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা জান, এই বাড়ীতে এমন কোন বৃদ্ধ লোক বাস করিত, যে মাথায় খুব লম্বা কালো বংয়ের একটা টুপি পবিত, ভয়ানক লম্বা লম্বা নখ বাখিত, আর ধূসব বর্ণের একটা কোট গায়ে দিত ?"

এই কথা শুনিবা মাত্র বৃদ্ধদ্বয় এক সঙ্গে চীৎকাব কবিয়া এত কথা বলিতে লাগিল যে, তখন তাহাদিগকে থামান দায় হইয়া উঠিল! তাহাদের কথার মর্ম্ম এই,—'তাহাকে আমরা জানি না? ভালরূপ জানি। তিনি আব কে? তিনি ত আমাদের আগেকার কর্ত্তা। তিনি ঐরূপ বেশে থাকিতেন।' ঈদৃশ বেশ ধারণের কারণ সম্বন্ধে জেলিহোবাস্কীর প্রশ্নের উত্তবে ভৃত্য বলিল,—'তাঁহার একটা ব্যারাম ছিল, উহা কিছুতেই সারিল না। লিথুনিয়া দেশে তিনি কয়েক বৎসর থাকেন, শুনিয়াছি সেই স্থানেই তাঁহার এই পীড়ার উৎপত্তি। এই পীড়ার * দরুণ তিনি কখনও কেশ

* ডাক্তারি ভাষায় এই পীড়ার নাম প্লাইকা পেক্লোনিকা (Plica-paclonica) ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ বিশেষ। ইহাতে নখাদি কাটিলে রক্তস্রাব হইয়া রোগীর মৃত্যু

নখাদি কাটিতে পারিতেন না, আর সদাই তাঁহাকে পুরোহিতের টুপির ন্যায় একটা লম্বা মখ্‌মলের টুপিতে মাথা ঢাকিয়া রাখিতে হইত।'

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে আরও জানা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত সেই 'অর্দ্ধফ্রেঞ্চ-শোচিত' বেশযুক্তা রমণী এই বাটীতে বিশ বৎসর কাল গৃহরক্ষিকার কার্য্য করিয়া এখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জর্ম্মণ ছাত্রের ন্যায় প্রতীয়মান, যুবকটি প্রকৃতপক্ষেই ঐ দেশাগত একটি ছাত্র ছিল, তিন বৎসর হইল যক্ষ্মা রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহাও জানা গেল, মৃত্যুর পর উহাদের শব-দেহ তিন, চার কিম্বা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ঐ গৃহে রক্ষিত ছিল; তৎপর পারিবারিক দেবালয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

জেলিহোবাস্কী বলিতেছেন,—"সেই দিন হইতে শুধু ব্লাভাস্কী নয়, কিন্তু আমার ছোট ভগ্নী নবম বর্ষীয়া লিসা পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে নানা অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তির দর্শন পাইতে লাগিল। গৃহটি যেন মৃত ব্যক্তিদের প্রেতচ্ছায়ার এবং ভূতকালীন ঘটনাবলীর চিত্রে পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্লাভাস্কীর ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বালিকাও ঐ সকল প্রেতদেহ দেখিয়া কিছু মাত্র ভীত হইত না। তাহার বিশ্বাস, উহারাও তাহার ন্যায় জীবন্ত মানুষ, কিন্তু চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিত—ইহারা কে, কোথা হইতে আসিল, ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্লাভাস্কীর চেষ্টায় বালিকার এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি শীঘ্রই অপসারিত হইল, এবং পরে আর কখনও উহার উক্ত ক্ষমতা দেখা যায় নাই। কিন্তু ব্লাভাস্কীর স্বাভাবিক সূক্ষ্মদৃষ্টি শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। উহা তাঁহার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, কোন দূরবাসী আত্মীয় স্বজন বা ভৃত্যাদির মৃত্যু সংবাদ আর তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইতে হইত না। আমরাও তাঁহাকে এরূপ লিখিয়া জানাইবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতাম না। কেননা, সংবাদ পহুঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত ব্যক্তি যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বীয় মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিত। আমাদের প্রেরিত সংবাদ তাঁহার নিকট পহুঁছিবার পূর্ব্বেই, অথবা ঠিক মৃত্যু সময়েই হয়ত তাঁহার লিখিত

পত্র পাইতাম। পত্রে মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার কি প্রকারে, কি অবস্থায় দেখা হইয়াছে, তাহা আমূল বর্ণিত থাকিত। * * * গৃহবাসী কি ভদ্র, কি ইতর, সকলেই সর্ব্বদা, এমন কি দিবা দ্বিপ্রহরের দেদীপ্যমান আলোকেও দেখিতে পাইত যে, গৃহের আসে পাশে, উপবনে, পুষ্পবাটিকায়, কিম্বা প্রাচীন দেবালয়ের সন্নিকটে অস্পষ্ট মানবচ্ছায়াসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পিতা মহাশয়—যিনি এক সময়ে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন—স্বয়ং, এবং লিসার শিক্ষয়িত্রী আমাকে কতবার বলিয়াছেন যে, এই মাত্র তাঁহারা ঐ রূপ কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলেন। ইত্যাদি।”

প্রেতাহ্বান-চক্রে সচরাচর দৃষ্ট প্রেতদৃশ্য সম্বন্ধে গোড়া হইতেই ব্লাভাস্কী কিরূপ মত পোষণ করিতেন, ইহা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত। কেবল উচিত নহে, সত্য নির্ণয়ার্থ ইহা একান্ত আবশ্যক। কেননা, কয়েক বৎসর পরে আমেরিকায় প্রেততত্ত্ব লইয়া তথাকার প্রেততাত্ত্বিকগণের সহিত মাদাম ব্লাভাস্কীর যে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন্ পক্ষ কতদূর ন্যায় ও সত্য দ্বারা চালিত হইয়াছিল, পূর্ব্বাপর তাঁহার মত জানা থাকিলে ইহা বুঝা যাইবে। এই উদ্দেশ্যেই আমরা উপরোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ব্লাভাস্কীর মত সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি নিজ গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ণিত প্রেত-কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ—

“উপরোক্ত বিবরণের কোন কোন অংশ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কী স্বয়ং যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, যাহাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন, এবং যাহাদের মৃত্যুতে তিনি নিতান্ত ব্যথিত, সেই সব প্রিয়তম ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিবার জন্য স্বয়ং এবং বিখ্যাত মিডিয়মের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাহাদের সম্পর্কে অনেক সংবাদ ও তথ্য লাভ করিতেন বটে, তাহাদের

স্বাক্ষরও প্রাপ্ত হইতেন বটে, এমন কি, দুইবার তাহাদের স্থূল মূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুই স্থিররূপে প্রতিপন্ন হয় নাই, কেননা, তাহাদের নাম করিয়া যাহা লিখিত বা ব্যক্ত হইত, উহার ভাষা এরূপ অস্পষ্ট ও অসরল যে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সুপরিচিত লেখার সহিত, এ লিখন ভঙ্গির কিছু মাত্র সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইত না।* তিনি বিচার পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্বাক্ষরগুলি মৌলিক নহে, কিন্তু তাঁহার নিজ মস্তকস্থিত চিত্রের প্রতিলিপি মাত্র। যে স্থানে মিডিয়ম খাঁটি, অকৃত্রিম হইত, সে স্থানে রাশি রাশি ভূত ও অপদেবতা সমবেত হইত, সন্দেহ নাই। মিডিয়ম তখন উহা দেখিয়া উদ্দিষ্ট আত্মার আগমন ঘোষণা করিত। মিডিয়ম জানিত না যে, তাহার ন্যায় ব্লাভাস্কীও সহজে সকল সূক্ষ্ম দৃশ্যই স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে পারেন। তিনি বলেন যে, মিডিয়মের ঘোষণা সত্ত্বেও সেই সকল ভূত ও অপদেবতা সমূহের মধ্যে তাঁহার উদ্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত আত্মার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেন না, উহার অস্তিত্বের কোনই নিদর্শন পাইতেন না। বরং তদ্বিপরীত লক্ষিত হইত। কারণ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে, উদ্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় অন্তঃকরণে যে স্মৃতি সংস্কার সংলগ্ন হইয়া আছে, সেই স্মৃতি ও সংস্কাররাশিই

* এ সম্বন্ধে জেলিহোবাস্কী অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"ভৌতিক শব্দ সাহায্যে প্রকাশিত বিবরণে আমরা নানারূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতাম, কেননা, সকলেই জানেন যে, ক্রিয়া-গৃহে অনেক সময় ক্ষুদ্রাত্মা দুষ্টাভিলাসী ভূত প্রেতগণ আসিয়া কোন বিশ্ব বিশ্রুত মহাযশা ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের কথায় ও ব্যবহারেই তাহারা ধরা পড়ে, তখন তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইতে আর কাহারও বাকী থাকে না। কেহ হয় ত আসিয়া আপনাকে মহা জ্ঞানী সক্রেতিস, বা ইতিহাসখ্যাত সিসারো, বা ধর্ম্মবীর মার্টিন লুথার বলিয়া প্রকাশ করিল। আর যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন ঠিক যেন একটি সার্কাসের সং। ইহাতে তাহাদের মিথ্যা গরিমা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে?"

মিডিয়মের মস্তিষ্কক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় তদোচিত ভাবে কতকটা অনুরঞ্জিত ও বিমিশ্রিত হইয়া যাইত; তৎপরে 'স্পঞ্জে' যেরূপে জল শোষণ করে, সমাগত প্রেতদেহগুলিও সেইরূপে ঐ রূপান্তরিত ও বিকলিত সংস্কারগুলিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্মৃতিবাহী সেই সূক্ষ্ম বন্ধুমূর্ত্তিকে স্থূলরূপে প্রকটিত করিয়া দিত। ব্লাভাস্কী বলেন, 'আমার চক্ষে এগুলি মুখস-পরা বিকট রূপেই প্রতীয়মান।' ইহা দেখিয়া প্রকৃত বন্ধু-সমাগমের আনন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার অতীব ঘৃণার উদ্রেক হইত। তিনি বলেন,—আমেরিকায় এদির গৃহে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপের মধ্যে আমার পিতৃব্যের যে স্থূল মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাও ঐরূপ মদীয় চিত্ত প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি তখন কতকগুলি ক্রিয়া পরীক্ষা উদ্দেশ্যেই এদির গৃহে গিয়াছিলাম। সুতরাং সকল কথা তখন কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, কিন্তু পিতৃব্যের ঐ স্থূল মূর্ত্তি আমিই আমার চিত্তগত সূক্ষ্ম পিতৃব্য মূর্ত্তির অনুরূপ বাহ্য প্রকটিত করি। মিডিয়মের স্থূল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম পরমাণু বা তন্মাত্রা দ্বারা গঠিত দেহকে আমি যেন আমার চিত্তগত পিতৃব্যমূর্ত্তির আবরণে আবরিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত করিলাম। আমি

যে ভাল অভিনেতা, সে অবশ্যই একেবারে সার্কাসের সং বলিয়া পরিগণিত না হইতে পারে। তাহার প্রতারণা ধরা কেবল তীক্ষ্ণদর্শিগণেরই সাধ্য। সাধারণ দর্শক বা শ্রোতার প্রতারিত হইবার বেশ সম্ভাবনা। যাহাই হউক, আমাদের দেশেও যাঁহারা প্রেততত্ত্বের অনুশীলন করেন, এই কথাগুলি তাহার বিবেচ্য। কারণ আমরা তাঁহাদের মুখে সচরাচর শুনিতে পাই যে, কখনও বঙ্কিমচন্দ্র, কখনও কেশবচন্দ্র, কখনও বা ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহাত্মগণের আত্মা আসিয়া তাহাদিগকে নানা কথা বলিয়া বা লিখিয়া জানাইয়া গেলেন। একটি বিষয় বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পরলোকগত প্রথিতযশা পুরুষগণের উক্তি বা রচনা বলিয়া যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, গভীর তত্ত্বদর্শিতা এবং সুপরিচিত রসজ্ঞতার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? সমাজের কল্যাণার্থ আমাদের দেশের সত্যার্থী প্রেতবাদীগণের এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

জানিতাম, উইলিয়ম এদি একজন অকৃত্রিম মিডিয়ম, এবং এ ক্রিয়াটিও যতদূর অকৃত্রিম হইতে হয়, তাহা হইয়াছিল। আমি ইহার অনুষ্ঠান-প্রণালী স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্যই যখন এই বিষয় লইয়া নানা বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত হইল, তখন আমি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে অকৃত্রিম-চিত্ত এদির পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহার উপর আরোপিত দোষের নিরাকরণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। সে যাহা হউক, আমি এতদিন আমেরিকার প্রেততত্ত্বে নানা জ্ঞান লাভ করিলাম, কিন্তু একটি দিনের তরেও প্রাণ যাহাদিগকে দেখিতে চায়, তাহাদের দেখা পাইলাম না। তবে যে সকল বান্ধবের সহিত আমি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, আত্মিক স্নেহসূত্রে আবদ্ধ, স্বপ্নযোগ অথবা নিজলব্ধ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি সাহায্যে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়াছি বটে।' ব্লাভাস্কী নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভিমতও তদনুরূপ। তাহা এই। "যাহারা আমাদের একান্ত প্রিয়, তাহাদের প্রেতমূর্ত্তি কখনও আমাদের সমক্ষে আসিবে না। কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও, সাধারণতঃ উহা সত্য। ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আধ্যাত্মিক চৌম্বকার্ষণ-ঘটিত কতকগুলি ব্যাপারই ইহার কারণ; এস্থলে সে সুদীর্ঘ জটীলতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার আমাদের অবসর নাই। পরলোকবাসী প্রিয়তম-গণের অস্মৎ সকাশে আগমনের কোন আবশ্যকতা নাই। কেননা, নিতান্ত দুষ্টাত্মা না হইলে, তাঁহারা নিশ্চিতই দেবস্থান নামাক পরম আনন্দময় অবস্থায় গমন করিয়া প্রিয়বর্গের দর্শনসুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই দেবস্থানেই পুরুষ নিজ পবিত্র ভালবাসার বস্তু, স্বীয় চিত্তানুরূপ আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা-সম্ভূত সমস্ত সুখকর বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে। মৃত্যুর কিছু কাল পরে জীবের উচ্চবৃত্তি, অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান-পুণ্য প্রভৃতি আত্মমুখী বৃত্তি দ্বারা গঠিত উচ্চ তাত্ত্বিক দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রেতদেহ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এবং একবার বিচ্ছিন্ন হইলে এই উচ্চ তাত্ত্বিক দেহের

সঙ্গে আর ঐ নীচ প্রেতদেহের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই পরিত্যক্ত নীচ কামনার ক্রীড়াস্থল স্বরূপ প্রেতদেহ উহার আত্মীয় পরিজনের নিকট কখনও যাইবে না কিন্তু সংসারে যাহাদের সহিত উহার অপবিত্র প্রণয়, বা ঐন্দ্রিয়িক সুখলালসা-সম্ভূত সম্বন্ধ বা ভালবাসা রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির নিকটই আকৃষ্ট হইবে। ইত্যাদি।"

সিনেটের এই কথাগুলি ব্লাভাস্কী-প্রদত্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ সম্মত। কিন্তু ইহাব আরও একটু বিবৃতি আবশ্যক। ব্লাভাস্কী সাধারণের হিতার্থ নিজ মতানুসারে প্রেতবাদীগণের অপসিদ্ধান্ত গুলির অযথার্থতা যখন প্রকাশ কবিলেন, তখন তাঁহারা বড়ই অসন্তুষ্ট ও নানা কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলাফল আমরা পরে জানিতে পারিব এবং তৎ প্রসঙ্গে আধ্যাত্ম শাস্ত্রের এই অংশ, অর্থাৎ পারলৌকিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মত আমরা আরও একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া প্রহেলিকা।

ব্লাভাস্কী জীবনে কয়েকবার সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পীড়া যেরূপ সাংঘাতিক, রোগ মুক্তিও সেইরূপ বিস্ময়কর। চিকিৎসকগণ এক বাক্যে বলিয়া গেলেন আর রক্ষা নাই, মৃত্যু অনিবার্য্য। রোগীর দেহে ইহাব অব্যবহিত পরেই সুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিছুকাল মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ আবোগ্য লাভ করিলেন। আশু মৃত্যুব অতিথি পুণর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। নিদান নির্ব্বাক্, ভিষক্‌কুল বিভ্রান্ত হইয়া গেল। যেখানে বিজ্ঞান পরাস্ত, ব্লাভাস্কী দেখাইতেন, আত্মশক্তি সেইখানেও পূর্ণ কার্য্যকরী। অহঙ্কৃত জড় বিজ্ঞানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া আধ্যাত্ম শক্তিব প্রকর্ষ খ্যাপনই যেন জীবনে মরণে তাঁহার ব্রত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত পল্লীবাটীর প্রশান্ত গ্রাম্য শোভাব মধ্যে বাস কালীন ব্লাভাস্কী সহসা ভয়ানক পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যথন কয়েক বৎসব পূর্ব্বে একাকিনী নানা দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন হৃৎপিণ্ডেব নিকট একটা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। কিরূপে তিনি এই আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা যতদূর জানা গিয়াছে, এই পুস্তকের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে।* যে কারণেই হউক, আহত স্থানে একটি ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত শুকাইয়া গেলেও মধ্যে মধ্যে উহার মুখ খুলিয়া যাইত। তখন তিনি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না বটে, কিন্তু ইহাতেই কখনও কখনও তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইত। পল্লীবাটীতে ব্লাভাস্কী এই ক্ষত-জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরিবারবর্গের কেহই পূর্ব্বে উক্ত রোগের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। কাজেই তাঁহারা ব্লাভাস্কীর অসহ্য ক্লেশ ও মুহুর্মুহু সংজ্ঞা বিলোপ দেখিয়া অতীব চিন্তাকুল

---

* "চরিত্রালোচন" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হইয়া পড়িলেন। এমন কি, তাঁহারা জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন গ্রামে ভাল চিকিৎসক ছিল না, নিকটবর্ত্তী সহর হইতে একজন সুচিকিৎসব আনয়ন করা হইল। চিকিৎসক মহাশয় আসিয়া রোগ পরীক্ষান্তে ঔষং প্রয়োগ করিতে যাইবেন কি, তিনি নিজেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রোগী অচেতন অবস্থায় তাঁহার সন্মুখে পড়িয়া আছেন, ক্ষতমুখ বিস্তীর্ণ হইয় আছে। তিনি দেখিতে পাইলেন, একখানা বিশাল কৃষ্ণবর্ণ হস্ত ক্ষত স্থানের উপর সহসা প্রসর্পিত হইল, এবং থাকিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে রোগীর গ্রীবা হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। কাহার হস্ত, কে এই হস্ত চালনা করিতেছে, চিকিৎসক মহাশয়ের দৃষ্টি ইহা ভেদ করিতে অসমর্থ হইল। তিনি এই ব্যাপারের কোনই কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। তদুপরি গৃহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গোলযোগ, বিকট চিৎকার ও নানা অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া তিনি ভয়ে এক প্রকার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি এই অদ্ভুত রোগীকে দেখিয়া ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ঈদৃশ উপদ্রবের মধ্যে পতিত হইয়া ব্লাভাস্কীর আত্মীয়গণকে কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনারা যেন দয়া করিয়া গৃহমধ্যে আমাকে একাকী এই রোগীর নিকট ফেলিয়া না যান!" চিকিৎসকের বিদ্যা ও জ্ঞান কোন কাজেই আসিল না বটে, কিন্তু রোগী ইহার কিছুকাল পরেই আরোগ্য লাভ করিলেন।

ব্লাভাস্কী সুস্থ হইলে ভগ্নীসহ পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া ককেশাস প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য, মাতামহ ও মাতামহীর সহিত সাক্ষাৎ। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কালে ইঁহারা পল্লীবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং ডাকের ঘোড়ার গাড়ীতে গম্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে সকল ঘটনার মধ্য দিয়া ইঁহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে-ছিলেন, তাহার দুই একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, অতএব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জেদনস্থ নগর রুষিয়ার একটি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। কারণ এস্থানে জনৈক খ্রীষ্টীয় সাধু মহাত্মার স্মৃতি-চিহ্ন সংরক্ষিত আছে। ব্লাভাস্কী ও তাঁহার ভগ্নী বিশ্রামার্থ এই স্থানে অবতরণ করেন। সে দিন এই প্রদেশের প্রধান ধর্ম্মযাজক (Metropolitan) ঈশিদোর উক্ত তীর্থে উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় ধর্ম্মমন্দিরে তিনি উপদেশ দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ঈশিদোর সুপণ্ডিত এবং একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাচার্য্য। সমগ্র রুষিয়ার পুরোহিতমণ্ডলীর অধিনায়ক স্বরূপ তিন জন আচার্য্যের মধ্যে ঈশিদোর অন্যতম। ঈদৃশ মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য জেলিহোবাস্কীর একান্ত ইচ্ছা হইল। বিশেষতঃ ইঁহাদের পরিবারের সহিত ঈশিদোর পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন বন্ধু স্বরূপ ছিলেন এবং টিফ্লিসে বাসকালীন তিনি প্রায়ই ইহাদের ঘরে আগমন করিতেন। ব্লাভাস্কী স্বীয় অলসতা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগ্নীর বিশেষ অনুরোধে ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করিলেন। উপদেশ প্রদান কালে আচার্য্য ঈশিদোর দৃষ্টি মাত্র ইহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অধীনস্থ জনৈক ভিক্ষুদ্বারা ইহাদিগকে তাঁহার গৃহে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। যথা সময়ে ইহারা তথায় উপস্থিত হইলে আচার্য কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। কিন্তু ইহারা উপবেশন করিবা মাত্র গৃহ মধ্যে নানা গোলযোগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। গৃহের ছোট বড় যাবতীয় দ্রব্য ইতস্ততঃ চলিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বস্তু কড় কড় শব্দ করিতে লাগিল,—যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে টেবিলটির উপর আচার্য্যবর স্বয়ং হস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, সেটি ভীষণ বেগে কম্পিত হইতে লাগিল, এবং কড় কড় শব্দ করিতে লাগিল। আচার্য্যের সম্মুখে এইরূপ উপদ্রব হইতেছে দেখিয়া জেলিহোবাস্কী বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ঈশিদোর অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ

করিয়াছিলেন। একখানি চৌকি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তিনি হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং বিলক্ষণ আমোদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সকল কার্য্য কাহার? ব্লাভাস্কী সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া তিনি একটি মানসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি চাহিলেন। ব্লাভাস্কী তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে বলিলেন। ঈশিদোর মনে মনে প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার গূঢ় প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিমেষ মধ্যে যখন উত্তর প্রদত্ত হইল, তখন সেই বৃদ্ধ খ্রীষ্টাচার্য্য বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, এবং তাহার চিত্ত অত্যন্ত আলোড়িত হইল। তাঁহার আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি অন্য সকল ভুলিয়া তিন ঘণ্টাকাল উপস্থিত বিষয় লইয়া বিচার আন্দোলনে কাটাইয়া দিলেন। বিদায় কালে দুই ভগ্নীকে তিনি অকপট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং ব্লাভাস্কীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কয়টি কথা বলিলেন ঃ—

"তোমার সম্বন্ধে আমার এই প্রার্থনা, যেন তোমার হৃদয় এই অপূর্ব্ব শক্তি লাভে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়, যেন অতঃপর এই শক্তিটি তোমার দুঃখের হেতু না হয়। কেননা, জানিও ভগবান বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তোমাকে এহেন শক্তির অধিকারিণী করিয়য়া পাঠাইয়াছেন। তোমার ইহাতে নিজের কোন লাভালাভ বা দায়িত্ব নাই। আর, আমার মনে হয়, এই শক্তি তোমার দুঃখের কারণ না হইয়া বরং আনন্দের হেতু হইবে। কারণ যদি তুমি বিবেক বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া শক্তি পরিচালনা কর, এতদ্বারা মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুণ্যাত্মা ঈশিদোরের বাক্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। ব্লাভাস্কী যে তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তিবলে মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতি আজ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত। আক্ষেপের বিষয়, সঙ্কীর্ণচিত্ত সাধারণ-খ্রীষ্টযাজক সম্প্রদায়ে ঈশিদোরের সংখ্যা অতি বিরল।

ঈশিদোরের নিকট বিদায় লইয়া পথিকদ্বয় পুনর্বার পথ চলিতে লাগিলেন। কোন একটা ষ্টেশনে পহুঁছিয়া অশ্ব পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইল। ষ্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করা হইলে সে ব্যক্তি কর্কশ ভাবে বলিল, ঘোড়া নাই, অপেক্ষা করিতে হইবে। ভ্রমণের অন্য কোন অসুবিধা বা বিঘ্ন না থাকা সত্ত্বেও ষ্টেশনমাষ্টারের তাচ্ছিল্যের দরুণ অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হইবে দেখিয়া ইঁহারা বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু নিরুপায়, সমস্ত রাত্রিই ষ্টেশনে কাটাইতে হইবে। কারণ ষ্টেশনমাষ্টার সুরাপানে বিভোর। কিছুক্ষণ পরে সে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া পড়িল, ডাকিলেও আসিল না, কোন কথায় কর্ণপাত করিল না। এদিকে আবার যাত্রী গৃহটিও তালাবদ্ধ, প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কেহই উহা খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই রাত্রি যাপনের জন্য একটু স্থানও ইঁহাদের ভাগ্যে জুটিল না,—ব্লাভাস্কীর ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আমাদিগকে ঘোড়াও দিবে না, অথচ থাকিবার ঘরটিও বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে! এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। আচ্ছা, এ ঘরটা বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্য কি? যেরূপেই হউক, আমাকে ইহা জানিতে হইল।' ষ্টেশনে তখন জনপ্রাণী কেহই নাই। ব্লাভাস্কী রুদ্ধ-দ্বার গৃহটির নিকট গিয়া জানালার ভিতর দিয়া উহার অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এতক্ষণে টের পাইলাম! এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি সেই পানোন্মত্ত নরপশুর দ্বারা ঘোড়া আনাইতে পারি কি না দেখ!" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি একাকী ষ্টেশনমাষ্টারের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন, এবং তাহাকে খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন,—'যাত্রী-গৃহে ইতঃপূর্ব্বে শব-সিন্দুকে যাহাকে রাখিয়াছিলে, সে আবার তথায় আসিয়াছে। যদি ভাল চাও ত আমাদিগকে আর বৃথা এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। অশ্ব আনিয়া দাও, আমরা চলিয়া যাই। নতুবা, জানত, যাত্রী-গৃহে প্রবেশ করিবার আমাদের অধিকার আছে। কিন্তু আমরা প্রবেশ করিলে সে ব্যক্তির

প্রেতাত্মাকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিব।' ষ্টেশন-মাষ্টার এই কথা শুনিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ব্লাভাস্কী কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার নেশা তখনও কাটে নাই। ব্লাভাস্কী তাহাকে বলিলেন 'বুঝিতে পারিতেছ না? আমি তোমার সদ্যোমৃত স্ত্রীর কথা বলিতেছি, যাহাকে তুমি এই মাত্র গোর দিয়া আসিলে। সে আবার ঐ যাত্রীগৃহে ঢুকিয়াছে, আর যে পর্য্যন্ত আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া না যাই, সে পর্য্যন্ত ঐ খানেই থাকিবে।' এই কথা বলিয়া ব্লাভাস্কী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই প্রেতাত্মার আকার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য মৃতপত্নীক ষ্টেশনমাষ্টারের নেশা ছুটিয়া গেল, সে ভয়ে মলিন হইয়া গেল। এবং তৎক্ষণাৎ যেন মন্ত্রবলে বাধ্য হইয়া নূতন অশ্বের ব্যবস্থা করিয়া দিতে আগমণ করিল। জেলিহোপাস্কী বলিতেছেন,—'ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য আমিও একবার জানালার ভিতর দিয়া সেই গৃহ মধ্যে কি আছে, দেখিতে লাগিলাম। গৃহটি ভালরূপেই দৃষ্টিগোচর হইল বটে, কিন্তু আমার এ পার্থিব চক্ষে গৃহ মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কেবল কয়েক খানা অতি অপরিষ্কৃত বসিবার চৌকি পড়িয়া আছে। তদ্ভিন্ন গৃহটি একেবারে শূন্য। যাহা হউক, দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই সহর্ষে ও সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলাম, ষ্টেশনমাষ্টার স্বয়ং একটি লোক সাহায্যে তিনটা উত্তম অশ্ব লইয়া আসিতেছে। তাহার মুখ মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে, সে স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, এবং যেন যাদু বলে সহসা সাতিশয় বিনয় নম্র ও ভদ্র হইয়া পড়িয়াছে! নিমেষ মধ্যে শকটে অশ্ব যোজিত হইল। আমরা আবার পথ চলিতে লাগিলাম।'

ব্লাভাস্কী টিফ্লিস নগরে কিঞ্চিৎ ন্যূন দুইবৎসর এবং ককেসাসে অনধিক তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। প্রবাসের শেষ বর্ষটি জর্জ্জিয়া, মীনগ্রেলিয়া প্রভৃতি অর্দ্ধ বর্ব্বর প্রদেশে ভ্রমণ করেন। এই প্রদেশের অধিবাসীরা নামে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু অতীব কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ঘোর মূর্খ। নিবিড় বনমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গৃহে ইহাদের বাস। কিছু পূর্ব্বে ইহারা

নবহন্তা দস্যু তুল্য ছিল এবং সাধারণতঃ লুণ্ঠন-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আবার সে সময়ে এ অঞ্চল অনেক সিংহাসনচ্যুত, বিজি॰, বিতাড়িত রাজবংশীয় ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিল। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সদাই একটা আসুরিক যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। এই স্থানের অদ্ধ বর্ব্বর বন্য প্রকৃতির লোকেরা ব্লাভাস্কীর অসামান্য চরিত্র ও শক্তির মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া তাহাকে একটা ডাইনি' বলিয়া মনে করিত এবং অনেকে তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিল। এই সকল লোকের মধ্যে তিনি কি অবস্থায় কিছু দিন অতিবাহিত করেন, তাহা তাঁহার ভগ্নী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

'তিনি নিজ শক্তিবলে কত দুস্থ লোকের সহায়তা করিয়াছেন, রোগীর প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা সেই দুস্থ রুগ্নদিগের নিকট নিজ শক্তি দেখাইতে গিয়া বিফলমোনরথ হইয়াছে, কিম্বা হিতে বিপরীত ঘটাইয়াছে, তাহারা হিংসাবশে ব্লাভাস্কীর শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইল। এই শ্রেণীর শত্রুরা আবার কখন কখন তাঁহাকে উৎকোচের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া জনসমাজে আপনাদের সম্মান প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু যাহারা শক্তিমান হইয়াও সাধু ও সরল প্রকৃতির ছিল, অথচ অজ্ঞ লোক যাহাদিগকে সাধারণ ধূর্ত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবিশ্বাস করিত, এমন অনেক ব্যক্তি ব্লাভাস্কীর ক্রিয়া সাফল্যে আপনাদের ক্রিয়া যথার্থ প্রমাণিত হওয়াতে লোকাপবাদ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতে আসিত। ব্লাভাস্কী বিরুদ্ধাচারীর উৎকোচ-প্রলোভন ও মিত্রের ধন্যবাদ, উভয়ই তুল্যরূপে অগ্রাহ্য করিতেন, স্তুতি বা প্রলোভন কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। তাঁহার অন্য যত দোষই থাকুক, একথা কেহই বলিতে সাহসী নহেন যে তিনি অর্থলিপ্সু ছিলেন, বা অর্থ লাভের অভিপ্রায়ে কদাপি কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছেন। * * * কয়েক বৎসর পরে তাঁহার শত্রুদল আরও পুষ্ট হইয়াছিল। আমেরিকা ও

ইংলণ্ডের প্রেতবাদীরা, ফরাসী চক্রানুষ্ঠাতারা, এবং ইহাদের অন্তরঙ্গ অগণ্য ভূতাবেশযোগ্য মিডিয়ম,—ইহাদের ত কথাই নাই, কিছু দিনের মধ্যে কত ধর্ম্মধ্বজী কপট খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কটিবদ্ধ হইয়াছিল! এই সময়ে ব্লাভাস্কী সম্বন্ধে ইহারা নানা কপোল-কল্পিত গল্প চারি দিকে প্রচার করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহাকে বিশেষরূপে না জানিত, তাহরা কাজে কাজেই সেই সকল অমূলক গল্প সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। ব্লাভাস্কী-নিন্দা তখন সকলেরই বড় মুখরোচক হইয়া উঠিয়াছিল। অবসর বুঝিয়া কুচক্রীরা তাহার চরিত্র গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য কোন মিথ্যাবাদেই সঙ্কুচিত হইত না। ব্লাভাস্কী সমস্তই উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি কোন বাধা গ্রাহ্য না করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর রহিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ ও জনসাধারণের প্রতিকূল মত পরিবর্ত্তনার্থ সাংসারিক লোকেরা যে সব উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তিনি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। তিনি সামাজিক সংসর্গ ছাড়িয়া দিলেন, সমাজপতিদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। কাজেই তিনি একজন ভয়ঙ্কর ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সমাজ-দেবতারা যাহাদের প্রতি ফিরিয়াও তাকান না, এমন কি, যাহাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন না, অথচ দায়ে পড়িলে যাহাদের সাহায্য চাহিতেও লজ্জিত নহেন,—ব্লাভস্কীর সমগ্র সহানুভূতি সেই নিম্নশ্রেণীর জীবগণের প্রতি সতত প্রধাবিত হইত। এই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা গুণী, জ্ঞানী, দৈবশক্তি-সম্পন্ন, তিনি তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং তাহাদিগকে অপবাদ-মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইহাতে সমাজপতিরা আরও ক্রুদ্ধ হইল। সমাজ জিনিষটা এ রহস্যময় বস্তু সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ সমষ্টি ভাবে উহা সকলকেই ধরে, অথচ ব্যষ্টি ভাবে কাহাকেও ধরিবার ছুঁইবার যো নাই। যাহাই হউক, সমাজ ব্লাভাস্কীর কার্য্য দেখিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিল, এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। প্রস্তাব হইল যে চিরাচরিত

নিয়ম পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে সাহসী, যে ভদ্রোচিত মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলী দিয়া বনে বনে অশ্বপৃষ্ঠে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়ায়, কুলোচিত আভিজাত্য-গৌরব পদদলিত করিয়া চাকচিক্যময় প্রমোদ-ক্ষেত্রে রঙ্গভঙ্গময় সহচর সহচরীবৃন্দকে পশ্চাতে ফেলিয়া কোথায় কোন অসভ্যের অন্ধকারময় ধূম্র-ধূসরিত পর্ণকুটিরে মলিন-কায় ইতরগণের সহিত কথোপকথন করিয়া দিন কাটায়,—সে ভদ্রসমাজের অনুপযুক্ত, অতএব তাহার সমুচিত শাস্তি হওয়া আবশ্যক।”

মিনগ্রেলিয়ার প্রবাসে ব্লাভাস্কী পুনরায় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু পীড়াটি কি, কোন চিকিৎসকই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উহা যেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। পীড়ার ভাব দেখিয়া বোধ হয়, উহার সহিত কেবল তাঁহার শরীরের সংশ্রবই ছিল, এমত নহে, কিন্তু তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে তাঁহার আন্তর প্রকৃতির সহিত জড়িত ছিল। তিনি এই পীড়ার সময় কিরূপ অনুভব করিতেন, তাহা তাঁহার নিজ মুখেই শুনুন :—

“যখন আমাকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিত, তখন উহা শুনিবমাত্র আমি চক্ষু মেলিতাম,—তখন আমার স্বীয় ব্যক্তিত্ব ভাবের কছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইত না। কিন্তু যখন আমি একাকী থাকিতাম, তখনই আমার ভব-বিপর্য্যয় ঘটিত। তখন আমি যেন অর্দ্ধ স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইতাম। তখন যেন আমি সম্পূর্ণ অপর কেহ হইয়া যাইতাম। আমাব পীড়া জ্বর মাত্র। সে জ্বর অতি সামান্য। কিন্তু এই মৃদু জ্বরেই অল্পে অল্পে আমার জীবন শেষ হইয়া আসিতেছিল। আহারে রুচি কিছুমাত্র ছিল না। শেষ ক্ষুধা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। একাদিক্রমে বহুদিন ক্ষুধার লেশ মাত্র বোধ হইত না। কখন কখন সপ্তাহ ধরিয়া অন্ন স্পর্শও করিতাম না। কেবল একটু একটু জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতাম। কাজেই চারি মাসের মধ্যে আমার দেহ কঙ্কালসার হইল। যখন আমি আন্তর সত্তায় মগ্ন থাকিতাম,

তখন কেহ আমায় ডাকিলে বা বাধা জন্মাইলে তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতাম। কখন কখন এমন হইত যে, সেই অন্তর্দ্দশায় সঙ্গীদের সহিত আমার কথোপকথন চলিতেছে, আমি হয়ত কোন কথার অর্দ্ধেক বলিয়াছি, কিম্বা কোন সঙ্গীর বক্তব্য শেষ হয় নাই, এমন সময়ে আমাকে কেহ ডাকিল। আমি ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, এবং বাহ্য দশায় সজ্ঞানে ও সংলগ্ন ভাবে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলাম। কারণ আমি কখনও প্রলাপোক্তি করি নাই। আমার এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটি সত্ত্বা আমি নিজে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম। বাহ্যদশার কথোপকথনান্তে পরক্ষণেই আবার যখন অন্তর্দ্দশায় মগ্ন হইতাম আবার যখন আমার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া যাইত, তখন আমার সেই পূর্ব্বের অর্দ্ধ-কথিত বাক্য পূর্ণ করিয়া দিতাম। ঠিক্ যে স্থলে যে পদ বা পদাংশটি অপূর্ণ রাখিয়া বহির্সত্ত্বায় আসিয়াছিলাম, পুনরায় সেই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্যটি শেষ করিয়া দিতাম। ইহাতে কিছুমাত্র ভুল ভ্রান্তি হইত না। জাগ্রত হইলেও স্বপ্নাবস্থার কথা আমার বেশ মনে থাকিত। স্বপ্নাবেশে কিরূপ হইয়াছিলাম, কি কি কার্য্য করিয়াছিলাম, কি কথা বলিতেছিলাম, —এ সম্বন্ধে জাগ্রত হইলেও আমার স্মৃতির কোন ব্যত্যয় ঘটিত না। স্বপ্নাবস্থায় যখন অন্য সত্ত্বাবিষ্টের ন্যায় হইতাম, তখন যেন আমি আর এ আমি থাকিতাম না। তখন ব্লাভাস্কী কে, সে বিষয়েআমার জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। ব্লাভাস্কী বলিয়া কোন লোকের অস্তিত্ব এজগতে আছে কিনা, তাহাও আমি জানিতে পারিতাম না। তখন আমি যেন কোন সুদূর দেশের অধিবাসী হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়া যাইতাম,—তখন আমার স্বাভাবিক অবস্থার সহিত কোন সম্পর্কই থাকিত না।”

চিকিৎসক মহাশয় রোগের লক্ষণাদি নির্ণয় করিতে না পারিয়া এবং রোগী ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে টিফ্লিস নগরে আত্মীয় বর্গের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে

করিলেন। ঐ সময় সে দেশে ভাল রাস্তা না থাকায় এবং অন্য যান বাহন এরূপ রোগীর পক্ষে নিরাপদ নহে বলিয়া তাঁহাকে নৌকা করিয়া প্রেরণ করা হইল। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারিজন ভৃত্য সঙ্গে চলিল। টিফ্লিস যাইতে পথে কুটাই নগর পড়ে। এখানে ব্লাভাস্কীর একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বাস করিতেন। জল পথে এখানে পহুঁছিতে চারি দিন লাগিল। এখানে পহুঁছিবা মাত্র একটি বৃদ্ধ ভৃত্য ব্যতিবেকে সঙ্গীয় অপর সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইহার কারণ এই,—যে নদীবক্ষ দিয়া নৌকা অগ্রসর হইতেছিল, উহার উভয় তীর শত শত বৎসর ভীষণ অরণ্যে আচ্ছাদিত। জল যানের পক্ষে সুগম হইলেও এই নদী দিয়া কেহই বড় একটা যাতায়াত করিত না। অন্ততঃ রুষ তুর্ক যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা একরূপ গতায়াত-শূন্য ছিল। এই জনহীন অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী বিপদসঙ্কুল জল পথে একরূপ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় শায়িত অসহায় ব্লাভাস্কীর রক্ষক সেই ভৃত্যগণ মাত্র। এই অবস্থায় কি হইয়াছিল, না হইয়াছিল, সে বিষয়ে ব্লাভাস্কী নিজে কিছুই বলিতে পারেন নাই। ভৃত্যগণই তাহার একমাত্র সাক্ষী। তাহাদের কথায় প্রকাশ যে, যখন এই অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী জলপথ দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের নৌকা অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহারা দেখিল যেন ব্লাভাস্কী তরী ত্যাগ করিয়া জল মধ্যে পড়িয়া নদী পার হইয়া ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন,—অথচ তাঁহার শরীর সেইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নৌকাগর্ভে শায়িত। পর পর তিন রাত্রে বহুবার তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। যে লোকটি নৌকার গুণ টানিতেছিল, সে দুইবার ঐরূপ 'মূর্ত্তি' দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উদ্ধ-শ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসী ভৃত্যটি সঙ্গে ছিল, তাই রক্ষা, নয়ত সকলেই নৌকা সহ রোগীকে স্রোত মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন প্রকারে কুটাই নগর পর্য্যন্ত পৌছিয়া আর তাহারা তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিল না। সকলেই চলিয়া গেল, আর ফিরিল

না। বৃদ্ধ ভৃত্যটি শপথ করিয়া বলিয়াছে যে শেষ দিন সে ঐরূপ দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পায় কিন্তু সেই সময়েই তাহার চক্ষুর সম্মুখে ব্লাভাস্কী স্থূল শরীরে নিদ্রিত।

কুটাই হইতে একখানি শকট করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে টিফ্লিসে লইয়া যাওয়া হইল। ব্লাভাস্কী মুমূর্ষু অবস্থায় আত্মীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কিয়ং কালান্তে তিনি ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে কিন্তু তখনও শরীর নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল,—এই সময়ে একদিন অপরাহ্নে মাতৃস্বসার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে তিনি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। শয্যায় শুইবা মাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতৃস্বসা কি লিখিতেছিলেন,—সহসা যেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কাহার মৃদু পদক্ষেপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। এ সময়ে কেহ আসিয়া ব্লাভাস্কীর বিশ্রামের ব্যাঘাৎ জন্মায়, ইহা তাঁহার মোটেই ইচ্ছা নয়। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ লোকটাকে দেখিবার জন্য মস্তক ফিরাইলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অথচ গৃহ মধ্যে পদবিক্ষেপ শব্দ পূর্ব্ববৎ শ্রুত হইতে লাগিল, যেন কোন স্থূলকায় ব্যক্তি ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছে। সেই পদ ভরে ভিত্তি কম্পিত হইতেছিল। ব্লাভাস্কীর শয্যার নিকট গিয়া শব্দ থামিয়া গেল এবং কেহ যেন শয্যাপার্শ্বে অনুচ্চ কণ্ঠে কি বলিতেছে, এইরূপ বোধ হইল। অপর দিকে টেবিলের উপরিস্থ একখানা বই খুলিয়া গিয়া উহার পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। আবার পুস্তকাগারের আলমারি হইতে একখানা পুস্তক শয্যার দিকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। ব্লাভাস্কীর মাতৃস্বসা তাঁহাকে জাগাইবার জন্য উত্থিত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ গৃহের অপর কোণস্থ একখানা বৃহৎ চৌকি নড়িয়া উঠিল এবং ঘর্ঘর করিয়া শয্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শব্দে ব্লাভাস্কীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া, সেই অদৃশ্য সত্তাকে ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। অনুচ্চ কণ্ঠে আবার

কিছুকাল কথা চলিল। তৎপব সমস্ত থামিয়া গেল। গৃহ পুনরায় শান্ত-ভাব ধাবণ করিল।

ব্লাভাস্কী ক্রমশঃ নিরাময় হইলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও পীড়ার লক্ষণ সমস্ত দূরীভূত হইল, রোগী চিকিৎসক বা কোন প্রকার ঔষধের সহায়তা ব্যতিরেকেও জীবন মরণ সঙ্কট হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেন। কিন্তু কেবল ইহাই নহে। এই পীড়ার আরও একটি বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রহেলিকাময় পীড়ার পর হইতে ব্লাভাস্কীব যোগ-বিভূতি আশ্চর্য্যরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। ইহা ক্রম-পরিণতিব স্বাভাবিক নিয়মে সিদ্ধ হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা গেল, এই পীড়া যেন তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি আলোড়িত ও মথিত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব শারীর প্রকৃতিতেও কোন প্রকার আণবিক পরি-বর্ত্তন আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বিশিষ্ট শক্তিমত্তায় ভূষিত কবিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাল্যে ব্লাভাস্কীব প্রকৃতিতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মাধ্যমিকী শক্তি অনেক পরিমাণে নিহিত ছিল এবং ইহাব ফলে তিনি অনেক সময় বাহ্য শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেন। আমবা ইহাও বলিয়াছি যে, কতিপয় বৎসব পরে তিনি এই বাহ্য শক্তির আবেশ ও অধীনতা হইতে স্বতন্ত্র কার্য্য-ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়ান্তে ঈদৃশ আবেশ সম্ভাবনার লেশ মাত্রও আর তাঁহাতে বিদ্যমান রহিল না। অর্থাৎ 'মিডিয়ম' এর কোন ভাবই আর তাঁহাতে বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হইত না। সম্পূর্ণ নির্মুক্ত স্বাধীন ভাবে এবং বহিঃশক্তিকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক কার্য্য করিবার যাবতীয় লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পাইল। মিনগ্রেলি-য়ার বিজন বাসে বনে বনে ভ্রমণকালেই তাহার আত্মশক্তির ক্রম-বিকাশ হইতেছিল। তথাকার অর্দ্ধবর্ব্বর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা এই আত্মশক্তির পরিচয় কিরূপে লাভ করিবে? ইয়ুরোপের উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বা কয়জন তখন যোগশক্তির বিষয় জানিত বা বিশ্বাস করিত? সুতরাং

সেই অর্দ্ধ-শিক্ষিত অরণ্যবাসীরা ব্লাভাস্কীকে একজন ঐন্দ্রজালিক অপেক্ষা উচ্চতর জীব বলিয়া ধারণা করিতেও সক্ষম ছিল না। অলৌকিক শক্তির বিষয়ে তাহাদের ধারণা ইন্দ্রজাল বিদ্যার সীমা অতিক্রম করে নাই। যাহা হউক, তখন ব্লাভাস্কীর কথা লইয়া দেশময় আন্দোলন হইতেছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শত শত লোক তাহাদের পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিবার জন্য ও পরামর্শ গ্রহণার্থ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। ব্লাভাস্কী এক্ষণ আর শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। হয় মুখে, না হয় স্বয়ং লিখিয়া সকলের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। সঠিক, যথাবৎ, অব্যর্থ উত্তর শুনিয়া শত্রু মিত্র সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইত। উত্তর প্রদান কালে একাগ্রতার জন্য তাঁহার বাহ্যানুভূতি কিছুই থাকিত না, এবং এক প্রকার নিদ্রাভিভূতি লক্ষিত হইত। অনভিজ্ঞ লোকের এই অবস্থাকে 'কমা' বা সম্মোহন-নিদ্রা (magnetic or mesmeric sleep) বলিয়া ভ্রম করিবার সম্ভাবনা কিন্তু ব্লাভাস্কী নিজে বলিতেছেন,—"ইহা 'কমা' বা সম্মোহন বিদ্যাদির জন্য নিদ্রা নহে। বাস্তব পক্ষে ইহা কোনরূপ নিদ্রাভিভূতিই নহে। ইহা এক তত্ত্বে চিত্তবৃত্তির একান্ত নিরোধ জনিত তদাত্মতা মাত্র। চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ একতত্ত্বাভিমুখী না হইলে বস্তু নিহিত সত্য উদ্ভাসিত হইতে পারে না। চিত্ত একটু বিচলিত, বিক্ষিপ্ত হইলেই ভ্রমের সম্ভাবনা। যাঁহাদের জ্ঞান ভূতাবেশ-জনিত বা সম্মোহন-বিদ্যাজনিত সূক্ষ্মদৃষ্টির ক্রিয়াতেই আবদ্ধ, তাঁহারা অন্যরূপ মনে করিতে পারেন, কেননা, তাঁহারা আমাদের আধ্যাত্ম দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।" অভিজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ব্লাভাস্কী আত্মবিকাশমূলক যোগবিদ্যাকেই—যাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে সুচারুরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে—লক্ষ্য করিতেছেন। এই যোগিনী তাহার স্ফুটনোন্মুখ যোগশক্তির প্রারম্ভেই তদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ হইতে কতদূর অগ্রগামিনী ছিলেন, ইহা দ্বারা তাহারও একটু পরিচয় পাওয়া যায়।

পীড়ান্তে ব্লাভাস্কীর উত্তরোত্তর বিবৃদ্ধমান উক্ত যোগশক্তি যেমন সমধিক বিকশিত হইতে লাগিল, তেমনই যেন উহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। উদাসিনী যোগিনীর গৃহে আর মন বসিল না। আরোগ্য ও স্বাস্থ্যলাভ করিবা মাত্র পুনরায় আত্মীয় সমাজ ত্যাগ করিয়া ইতালী খণ্ডে চলিয়া গেলেন। আবার উধাও হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণ হইতে তিনি কোথায় থাকিতেন, কোথায় যাইতেন, কেহই ইহা নিশ্চিতরূপে জানিত না, কেননা, কাহারও সহিত সংবাদ আদান প্রদান বা পত্র বিনিময় বড় একটা চলিত না। সময়ে সময়ে তাঁহার পত্রে এইটুকু মাত্র জানা যাইত যে, তিনি সর্ব্বদা পর্য্যটন করিতেছেন এবং কোথাও বেশী দিন থাকেন না। তাঁহার আত্মশক্তির ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে যেন একটা নির্ম্মুক্ত আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ভগ্নীকে এক পত্রে লেখেন, "এক্ষণ (১৮৬৬ খ্রীঃ) হইতে আর আমাকে কখনও কোন বহিঃশক্তির অধীন হইয়া চলিতে হইবে না।" অপর এক আত্মীয়ের নিকট লিখিত পত্রে প্রকাশ, "শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার লেশ মাত্র আর আমাতে নাই। আমার প্রতি সূক্ষ্ম শরীরীগণের যাবতীয় ভৌতিক আকর্ষণ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আমি এক্ষণে উক্তবিধ সংস্পর্শ হইতে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি স্বাধীন। আহা! যে মহা-পুরুষগণকে আমি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে ধন্যবাদ দিয়া থাকি, তাঁহাদের অশীর্ব্বাদে আমি এক্ষণ মুক্ত।"

এই অন্তর্মুখীনতা, এই যোগ-বিকাশ, এই বহিরাকর্ষণ বিমুক্তির সময় হইতেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের সূচনা হইল। তাঁহার চিরপূজিত চিরারাধ্য মহাপুরুষগণ এই সময় হইতেই যেন তাঁহাকে স্বীয় জীবনের মহৎ ব্রত উদ্যাপন কল্পে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার যে জীবন-স্রোত উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণ-পথে তত্ত্বজ্ঞানের উন্মাদ

অনুসন্ধানে ছুটিতেছিল, প্রহেলিকাময় পীড়ায় যেন কাহার অনির্দ্দেশ্য হস্ত সেই প্রবল স্রোতমুখ ফিরাইয়া তাঁহার অদূর-ভবিষ্যতের পৃথিবীব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট খাতেব দিকে প্রবাহিত করিয়া দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে।

ব্লাভাস্কী সুস্থ হইবা মাত্র আত্মীয় গৃহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর উন্মুক্ত পথে স্বাধীন ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবারের ভ্রমণে তাঁহার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা কাল ছিল না। সেই জন্য তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধে কাহারও নিশ্চিত রূপে কিছু জানিবার উপায় ছিল না। পূর্ব্বকার দশবর্ষব্যাপী ভ্রমণ-কাহিনী অপেক্ষাও, ইহা স্বল্প পরিজ্ঞাত। এবার তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ পরিব্রাজিকা। সুতরাং কাহারও দ্বারা এ ভ্রমণ-কাহিনীর প্রয়োজনীয় অংশও লিপিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইহাই তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণ কাহিনীর শেষ অধ্যায়। এ যাত্রা ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৃহত্যাগিনী ছিলেন। প্রথমেই ইতালি অভিমুখে গমন করেন। ভ্রমণের প্রথমাংশ সম্ভবতঃ ইয়ুরোপে অতিবাহিত হয়। কিন্তু ১৮৬৭ হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাস। এই সময়ে তিনি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা তখন কেহই জানিতে পারে নাই। এবং বোধ হয় তিনি প্রকাশ না করিলে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র জানিবার উপায় ছিল না। তিনি নিজে যেটুকু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র জানা যায় যে, এই সময়ে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং উক্ত তিন বর্ষকাল তিব্বতে বাস করেন। শ্রীযুক্ত সিনেট তাঁহার জীবনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ব্লাভাস্কীর জীবনী আদ্যন্ত ঘটনা বৈচিত্র্যময়, কিন্তু এই কয় বৎসরের ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। এই সকল ঘটনা বোধ হয় পাঠকের নিরতিশয় চিত্তরঞ্জনকর হইত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার যথাযথ বিবরণ প্রকটিত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই মাত্র বলিতে সক্ষম যে, এই কয়েক বৎসর তিনি প্রাচ্য দেশে অতিবাহিত করেন, এবং এই সময়ে তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমধিক বিকশিত ও বৃদ্ধি হয়।" এতদ্দ্বারা

মাদাম ব্লাভাস্কী—৩৯ বর্ষ বয়সে

অনুমিত হয় যে, শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় এই অজ্ঞাত বাসের বিস্তৃত বিবরণ অবগত থাকিলেও প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। আমরা কর্ণেল অলকটের দৈনন্দিন বিবরণীতে উদ্ধৃত মার্কিন সংবাদপত্র সমিতির অন্যতম সভ্য মিস্ বেলার্ড (Miss Anna Ballard) নাম্নী জনৈক মহিলার লিখিত একখানি পত্রে উক্ত 'প্রাচ্য' দেশের নাম জানিতে পারি। মিস্ বেলার্ড কোন সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রুষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে মাদাম ব্লাভাস্কীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। অজ্ঞাতবাস হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরেই ব্লাভাস্কী আমেরিকায় গমন করেন। তথায় পহুঁছিবার পর এক সপ্তাহ মধ্যেই মিস্ বেলার্ডের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "মাদাম ব্লাভাস্কী—'আমি তিব্বতে গিয়াছিলাম', এই কথা কয়েকটি বড়ই আনন্দ-উৎফুল্ল মুখে আমাকে বলিয়াছেন। কেন যে তিনি অপরাপর স্থান ভ্রমণাপেক্ষা তাঁহার তিব্বত গমণ ব্যাপারটিকে এত অধিক গুরুতর মনে করিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রদর্শন করিলেন, ইহা তখন আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই। এক্ষণ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।" বস্তুতঃ তাঁহার এই তিব্বতবাস ব্যাপারটী পরা-বিদ্যা-সমিতির (The Theosophical Society) উৎপত্তি কল্পে একটি স্মরণীয় ঘটনা। পাঠক অবগত আছেন, লণ্ডন সহরে তিনি যখন তাঁহার আবাল্য-পরিচিত ভারতীয় মহাত্মার সন্দর্শন লাভ করেন, তখন সেই মহাত্মা ইঙ্গিতে ব্লাভাস্কীকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে একটি মহৎ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে তিন বৎসর উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। এত দিন পরে সেই মহৎ অনুষ্ঠানের সময় নিকটবর্ত্তী। তাই তাঁহার তাপস-জীবনের স্মরণীয় তিনটি বৎসর হিমালয়ের উপত্যকা ভূমিতে অতিবাহিত করিতে হইল। তুষার-কিরীটী নগরাজের হৈম কন্দরে কি নিধি নিহিত আছে তাহা স্বল্প লোকেই জানে। কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে, এ দেশের তপোভূমি হিমালয়। পুরাতন ঋষি মহর্ষি

ব্যাসাদির পুণ্যাশ্রম স্থল হিমালয়। দেব, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি পুরাণ-প্রসিদ্ধ জীবগণের আনন্দ-নিকেতন হিমালয়। জাহ্নবী যমুনাদি পুণ্য-প্রবাহের উৎস-স্থল হিমালয়। তাই আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ গাহিয়াছেন, হিমালয় 'দেবতাত্মা।' অদ্যাপি এদেশের পরিব্রাজকাচার্য্যগণ হিমগিরি দর্শন, 'গৌরী-গুরু'র পাদমূলে বা ছায়াতলে বাস তাঁহাদের তপস্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। * আমবা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ব্লাভাস্কীর ভারতবর্ষ, হিমালয় ও তিব্বতের দিকে এক অভাবনীয় আকর্ষণ। আজন্মলব্ধ সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি বার বার এই দিকে আগমন করিতেছেন। সমস্ত বাধা, বিপত্তি, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তিনি তিব্বতেব দিকে ছুটিতেছেন। কেন? শুধু কি হিমানীমণ্ডিত প্রস্তররাশি তাঁহাকে আকর্ষন করিয়াছে? কথনই নহে। নিশ্চিতই জ্ঞান, বিজ্ঞান পুণ্য-প্রেমের কোন জীবন্ত প্রবাহে অবগাহন করিবার প্রলোভনই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ঐ দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার চিবপূজিত জ্ঞানালোকমণ্ডিত প্রভুমণ্ডলীর আবাস এই হিমালয়ের অঙ্কে, তিব্বতে। তাঁহার তিন বৎসবব্যাপী তিব্বতবাস দ্বারা যে সেই বিশ্বাসের সমূলকত্ব অনেক পরিমাণে সমর্থিত হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি জ্ঞানান্বেষণে বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোথাও একাদিক্রমে এত দীর্ঘ কাল অবস্থান করেন নাই। তার পর, পৃথিবীর যাবতীয় স্থানাপেক্ষা তিনি এই তিব্বত বাসের উপর এতটা বিশেষত্ব ও গুরুত্ব কেন স্থাপন করিয়াছেন? তিনি যে ইহার একটা বিশিষ্ট উৎকর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি যে এই স্থানেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, ইহা পরাবিদ্যা সমিতি স্থাপনের

---

* ইদানীং শুনিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্যদেশের পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্ট তিব্বতে বাস করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। জনৈক রুষ-ভ্রমণকারী তিব্বত গমন করিয়া তথাকার পুরাতনমঠে ইহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

অনেক পূর্ব্বেও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। মহামতি অলকট নিশ্চিতই তাঁহার নিকট জানিয়া লিখিয়াছেন যে, কোন মহদনুষ্ঠানেব সিদ্ধি কল্পে তাঁহাকে প্রস্তুত করিবাব জন্যই গুরুকুল কর্ত্তৃক তিনি তিব্বতে শিক্ষিত হয়েন। এই মহদনুষ্ঠান কিদৃশ আকার প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে তখনও ব্লাভাস্কীর কোন সুষ্ঠু ধারণা ছিল না। কিন্তু ইহাই যে পরে সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান-প্রচারিণী পরাবিদ্যা-সমিতি রূপে প্রকটিত হইল, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, তাঁহার তিব্বত বাসের কোন বিস্তৃত বিবরণ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, বোধ হয় ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও নাই।*

ব্লাভাস্কী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সুয়েজ খাল সবে খোদিত হইয়াছে। তিনি সুয়েজ খাল দিয়া ষ্টীমারযোগে আসিতেছিলেন। পেরুযে কিছু দিন থাকিয়া স্পেজিয়া যাত্রা করেন। পথে তাঁহাদের জাহাজের উপর এক ভয়ানক বিপৎপাৎ হয়। জাহাজে অনেক বাজি ও বারুদ ছিল। হঠাৎ বারুদে আগুন লাগিয়া জাহাজ খানা বিচূর্ণিত হইয়া গেল। আরোহীগণেব অধিকাংশই অকস্মাৎ জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইল। অল্প সংখ্যক লোক জলমধ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়া রক্ষা পাইল। মাদাম ব্লাভাস্কী ইহাদেব একজন। এক মাত্র পরিধেয় বস্ত্র ব্যতিরেকে ইহাদের আর কিছুই ছিল না। গ্রীক্ গবর্ণমেণ্টেব অনুগ্রহে ইহারা সেবা সুশ্রূষা ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রেরিত হইলেন। ব্লাভাস্কীর মূল্যবান জীবন ভগবৎকৃপায় রক্ষিত হইল। যাঁহার জীবন নিঃস্বার্থ জনহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, তিনি যে ঈদৃশ ঘোরতর দৈবদুর্ব্বিপাকেব মধ্যে পতিত হইয়াও জীবন প্রাপ্ত হইলেন, ইহা সমগ্র মানব জাতিব পক্ষে

---

* আমবা সমিতির অনেক পুরাতন সভ্যের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষযে কোন তথ্য লাভ করিতে পারি নাই। যদি কেহ এ সম্বন্ধে আমাদিগকে কোন বিবরণ দিতে পারেন, আমরা উহা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিব।

সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। তিনি কোন প্রকারে প্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু বড়ই কষ্টকর অবস্থায় পড়িলেন। একান্ত অসহায় অবস্থায় তিনি প্রথমতঃ মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া (Alexandria) এবং তৎপর কেইরো (Cairo) নগরে আগমন করিলেন। তিনি তখন কপর্দ্দকশূন্য, কাজেই নানা অভাব সহ্য করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিনান্তে স্বদেশ হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু শত অভাব অসুবিধা সত্ত্বেও ব্লাভাস্কী জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইলেন না। ইয়ুরোপ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে মিশরে তিনি যে কয়েক দিন অতিবাহিত কবেন, সেই স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি তাঁহার সাধারণ সংসৃষ্ট কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত করেন। এ কার্য্য আর কিছুই নহে, তাঁহার গুরূপদিষ্ট ও স্বানুভূতি-লব্ধ সুসমাচার জগতে প্রচার করা। সে সুসমাচার কি ? যাহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্ব জাতীয় নানা যুগে আবির্ভূত, অদ্যাপি 'সর্ব্বভূত-হিতার্থায়' ধৃত জীবন, নিত্যকল্যাণবর্ষী মহাপুরুষ-মণ্ডলীর অনুসৃত, অভিপ্রেত, অনুমোদিত,—ইহা সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার। সেই ব্রহ্মবিদ্যার যুগোপযোগী ঘোষণা, —ইহাই ব্লাভাস্কীকর্ত্তৃক আনীত সুসমাচার। জড় ব্যতীত চৈতন্য বলিয়া একটি বস্তু আছে, এই চৈতন্যের পৃথক সত্ত্বা আছে, চৈতন্য জড়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে, এমন কি, জড়ের সৃষ্টিও করিতে পাবে ; সুতরাং জড় নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, চৈতন্য নিত্যশাশ্বত ; জড়ে বন্ধন-ক্লেশ-ভ্রান্তি, চৈতন্যে মুক্তি সুখশান্তি,—জগতের বর্ত্তমান মহা কঠিন জড় যুগে, লৌহ-যুগে (Iron age) এই তত্ত্ব, এই মহতী বাণী, এই পুরাতনী কথা যুগোপযোগী উপায়ে প্রচার করাই ব্লাভাস্কীর সুসমাচার। ভারতে অনেক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহা উচ্চ অধিকারীর জন্য। শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি দানের অধিকার সর্ব্বত্র নাই, গ্রহণের অধিকারীও সর্ব্বত্র নাই। যে দেশ জড়ে নিমজ্জিত, যাহার মানব-প্রকৃতি জড়ীয় আকর্ষণে আবদ্ধ এবং যেন জড়ীয় উপাদানে গঠিত, তথায় চৈতন্য

উন্মেষণের মন্ত্র অন্যবিধ। সিনেট সাহেব লিখিয়াছেন, 'ব্লাভাস্কী দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এই গুরুতর কর্ত্তব্য উপস্থিত।' আমরাও বলি, জড়ীয় ক্ষেত্রে দৃঢ়বদ্ধ কুসংস্কাররাশি ছেদন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বীজ বপন চেষ্টা এক গুরুতর কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এই গুরুতর কর্ত্তব্য-সম্পাদনই তাঁহার প্রভুমণ্ডলীর আদেশ পালন। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে, এই আদেশ পালনে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলেন? তিনি পর-জীবনে এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ, তন্ত্র, মনস্তত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব প্রভৃতির সমঞ্জসীভূত এক অসীম তত্ত্ব-সাগরের মন্থন। এই মন্থনোদ্ভূত যে অপূর্ব্ব রত্নরাজি তিনি মানব জাতিকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছে কিন্তু তিনি সর্ব্ব প্রথম স্বতন্ত্র ভাবে উহাদের মধ্যে যে একটি উপায় অবলম্বন করিলেন তাহাতে তাঁহাকে বন্ধুগণের মধ্যেও অনেকে অদুরদর্শী বলিয়া মনে করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে যে তিনি বিরুদ্ধবাদিদিগের উপহাসাস্পদ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে আগ্রহাতিশয্যবশতঃ কেইরো নগরে প্রেতবাদীদিগের অনুকরণে একটি সভা স্থাপিত করিলেন। এই উপায় তাঁহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের, ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের কতদুর সাধক, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেও যেন তিনি ভুলিয়াগেলেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গুরু কর্ত্তৃক যে কর্ত্তব্য ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সংসিদ্ধির কল্পে কি উপায় অবলম্বনীয়, সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। বস্তুতঃ দৈব আদেশ বা মহাপুরুষ-গণের আদেশের প্রকৃতি অনেকটা এইরূপ। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র-বর্ণিত আদেশঘটিত কথাগুলিও উহারই অনুমাপক। আদেশ কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার আদেশ মাত্র,—তৎপালনের উপায় নির্দ্দেশক নহে। যিনি কোন আদেশ পাইয়াছেন, তিনি কি প্রণালীতে বা কি আকারে উহা পালিত হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রায়শঃ কোন উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই। উপায় উদ্ভাবন

তাঁহার স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি, দায়িত্ব বোধ, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্মপটুতার উপর ন্যস্ত। কেননা ঈদৃশ হিতাহিত জ্ঞানের পরিচালনা দ্বারাই, এবং সফলতা, বিফলতা, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়াই—মানব প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তি, ক্রম-পরিণতে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না। ব্লাভাস্কী আপন বুদ্ধি মত পূর্ব্বোক্ত সমিতি স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে কোন উপযুক্ত চিন্তাশীল পরমর্শদাতাও তাঁহার কেহ ছিল না। বিপরীত পক্ষে অনেক অসারচিত্ত বিবেকবুদ্ধিহীন লোক আসিয়া উক্ত সমিতিতে যোগ দান পূর্ব্বক ব্লাভাস্কীর বন্ধু বলিয়া পরিচিত ও গৃহীত হইল। পরিশেষে এই সকল লোক দ্বারাই তিনি যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মাদাম কুলম্ একজন। এই রমণী ব্লাভাস্কী কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়াও পরিশেষে মান্দ্রাজে আসিয়া তাঁহার ও পরাবিদ্যা সমিতির অনিষ্ট সাধনের জন্য কি ঘোর চক্রান্ত করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। কেইবো নগরে এই রমণী একটি হোটেল চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার ন্যায় আবও কতকগুলি লোক ব্লাভাস্কীর নব স্থাপিত প্রেত-তত্ত্ব সভায় যোগদান করিল। ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা পরে বলিব। এখন ব্লাভাস্কী কেন নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেত-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিলেও, তাঁহার সপক্ষে একটা কথা আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, উহা একদিকে যেমন জড়-বাদের মায়ায় মুগ্ধ, অন্যদিকে আধ্যাত্ম শাস্ত্রের গুরুত্ব, গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। এই সমাজের পক্ষে আধ্যাত্ম শাস্ত্রে উচ্চস্তরে অধিরোহন করাত দূরের কথা, তৎপ্রতি উহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাও অতীব আয়াসসাধ্য গুরুতর কর্ম্ম। ব্লাভাস্কী দেখিলেন, প্রেততত্ত্ব লইয়া সমাজ তখন বেশ আন্দোলিত হইয়াছে। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে প্রেতবাদীদিগের সহিত তাঁহার মতের কতদূর বিভিন্নতা, তাহা অমরা ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে বলি-

য়াছি। তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রেতবাদীগণের অনুকরণে এই সভা স্থাপিত করিলেন। কেন? এই প্রেততত্ত্বের সূত্র অবলম্বন করিয়াই তিনি আধ্যাত্ম শাস্ত্রের দিকে সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এই আশায়। কারণ সমাজের সেই কর্ম্মোদ্যোগের সূচনার সময়ে আধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রচারের জন্য তাঁহার উপকরণের অভাব, উপযুক্ত সহকারীর অভাব, সাহিত্যের অভাব, ক্ষেত্রের অভাব অথচ এত অভাব সত্ত্বেও তিব্বত হইতে ফিরিয়াই কাল বিলম্ব না করিয়া, অতলতলে মগ্ন হইতে হইতে রক্ষা পাইয়া, মিশরে একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইবা মাত্র তিনি কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইলেন। ইহা তাঁহার ব্যগ্রতার নিদর্শন হইলেও অনেকের মতে সমীচিন হয় নাই। এই ব্যগ্রতা বশতঃ তিনি তদানীন্তন আলোচ্যমান প্রেততত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ক্রমে উহার অসারত্ব ও ভ্রমসঙ্কুলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত আধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রতি লোক চক্ষু উন্মীলিত করিতে অগ্রসর হইলেন। এবং তিনি সেই ভাবেই কার্য্যচালাইতে লাগিলেন। কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে প্রথমতঃ তিনি প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্বাধীন ভাবে সকলকে উহা পরীক্ষা করিতে বলিতেন। তাহাদের পরীক্ষায় কোন ফল না হইলে তিনি নিজের প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। কিন্তু এতদর্থে তিনি যতই কষ্ট স্বীকার করুন না কেন, সমিতির সভ্যগণ তাঁহার শ্রম, শক্তি, ক্রিয়া, বা ব্যাখ্যার মূল্য কিছুই বুঝিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিডিয়মের স্বপ্নের অগোচর অনেক ক্রিয়া তিনি যোগবলে সম্পন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহাদের অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের ধারণা প্রেতাবিষ্ট মিডিয়মের অবস্থার অতিরিক্ত নহে, তাহাদের পক্ষে চিতি-শক্তি মূলক যোগতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে, এবং তাহাদের পক্ষে যোগশক্তিকে প্রেতাবেশের একটা অঙ্গ বিশেষ মনে করাই স্বাভাবিক। সুতরাং ব্লাভাস্কীকেও তাহারা একজন প্রেতাবিষ্ট মিডিয়ম বলিয়া ঠাওরাইল। তিনি নিজেই বলিতেছেন,—"উহারা ত ইহার বেশী কিছুই জানে না। আর ইহাতে আমারও তেমন কিছু ক্ষতি নাই, কেননা

আমি শীঘ্রই উহাদিগকে দেখাইব যে, প্রেতাবিষ্ট মিডিয়ম ও স্বাধীন ক্রিয়ানুষ্ঠানে কি প্রভেদ।” কিন্তু তাঁহার চেষ্টা উপযুক্ত লোকাভাবে সুফল-প্রসূ হইল না বরং সমিতিতে হীন-চরিত্র লোকের আধিক্যবশতঃ বিপরীত ফল প্রসব করিল। উহাদের মধ্যে কেহ বা ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা উদর পূরণ করিত, কেহ বা বিখ্যাত স্থপতি সুয়েজখালের খননকর্ত্তা মুসোঁদি লেছেপের অধীনস্থ মিস্ত্রীদলে শ্রমজীবীর কার্য্য করিত। এই সময়ে ব্লাভাস্কী স্বীয় মাতৃস্বসাকে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ এই,—“ইহারা সমিতির অর্থ অপহরণ করে এবং স্পঞ্জের ন্যায় মদ্যপান করে। যে সকল সরলচিত্ত লোক অনুসন্ধানার্থ আইসে, তাহাদিগকে উহারা নানা মিথ্যা ক্রিয়া দেখাইয়া বিলক্ষণ প্রতারিত করিয়া থাকে। ইহাদের প্রতারণা আমি ধরিয়াছি। অথচ কেহ কেহ আমাকেই এই প্রতারণার জন্য দায়ী করিতেছে। সুতরাং ইহাদের সহিত আমার খুব বিবাদ হইয়া গিয়াছে। আমি ইহাদিগকে সমিতি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। সমিতি এক পক্ষও চলে নাই। যাহা হউক, এই প্রহসনের শেষ হইল অন্য এক অভিনয়ে। একটি উন্মাদগ্রস্ত লোক আমাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে। অল্পে বাঁচিয়া গিয়াছি। এই লোকটা দুইটি ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিল। আমার বোধ হয় উহাকে কোন দুষ্ট প্রেত বা পিশাচে পাইয়াছিল।”

কপটাচারী মিডিয়ম ও সভ্যদিগের নীচ চরিত্রে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি ইহাদের সহিত আর কোন সংশ্রব রাখিলেন না। কিন্তু ইহারা ব্লাভাস্কীকে অল্পে ছাড়িল না, কেননা তিনি উহাদের চাতুরীজাল ছিন্ন করিয়াছিলেন। ইহারা, বিশেষতঃ যাহাদিগকে সমিতি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং যাহারা কেবল তামাসার জন্য আসিত, তাহারা ব্লাভাস্কীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা সকলে বিশ্বাস করাইতে চাহিল যে, ব্লাভাস্কী মিডিয়মদিগকে কিছুই দিতেন না, সমিতির ব্যয় কিছু মাত্র বহন করিতেন না, অধিকন্তু সকলকে ফাঁকি দিয়া সমুদয় অর্থ নিজে

আত্মসাৎ করিতেন এবং ইন্দ্রজাল চাতুরী দ্বারা লোকের চক্ষে ধূলা দিতেন। যাহা হউক, এই সকল অসার অপবাদ সত্বেও দুই চারি জন প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু লোক তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের লিখিত একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইনি একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী, মিশর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহার কোন বন্ধুকে ব্লাভাস্কী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন,—"ইনি (ব্লাভাস্কী) এক অদ্ভুত জিনিষ। ইঁহাব চরিত্র রহস্যের গভীরতা অপরিমেয়। ইহার ক্রিয়াকাণ্ড প্রকৃতই অলৌকিক। আমি কখনও ভূত বিশ্বাস করিতাম না এখনও করি না। কিন্তু আমি মন্ত্রগুণ, যাদু ইত্যাদিতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ সকল যদি ইন্দ্রজাল হয়, তথাপি বলিতে হয়, ব্লাভাস্কী এ বিদ্যায় বর্ত্তমান শতাব্দীর জগদ্বিখ্যাত বস্কো ও রবার্ট হুদিন তুল্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। একদা আমি তাঁহাকে একটি কৌটা দেখাইলাম। কৌটার মুখ বন্ধ। উহার ভিতর এক ব্যক্তির চিত্র ও অপর এক জনের কেশ ছিল। আমি এ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীকে কিছুই বলি নাই। কিন্তু তিনি কৌটাটি স্পর্শও না করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—'ইহাতে আপনার ধর্ম্ম-মাতার ছবি ও কোন ভগ্নীর কেশ রহিয়াছে। তাঁহারা উভয়েই মৃত।' এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত দুই জনের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন যেন তাঁহারা সত্য সত্যই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তুমি ত জান, আজ পনের বৎসর হইল আমার ধর্ম্ম-মাতাব মৃত্যু হইয়াছে। ব্লাভাস্কী কি করিয়া এ সকল জানিলেন।" ইত্যাদি।

অপর এক ভদ্রলোক এই সময়কার একখানি সচিত্র সংবাদপত্রে ব্লাভাস্কী সম্বন্ধে একটি গল্প প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এক দিন তিনি পানার্থ মদ্যপূর্ণ একটি পাত্র মুখের কাছে লইয়া যাইতেছেন।

এমন সময়, কি জানি কেন, হস্তস্থিত পাত্রটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ব্লাভাস্কী ইহাতে আনন্দসূচক হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, মদ্যের প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ, এবং যাহারা অপরিমিত মদ্য- পান করে, তাঁহাদিগকে তিনি ভালবাসেন না। ভদ্রলোকটি ইহাতে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান যে, পাত্রটি আপনার ইচ্ছায় ভগ্ন হইল? ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র!" ব্লাভাস্কী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, এবং অন্য পাত্র লইয়া পান চেষ্টা করিতে বলিলেন। ভদ্রলোকটি অপর একটি পাত্রে মদ্য লইয়া পান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পাত্রটী তাঁহার অধর স্পর্শ করিতে না করিতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। চূর্ণায়মান পাত্রটি সজোরে ধরিতে গিয়া একখণ্ড কাঁচ তাঁহার হস্তে বিদ্ধ হইল, এবং হস্ত হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে একেবারে স্তম্ভিত দেখিয়া ব্লাভাস্কী হাস্য করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি উপরোক্ত সমিতি তুলিয়া দিয়া কেইরো হইতে বুলাক নগরে গিয়া কিছুদিন রহিলেন। এই সময়ে তিনি পুনরায় সেই তাঁহার পুরাতন 'কপ্ত' বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই ব্যক্তির বিষয় আমরা ব্লাভাস্কীর পূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন কালে উল্লেখ করিয়াছি। মিশরে এই শক্তিশালী গূঢ়-চরিত্র ব্যক্তির অসামান্য প্রতিষ্ঠার কথাও পাঠক জানেন। পশ্চাতে যে যতই তাহাকে উপহাস করুক না, অনেকেই, এমন কি, উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাহাকে বিলক্ষণ ভয় করিত, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোপনে উহার শরণাপন্ন হইত। স্বয়ং ঈজিপ্তের বাদসাহ "খেদিভ" ইস্মাইল পাশা পর্য্যন্ত অনেক বিষয়ে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। এ হেন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি নিজে গিয়া ব্লাভাস্কীর সহিত সাক্ষাৎ করিত। এই ব্যক্তি নগর হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে একান্তে বাস করিত, এবং নিজের আসন ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। ইহাকে

উপযাচক হইয়া বিদেশিনী ব্লাভাস্কীর সহিত সদা সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে দেখিয়া একদিকে যেমন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত হইল, অন্যদিকে তেমনি পূর্ব্বোক্ত হতাশ ও হীন চরিত্র মিডিয়ম এবং সমিতি হইতে বহিষ্কৃত কয়েক ব্যক্তি নব নব অলীক অপবাদের অবসর প্রাপ্ত হইল।

প্রেততত্ত্ব-সমিতি দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সহায়তা হইল না। সুফল দূরে থাকুক, ইহা দ্বারা কিরূপ বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা দেখিলাম। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে কোন পথ অবলম্বনীয় স্থির করিতে না পারিয়া মিশর ত্যাগ করিয়া আপাততঃ স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন পথে খ্রীষ্টীয় তীর্থ পালেস্তিন, পামিরা ও অন্যান্য কয়েক স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তি ও ভগ্নাবশেষ দর্শনে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তৎপরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ওদেশা নগরে উপনীত হইয়া আত্মীয় বর্গসহ মিলিত হইলেন। তিনি দীর্ঘ প্রবাস হইতে প্রায়শঃ অজ্ঞাতসারে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। বাটিব কেহই তাঁহার আগমন-সংবাদ পূর্ব্বে কিছুই জানিত না। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পবিজনবর্গ যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন।

যে গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল, তাহা লইয়া গৃহ-সুখ ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি অধিকদিন গৃহে স্থিব থাকিতে পাবিলেন না। কয়েক দিবস বিশ্রামান্তে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রাবম্ভেই জন্মভূমি ও আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করিয়া প্রথমত ফ্রান্সের পারি নগরে আগমন করিলেন। তথায় দুই মাস মাত্র বাস করিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহাকে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। এ যাত্রা কাহিনীও একটু বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, যে দিন তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল, তাঁহার পূর্ব্বাহ্নেও ঈদৃশ স্থান-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার কোনই চিন্তা বা ধারণা ছিল না, প্রস্তুত হওয়া ত দূরেব কথা। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অভাবিত-পূর্ব্ব প্রভুর আদেশ। যাঁহার চরণে তাঁহার মস্তক বিক্রীত

হইয়াছে,—ইহা তাঁহার অলঙ্ঘনীয় আদেশ। ইহার 'কেন' সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন তর্ক, সন্দেহ, দ্বিধা উপস্থিত হইল না। কেননা আদিষ্ট কার্য্যের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কোন তর্কের বিষয় থাকিতে পারে না,—ইহাই তাঁহার চিরদিনের অবিচলিত বিশ্বাস। ধন্য ব্লাভাস্কী! তোমার গুরুভক্তি উপমার যোগ্য। তোমার প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক পদক্ষেপে দেখিতে পাই, তোমার মস্তকে গুরু, হৃদয়ে বিশ্বাস। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, সকলেরই এ বিষয়ে তুমি অনুকরণীয়। এই সকল জাতির কে না গুরু বাক্যে বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছে? কিন্তু তুমি বিজাতীয় হইয়াও ইহার যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ, তাহাতে উহাদিগকেও চমৎকৃত করিয়াছে। পরন্তু অবিশ্বাসী সর্ব্বত্রই আছে। তাহারা তোমার এই সরল ও দৃঢ় বিশ্বাসকেও উপহাসের সামগ্রী করিয়া বলিয়াছে, তোমার গুরু অস্তিত্বহীন কল্পনা মাত্র। এ বিষয়ে কাহার অভিজ্ঞতা, কাহার কথা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, ইহা তাহাদের বিবেচনা করা উচিত। আমরা তোমার অটল বিশ্বাসকে সহজে উপেক্ষা করিতে পারি না।

ব্লাভাস্কী আদেশ পাইবামাত্র প্যারী পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকার জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি কৃষক-রমণী শিশু সন্তান সহ মাটীতে বসিয়া কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছে। ব্লাভাস্কী তাহার নিকটে গেলেন এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, তাহার স্বামী আমেরিকায় থাকে, সেও আমেরিকায় স্বামীর নিকট যাইতেছিল। কিন্তু একজন জুয়াচোর তাহাকে কৃত্রিম টিকিট বিক্রয় করিয়া তাহার সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে সে একেবারেই পাথেয়শূন্য ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ব্লাভাস্কীর দয়ার্দ্র চিত্ত এই দরিদ্র অসহায় রমণীর দুরবস্থায় বিগলিত হইল। তিনি উহাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—'কোন চিন্তা নাই, আমি দেখিতেছি, ইহার কোন প্রতিকার হয় কি না।'

তিনি প্রথমতঃ জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত প্রতারণার বিষয় জানাইয়া প্রতিকারপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন ব্লাভাস্কী যাহা করিলেন, তাহা তাহার ন্যায় পরার্থপর উদার চরিত্রেরই উপযুক্ত। তাঁহার প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল। কিন্তু ঐ রমণী ও তাহার শিশু সন্তানদের জন্য টিকিট ক্রয়ার্থ প্রচুর অর্থ তাঁহার হাতে ছিল না। হঠাৎ আমেরিকা গমনে বাধ্য হইয়া অর্থের যোগাড়ও করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার প্রথম শ্রেণীর সেলুন টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের জন্য জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের (Steerage) এক খানা টিকিট ক্রয় করিলেন, এবং ইহাতে যে অর্থ বাচিল, তদ্দ্বারা উক্ত রমণী ও শিশুদের জন্য অন্য টিকিট ক্রয় করিয়া উহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া লইলেন।

এই প্রকারে তিনি অনায়াসে সেলুনের সুখ ও আরাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষক-রমণীর সঙ্গে সুদীর্ঘ পথে জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে থাকিবার কষ্ট স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কর্ণেল অল্‌কট যথার্থই বলিয়াছেন যে, অনেক 'ভদ্রলোক' সামাজিক বিষয়ে ব্লাভাস্কীর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, কিন্তু এইরূপ একটি দাক্ষিণ্যপূর্ণ কার্য্যে শত শত সামাজিক ও ব্যবহারিক অবৈধতা কোথায় ভাসিয়া যায়! * যাঁহাদের সহানুভূতি স্বজনমণ্ডলীর সীমা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বতোমুখী হইয়াছে, ঈদৃশ ত্যাগের মর্ম্ম তাঁহাদেরই আস্বাদ্য, স্বার্থান্বেষীগণের ইহা সাধ্য নহে, বোধ্য নহে।

---

* Many 'proper' and 'respectable' people have often expressed horror at H. P. B.' S coarse eccentricities, including profanity, yet I think that a generous deed like this would cause whole pages of recorded solecisms in society manners to be washed away from the Book of Human accounts. If any doubt it, let them try the Steerage of an emigrant ship!" Old Diary Leaves—1st Series.

সমাজের পদদলিত, মলিন দরিদ্রের প্রতি করুণা, পতিতের প্রতি সহানুভূতি, নিম্নশ্রেণীর সহিত সমবেদনা উদারচরিতা ব্লাভাস্কীর একটি স্বাভাবিক মহত্ত্ব ছিল। ইহা তাঁহার বাল্যকাল হইতেই একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু দুরবস্থায় পড়িয়া উচ্চ হউক, নীচ হউক, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি স্বীয় সুখ সাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া যাইতেন। অর্থাভাব স্বত্বেও নিজের দ্রব্যাদি দ্বারা তাহার সহায়তা করিতেন। তিনি ইহাতে অনেক সময়ে প্রতারিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বাভাবিক ঔদার্য্য বশতঃ কিছুতেই তাঁহাকে দয়াব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যে পরিমাণ অর্থ পাইলে কোন লোক অনায়াসে ভোগ বিলাস সহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পাবে, তিনি সময়ে সময়ে তদপেক্ষা প্রচুরতর অর্থ সম্পদের অধিকারী হইয়াও চির দরিদ্র। অর্থ কৃচ্ছ্রতা তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করে নাই।

যাহা হউক, সেই নিরাশ্রয়া স্বামীদর্শনাকাঙ্খিণী কৃষক-রমণীর অশ্রু মোচন করিয়া ব্লাভাস্কী জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দিকে পারচালিত হইতে লাগিলেন। যথা সময়ে জাহাজ আমেরিকায় পঁহুছিল। তিনি প্রভুর আদেশের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় মার্কিন ভুমিতে পদার্পন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমেরিকায়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই মাদাম ব্লাভাস্কী আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাজধানী নিউইয়র্ক নগরে উপনীত হইলেন। অর্থাভাব বশতঃ কিছু দিন তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইল। তিনি নিউইয়র্কস্থ রুশিয়ার রাজদূতের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। রাজদূত অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ব্লাভাস্কী সহরের দরিদ্র পল্লীস্থ একটি বাটীতে বাস করিয়া সূচিকার্য্য দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহুদী জাতীয় জনৈক পণ্যব্যবসায়ী তাঁহার প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্যগুলি ক্রয় করিয়া লইত। এই উপকারের জন্য ব্লাভাস্কী ঐ ব্যক্তির নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল। অক্টোবর মাসে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগের সম্বাদ আসিল। মৃত্যু সময়ে স্নেহশীল পিতা প্রবাসিনী প্রিয়তমা কন্যাকে ভুলেন নাই। তিনি ব্লাভাস্কীকে প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারিণী করিয়া গেলেন। অর্থকষ্ট দূর হইল। তিনি মলিন পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাটী পরিবর্ত্তন করিলেন। অর্থ তাঁহার হাতে আসিলে যে কোন প্রকারে হউক উহার ভার হইতে অতি শীঘ্র আপনাকে মুক্ত করিয়া ফেলিতেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। অথচ গৃহত্যাগিনী অবস্থায় সততই তাঁহাকে অভাবগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত; এমন কি, সময় সময় অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইত। এবার অর্থ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাঁহাকে সূচি কার্য্য দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও অর্থ অচিরে শূন্যের অঙ্কে পঁহুছিতেছিল। কিসে কত ব্যয়িত হইল, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই, কস্মিনকালে থাকিতও না। তবে একখানী দলিল হইতে দেখা যায় যে, তিনি এক ব্যক্তিকে কয়েক সহস্র টাকা দেন। সর্ত্ত এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির খামার জমি, বাসগৃহাদি ব্লাভাস্কী ভোগ দখল করিতে পারিবেন, এবং ভূমিজাত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ পাইবেন। ব্লাভাস্কী ঐ ব্যক্তির

বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উক্ত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি কোন কালেই পরিপক্ক ছিল না। যিনি সঞ্চয়-বুদ্ধিশূন্য এবং কল্যকার-চিন্তা-রহিত, বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহার নিকট অধিক দক্ষতা আশা করা অন্যায়। কর্ণেল অলকট বলেন, "She flung away her money to every specious wretch who came and lied to her,"—অর্থাৎ কত ধূর্ত্ত লোক নিজের অভাব জানাইয়া দু কথা বলিবামাত্র তাঁহার নিকট অর্থ লাভ করিয়াছে! তিনি প্রতারিত হইয়াও যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন এটি তাঁহার ভারি দোষ ছিল। কাহারও মতে ইহা তাঁহার দুর্ব্বল চিত্ততার লক্ষণ। দোষ হউক, ভ্রম হউক, চিত্তের দুর্ব্বলতা হউক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার এ সমস্ত ত্রুটিই দয়ার দিকে, কোমলতার দিকে, সরলতার দিকে, পরহিতের দিকে। এই জন্য তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই, অদ্য যাহার দ্বারা প্রতারিত হইয়া ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, কল্যই আবার তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া, সত্য হউক মিথ্যা হউক, কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এরূপ অপরাজিত ক্ষমাশীলতা, অকুণ্ঠ দয়া, পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষ হিতৈষণা যদি দোষ হয়, তাহা হইলে সে দোষ অনেক পুণ্যশ্লোক মহাত্মার জীবনের ভূষণস্বরূপ। যাহা হউক, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার শান্তিময় কৃষকজীবনের আশা স্বপ্নে পরিণত হইল। অর্থাৎ তিনি কিছুই পাইলেন না, সুতরাং বিরক্ত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইলেন। তখন তিনি সম্বাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া জীবিকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রসিদ্ধনামা মিঃ জজ (W. Q. Judge) নিউইয়র্ক সহরে ব্লাভাস্কীর অবস্থান ও কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া যে বিবরণ লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"ব্লাভাস্কীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শীত

ঋতুতে। এক দিন সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বহুলোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপ জনসমাগম তাহার গৃহে সদাই হইত। সেখানে নানা জাতীয় লোক নানা ভাষায় কথা কহিতেছে। ব্লাভাস্কী কখনও কাহরও সহিত অনর্গল রুশীয় ভাষায় কথা কহিতেছেন। কহিতে কহিতে হয় ত মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য দিকে ফিরিয়া অপর দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে আলোচনা চলিতেছিল, তদুপরি ইংরাজি ভাষায় একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এবং রুশীয় ভাষায় কথা বলিবার সময় যে স্থলে থামিয়াছিলেন, আবার সেই স্থল হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ব্যাপার সদা সর্ব্বদাই হইত। ইহাতে তিনি কিছুই বিরক্তি বোধ কবিতেন না। সেই প্রথম দিনই আমি এত কথা শুনিলাম যে, উহাতে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট ও চিত্ত মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। আমি দেখিলাম, আমাব অন্তরের সমস্ত গুপ্ত ভাব ব্লাভাস্কীর বিদিত। আমার কার্য্য ও চেষ্টাদি সমস্তই তিনি অবগত। আমি তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, আর তিনি যে আমার সম্বন্ধে কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। অথচ তিনি আমার নিতান্ত গুপ্ত ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্বন্ধে এত কথা ব্যক্ত করিলেন যে, আমার পবিবারবর্গ, আমার জীবন ঘটনা, আমার বিষয় কার্য্য ও আমাব চাল চলন সম্বন্ধে সম্পূণ অভিজ্ঞতা না থাকিলে উহা কখনই সম্ভবপর নহে। সে দিন আমার একজন বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। ইনি ব্লাভাস্কীর সম্পূর্ণ অপবিচিত। ইনি সান্দুইপ দ্বীপবাসী, নিউইয়র্কে আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ইহার স্থির-সংকল্প ছিল যে, নিউইয়র্ক সহরেই বসবাস করেন। এবং তদনুরূপ আয়োজন করিতেছিলেন। এই অল্পবয়স্ক যুবকের তখনও বিবাহেব কোন কল্পনাই ছিল না। কিন্তু ব্লাভাস্কী সেই দিন আমাদের বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁহাকে বলিলেন যে ছয় মাসের পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমেরিকা

ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ কাল সমুদ্রপথে থাকিতে হইবে, এবং আমেরিকা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। অবশ্য যুবক ঐ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে পারিলেন না, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি স্বদেশে কোন রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমেরিকা ত্যাগ করিলেন। তৎপূর্ব্বেই কোন মহিলার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া গিয়াছিল। ব্লাভাস্কী যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী বলেন, তখন এই মহিলাটি আমেরিকার কুত্রাপি ছিলেন না। পর দিন ভাবিলাম, আমার একবার ব্লাভাস্কীকে পরীক্ষা করিতে হইবে। আমি বহু দিনেব রক্ষিত একটা কীট দেহ কাপড়ে মুড়িয়া আমাব কোন বন্ধুব কেবাণী দ্বারা ডাকে ব্লাভাস্কীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। এক সপ্তাহ পরে আমি যখন দ্বিতীয়বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, তখন তিনি কীটটির জন্য আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু আমি যেন উহার বিন্দু বিসর্গও জানি না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, এরূপ ভান করা বৃথা। তৎপর আমি উহা কিরূপে কাহার দ্বারা প্রেরণ করিয়াছিলাম, সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিলেন। * * * আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। আমি জানি এবং আমার ন্যায় যাঁহারা ব্লাভাস্কীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও বিলক্ষণ জানেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব সন্দেহজনক কথা বা অপবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঘোরতর অন্যায় ও অতি নীচ অকৃতজ্ঞতার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। সময়ে সময়ে তিনি লোকের এই সকল অনুচিত ব্যবহারে নিতান্ত কুপিত হইতেন, এবং বলিতেন যে, পুনরায় এরূপ হইলে অলৌকিক দৃশ্যাবলীর দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু কতবার তিনি দয়া ও কোমলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। * *, জেকোলিয়তের কথায় আমিও বলিতেছি, "আমরা এমন সকল ব্যাপার দেখিয়াছি, যাহা প্রকাশ করিলে

লোকে পাগল বলিবে ভয়ে মুখে আনিব না। আমরা যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।”

১৮৭৩ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর ব্লাভাস্কী আমেরিকায় বাস করেন, এবং যুক্তরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গৃহীত হয়েন। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি যে উদ্দেশ্যে আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, ১৮৭৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে তাহা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ এই সময়ে তিনি কর্ণেল অলকটের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলন উভয়েরই সম্পূর্ণ অচিন্তিত-পূর্ব্ব, এবং দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণ আকস্মিক। কিন্তু ইঁহাদের অচিন্তিত হইলেও ব্লাভাস্কী যে প্রকারে আদিষ্ট হইয়া আমেরিকায় আইসেন, তাহা চিন্তা করিলে ইহা যেন সেই আদেষ্টার উদ্দিষ্ট কার্য্যেরই অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ কর্ণেল অলকটের সহিত ব্লাভাস্কীর মিলন পরাবিদ্যা-সমিতির ইতিহাসে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা।

কর্ণেল অলকট একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ। ইনি প্রকৃতি-দত্ত বহু আকাঙ্ক্ষণীয় সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তাই আজ ইনি জগতের স্মরণীয়-কীর্ত্তি কর্ম্মবীরগণের উচ্চ আসনে সমাসীন এবং সকলের পূজার্হ। এই মহাত্মার জীবন-ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র উচ্চ প্রাণতা, সহৃদয়তা, সরলতা, দৃঢচিত্ততা, উদ্যমশীলতা ও কর্ম্মকুশলতার একখানি বিমিশ্র বিমল সমুজ্জল চিত্র চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অপরাঙ্মুখতার জন্য অলকট জীবনের প্রারম্ভেই স্বদেশে সর্ব্বজন পূজিত হইয়াছিলেন। পরাবিদ্যা-সমিতির কার্য্য ইহাঁর উন্নত বন্দনীয় চরিত্রকে সমগ্র জগৎ সমক্ষে আরও উজ্জলভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। যিনি পর-জীবনে ভারত-মাতাকেই নিজ জননী সম্বোধন করিতেন, ভারতবর্ষকেই নিজদেশ বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন, এবং এই পতিত জাতীর উন্নতি-কামনায় শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তিনি কেন ভারত-বাসীর এত প্রিয় হইলেন, তাহাও কি কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে?

অলকট আমেরিকাবাসী। কলেজের পাঠ সমাপনান্তে ইনি কিছুদিন বৈজ্ঞানিক কৃষি বিষয়ে গবেষণা করেন। কৃষি বিদ্যায় এই বৈজ্ঞানিক যুবকের এরূপ যশোলাভ হইল যে, তিনি গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরের কৃষি-অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য মনোযোগী থাকায় উক্ত পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি যুক্তরাজ্যে কয়েকটি নূতন উদ্ভিজ্জের চাষের প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপ উন্নতি-বিধায়ক কার্য্যের দ্বারা স্বদেশসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্যের ধনাগম-পথ বৃদ্ধি করায় তিনি স্বজাতীয়গণের একান্ত আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। ইহার পর তিনি সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন। 'কর্ণেল' নামক যে উচ্চ সামরিক উপাধিতে তিনি ভূষিত ছিলেন, তদ্দ্বারা বুঝা যায়, সৈনিক বিভাগে তিনি কিরূপ মর্য্যাদাবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শান্ত কৃষক বৈজ্ঞানিকের সমরক্ষেত্রে সিংহ বিক্রম দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পরিচালন অপেক্ষাও একটি অধিকতর সাহসের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সকলেই জানেন যে, সৈনিকবিভাগের রসদ ব্যাপারে কি ভয়ানক প্রতারণা ও লুণ্ঠন চলিয়া থাকে। এস্থলে রক্ষকই ভক্ষক। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এই লুণ্ঠন ব্যবসায়ের উচ্ছেদের জন্য নিযুক্ত করিলেন। বস্তুত এই কঠিন ও বিপজ্জনক কার্য্যে যেরূপ আত্মত্যাগ ও সৎসাহসের প্রয়োজন, তাহাতে তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে দুর্ল্লভ ছিল। বহুলোকের অন্যায় উপার্জ্জন পথে কণ্টক হওয়ায় এই সময়ে তাঁহার জীবন বড় নিরাপদ ছিল না। এমন কি, সন্ধ্যার পর বাহির হইলেই তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য অনেক দুষ্ট লোক বন্দুক হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু অলকট্‌ অকুতোভয়ে কয়েকবর্ষ ব্যাপিয়া যুদ্ধ বিভাগের এই কলঙ্ক দূরীকরণার্থ অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেন। অবশেষে যখন লুণ্ঠনের প্রধান নেতা

কর্ণেল অলকট

ধৃত হইয়া কাবারুদ্ধ হইল, তখন অলকটেব সাধুবাদে দেশ পূর্ণ হইল। তাঁহাব অক্লান্ত উদ্যম, অবিচলিত সাহস, নিরপেক্ষ বিচার এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া বাজ্যের প্রধান সচিবগণ তাঁহার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। এ সম্বন্ধে স্বনামধন্য ভাবতবন্ধু হিউম (A. O. Hume) মহোদয়ের লিখিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানা পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"কর্ণেল অলকটের উপাধি সম্বন্ধে আমি আপনাকে অদ্যকার ডাকে যে কাগজগুলি পাঠাইতেছি, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, ইনি আমেরিকার সমব-বিভাগেব একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। যুদ্ধ সময়ে ইহাব কার্য্য-কুশলতায় বাজ্যের যে কত উপকাব হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। (জজ, এড্‌ভোকেট জেনারেল, সমব-সচিব প্রভৃতির পত্র হইতেই ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে)। আমেরিকা ত্যাগ করিয়া প্রাচ্য দেশাভিমুখে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দেব শেষ ভাগে কর্ণেল অলকটকে যুক্ত রাজ্যেব (The United States) অধিপতি প্রেসিডেণ্ট মহোদয় পৃথিবীর নানাস্থানবাসী মার্কিন দূত ও অমাত্যবর্গের নিকট স্বহস্ত-লিখিত একখানি পবিচয়পত্র প্রদান করেন। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন, কর্ণেল আমেবিকার কিরূপ সুবিখ্যাত পুরুষ এবং তাঁহাব স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে কিরূপ সস্নেহ সমাদরের চক্ষে দেখিয়া থাকে।"

সমব-বিভাগেব কার্য্য শেষ হইলে কর্ণেল অলকট আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতেও তাঁহাব বিপুল খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল। এই সময়েই তাহাব জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। এক দিন তিনি একাকী তাঁহার কার্য্যালয়ে বসিয়া একটি বড় মোকদ্দমার বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহাব হৃদয়ে একটা কথা জাগিল। কথাটা এই যে, সেই সময়ে প্রেততত্ত্ব লইয়া তদ্দেশে যে আন্দোলন চলিতেছিল,—কৈ তাহার ত কিছুই তিনি অনুসন্ধান করিয়া

দেখিলেন না। অন্য লোকের সম্বন্ধে হইলে হয়ত এরূপ কথা মনে উঠিবা মাত্র জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু কর্ণেল অলকটের ধাতু অন্য প্রকার। তিনি যে মুহূর্ত্তে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কর্ত্তব্যতা বুঝিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমার নথি পত্র ফেলিয়া স্বয়ং দোকানে গিয়া আধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানা সংবাদ পত্র ক্রয় করিয়া আনিলেন। বৈজ্ঞানিক, সৈনিক ও ব্যবহারজীবী অলকটের চিত্তে আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের গুরুত্ব বিষয়ে কদাপি কোন প্রশ্ন উঠে নাই। তবে আজ কে তাঁহার চিত্তে এ প্রশ্ন জাগাইয়া দিল? যেই হউক, ইহা সত্য যে, তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে একটি আঘাতেই তাঁহার ভাবী জীবনের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

আমেরিকায় তখন প্রেততত্ত্ব লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছিল। তথাকার চিতেনণ্ডেন গ্রামে উইলিয়ম এদি ও হোরেসিত এদি নামক দুই কৃষক ভ্রাতা বাস করিত। ইহারা অশিক্ষিত কৃষক হইলেও ভাল মিডিয়ম ছিল। ইহাদের বাটীতে প্রেত-চক্র বসিত, এবং তথায় নানা প্রেত-মূর্ত্তির স্থূল বিকাশ (materialization) সকলের দৃষ্টিগোচর হইত। এই সকল অনুষ্ঠানে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ই মাধ্যমিকের কার্য্য করিত। দলে দলে লোক গিয়া এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিত। কেহ বিশ্বাস করিত, কেহ করিত না। ফলে ইহা লইয়া দেশে খুবই বিচার আলোচনা চলিতেছিল। সে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতেই আমেরিকায় প্রেততত্ত্বের আলোচনা হইতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফক্স (Fox) ভগিনিদ্বয়ের গৃহেই আধুনিক প্রেততত্ত্বের প্রথম অভ্যুদয় বলা যাইতে পারে। তদবধি পাশ্চাত্য খণ্ডে মরণোত্তর অবস্থার প্রতি চিন্তাশীলগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং ইয়ুরোপ, আমেরিকার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রেতাহ্বান-চক্রের (spiritualistic circles) অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কৃত্রিম ও হীন-চরিত্র অর্থলোভী মাধ্যমিকের দ্বারা ঈদৃশ

অনুষ্ঠান-চক্রে যে কত প্রতারণা চলিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ প্রতারণার ফলে সত্যের অপলাপ এবং পরলোকে অবিশ্বাসী নাস্তিক সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনারূপ প্রবল বাধা সত্ত্বেও প্রেততত্ত্বের প্রতি অনুসন্ধিৎসু লোকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছে। যাহা হউক, কর্ণেল অলকট্ অনুসন্ধানার্থ এদি-গৃহে গমন করিয়া নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রেতদৃশ্যাবলীর সত্যতা নিরূপণে নিযুক্ত হইলেন। কিছু দিন পরে তিনি কোন সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া উক্ত প্রেত-দৃশ্যাবলীর আলোক চিত্র (Photographs) সহ তাঁহার পরীক্ষার বিবরণ ধারাবাহিক রূপে ঐ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। অলকটের লেখনী-প্রসূত এদি-গৃহের কৌতুহলোদ্দীপক এই সকল বিবরণ পাঠে লোকের আগ্রহ ঔৎসুক্য এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, উক্ত সংবাদ পত্র অসম্ভাবিত মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। কাগজ বাহির হইবা মাত্র নিঃশেষ হইয়া যাইত, এবং সেইজন্য বহু গুণ অধিক মূল্য দিয়াও লোকে উহা ক্রয় করিয়া পাঠ করিত।

এ দিকে মাদাম ব্লাভাস্কী তাঁহার গৃহীত ব্রতের উদ্যাপন কল্পে নিয়ত চেষ্টান্বিত থাকিলেও কি উপায় অবলম্বনে কার্য্যোদ্ধার হইবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তদানীন্তন প্রেততত্ত্বের তুলনায় আধ্যাত্ম দর্শনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পুর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য। তৎপক্ষে আমেরিকা ক্ষেত্রের ন্যায় অন্যত্র সুযোগ কোথায়? এই জন্যই তাঁহার আমেরিকায় আগমন, অথবা তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ। কিন্তু তাহার উপায় কি? উপায়ও এই খানেই মিলিল, পরন্তু তখনও ব্লাভাস্কীর তাহা অজ্ঞাত। এ হেন অবস্থায় তিনি সাধারণের আন্দোলনের বিষয়ীভূত, কর্ণেল অলকটের লিখিত বিবরণ গুলি পাঠ করিয়া এদি-গৃহে গিয়া প্রকৃত ব্যাপার কি, জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। মিশরে উপযুক্ত সাহায্য-কারীর অভাবে যে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গেল, এদি-গৃহের প্রেত-চক্রানুষ্ঠানের

সাহায্যে যদি তিনি তাহাতে পুনরায় সফল-কাম হইতে পারেন, বোধ হয় এইরূপ একটা আশাও তাঁহাকে উক্ত স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক করিল।

তিনি চিতেনণ্ডেন গ্রামে এদিদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার উদ্ভট বেশভূষা ও আকার প্রকারে অলকট একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরিহাস সহকারে নিকটস্থ একটি ভদ্রলোককে বলিলেন, "দেখুন, কেমন এক অপরূপ পদার্থ এখানে উপস্থিত।" এদি-গৃহে নানা চরিত্রের লোকের সমাগম হইত। তন্মধ্যে বিকৃত-মস্তিষ্কের সংখ্যাও কম ছিল না। অলকট প্রথম দর্শনে ব্লাভাস্কীকে এই সম্প্রদায়েরই একটি উত্তম 'নমুনা' বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু মানব চরিত্র অধ্যয়নে অলকটের চিরদিনই একটু ঝোঁক ছিল। তিনি এই অপরূপ জীবটির আকার ইঙ্গিত ভালরূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে উহার অসাধারণত্বে অলকটের চিত্তের একটা দিক অধিকার করিয়া বসিল। অবিকক্ষণ অতীত না হইতেই ধূমপান ব্যপদেশে উভয়ের মধ্যে যে দুই একটি বাক্‌বিনিময় হইল, তাহা এইরূপ :—

অলকট একটি দেশলাই জ্বালিয়া ব্লাভাস্কীকে বলিলেন,—"আপনি যদি অনুমতি করেন ত আপনার চুরটটি ধরাইয়া দিই।" ব্লাভাস্কী বলিলেন,—"সংবাদ পত্রে এদি গৃহের প্রেতদৃশ্যের বিবরণ পাঠ করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ এখানে আসিতে আমার একটু দ্বিধা বোধ হইয়াছিল, কারণ পাছে সেই কর্ণেল অলকট্ লোকটার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়া যায়।" অলকট্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সেই লোকটার সহিত সাক্ষাতে আপনার এত ভয় কিসের?" ব্লাভাস্কী বলিলেন,—"আর কিছুই নয়, ভয় কেবল এই যে, পাছে সে আমার সম্বন্ধে তাহার কাগজে কিছু লেখে।" অলকট্ বলিলেন,—"আপনার সেজন্য কোন চিন্তা নাই। কর্ণেল অলকট্ কখনই আপনার বিনা অনুমতিতে সংবাদ পত্রে আপনার নামোল্লেখ করিবে না, ইহা নিশ্চিত।" ইহা বলিয়া তিনি আত্ম পরিচয়

প্রদান করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা পরস্পরে পরিচিত হইলেন। ব্লাভাস্কী এদি-ব্যাপার কিছু কিছু দেখিলেন। তিনি অলকটকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া ঐ সকল প্রেতদৃশ্যের কারণতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই সকল মূর্ত্তি বিকাশে মাধ্যমিকের কোন প্রতারণা না থাকিলেও, উহাদের অধিকাংশই তদীয় স্থূল শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত সূক্ষ্ম শরীর কর্ত্তৃক বিভিন্ন আকার পরিগ্রহজনিত, বস্তুতঃ পরলোকগত জীবের আগমনজনিত নহে। অলকট্ প্রথমতঃ কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এরূপ কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ তিনি সতর্ক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, পরলোকগত জীবের উপস্থিতি ব্যতীত মূর্ত্তি বিকাশের অন্য কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কিন্তু বলা বাহুল্য, অলকটের মত পরিবর্ত্তনে অধিক বিলম্ব হয় নাই। যাহা হউক, এদি-গৃহের ব্যাপার সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর মত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানিতে সুব্যক্তঃ—

"আমেরিকার সংযুক্ত রাজ্যটী (The United States) যেন মিডিয়ম ও সহজাবেশযোগ্য পাত্রের একটি উর্ব্বর-ক্ষেত্র। যত মিডিয়ম এখানে, তা' কৃত্রিম অকৃত্রিম দুইই পাইবে। এই মিডিয়মগুলিকে আমি যত দেখি, ততই মানব জাতির একটা পরম অমঙ্গল চিহ্ন আমার মনে জাগে। কবিরা বলেন, ইহজগৎ ও পর-জগতের মধ্যে একটি সামান্য সূক্ষ্ম পর্দ্দা মাত্র ব্যবধান। কবিরা অন্ধ। উভয়ে কোন ব্যবধান নাই। মৃতে ও জীবিতে কেবল অবস্থার তারতম্য মাত্র বর্ত্তমান। আমাদের জড়ীয় ইন্দ্রিয়-গুলির স্থূলতাই সে তারতম্য না বুঝিবার কারণ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রামই আবার আমাদের মোক্ষের হেতু। সর্ব্ব-জ্ঞানাধারা মাতৃস্বরূপা প্রকৃতি দেবীই আমাদিগকে এই ইন্দ্রিয়গুলি দিয়াছেন। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমাদের সর্ব্বভূতাত্মজ্ঞান, এমন কি, ব্যক্তিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত অসম্ভব হইত। মৃতগণ

জীবিতের মধ্যে মিলাইয়া যাইত। আবার জীবিতগণও মৃতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত। জগতে যদি এক জাতীয় ভূত—অর্থাৎ মৃতের পার্থিব বাসনাদি-গঠিত সূক্ষ্ম দেহ-বিশেষ—থাকিত, তাহা হইলে বরং বিষয়টি উপেক্ষা করা যাইত। কিন্তু ভূতে আমরা এরূপ পরিবেষ্টিত হইয়া আছি যে, কোন না কোন প্রকারে মৃতগণ আমাদের সত্ত্বায় মিশিয়া যাইবেই। ইহা কিছুতেই রোধকরা যায় না। এমন কি, শরীর সম্বন্ধেও আমরা অল্পে অল্পে অজ্ঞাতসারে মৃতের প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছি। অজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহার কারণ শবদাহ-প্রথা এখানে অজ্ঞাত। প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত আমরা মৃত মনুষ্য ও জীব জন্তুদিগকে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিতেছি, উদরস্থ করিতেছি। আবার প্রতি প্রশ্বাসে আমরা বহিস্থ দৃশ্য-আকারহীন বায়বীয় জীব সমূহের আহার যোগাইতেছি,—তাহাদের শরীর গঠন করিয়া দিতেছি। ইহারাই কালে মনুষ্যাকার ধারণ করিবে। এইত গেল বাহ্য শরীর সম্বন্ধে। মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক ক্ষেত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। এখানেও অনবরত একই ক্রিয়া চলিতেছে। যাহারা ভবধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত—জীবিত আমরা, আমাদের এই মস্তিষ্ক পরমাণু, আমাদের বৌদ্ধিক ও আত্মিক তেজঃ, সুতরাং আমাদের চিন্তা, বাসনা, প্রবৃত্তি প্রভৃতিরও অল্পে অল্পে নিরন্তর বিনিময় হইতেছে। সমগ্র মানব-জগৎ ব্যাপিয়া এই কাণ্ড চলিতেছে,—অর্থাৎ এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিতেই সমভাবে চলিতেছে। ইহা একটি নৈসর্গিক নিয়ম। এই নিয়ম বশে বালক ক্রমে তাহার পিতামহের প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া যাইতে পারে, অথবা অন্যান্য আত্মীয় আত্মীয়ার পৃথক বা সংযুক্ত সত্ত্বায় সত্ত্বাবান হইতে পারে। মনুষ্যকে যে সময়ে সময়ে কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়, ইহাই তাহার কারণ। মানবশিশু ক্রমে ক্রমে মৃত আত্মীয়ের সূক্ষ্ম বায়বীয় পরমাণু অজ্ঞাতসারে আপন সত্ত্বায় মিলাইয়া

লইতেছিল, তাই উভয়ে এই সাদৃশ্য। কিন্তু এতদ্ভিন্ন আরও একটি নিয়ম দেখা যায়। এটী সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। সময়ে সময়ে কিছু দিনের জন্য কোন কোন স্থলে ইহার তরঙ্গ মানবসমাজ-বক্ষে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহাকে বলপূর্ব্বক, কৃত্রিম উপায়-সম্ভূত মৃত-সম্মিলন বলা যাইতে পারে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব-কালে মৃতগণ আপন আপন ক্ষেত্র ছাড়িয়া জীবিত-গণের রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ইহারা ইহাদের সমাধি-স্থল ও জীবিত কালীন বসতিস্থল অতিক্রম করিয়া বাহিরে যায় না। মনুষ্যগণ যত আগ্রহের সহিত ইহাদিগকে আহ্বান ও আদর যত্ন করিবে, তত প্রবলতার সহিত এই মহামারীর প্রকোপ বাড়িতে থাকিবে। এ রোগের স্থায়িত্ব কাল মৃতাহ্বান ব্যাপারে আগ্রহ যত্নের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। মৃতগণ তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য দ্বার উন্মুক্ত দেখিলেই আগমন করিবে। মানবীয় চৌম্বকাকর্ষণ, মিডিয়মের প্রবৃত্তি-বাসনা,—এমন কি, ক্রিয়া দর্শনলোলুপ ব্যক্তিগণের কৌতুহলমূলক আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির বৃদ্ধির সহিত এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার বিপদ বুঝিয়া যথা সময়ে এই সব ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেই মহামারীর শান্তি হয়।

"আমেরিকায় সম্প্রতি এইরূপ একটা সাময়িক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বালিকার উপর এই রোগের প্রথম প্রকাশ হইল। ইহাদের নাম ফক্স। ফক্সেরা নিজেদেরও অজ্ঞাতে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র লইয়া খেলা আরম্ভ করিল। এইরূপে আহুত ও সাগ্রহে নিমন্ত্রিত হইয়া সমগ্র মৃত সমাজ যেন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এবং অল্লাধিক বলের সহিত জীবিতদিগকে ধরিয়া বসিল। আমি ইচ্ছা করিয়া একটি মিডিয়ম-পরিবারে গিয়াছিলাম। এই পরিবারের নাম এদি। এদিরা মিডিয়মের অগ্রগণ্য। এক পক্ষকাল আমি ইহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করি। নিজেও এস্থলে অনেক পরীক্ষা করি। সে সব অবশ্য কাহাকেও বলি নাই। * *ভিক্সা! তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে রুগোদেভো গ্রামে

(পূর্ব্বোক্ত পল্লীবাসে) আমি তোমাকে দেখাইবার জন্য কি পরীক্ষা করিয়াছিলাম;—যে সকল লোক জীবিতাবস্থায় একদা সেই গৃহে বাস করিয়াছিল, আমি তথায় তাহাদের প্রেতদেহ দেখিয়া, তুমি দেখিতে পারিলে না বলিয়া, তোমার নিকট তাহাদের আকৃতি বর্ণনা করিয়াছিলাম। * * ভাবমণ্ডে কিন্তু এই কাণ্ড দিবারাত্র চলিত। আমি এখানে ঐ প্রকার কত আত্মাশূন্য প্রেতদেহ দেখিতাম। এগুলি যেন তাহাদের স্থূলদেহের ছায়ামাত্র। জীবাত্মা বহুদিন এসকল দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অর্দ্ধভৌতিক ছায়াদেহগুলি শত শত দর্শক ও মিডিয়মের জীবনী শক্তি টানিয়া লইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। আমি গুরুর উপদেশ ক্রমে এ সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিলাম। ১মতঃ— উক্ত দৃশ্য গুলির মধ্যে যে গুলি প্রকৃত ও অকৃত্রিম, সে গুলি ভারমণ্ড (চিতেনণ্ডেন পল্লী এই স্থানের অন্তর্গত) পর্ব্বতের নির্দ্দিষ্ট সীমাভ্যন্তরে যাহারা জীবিত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছে, তাহাদেরই প্রেত শরীর। ২য়তঃ—যাহাদের বহুদূরে মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের দেহ তত সম্পূর্ণ নহে,—এগুলি কতকটা প্রকৃত লোকের ছায়া আর কতকটা সে যে দর্শককে লক্ষ্য করিয়া আগমন করিয়াছে, সেই দর্শকের দেহ-সংশ্লিষ্ট তেজ পদার্থে ভাসমান ছায়ায় গঠিত হইয়া প্রকাশমান হইত। তৃতীয়তঃ— কতকগুলি দৃশ্য একেবারে মিথ্যা ও কৃত্রিম। অথবা, আমি বলি, এগুলি প্রকৃত প্রেত দেহের,—অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছায়ার—প্রতিবিম্ব মাত্র। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, ভূতগুলি মিডিয়মের সত্তা আকর্ষণ করিত না, বরং মিডিয়মই—এস্থলে এদি—দর্শকমণ্ডলীর দেহ-সংশ্লিষ্ট তেজ পদার্থ হইতে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু-বান্ধবের চিত্র অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় সত্তায় মিশাইয়া লইত। * *এই সকল কাণ্ড আমার চক্ষে অতীব বিকট—অশ্রদ্ধাবজনক বলিয়া বোধ হইত। ইহা দেখিয়া অনেক সময় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতাম,—আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইত। কিন্তু

এদৃশ্য আমাকে দেখিতেই হইত,—কিছুতেই আমার চক্ষুর অগোচর হইত না। তবে আমি ঐ সব ঘৃণ্য ছায়াজীবগুলিকে কাছে ঘেঁসিতে দিতাম না। কিন্তু প্রেতাত্মবাদী মহাশয়েরা এই ছায়াদেহ গুলিকে যেরূপ সাদর আহ্বান করিতেন, তাহা দেখিবার বিষয় বটে! ইঁহারা সেই শূন্য অনাত্ম ছায়া-দেহ সমূহে আচ্ছন্ন মিডিয়মের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কখনও শোকে ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন। কখনও দুঃখের আবেগে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন, কখনও বা সরলভাবে আনন্দস্রোতে একেবারে মগ্ন হইয়া যাইতেন। এই সব ব্যাপার দেখিয়া ইহাদেব অবস্থা ভাবিয়া আমার অন্তরে একান্ত কষ্টবোধ হইত। আমি মনে মনে বলিতাম,—'হায়! আমি যাহা দেখি, ইহারাও যদি সেই রূপ দেখিতে পাইতেন! যদি ইঁহারা জানিতে পারিতেন যে, মৃত ব্যক্তির ঐ ছায়া-দেহ তাহার পার্থিব বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, পাপেচ্ছা ও দূষিত ভাবরাশিতে মাত্র বিগঠিত, তাহা হইলে বোধ হয় ইহাদের ভ্রম দূর হইত। বস্তুত এগুলি আর কিছুই নহে। জীবাত্মা এ ছায়া-দেহে বর্ত্তমান নাই। জীবাত্মা উহা পরিত্যাগ করিয়া আপন ভোগরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। প্রেত-শরীর জীবাত্মার অনুসরণ করিতে না পারিয়া দূরে পড়িয়া রহিল। স্থূল দেহের ন্যায় এই প্রেত-দেহেরও নাশ আছে। সাধারণ মিডিয়মগণও এ ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিতে পারে। সময়ে সময়ে আমি দেখিতে পাইতাম, এইরূপ একটা ছায়ামূর্ত্তি প্রেতদেহ মিডিয়মের সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়া চক্রস্থ কোন ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিল এবং ক্রমে আপন ছায়া-শরীর বিস্তার পূর্ব্বক সে ব্যক্তির সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া ফেলিল। তৎপর আস্তে আস্তে সেই জীবন্ত শরীরাভ্যন্তরে একেবারে লুক্কায়িত হইল, যেন গাত্রের ছিদ্র সমুহ সেই ছায়াটাকে ক্রমে শোষণ করিতে করিতে একেবারে ভিতরে লইয়া গেল।"

পাঠক দেখিবেন, প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে ব্লাভাস্কী প্রেতদৃশ্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, উপরোক্ত বাক্য সেই মতেরই স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি।

তথাপি তিনি নাস্তিক ও পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের প্রতিরোধ-জন্য এক সময়ে আধুনিক প্রেততত্ত্বের সমর্থন করিয়াছিলেন। এই জন্য ডাক্তার বেয়ার্ড (Dr. Beard) নামক আমেরিকার জনৈক চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নাস্তিক যখন এদি-গৃহের সবই মিথ্যা ও প্রতারণামূলক বলিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিলেন, তখন ব্লাভাস্কী 'এদি' মিডিয়মদিগের অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ পূর্ব্বক ঐ প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। সংবাদপত্রক্ষেত্রে ইহাই তাহার প্রথম আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ঐ প্রথম লিপিতেই তিনি এরূপ মৌলিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন যে, উহা পাঠ করিয়া অবিশ্বাসীরা স্তম্ভিত হইল, এবং প্রেতবাদিরা খুবই উল্লসিত হইল, এবং সাধারণের মধ্যেও এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইহার কিছু পরেই যখন আবার তিনি প্রেতবাদিদিগের অনুসৃত মতের মিথ্যাংশ প্রকাশ পূর্ব্বক শিক্ষার্থীকে সাবধান করিয়া দিলেন, তখন উহারা তাঁহার প্রতি তীব্র আক্রমণ করিল। উহারা তাহাকে মতপরিবর্ত্তনকারী বলিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি যে এবিষয়ে কিছুই মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। তিনি নিজে এই বাদানুবাদে ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়, বোধ হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। Important note —অর্থাৎ "বিশেষ প্রয়োজনীয় টিপ্পনি" শীর্ষক তাঁহার স্বহস্ত লিখিত উক্ত মন্তব্যের সারাংশ এই "হাঁ, আমি যে প্রেততাত্ত্বিকদের সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। আমাকে অবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে হইয়াছিল। প্রেতাহ্বান-চক্রে দৃষ্ট মূর্ত্তি বিকাশ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম জাগতিক ক্রিয়াকলাপ যে সম্পূর্ণ সম্ভব, এই সত্য সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সমস্তই পরলোকগত জীবাত্মার কার্য্য, ভ্রান্ত প্রেততাত্ত্বিকগণের এই মত ও ধারণা যে মিথ্যা, ইহা

সপ্রমাণ করিবার জন্যও আমি আদিষ্ট হই। আমি তখন জনসাধারণকে জানাইতে ইচ্ছা করি নাই যে, আমি স্বয়ং ইচ্ছা মাত্র ঐ সকল দৃশ্য উৎপন্ন করিতে পারিতাম। ইহা জানাইতে আমার প্রতি আদেশ ছিল না। অথচ আমাকে এই সকল অনুষ্ঠানের সম্ভাব্যতা ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে, জড়বাদ হইতে যাহারা সবে প্রেততত্ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে মিডিয়মের প্রতারণায় যাহাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হইয়াছে, তাহাদের সন্দেহ দূর করিতে হইবে। এ অবস্থায় সুতরাং আমাকে কতক মহাত্মাগণের সাহায্যে, কতক বা নিজ ইচ্ছা শক্তি চালনা দ্বারা, কতক বা ভূতযোনী দ্বারা নানা প্রকার মূর্ত্তি বিকাশ পূর্ব্বক তাদৃশ লোকের ক্ষীণায়মান বিশ্বাসকে পুনরায় দৃঢ় করিতে হইয়াছিল। মিডিয়ম প্রকৃত পক্ষে অবিশ্বাসযোগ্য হইলেও, এবং মৎকৃত ক্রিয়ায় মিডিয়মের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, তাহারা বিশ্বাস করিল, মিডিয়ম দ্বারাই উহা সম্পন্ন হইয়াছে। আমিও তাহাদের এই বিশ্বাসে আঘাত করা তখন যুক্তিসঙ্গত মনে করি নাই। আমি কি অন্যায় করিয়াছি? সমাজ তখনও যোগ দর্শন বুঝিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। অবিশ্বাসীরা প্রথমতঃ জানুক, ও বিশ্বাস করুক যে, একটা স্থূলাতীত সূক্ষ্ম জগৎ আছে, এবং সূক্ষ্ম শরীরীগণের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে,—তা' মৃতদিগের আত্মাই হউক বা ভূতযোনীই হউক। তাহারা প্রথমতঃ বুঝুক যে, মানুষের এমন ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা সে এই পৃথিবীতেই দেব-পদবাচ্য হইতে পারে।

"আমার মৃত্যুর পর বোধ হয় লোকে আমার উদ্দেশ্যের নিঃস্বার্থতা বুঝিতে পারিবে। আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি যে, যত দিন জীবিত থাকিব, মানব সমাজকে সত্যের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। এই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করিব। লোকে আমার নিন্দা করুক, কুৎসা করুক, আমাকে মিডিয়ম বলুক, প্রেতবাদী বলুক, বা প্রতারক বলুক, যাহা ইচ্ছা বলুক, কোন ক্ষতি নাই। এমন দিন আসিবে, যখন ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমার কথা বুঝিতে পারিবে। হায়! নির্ব্বোধ, দুষ্টচিত্ত মানব!"

আমাদের বিশ্বাস, ব্লাভাস্কীর চরিত্র লোকে যতই আলোচনা করিবে, ততই তাঁহার নিষ্কপট আত্মত্যাগের বিষয় লোকে বুঝিতে পারিবে। সম্প্রদায় বিশেষের শত নিন্দা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি নিরপেক্ষ লোকে ন্যায় বিচার করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্লাভাস্কী-প্রযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় অলকটের নেত্র যতই উন্মীলিত হইতে লাগিল, ততই তিনি আধ্যাত্ম ব্যাপারের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অংশের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন, এবং ততই তিনি ব্লাভাস্কীর চরিত্র-মহাত্ম্যে অধিকতর শ্রদ্ধান্বিত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাব এদ্দি-গৃহের পরীক্ষা-সম্বলিত, ব্লাভাস্কীর সহিত পবিচয়ের অব্যবহিত পর প্রকাশিত, "পরলোকগত জীব" (People from the other world) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"এই মহিলার (ব্লাভাস্কীর) জীবন আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। ইনি যে সব সাহসিক কার্য্য করিয়াছেন, যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত লোকের দর্শন লাভ করিয়াছেন, জলে স্থলে যে সকল বিপদে পতিত হইয়াছেন,—সে সব বৃত্তান্ত একত্রিত করিলে একখানি অত্যাশ্চর্য্য গল্প পুস্তক রচিত হইতে পারে। তেমন বিস্ময়কর জীবনবৃত্তান্ত কোন জীবনী-লেখক লিখেন নাই। আমি আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত, এবং যদি বলিতে দোষ না হয় ত বলি—এমন ঔৎকেন্দ্রিক (Eccentric) চরিত্র আর দেখি নাই।"

মহামতি অলকট ব্লাভাস্কীর নিকট যে নব আলোক প্রাপ্ত হইলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথায় শুনুন ঃ—"নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ-ফলে আমরা দুইজনে মিলিত হইলাম। এবং একটি মহাপুরুষ-মণ্ডলীর মহোচ্চ আদেশ উপদেশ দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই কার্য্যের (পরাবিদ্যা সমিতির কার্য্যের) জন্য উভয়েই জীবন উৎসৃষ্ট করিলাম। এই মহাপুরুষ-মণ্ডলীর মধ্যে এক জনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, মহৎ দৃষ্টান্ত, অপূর্ব্ব জনহিতৈষণা, গভীর ধীরতা, এবং পিতৃসুলভ মঙ্গল চিন্তা বিশেষরূপে আমাদিগকে

বর্ত্তমান কর্ত্তব্য পথে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইঁহার মহিমা গুণে সন্তান যেমন পিতাকে ভক্তি ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকে, আমরাও ইঁহাকে সেই চক্ষে দেখিয়া থাকি। এমন সব মহাপুরুষ যে জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহাদেব নিকট যে এরূপ উচ্চ আধ্যাত্ম জ্ঞান দর্শন সংরক্ষিত আছে তাহা ব্লাভাস্কীই আমাকে জানাইলেন। এজন্য এবং পবে স্বয়ং মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সেই মহাত্মাবর্গের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য মাদাম ব্লাভাস্কীর নিকট আমি চিরঋণী।"

প্রায় পক্ষান্তে ব্লাভাস্কী এদি-গৃহ হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। অলকটও কিছুদিন পবে তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিলেন এবং সর্ব্বদা ব্লাভাস্কীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

এই সময় ব্লাভাস্কীর জীবন-লীলায় এক প্রহসনের অভিনয় হইল। এটী তাঁহাব পুনর্ব্বিবাহ। মিঃ বি নামক জনৈক ভদ্রলোক নিউইয়র্কে সওদাগরি ব্যবসায় কবিতেন। কি জানি কেন, কি কুক্ষণে, সে ব্লাভাস্কীর চরিত্রের এক জন অতীব অনুরাগী উপাসক হইয়া উঠিল। ক্রমে উহার সানুরাগ উপাসনা একটি আকার ধারণ করিল। এটী তাহার ব্লাভাস্কীর সহিত বিবাহেচ্ছা। এই মুগ্ধচিত্ত নির্ব্বোধ তাহার সমস্ত বৈষয়িক কার্য্য অবহেলা করিয়া ব্লাভাস্কীর পাণিলাভের জন্য কৃতচেষ্ট হইল। ব্লাভাস্কী কর্ত্তৃক বার বার ধিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াও এই লোকটি সাময়িক উন্মাদ বশে তাহার সংকল্প হইতে বিরত হইল না। ব্লাভাস্কী যখন কিছুতেই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইলেননা, তখন সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল। ঘটনা এতদূর গড়াইয়াছে দেখিয়া ব্লাভাস্কী সেই উন্মাদকে বলিলেন যে, সে তাঁহার কার্য্যে বা স্বাধীনতায় কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহার প্রস্তাবে সম্মত আছেন। আর বিবাহ হইলেও তাহার নামের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। মিঃ বি তৎক্ষণাৎ সকল সর্ত্তে সম্মত হইয়া বলিল, ব্লাভাস্কীর অসাধারণ চরিত্র-সংযোগে ত

স্বীয় জীবনের উচ্চতর চরিতার্থতা লাভের আশাই এই বিবাহ-চেষ্টার একমাত্র কারণ, তদ্ভিন্ন এই বিবাহের মূলে তাহার অন্য কোন স্বার্থ বা পার্থিব লিপ্সা নাই। বিবাহ হইল। কয়েক মাস কাটিয়া গেল। দুর্ব্বলচিত্ত মিঃ বি প্রকৃতি-বশে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া স্বামীত্বের অধিকার স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। ব্লাভাস্কী ইহার লক্ষণ বুঝিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মিঃ বির সকাতর অনুনয় বিনয় সবই বিফল হইল। অবশেষে আইনানুসারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া অভিনয়ের শেষ হইল!

শান্তনু গঙ্গাদেবীর অপার্থিব রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলে, দেবী বলিলেন,—'তুমি কখনও আমার কোন কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না।' শান্তনু বলিলেন,—'তথাস্তু।' কিন্তু পরে নিজ প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া দেবীর পুত্র-হত্যারূপ কার্য্যে আপত্তি করিবা মাত্র তিনি অন্তর্হিত হইলেন। শান্তনুর ক্রন্দন আর তাঁহার কর্ণে পশিল না। অদ্ভুত-চরিত্রা ব্লাভাস্কীর এই দ্বিতীয় পরিণয় ব্যাপারে আমাদের উক্ত পৌরাণিক আখ্যানটি মনে পড়ে। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ইহা কাহার পরীক্ষা,—ব্লাভাস্কীর, না সেই দুর্ব্বলচিত্ত উন্মত্ত বিবাহার্থীর? ব্লাভাস্কী বলিয়াছেন, কোন কর্ম্ম-ক্ষয়ের জন্য তাঁহার এই ভোগ, অর্থাৎ ইহা তাঁহার অদৃষ্ট। পরীক্ষাই হউক বা শিক্ষাই হউক,—আমরাও বলি তাই।

ক্রমে কর্ণেল অলকট ব্যতীত আরও কয়েকটি সুশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি আনায়েষে ব্লাভাস্কীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহাঁদের নিকট প্রাচ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন, এবং আত্মশক্তিবলে দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার যুক্তিযুক্ততা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরাবিদ্যা-সমিতি-স্থাপন।

পূর্ব্বোক্ত কতিপয় বিদ্যার্থী মিলিয়া ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে "মিরাকেল-ক্লব" (Miracle Club) নাম দিয়া একটি অলৌকিক ক্রিয়ানুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিলেন। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ব্লাভাস্কী-কথিত যোগতত্ত্ব তখনও ইহারা ভালরূপ ধারণা করিতে পারেন নাই। ইঁহারা খুব উচ্চশিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ প্রত্নতাত্ত্বিক, কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ কবি, কেহ বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা। অনেকেই উচ্চ উপাধিভূষিত এবং সকলেই আপনাপন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু হইলে কি হয়, আত্মশক্তি সম্বন্ধে ইহারা অজ্ঞ। ব্লাভাস্কীর শক্তি দেখিয়া ইহাঁরা চমৎকৃত, কিন্তু তত্ত্ব বুঝেন না। আবার এদিকে প্রেত-বাহিত মিডিয়মের ব্যাপারে ইহাঁদের চিত্ত অধিকৃত। দুইয়ের পার্থক্য বুঝাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া ব্লাভাস্কী উক্ত সভা স্থাপনে সম্মত হইলেন। লোকের কোন সন্দেহ না হইতে পারে, এজন্য স্থির হইল যে, প্রেতাহ্বান-চক্রে যেরূপ রাত্রিতে মন্দালোকে কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উক্ত সভার কার্য্যাদি তদ্রূপ না হইয়া দিবা ভাগে নির্ব্বাহিত হইবে। এজন্য অকৃত্রিম সচ্চরিত্র মিডিয়মের প্রয়োজন হইল। কিন্তু সেরূপ মিডিয়ম পাওয়া দুষ্কর হইল। একটি লোককে ভদ্রশ্রেণীভুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়ম বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহার আচরণে সাধারণ মিডিয়মশ্রেণী কতদূর নৈতিক দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার দারিদ্র্য দুঃখ কাহিনী শুনিয়া ব্লাভাস্কীর চিত্তে করুণার উদ্রেক হইল। তাঁহার হাতে তখন অর্থ ছিল না, কিন্তু তজ্জন্য তিনি মুহূর্ত্ত চিন্তা না করিয়া নিজের একগাছা মূল্যবান স্বর্ণহার বন্ধক রাখিয়া উহাকে অর্থ-সাহায্য করিলেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সে তৎপরিবর্ত্তে

ব্লাভাস্কীর বিরুদ্ধে নানা নিন্দাপ্রচার করিয়া মিডিয়মকুলের অধোগামিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিল। আবার এই সকল লোকেই প্রেতাহ্বান চক্রে উপযুক্ত 'আধার' বলিয়া অনেক সময় খুব 'বাহবা' পাইয়া থাকে। ব্লাভাস্কীর নিকট ইহাদের প্রতারণা ধরা পড়িতে অধিক বিলম্ব হইত না। যাহা হউক, অসন্দিগ্ধ-চরিত্র উপযুক্ত মিডিয়মের অভাবে উক্ত সভা উঠিয়া গেল।

সভা উঠিয়া গেলও, যে কয়েকটি জ্ঞানপিপাসু সুশিক্ষিত লোক ব্লাভাস্কীর গৃহে একত্রিত হইতেন, তিনি স্বীয় সুবিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে তাঁহা-দিগকে নানা রত্ন উপহার দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহাদের তত্ত্ববিদ্যা লাভার্থ উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার গৃহে এই সকল সান্ধ্য-সমিতিতে সর্ব্বদিকব্যাপী বিদ্যার আলোচনা হইত। পরা, অপরা, সকল বিদ্যা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যথা—কাব্য, ইতিহাস, পুরাণ, জীব তত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জড়চৈতন্য, প্রকৃতি-তত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ, রসায়ন, ইন্দ্রজাল, বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও উপাসনা প্রণালী, ইত্যাদি। এই প্রকার বিবিধ প্রসঙ্গের সতেজ আলোচনায় রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। উপস্থিত সকলেই সাগ্রহে ও সোৎসাহে ইহাতে যোগদান করিতেন।

সেপ্টেম্বর মাসে ফেল্ট (Mr. Felt) নামক একজন কৃতবিদ্য বৈজ্ঞা-নিক মিসরের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাপ্রদান করিলেন। আমাদের দেশে দেবদেবীর উদ্বোধন ও আকর্ষণ কল্পে যেরূপ নানা যন্ত্রাদির ব্যবস্থা আছে, বক্তা মিসরের প্রাচীন জ্ঞানিগণের মধ্যে পূর্ব্ব প্রচলিত কিন্তু অধুনা-লুপ্ত তদ্রূপ নানা জ্যামিতিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে অতীব রহস্যময় ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিস্মিত করিলেন। তিনি বলিলেন, এই সকল যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া পুরাতন মিসরীয় জ্ঞানিগণ উপ-দেবতা ও ভূতযোনীর (Elementals and naturespirits) আকর্ষণ করিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি নিজে উক্ত প্রয়োগকৌশল অবলম্বনে ভূত-যোনীর আকর্ষণ করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বক্তৃতা শুনিয়া সকলের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। এবং এই বিষয়ে সভ্যদের মধ্যেও খুব আলোচনা হইল। বক্তৃতা শুনিবার সময়ে কর্ণেল অলকটের মনে একটি প্রশ্ন উদিত হইল। একটী সমতি স্থাপন পুর্ব্বক এইরূপ তত্ত্ব বিদ্যাব উৎসাহ দিতে পারিলে ভাল হয় নাকি? সভাস্থলে প্রশ্নটী উত্থাপিত করিবার পুর্ব্বে তিনি একখণ্ড কাগজে উহা লিখিয়া মিঃ জজের হাত দিয়া ব্লাভাস্কীকে দেখাইলেন। ব্লাভাস্কী নীরব ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন। ব্লাভাস্কীর সম্মতি পাইয়া কর্ণেল অলকট বক্তৃতান্তে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তদানীন্তন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ, ধর্ম্মে বিজ্ঞানে কলহ, নাস্তিকে প্রেততাত্ত্বিকে কলহ, প্রভৃতি নানাবিধ কলহ-জনিত বিচ্ছিন্ন সমাজেব শোচনীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, যদ্দ্বারা সর্ব্ব বিবাদ-মীমাংসক প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যা ও রহস্য-তাত্ত্বিক-গণের জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এইরূপ একটী সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় এই স্থলেই সভাভঙ্গ হইল। পরদিন যথা সময়ে সভার পুনরাধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব কর্য্যে পরিণত হইল। মোট ষোলজন সভ্য লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইল। তন্মধ্যে ম্যাদাম ব্লাভাস্কী ব্যতীত মিসেস ব্রিটেন নাম্নী আর একটী মহিলাও ছিলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর, পর সপ্তাহের অধিবেশনে, সমিতির নামকরণ হইল। নামকরণ লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইল, এবং কেহ এক প্রকার, কেহ অন্য প্রকার নামের প্রস্তাব করিলেন। জনৈক সভ্য অভিধানের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে "Theosophy." শব্দটী প্রাপ্ত হইলেন। এই শব্দটী (Theos = God, Sophia = wisdom। অতএব Theosophy = God-wisdom —ব্রহ্মবিদ্যা।) সকলের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যুক্তি-যুক্ত ও সমিতির উদ্দেশ্যবাচক বলিয়া মনোনীত হইল, এবং তদনুযায়ী সমিতির নাম হইল,—"The Theosophical Society" অর্থাৎ "পরা-

বিদ্যা-সমিতি।”

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কর্ণেল অলকট সমিতির সভাপতি, এবং ব্লাভাস্কী লিপি-সম্পাদিকা নিযুক্ত হইলেন। অপর সভ্যগণ, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য পদ গ্রহণ করিলেন। ৩০শে অক্টোবরের অধিবেশনে সমিতি-পরিচালনের নিয়মাবলী উপস্থাপিত ও গৃহীত হইল। এবং ১৭ই নভেম্বর কর্ণেল অলকট সভাপতিরূপে তদীয় প্রাথমিক বক্তৃতা প্রদান করিলেন। অলকটের এই প্রাথমিক অভিভাষণ এক দিকে যেমন সমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অকাট্য সিদ্ধান্তস্বরূপ, অন্য দিকে তেমনি উহার উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার স্বীয় গভীর স্থির নিশ্চয় বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ব্লাভাস্কী-গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া যে ক্ষুদ্র সমিতির পত্তন করিলেন, উহার দৃষ্টি কতদূর ব্যাপক, ও উদ্দেশ্য কতদূর মহৎ, তাহা তাৎকালীন নিয়ম পত্র হইতে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। যথা,—

(১) মানবের আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির উদ্বোধন করা।

(২) যথাযোগ্য অনুসন্ধান এবং যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দ্বারা যদি স্থিরীকৃত হয় যে, প্রচলিত কোন বিশ্বাস অর্থশূন্য ও ন্যায়বিরুদ্ধ গোঁড়ামি মাত্র, তবে উহা কোন ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসই হউক, অথবা অলৌকিক বিষয়ে অযথা বিশ্বাসই হউক, সেরূপ বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করা।

(৩) সর্ব্ব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাবের সম্বর্দ্ধন করা, এবং যুক্তি পরামর্শ, তথ্য সংগ্রহ ও দিগ্দেশস্থ উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা সভা সমিতির সহযোগাদি উপায়ে সর্ব্ব জাতির শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের পরস্পর বিনিময়ে সহায়তা করা। কিন্তু এই সাহায্য আনুকুল্যাদি উপকারের জন্য সমিতি ‘শতকরা’, বা অন্য কোন প্রতিদান গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) নৈসর্গিক নিয়মের অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞান লাভ, এবং সেই জ্ঞান প্রচার করা। বিশেষতঃ আধুনিক মানবগণ যে সকল নিয়মাদি সম্বন্ধে

কিছুই অবগত নহে, সুতরাং যাহাকে গুপ্ততত্ত্ববিদ্যা বলা হইয়া থাকে, তাহারই সমধিক অনুশীলন ও প্রচার করা। প্রচলিত কুসংস্কার ও পৌরাণিক গল্প-কথা যতই অস্বাভাবিক বা কাল্পনিক হউক না কেন, মূলানুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্দ্বারা বহুকাল-বিস্মৃত অনেক প্রাকৃতিক গুপ্ততত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। সুতরাং সমিতি এইরূপ অনুসন্ধান পথ অনুসরণ পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অভিজ্ঞতা ক্ষেত্রের অধিকতর বিস্তার করিতে যত্নপরায়ণ হইবেন।

(৫) দর্শন জ্ঞানমূলক নানা প্রাচীন প্রবাদ ও উপখ্যানাদি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজের পুস্তকাগারে স্থাপন করা। এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যদি অনুমতি দেন, তবে সেই সকল দর্শন জ্ঞান জগতে প্রচার জন্য যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করা, যথা,—সারবান মূলগ্রন্থের আংশিক বা সম্পূর্ণ সটীক অনুবাদ প্রকাশ, অথবা কৃতবিদ্য জ্ঞানবান লোক দ্বারা মৌখিক উপদেশ প্রদান।

(৬) স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে দেশে দেশে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার উন্নতি কল্পে সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা।

(৭) পরিশেষে, প্রধান কর্ত্তব্য এই যে,--সমিতির প্রত্যেক আত্মোন্নতি-প্রয়াসী সভ্যকে, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভার্থ সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা। কিন্তু কোন সভ্যই প্রধান বিভাগের (First section) কোন সদস্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞান স্বার্থের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে পারিবেন না। যিনি এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। এইরূপ জ্ঞানোপদেশ লাভের পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকেই অঙ্গীকার-বদ্ধ হইতে হইবে যে, তিনি কখনও লব্ধ জ্ঞান স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিবেন না। অথবা উপদেষ্টার অনুমতি ব্যতীত কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

সিনেট মহোদয় লিখিয়াছেন,—"এই বিরাট অনুষ্ঠান পত্রের দিকে মৈত্র-

পাত করিলেই, ব্লাভাস্কীব প্রকৃত উদ্দেশ্যের একটা অস্পষ্ট ছায়া সকলে দেখিতে পাইবেন। সে মহৎ উদ্দেশ্য কি? প্রাচ্য দেশীয় মহীয়সী তত্ত্ববিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান মহিমাব কথঞ্চিৎ আভাস-চিত্র জগৎ সমক্ষে ধাবণ কবা। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতীর সংস্কাব ও মঙ্গল কল্পে নিয়োজিত ব্লাভাস্কীব নব-দীক্ষিত শিষ্যবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত উপবোক্ত বিবাট অনুষ্ঠান পত্রেব মধ্য হইতে অস্পষ্ট ভাবে এই মহৎ উদ্দেশ্যেব অলোক-বেখা বহির্গত হইতেছে। কিন্তু এরূপ একখানি অনুষ্ঠান পত্র বোধ হয় আমেবিকা ভিন্ন অন্য কোন দেশে প্রচাবিত হইত কি না, সন্দেহ। কার্য্য যতই কেন বিবাট বা বৃহৎ না হউক, আমেবিকাবাসী কখনও উহা হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবাব লোক নহে, বা উহাব অসম্ভবনীয়তা ভাবিয়া উপহাস পূর্ব্বক উডাইয়া দিতেও প্রস্তুত নহে।”

নিন্দা, গালি ও অন্যায় আক্রমণেব সম্পূর্ণ প্রত্যাশা কবিয়াও কর্ণেল অলকট সমিতিব কার্য্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। কেন? তাঁহাব দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই ক্ষুদ্র সমিতিব পশ্চাতে এমন এক মহীয়সী শক্তি বর্ত্তমান, যাহার গতি কিছুতেই বোধ কবিবাব উপায় নাই। সেই শক্তি সত্যেব শক্তি। ইহা তিনি উচ্চ কণ্ঠে তাঁহাব প্রাথমিক অভিভাষণে ব্যক্ত কবিয়াছিলেন। * তিনি বলিতেছেন, সমাজেব কতকাংশ কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন, কতকাংশ জড়বাদে নিমজ্জিত। যুক্তিবাদীবা পাদবী-কথিত অযৌক্তিক, প্রচলিত বাইবেল-ধর্ম্মমতেব নিগড হইতে মুক্তিব জন্য ছট্‌ ফট্‌ কবিতেছে। কিন্তু কোথায়ও শান্তি নাই,

* "What is it then, which makes me say what in deepest seriousness and a full knowledge of its truth I have said,... risking abuse, misrepresentation and every vile assault? It is the fact that in my soul I feel that behind us,......there gathers a mighty power that nothing can withstand—the power of

আলোক নাই, সান্ত্বনা নাই। শান্তির জন্য নবীন প্রেততত্ত্বের দিকে গিয়া দেখিল, সেখানে ঘোরতর পাপাচার, প্রতারণা কলুষিত স্বাধীন প্রেমের লীলা খেলা চলিয়াছে! পরবিদ্যা-সমিতি বিবাদের স্থলে শান্তি, বন্ধনের স্থলে মুক্তি, শূন্যবাদের স্থলে আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্থাপন পূর্ব্বক

---

truth! Because I see around us a multitude of people of many different creeds worshipping, through sheer ignorance, shams and effete superstition ··· Because I feel, as a sincere theosophist that we shall be able to give to science such evidences of the truth of the ancient philosophy, and nhe comprehensiveness of the ancient science that her drift towards atheism will be arrested.

About us we see the people struggling blindly to emancipate their thought from ecclesiastical despotism—without seeing more than a faint glimmer of light in the whole black horizon of their religious ideas······when they turn to spiritualism for comfort and conviction, they encounter such a barrier of imposture, tricky mediums, lying spirits and revolting social theories, that they recoil with loathing...The protestant sects begin with the fatal assumption that an infallible and inspired Bible will bear the test of reason, and so forecast their own doom......The catholic church..... enraged at the progress of the age which has extinguished her penal fires, destroyed her torture chambers, blunted her axe,...is working silently, cunningly and with intense eagerness to regain her lost supremacy. If I rightly apprehend our work, it is to aid in freeing the public mind of theological superstition and a tame subservience to the arrogance of science ··To the protestant and catholic sectaries we have to show the pagan origin of many of their most sacred idols and most cherished dogmas; to the liberal minds in science, the profound scientific attainments of the ancient magi. Society has reached a point where something must be done, it is for us to indicate where that something may be found." Vide "Inaugural address of the President Founder of the T. S."

সত্যজ্ঞান প্রচার করিবে। সমাজের এমন এক সঙ্কটময় অবস্থা আসিয়াছে যে, এই সত্য জ্ঞান প্রচারের উদ্যোগ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রয়োজন সময়েই ব্লাভাস্কির অভ্যুদয় হইল। আর বর্ত্তমান সময়ে ব্লাভাস্কি উক্ত সত্য জ্ঞানের একটী আধার রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন। নেত্রবান নিরপেক্ষ সমালোচকের ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই অলকট বলিয়াছেন, ভবিষ্যতের ধর্ম্মেতিহাস-লেখকের নিকট এই সমিতি কখনই উপেক্ষিত হইবে না,—ইহা নিশ্চিত।—

"In future times, when the impartial historian shall write an account of the progress of religious ideas in the present century, the formation of this Theosoppical society will not pass unnoticed. This much is certain.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরাবিদ্যা সমিতি।

১৮৭৫ সালের ১৭ই নবেম্বর যাহা তিনি 'নিশ্চিত' বলিয়াছিলেন, আজ তাহা নিশ্চিততম। ঐ দিবস তিনি যাহা কেবল "উপেক্ষিত হইবে না' বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, আজ তাহা উপেক্ষিত হইলে পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসে একটী প্রকাণ্ড ফাঁক থাকিয়া যাইবে, সুতরাং সে ইতিহাস যে নিতান্তই অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ ও অশ্রদ্ধেয় হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ দিবস ব্লাভাস্কির অগ্নিময় শিক্ষার অপূর্ব্ব আলোক ভাণ্ডার হইতে যে দীপটী জ্বালাইয়া অলকট ক্ষুদ্রায়তন সমিতির সমক্ষে ধারণ করিলেন, আজ তাহার দীপ্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত। আজ সেই আলোক দৃষ্টে পৃথিবীর বহুসংখ্যক নরনারী নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছেন।

ক্রমে একটী দুইটী করিয়া সভ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মনস্তত্ত্বের আলোচনায় ইহাঁদের চিন্তা অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইল। প্রাচ্য দেশের যোগীরা মনের ক্রিয়া করেন, আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মনঃ-শক্তি লইয়া একটু একটু নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। কিন্তু উভয়ে পার্থক্য কত! পাশ্চত্য দেশে মনকে বিকল ও পরবশ করিয়া প্রেতবাহী মিডিয়মের ক্রিয়া, আর প্রাচ্য দেশে সাধন দ্বারা মনকে বিকশিত করিয়া ও সবশে রাখিয়া বিজয়ী বীরের লীলা। কিরূপে প্রাচ্য যোগীর পদানুসরণ করা যায়, মানুষ কি উপাদানে গঠিত, তাহার জ্ঞানের সীমা কতদূর বিস্তৃত, প্রকৃতি-রাজ্যে মানবের স্থান কোথায়,—ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার আলোচনা এবং যতদূর সম্ভব পরীক্ষা দ্বারা (Experimentally), সমাধান করিতে ইহাঁরা অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহাতে কতদূর বীরত্ব,

পরিশ্রম ও সুদীর্ঘ সাধনা আবশ্যক. তাহা বোধ হয় ঐ সকল বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। কেননা, দেখা গেল ইঁহাদের অনেকেই সদ্যফলাকাঙ্ক্ষী। মিঃ ফেল্‌ট প্রস্তাবিত পরীক্ষা প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলেন। আবার ব্লাভাস্কিও পূর্ব্বের ন্যায় লোকের ইচ্ছামত অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনে অনিচ্ছুক হইলেন। বোধ হয়, সভ্যদের আগ্রহ পরীক্ষা তাঁহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ইহাও মনে করিলেন যে, যাহা সদ্যপ্রাণকর, অনেক সময়ে তাহাই সদ্যপ্রাণহর হইয়া থাকে। সুতরাং সসার সমিধ ব্যতিরেকে তিনি তৃণের দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে প্রস্তুত হইলেন না। অনেক সভ্য সমিতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের অনেকে হতাশ হইয়া অলসতার অঙ্কে গা ঢালিয়া দিলেন। এইরূপ প্রীতি-বিরাগ, সংশয়-আন্দোলন, মিলন-বিচ্ছেদ, আশা-নিরাশার প্রাথমিক স্তর ভেদ করিয়া জগতের প্রত্যেক মহদনুষ্ঠানকেই সফলতার রাজ্যে উঠিতে হইয়াছে। সভ্যদের পৃষ্ঠভঙ্গে একটী সুফল হইল। কেবল কৌতুহল চরিতার্থ করিতে, এবং নিত্য নব নব অলৌকিক ক্রিয়া হইতে আমোদ উপভোগ করিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, পরিশ্রমী ও আত্মত্যাগী সভ্যগণ সেই সকল লোকের সংসর্গ মুক্ত হইয়া অলকট ও ব্লাভাস্কির সহায় স্বরূপ রহিলেন। আর এই দুই জন? সমস্ত বাধা-বিপত্তি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যে ইহারা হৃদয়ে আশার আলোক সমুজ্জ্বল রাখিয়া অদম্য উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। কর্ণেল অলকট লিখিয়াছেন, সমিতির সেবায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস এবং উভয়েরই গুরুর উপর বিশ্বাস এরূপ অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল যে, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও উহা বিচলিত হইবার নহে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, আরব্ধ কার্য্যের সফলতা অনিবার্য্য।

ব্লাভাস্কি এই সময়ে এক গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেও তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন-বাহুল্যে স্বীয় ওজঃশক্তি বিক্ষেপের ইচ্ছা ও অবসর নিতান্তই অল্প ছিল। এই সময়ে তাঁহার 'আইসিস্ অন্‌ভেল্ড' * (Isis unveiled) নামক বিরাট গ্রন্থ লিখিত হইতেছিল। ১৮৭৫ খৃঃ হইতে ১৮৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত দুইবর্ষব্যাপী অমানুষিক পরিশ্রমের পর গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। অলকট্ ও ব্লাভাস্কি একটী নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়েই তথায় বাস করিতেছিলেন। বাড়ীটীর নাম ব্লাভাস্কি 'লামাশ্রম' (Lamassary) রাখিয়াছিলেন। এই লামাশ্রমে বাস কালীন উভয়েই গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। ব্লাভাস্কির অদ্ভুত পরিশ্রম শক্তি দেখিয়া লোকে অবাক হইত। তিনি সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে লিখন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেবল আহারের সময় ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইত না। অল্‌কট্ ব্যবহারজীবী ছিলেন। সমস্ত দিন তাঁহার ব্যবসায় কার্য্যে কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ব্লাভাস্কির কার্য্যে যোগদান করিতেন। রাত্রি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্য চলিত। শরীর যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত, আর চলিত না, তখনই তাঁহারা বিশ্রামার্থ গমন করিতেন। এইরূপে দিনের পর দিন, ক্রমান্বয়ে দুই বৎসরের পরিশ্রম ফলে, পুস্তক সম্পূর্ণ হইল। ইতিপূর্ব্বে ব্লাভাস্কিকে কেহ কোন সাহিত্যিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখে নাই। সে দিকে তাঁহার যে কখন কোন চেষ্টা ছিল, তাহাও আমরা শুনি নাই। অথচ সহসা তিনি এই গ্রন্থলিখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অমানুষিক পরিশ্রম শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। গ্রন্থের প্রণয়ন ব্যাপার আরও বিস্ময়কর।

---

* প্রাচীন মিশরে জ্ঞান ও সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'আইসিস্'। এই দেবী মূর্ত্তিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইত। বোধ হয় গূঢ় তত্ত্ববিদ্যা সাধারণের দৃষ্টিবহির্ভূত—ইহাবুঝাইবার জন্য এরূপ করা হইত। Isis unveiled—আবরণ-মুক্ত আইসিস্ অর্থাৎ তত্ত্ব-প্রকাশিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ত দূরের কথা, পুঁথিগত বিদ্যা যে তাঁহার অতি সামান্যই ছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু এইগ্রন্থ প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম সমূহের অভূতপূর্ব্ব আলোচনায় পূর্ণ। শুধু তাহাই নহে। লুপ্ত বা অতীব দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাতীত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যে এই গ্রন্থ অলঙ্কৃত। কেবল উদ্ধৃত বাক্যরাশীর দিক্ দিয়া দেখিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, নানাবিদ্যা পারদর্শী-অশেষগ্রন্থাধ্যায়ী কোন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারাই উহা সম্ভব। ঈদৃশ কোন মনীষী যদি জগতের যাবতীয় চিন্তারাশীর সংগ্রহস্থল স্বরূপ ব্রিটিশ মিউজিয়মের (British Museum) ন্যায় বৃহৎ পুস্তকাগারের গ্রন্থসমূহের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া নিরন্তর পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উহার প্রণেতা সম্বন্ধে কতকটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইত। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রণেত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্লাভাস্কি,—যিনি কখনও কোন বিদ্যালয়ে পদার্পণ করিলেন না, কোন পুস্তকালয়ের সহিত কোন কালে সম্বন্ধ রাখিলেন না, দর্শন বিজ্ঞান বা অন্য কোন গভীর গবেষণামূলক কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন না, জীবনের অনেক সময় যিনি কেবল উদ্ভ্রান্ত ভ্রমণে, অর্দ্ধসভ্য জাতিদের সহিত সংসর্গে, এবং কেবল কার্য্যকরী তত্ত্ববিদ্যার সন্ধানে দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন,—সেই ব্লাভাস্কি কর্ত্তৃক এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন এক রহস্যময় ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বিদ্যার আয়তন ও সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা—যাহা বড় জোর একশতের বেশী হইবে না,—সম্পূর্ণরূপে উহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করে। ব্যবহারিক ভাবে তাঁহাকেই গ্রন্থকর্ত্তৃ বলিয়া ধরিতে হইবে। আবার ব্যবহারিক ভাবে তাঁহার যে তদুপযুক্ত জ্ঞান, বিদ্যা ও অধ্যয়নের একান্ত অভাব ছিল, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি, যে ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত, সে ভাষায়ও তাঁহার ভালরূপ অধিকার

ছিল না। সুতরাং ইহা একটী রহস্যময় ব্যাপার নয় কি? জগতের কোন কোন মহাপুরুষ নিরক্ষর হইয়াও যুগান্তরকারী গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ইহার মূলে কেহ বলেন, সাধনলব্ধ শক্তি; কেহ বলেন, ভগবৎ কৃপালব্ধ শক্তি; কেহ বলেন, দৈববল, ইত্যাদি। ব্লাভাস্কি তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজে কি বলেন, তাহা শ্রোতব্য। তিনি "আমার গ্রন্থ" নামক একটী প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই গুলি অস্বীকার করিবার উপায় নাই:—"১৮৭৩ খ্রীঃ যখন আমি আমেরিকায় আসিলাম, তখন আমি ইংরাজি পড়িলে বুঝিতাম বটে, কিন্তু বলিতে পারিতাম না। আমি কখন কোন কলেজে যাই নাই। আমি যাহা জানিয়াছি, তাহা আত্ম শিক্ষার দ্বারা। কোন গভীর বিষয়ে আধুনিক ভাবে গবেষণা করিতে যেরূপ বিস্তার প্রয়োজন, আমার সেরূপ বিদ্যাবত্তা একটুও নাই আমি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ পাঠ করি নাই বলিলেই চলে। উহার যে সামান্য একটু দেখিয়াছি, তাহাতে উহার জড়বাদপ্রবণতা, সীমাবদ্ধতা, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত লইয়া 'মতুয়ারী ভাব' (Sprit of dogmatism), এবং প্রাচীন দর্শনাদির তুলনায় স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপনের ভাব দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছি। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আমি ইংরাজিতে কোন কিছু লিখি নাই। অথবা কোন গ্রন্থ প্রকাশ করি নাই। সুতরাং সাহিত্যিক বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিরূপে পুস্তক লিখিতে, ছাপাইতে বা প্রকাশ করিতে হয়, কিরূপে 'প্রুফ' পাঠ বা সংশোধন করিতে হয়, এসকল রহস্য আমার একান্ত অজ্ঞাত ছিল। যাহা শেষে 'আইসিস্ অন্‌ভিল্ড' নামক গ্রন্থে পরিণত হইল, যখন প্রথম লিখিতে আরম্ভ করি, তখন উহা দ্বারা কি হইবে, আমি কিছুই জানিতাম না। আমার কোন পূর্ব্ব সংকল্প বা কল্পনা ছিল না। আমাকে লিখিতে হইবে, এইমাত্র জানিতাম। কিন্তু

উহা কোন গ্রন্থ হইবে, কি প্রবন্ধ হইবে, কি অন্য কিছু হইবে, তাহা জানিতাম না।"

এই পুস্তক প্রণয়ন কালে তিনি তাঁহার ভগ্নীকে যে পত্র লিখেন; তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,—

"তুমি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু জানিও, যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। আমি 'আইসিস্' গ্রন্থ লিখনেই নিযুক্ত নহি, কিন্তু স্বয়ং 'আইসিস্' দেবীকে লইয়াই ব্যাপৃত আছি। আমি নিয়তই যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে বাস করিতেছি। আমার এ সময়ের জীবন বিবিধ দৃশ্যময়, চিত্রময়। আমি চক্ষু মেলিয়া এ সকল দেখি, ইন্দ্রিয়-ভ্রান্তি জন্মাইবার কোন হেতু বর্ত্তমান নাই। চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই, দেবী তাঁহার জ্ঞান রাজ্যের গুপ্ত রহস্য সমূহের গূঢ়ার্থ আমাকে বুঝাইতেছেন। রাত্রি দিন অতীতের গর্ভ হইতে নানাদেশ, নগর, জাতি ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী চিত্র দৃশ্যের ন্যায় আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। এবং উহাদের সন, মাস; তারিখ সমস্তই আমি জানিতে পারিতেছি। এইরূপে সুদূর অতীত যুগ আমার নিকট ঐতিহাসিক কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, এবং যাহা সচরাচর মিথ্যা পুরাণ বলিয়া অবধারিত, তাহার প্রকৃতার্থ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। এই সকল যে আমার নিজের জ্ঞান বা স্মৃতি সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা আমি একেবারেই অস্বীকার করি। ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত এরূপ প্রতিজ্ঞা বা সিদ্ধান্তের সমাধান আমার সাধ্যাতীত। তোমাকে প্রকৃত কথা বলিতেছি, কোন ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিতেছেন। সেই ব্যক্তি আর কেহ নহেন, তিনি আমার গুরু। আবার তিনি (স্বীয় অনুপস্থিতিকালে) আমার জ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিনিধি স্বরূপ এমন এক শক্তি জাগ্রত করিয়া যান যে, তদ্দ্বারা আমার চিত্ত আলোকিত হইয়া উঠে। আর তখনও প্রকৃত পক্ষে আমার সেই আলোকদীপ্ত সত্ত্বাই লিখিতে থাকে, আমি নিজে নহি। তুমি ত আমাকে ভালরূপ জান। আমি

কবে এমন বিদ্বান্ হইলাম যে, এই সকল বিষয়ে লেখনা ধারণ করি? কোথা হইতে আমি এ জ্ঞান পাইলাম?"

কোথা হইতে তিনি এ জ্ঞান পাইলেন, কি উপায়ে এ গ্রন্থ লিখিত হইল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে আরও বিশদরূপে ব্যক্ত :—

"যখন আমি 'আইসিস্' লিখিতাম, তখন এত সহজে লিখিতাম যে, উহা আমার পরিশ্রম বলিয়া বোধ হইত না, বরং অতীব আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইত। তজ্জন্য লোকে আমাকে প্রশংসা করে কেন? যখন আমাকে লিখিতে বলা হয়, তখনই আমি আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হই। এবং তখন আমি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাণীতত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে অতি সহজে লিখিতে পারি। তখন, আমি এ কাজের উপযুক্ত কিনা, এ প্রশ্নই আমার মনে উদয় হয় না। আমি বসিয়া লিখিতে থাকি। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলিতে থাকেন, আর আমি লিখিয়া যাই। তিনি আমার গুরু। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ভ্রমণ কালীন পরিচিত অপর কোন কোন মহাত্মাও আসিয়া আমাকে সাহায্য করেন। মনে করিও না, আমি পাগল হইয়াছি। আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি। আমার জ্ঞানাতীত কোন বিষয়ে লিখিতে হইলেই আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হই। আর অমনি তাঁহাদের মধ্যে কেহ আসিয়া আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তখন রাশী রাশী হস্তলিপি, এমন কি মুদ্রিত লিপি পর্য্যন্ত আমার চক্ষুর সম্মুখে আকাশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আর আমি উহারই প্রতিলিপি করিয়া যাই। ইহাতে এক মুহূর্ত্তের তরেও আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হয় নাই।"

ব্লাভাস্কির উপরোক্ত কথাগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রধানতঃ এই কয়টী উপায়ে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে :—

(১) পূর্ব্বসূরীগণের আকাশস্থ চিন্তা-চিত্র-পাঠ দ্বারা।

(২) মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ ও লিখন দ্বারা।

(৩) মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত ও আলোকিত স্বীয় চিৎশক্তি দ্বারা, এবং সময়ে সময়ে তদীয় শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ং মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক লিখন দ্বারা।

কতিপয় বৎসর পরে, ব্লাভাস্কির অপর মহা গ্রন্থ "সিক্রেট ডকট্রিন" (Secret Doctrine) ও এইরূপ অলৌকিক উপায়ে লিখিত হইয়াছিল। উক্ত উপায়গুলির প্রত্যেকটীই অল্‌কটের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত।* তিনি লিখিয়াছেন :—

"ব্লাভাস্কিকে যাঁহারা এই পুস্তক লিখন কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। একটী বড় টেবিলের এক দিকে তিনি বসিতেন, বিপরীত দিকে আমি বসিতাম। আমি তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও ক্রিয়া দেখিতে পাইতাম। কাগজের উপর দিয়া তাঁহার লেখনী যেন উড়িয়া যাইত। এইরূপ দ্রুত লিখিতে লিখিতে সহসা কিছুক্ষণের জন্য লেখনী থামিয়া যাইত, এবং ততক্ষণ তিনি শূন্য পানে দূরদৃষ্টি যোগে যেন কি দেখিতে থাকিতেন, পরে আবার তদ্রূপ দ্রুতবেগে লিখিয়া যাইতেন।" ইহা প্রথমোক্ত উপায়কে লক্ষ্য করিতেছে।

আবার কখনও কখনও মহাত্মাগণ সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়া

---

* "Then, whence did H. P. B. draw the materials to compose Isis, and which can not be traced to accessible literary sources of quotation? From the astral light, and by her soul senses, from her Teachers—the 'Brothers', 'Adepts', 'Sages', 'Masters,' as they have been variously called, How do I know it? By working two years with her on Isis, and many more years on other literary work."—Vide Old Diary Leaves, Vol ;...I. Page 208.

তাঁহাকে যে উপদেশ দিতেন, তিনি তাহাই শ্রবণ পূর্ব্বক যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেন।

তৃতীয় উপায়, অর্থাৎ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক তাঁহার চিৎশক্তির "অনুপ্রাণন" শক্তি সঞ্চার ক্রিয়ার অনুরূপ। ইহা এদেশের অনেক মহাপুরুষের প্রামাণ্য জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে। ‡

‡ বিশ্রুত-কীর্ত্তি বিবেকানন্দ স্বামীজি বলেন,—"এক দিন ঠাকুর বাগানে আমায় ছুয়ে দিয়েছিলেন; তা প্রথম দেখলুম, ঘর বাড়ী, দোর, দালান, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য্য, সব উড়ে যাচ্ছে,—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে—অণুপরমাণু হয়ে আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও লয় পেয়ে গেল, তার পর আর কিছুই স্মরণ নাই; ভয় হয়েছিল—ক্রমে আবার দেখলুম, ঘর, বাড়ী, দোর দালান। আর এক দিন আমেরিকায় একটি Lakeএর ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।" উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত "স্বামী শিষ্য সংবাদ।"

কর্ণেল অলকট তৎপরিচিত কোন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া একদিন অনন্ত মহাশূন্যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ড চক্রের অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ আবর্ত্তন ক্রিয়া জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"Most vividly of all I remember one evening when, by half hints more than anything else, he awakened my'intuition so that it grasped the theory of the relationshio of cosmic cycles with points in steller constellations, the attractive center shifting from point to point in an orderly sequence. Recall your sensations the first time you ever looked through a large telescope at the starry heavens—the awe, the wonder, the instant mental expansion experienced in looking from the familiar and by comparison, common place Earth to the measureless depths of space, and the countless starry worlds that bestrew the azure infinity. That was a faint approach to my feeling at the moment when the majestic concept of cosmic order rushed into my consciousness; so overwhelm ing was it, I actually gasped for breath. If there had previously been the least lingering heriditary leaning towards the geocentric

আবার কখনও কখনও মহাত্মাগণ স্বয়ং তাঁহার শরীর অধিকার পূর্ব্বক গ্রন্থ লিখিতেন। একের পর অন্যে, এই রূপে কয়েকজন মহাত্মা, ক্রমান্বয়ে তাঁহার শরীর অধিকার করিতেন। দৃশ্যতঃ ব্লাভাস্কির হস্তই লিখিত বটে, কিন্তু এই অধিকার কালের হস্তাক্ষর বিভিন্ন ছন্দে প্রকাশিত হইত। শুধু হস্তাক্ষরের ছন্দে নয়, কিন্তু ব্লাভাস্কির চাল চলনে, কণ্ঠস্বরে, কথা বার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গিতে, এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত যে, উহা কখনই এক ব্যক্তির বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ব্লাভাস্কি বলিয়াছেন, এই সময়ে তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর স্থূলদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হয়ত অন্য কোন আধ্যাত্মিক কার্য্যোদ্দেশে দূরে চলিয়া যাইত, অথবা মহাত্মাগণের কার্য্যা-বলী পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নিকটেই অবস্থান করিত। তিনি কখনও সাধারণ মিডিয়মের ন্যায় লুপ্তসংজ্ঞ হইতেন না, কিন্তু সম্পূর্ণ সজ্ঞান ও কার্য্যক্ষম অবস্থায় থাকিতেন। অধিকার সময়ের লেখা এমন সুন্দর, নির্দ্দোষ, গভীর তত্ত্বপূর্ণ হইত যে, উহা একেবারেই তুলনারহিত, অননুকরণীয়।

ব্লাভাস্কি নিজ স্বাভাবিক অবস্থায় ও স্বাভাবিক জ্ঞানেও গ্রন্থের কতকাংশ লিখিয়াছেন। কিন্তু উহা তেমন দোষশূন্য হয় নাই। নিজের লেখায় তিনি তৃপ্ত না হইয়া বারম্বার বহুল পরিমাণে উহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতেন।

অনেক সময়ে তাঁহার সহিত উচ্চশিক্ষিত মনীষিগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। যদি তিনি উঁহাদের মধ্যে কাহাকেও লিখ্যমান গ্রন্থের কোন অংশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তবে তদ্দ্বারা ঐ অংশ লিখাইয়া লইতেন। এরূপেও গ্রন্থের স্বল্পাংশ লিখিত হইয়াছে।

---

theory, upon which men have built their paltry theologies, it was then swept away like a dried leaf before the hurricane I was born into a higher plane of thought, I was a free man.—O D. L. Vol, I, page 248.

কখনও কখনও তিনি নিজের ভাবগুলি কর্ণেল অলকটকে বলিতেন। অলকট তাঁহার অনুমতি ক্রমে উহা বিষদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু উহা ঠিক তাঁহার ভাবানুযায়ী না হইলে অলকটকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট ছাত্রের ন্যায়, তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইত। ব্লাভাস্কির ক্রোধাগ্নির সম্মুখে বীর অলকটের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অলকটের জ্ঞান ও সংযম শিক্ষা হইত। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সমগ্র জীবনের উপার্জ্জিত বিদ্যা কেন্দ্রীভূত হইয়া এই কার্য্যে প্রযুক্ত হইলেও, উহা কতদূর অকিঞ্চিৎকর, তাহা তিনি ব্লাভাস্কির 'আইসিস্' লিখন ব্যাপারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে একদিকে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যা ব্লাভাস্কি কর্ত্তৃক মার্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া, এবং অপর দিকে মহাপুরুষগণের মুখনির্গত গভীর জ্ঞানোপদেশে অলঙ্কৃত হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যতের কর্ম্মক্ষেত্র, ও পরাবিদ্যা সমিতির সভাপতি পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। ইহাদেরই একজনের সম্বন্ধে তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়াছেন,—"Oh! the evenings of high thinking I passed with him! How shall I ever compare with them any other experiences of my life!" অর্থাৎ "আহা! এই মহাপুরুষের সহিত উচ্চ জ্ঞানালোচনায় যে দিনগুলি কাটিয়াছে, তাহার তুলনা কোথায়? আমার জীবনের অন্য কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার সহিত তাহার তুলনা হয় না।" ইহাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ তিনি আমেরিকায় উহাঁদিগকে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন করিয়া পরে ভারতবর্ষে আসিয়া স্থূল শরীরেই উহাঁদের পুনর্দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আইসিস্ গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বিজ্ঞান ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া,

এবং বিজ্ঞানের দিক দিয়া নানা তত্ত্বরাশীপূর্ণ আধ্যাত্মিক আলোচনার অভিনবত্ব, পরিপাট্য ও ব্যাপকত্ব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, জড়বাদীর একদেশদর্শিতা, বর্ত্তমান সামাজিক ধর্ম্মপুরোহিতগণের অজ্ঞানান্ধ সঙ্কীর্ণতা, 'ঋষি-সংঘ-জুষ্ট' ব্রহ্মবিদ্যার সূক্ষ্মত্ব, বৈজ্ঞানিকত্ব ও সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিপদে প্রমাণিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় বেদ উপনিষদ পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া, মহম্মদীয় কোরাণ, ইহুদীগণের রহস্য-গ্রন্থ 'কেবালা' এবং তিব্বত চীন প্রভৃতি যাবতীয় প্রাচীন জাতি সমূহের অজ্ঞাতপূর্ব্ব লুপ্ত প্রায় বিদ্যাভাণ্ডার হইতে আহৃত অমূল্য রত্নরাশীতে এই গ্রন্থ ভূষিত। বর্ত্তমান মানব সমাজের আধ্যাত্মিক বৃত্তির স্ফুরণ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত। উক্ত উদ্দেশ্যের সফলতা সম্বন্ধে অলকট সত্যই লিখিয়াছেন,—"If any book could have been said to make an epoch, this one could &c." অর্থাৎ, যদি কোন গ্রন্থে আধুনিক চিন্তাস্রোতে যুগান্তর আনয়ন করিয়া থাকে, তবে তাহা এই গ্রন্থে।

দুইখণ্ড প্রকাশিত হইবার পর এত অধিক লেখা অবশিষ্ট ছিল যে, ঐরূপ বৃহৎ আর এক খণ্ড মুদ্রিত হইতে পারিত। কিন্তু প্রকাশক মহাশয় এ কার্য্যে আর অর্থব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ব্লাভাস্কি ভবিষ্যতের জন্য এক মুহূর্ত্ত চিন্তা না করিয়া 'কাপি'গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সেগুলি থাকিলে অনেক জ্ঞানপিপাসুর উপকার হইত, সন্দেহ নাই। অন্ততঃ কিছুদিন পরে তৎপ্রবর্ত্তিত "Theosophist" মাসিক পত্রের খুবই কাজে লাগিত।

যাহা হউক, পরাবিদ্যা-সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক ব্লাভাস্কি সভ্যসংখ্যার জোয়ার ভাঁটার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু এই গ্রন্থ লিখন ও সমাপনে সমগ্র সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিলেন। কেন? না, মানবের চিন্তাকে সম্যক শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিতে পারিলেই সমিতির ভিত্তি

সুদৃঢ় হইতে পারে। ইহা সত্যই বলা হইয়াছে যে, তিনি যত বিস্ময়কর অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোনটাই এই গ্রন্থের সহিত তুলিত হইতে পারে না। কারণ মানবের চিন্তাস্রোতে ইহা যে মহাতরঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছে, উহার ঘাত প্রতিঘাতে সমাজের আধ্যাত্মিক গবেষণার দ্বার চিরউন্মুক্ত থাকিবে।

সভ্যসংখ্যা হ্রাসের সময়েও দুই একজন খ্যাতনামা লোক সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পৃথিবীখ্যাত 'ফণোগ্রাফ' আদি যন্ত্রাবিষ্কর্ত্তা এডিসন (A. T. Edison) অন্যতম। কর্ণেল অলকটের সহিত তাঁহার কথা বার্ত্তায় বুঝা যায়, তিনি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। 'আইসিস্' প্রকাশের কিছু দিন পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন সহরে পরাবিদ্যা সমিতির এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই সমিতির প্রথম শাখা। মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজের সহিতও পরাবিদ্যা সমিতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। উহার ফলাফল পরে বর্ণিত হইবে। এই সূত্রে পরাবিদ্যা সমিতির নাম ভারতবর্ষে প্রচারিত হইলে কতিপয় ভাবতবাসী সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থ সমাপ্তির পর ব্লাভাস্কি ও অলকটের ভারত যাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। যতই দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই ভারত-মাহাত্ম্যে ব্লাভাস্কির চিত্ত পূর্ণ হইতে লাগিল। এবং ততই তিনি পাশ্চাত্য ভূমির প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। একদিকে ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীর মহিমা কীর্ত্তন, অন্য দিকে পাশ্চাত্যের সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমস্তই হেয় বলিয়া মত প্রকাশ করিতেন। ইহা লইয়া লামাশ্রমে সময়ে সময়ে খুব বাদানুবাদ হইত। জনৈক ভারত-প্রত্যাগত সাহেব ভারতবাসীর অযথা নিন্দা করিয়া ব্লাভাস্কির চিত্তে আঘাত প্রদান করিত। একশ্রেণীর 'আংলো-ইণ্ডিয়ান' (Anglo Indian অর্থাৎ

ভারতবাসী সাধারণ সাহেব সম্প্রদায়ের যেমন প্রথা আছে, সেই প্রথানুসারে উক্ত সাহেব একদিন ব্লাভাস্কির সম্মুখে গর্ব্ব করিয়া বলিল, সে তাহার একজন স্থূলবুদ্ধি ভারতীয় ভৃত্যকে কার্য্যতৎপর করিবার জন্য চাবুক দিয়া গুরুতর প্রহার করিয়াছিল। ব্লাভাস্কি এই ব্যক্তির নির্লজ্জতার মাত্রা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি উত্তেজিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং এরূপ আচরণ যে নিতান্ত কাপুরুষোচিত, ইহা বুঝাইয়া দিয়া উহাকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। ব্লাভাস্কির নিকট, 'বাহবা' পাইবার পরিবর্ত্তে, এইরূপে ধিক্কৃত হইয়া সাহেবের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিল না। ব্লাভাস্কি প্রায় পাঁচ মিনিট কাল বিজিত ভারতবাসীর প্রতি একশ্রেণীর সাহেবদের দুর্ব্যবহারের কাহিনী ব্যথিত-চিত্তে বর্ণনা করিলেন। কেহ মনে করিবেন না, ইহা তাঁহার একটা সাময়িক উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র। ভারতের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও সহানুভূতি চিরদিন সমান ভাবে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে আসিয়া ভারত-সন্তানের প্রতি গর্ব্বিত সাহেবদের ঘৃণা ও উপেক্ষা-সূচক ব্যবহার দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, এবং স্বাভাবিক তেজস্বিতা বশতঃ সর্ব্বদাই ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন। যখন বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলাহাবাদ বা সিমলায় গমন করিতেন, তখন ভারতের সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষগণকেও এরূপ ব্যবহার কতদূর দূষণীয়, তাহা বলিতে ছাড়িতেন না। বোধ হয় অতি অল্প সংখ্যক বিদেশী ভারত বন্ধুই এরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের প্রতি এই সরল ও গভীর অনুরাগের জন্য তাঁহাকে স্বদেশীয় সমাজে একরূপ 'একঘরে' হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উদার ন্যায়ানুগত চিত্তে ভারতবাসীর জন্য কোন আত্মত্যাগেই পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। হায়! এই অকৃত্রিম ভারতহিতৈষিণী মহিয়সী নারীকেও আমাদের কেহ কেহ বিদ্রূপ ও নিন্দার-লক্ষ্যভূত করিতে লজ্জিত হয়েন নাই! ইহা আমাদের অজ্ঞতা, না বর্ত্তমান জাতীয় চরিত্রের হীনতা? যাহা হউক, আমাদের আশা আছে, ব্লাভাস্কি

রিত্রের সর্ব্বদিক সম্যক আলোচিত হইলে, অনেক পরিমাণে ভ্রম সংশোধন ও অজ্ঞতার নিবৃত্তি হইবে। বোধ হয়, তখন কণ্টকপূর্ণ নিন্দার স্থলে কৃতজ্ঞতার স্বর্ণ আসন বিস্তৃত হইবে।

ব্লাভাস্কি যেমন ভারতযাত্রার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইলেন, তদীয় পরিচালক মহাত্মাবর্গও তেমনি উহাদিগকে তজ্জন্য আদেশের পর আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বরের আদেশে উহাঁদিগকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমেরিকা ত্যাগ করিবার জন্য স্পষ্টরূপে বলা হইল। আভিজাত্য-গৌরব, সম্পদ-বিলাস, মান-সম্ভ্রম, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ব্লাভাস্কি ত বহুদিন হইতেই সর্ব্বত্যাগিনী ও একমাত্র গুরুচরণানুগামিনী হইয়াছেন। এইবার মহামতি অলকটের পালা। স্বদেশে যিনি জীবন-প্রভাতেই যশোমাল্যে ভূষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যাঁহার পার্থিব উন্নতি-পথ অতি প্রশস্ত, কালে যাঁহার পক্ষে রাজ্যনিয়ন্তা প্রেসিডেন্টের পদের আশা করাও অন্যায় বলিয়া মনে হয় না, তাঁহাকে আজ সকল উচ্চ আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া এক স্বল্পজ্ঞাত, অনিশ্চিত ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে হইবে। আবার এই অজ্ঞাত-ক্ষেত্রে হয়ত স্বীয় অনবধানতা হেতু নিস্ফলতা, অপযশ বা সর্ব্বনাশ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অলকটের আত্মত্যাগের মূল্য কত, এতদ্বারাই পরিমেয়। ব্লাভাস্কি তাঁহার রোজনামচায় লিখিলেন,—"H. S. O. is playing his great final stake!" কিন্তু বীর অলকটের হৃদয়ে যে সত্য প্রোথিত হইয়াছিল, তাহারই প্রবল আকর্ষনে তিনি সেই অজ্ঞাত ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি অবিচলিত চিত্তে সর্ব্বস্ব-ত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। উভয়েই ফলাফল ভবিতব্যতার উপর ছাড়িয়া দিলেন। ব্লাভাস্কি এই সময়ে অন্য একস্থলে লিখিয়াছেন,—"O Gods, O India of the golden face, is this really the beginning of the end!" অর্থাৎ, হে দেবগণ, হে সুবর্ণপ্রভাময়ি ভারতভূমি!

ইহাই আমাদের শেষের সূচনা নহে ত ?" কিন্তু অন্যদিকে ইঁহারা গুরুর আদেশে যে কোন অবস্থা আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। ত্বরায় ভারতযাত্রার জন্য সেই গুরুর নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ আসিতে লাগিল। অলকট আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য সকল শেষ করিয়া ফেলিলেন। ৯ই ডিসেম্বর ইঁহাদের গৃহসামগ্রী জিনিষ পত্র নীলামে নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হইয়া গেল। সেই দিন ইঁহারা তিন ইঞ্চি পরিসর এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর সান্ধ্য-ভোজন সম্পন্ন করিলেন। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল অলকটকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র-অবস্থিত মার্কিন দূত ও অমাত্যবর্গের নিকট স্বহস্ত-লিখিত একখানি পরিচয়-পত্র প্রদান করিলেন। সম্মানাস্পদ রাজদূতদিগকে যে শ্রেণীর 'ছাড়পত্র' (pass-port) দেওয়া হয়, অলকটকেও পৃথিবীব সর্ব্বত্র অবাধে ভ্রমণের জন্য তজ্জন্য ছাড়-পত্র প্রদত্ত হইল। অনেকে সমিতির সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত ভারতীয় ভ্রাতাদিগের উদ্দেশ্যে 'ফনোগ্রাফ' (Phonograph) যন্ত্রে আপন আপন সম্ভাষণ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া গেলেন।

১৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে অলকট ও ব্লাভাস্কি আমেরিকার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পোতারোহণ করিলেন! ব্লাভাস্কি লিখিতেছেন,—"Great day! What next? All dark, but tranquil!"—আজ মহাদিন। তারপর? সরই ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে, কিন্তু আমরা শান্ত, নিশ্চিন্ত।" তৎপরেই হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে লিখিতেছেন,—"আজ বুঝি জীবনের আশা ফলবতী।" এই কয়েক কথায় বেশ বুঝা যায়,—ব্লাভাস্কির চিত্ত কেবল গুরুর অলঙ্ঘ্য আদেশ পালনে ব্যগ্র, ফলাফল-নিরপেক্ষ এবং প্রশান্ত। অথচ গুরু ইঁহাকে এক মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া তিনি যে আশা করিতেছিলেন, সেই আশা যেন ভারত-যাত্রার দ্বারাই ফলবতী হইতে চলিল বলিয়া তাঁহার আনন্দ। এই আশাবদ্ধ আনন্দ, অথচ ফলাফল-নিরপেক্ষ প্রশান্ততা লইয়া

তিনি চিরপ্রিয় ক্ষেত্র ভারতভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্ত তরঙ্গরাশির উপর দিয়া জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে চলিল, তাঁহার চিত্তও আরব্ধ কার্য্যের বিশ্বজনীন ভাব-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভারতে।

ব্লাভাস্কি ও অলকট্ ১৮৭৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আমেরিকা ত্যাগ করেন। ইঁহারা ইংলণ্ড হইয়া আসিতেছিলেন। নববর্ষের প্রথম দিবস ইহাঁদের জাহাজ ইংলিস চ্যানেলে প্রবেশ করিল। পরদিন ইহাঁরা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার বি'লিংএর (Dr Billing) আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডে আগমণের পূর্ব্বেই ইহাঁদের খ্যাতি ও উদ্দেশ্য তদ্দেশে অনেকের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। এক্ষণে ইহাঁদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া পরিচিত অপরিচিত অনেক ভদ্রলোক ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লণ্ডনবাসী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দও ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন!

লণ্ডনবাস কালীন একটী ঘটনায় ইহাঁদের বন্ধুগণ খুবই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একদিন কতিপয় বন্ধুসহ পথে বেড়াইতে বেড়াইতে অলকট্ দেখিতে পাইলেন একজন অপূর্ব্ব-দর্শন পুরুষ সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার উন্নত দেহ, এবং মহিমা-ব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি অদৃশ্য হইলেন। ব্লাভাস্কি ইহাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। বাটীতে ফিরিলে ডাক্তার বিলিংএর পত্নী ইহাদিগকে বলিলেন জনৈক অপূর্ব্বমূর্ত্তি ভারতীয় হিন্দু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই গৃহে আসিয়া মাদাম ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্লাভাস্কিকে হিন্দু প্রথানুযায়ী নমস্কার পূর্ব্বক উপবেশন করিলে, উভয়ে এক অশ্রুত পূর্ব্ব ভাষায় কথোপকথন করিলেন। বিলিং পত্নী তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই।

পশ্চাতে ইহাঁরা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পোতারোহণ

করিলেন, এবং উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভারতের পথে আসিতে আসিতে ইহাঁদের উৎকণ্ঠা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভারতে পদার্পণের পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁরা এই দেশকে "আমাদের দেশ, আমাদের বাড়ী" এই বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন। হৃদয়পূর্ণ প্রীতি ও ভালবাসার সহিত ইহাঁরা এই হিন্দুস্থানকে আপনার করিয়া লইতে আসিতেছিলেন। ভক্তির কুসুমাঞ্জলি লইয়া ইহাঁরা ভারতভূমিকে মাতৃ-সম্বোধনে পূজা করিতে অগ্রসর! কি আশ্চর্য্য। "সাত সমুদ্র তের নদী'র পার হইতে একজন বিজাতীয় রমণী ও একজন বিজাতীয় পুরুষ ভারতকে "আমার দেশ" বলে কেন? মুখের বলা নহে,—বলিয়া প্রকৃতই পুলকিত, আনন্দ উৎফুল্ল হয় কেন? একজন রুষ মহিলা, একজন মার্কিন সন্তান,—আধুনিক সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরূঢ়, স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক ইহাঁবা এই পরাধীন, বিজিত, অধোগত, শ্মশানসদৃশ দেশকে নিজের বাড়ী বলিয়া কৃতার্থ হয় কেন? এত দেশ থাকিতে ইহঁাদের সানুরাগ দৃষ্টি ভারতের দিকেই বা আকৃষ্ট হইল কেন?

১৬ই ফেব্রুয়ারী ইহঁাদের জাহাজ বোম্বাই উপকূলে উপস্থিত হইল। পরাবিদ্যা সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত কতিপয় ভদ্রলোক জাহাজে আসিয়া ইহঁাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়ম্সের (Monier Willams) শিক্ষক পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্ম, বালাজী সীতারাম ও মুলজী থ্যাকারসে এবং বোম্বাই আর্য্য-সমাজের সভাপতি হরিচন্দ্রের নাম উল্লেখ যোগ্য। ভূমিতে পদার্পণ কবিবা মাত্র কর্ণেল অলকট জানু পাতিয়া সমুদ্রোপকূলের প্রস্তর সোপানে চুম্বন পূর্ব্বক ভারতভূমিকে তাঁহার প্রথম অর্চনা উপহার প্রদান করিলেন।

ব্লাভাস্কির ইচ্ছানুসারে অলকট তাঁহাদের নিমিত্ত বোম্বাইয়ের হিন্দু পল্লীতে একটী ছোট বাটি ঠিক করিবার জন্য হরিচন্দ চিন্তা-মনকে পূর্ব্বেই

আমেরিকা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। হরিচন্দ্র তাঁহার ফটোগ্রাফি কার্য্যালয় সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র বাড়ী উঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। ব্লাভাস্কি ও অলকট এবং তাঁহাদের অপর দুইজন সঙ্গী এই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই হরিচন্দের অর্থ-নীতিবিষয়ক ব্যবহার নিতান্ত ভদ্ররীতি বিরুদ্ধ বলিয়া ইহাঁদের বোধ হইল। ইহাঁরা হরিচন্দের বণিক বুদ্ধি সঞ্জাত সৌজন্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন, এবং অচিরেই তাঁহার আতিথেয়তার গুরুভার হইতে আপনা-দিগকে মুক্ত করিয়া অন্য বাটীতে উঠিয়া গেলেন।

বোম্বাই পহুঁছিবার পরদিবস ইহাঁদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী সভা আহুত হইল। প্রায় তিন শতাধিক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভ্যর্থনা সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। রীতিমত অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। ব্লাভাস্কি ও অলকট আবেগপূর্ণ হৃদয়ে অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করিলেন। ভারতবাসীর এই অকপট সাদর সম্ভাষণ, এই পতিত দেশের উদ্ধার কল্পে ব্যগ্র আহ্বান, ইহাঁদের চিত্ত বিগলিত করিল। ইহাঁদের ভারতাগমনের উদ্দেশ্যের সহিত ভারতবাসীর এই আন্তরিক সহানুভূতি দর্শনে ইহাঁরা কৃতার্থ হইলেন। যে দেশের পরিম্লান জ্ঞানজ্যোতিকে পুনরায় প্রজ্জ্বোল করিবার জন্য ইহাঁরা আগত, যে দেশের প্রাচীন দর্শন বিজ্ঞানের ভাস্বর দীপ্তিতে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য ইহাঁরা উৎসৃষ্ট প্রাণ, সেই দেশের অধিবাসীবর্গ ইহাঁদিগকে ভগবৎপ্রেরিত অসময়ের বন্ধু বলিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সমস্ত সংবাদপত্রে ইহাঁদের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল। ভারতবাসি পরিচালিত প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র ইহাঁদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন। বিখ্যাত "অমৃত বাজার পত্রিকা" ইহাঁদিগকে রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

কিন্তু একদিকে যেমন হিন্দুগণের সাদর সম্ভাষণ, অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসী ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিষদৃষ্টি, প্রীতি বিদ্বেষের ওজন সমান রাখিল। প্রায় সমস্ত আংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র ইহাঁদিগকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুসভ্য পাশ্চাত্য নরনারীর পক্ষে হিন্দুপল্লীতে বাস, হিন্দুদিগের সহিত অবাধ মিলন, হিন্দুধর্ম্ম-নীতির প্রশংসা খ্যাপন এদেশে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কাজেই পাশ্চাত্য সমাজ বিচলিত হইয়া ইহাঁদের প্রতি অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাঁদের সংসর্গে ভারতবাসীর প্রাণে কোন উৎকট আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া পাছে কোন রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটায়, অথবা ইহাঁরা বুঝি ভিন্ন দেশীয় গুপ্তচর, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইহাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান হইলেন, এবং ইহাঁদের কার্য্যকলাপ ও চালচলন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য গুপ্ত পুলিশ নিযুক্ত করিলেন। এই পুলিশের তাড়নায় ইহাঁদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। বহু কষ্টে শেষে ইহাঁরা এই পুলিশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

মরু মাঝে শ্যাম ভূখণ্ডের ন্যায় উত্তপ্ত আংলোইণ্ডিয়ান সমাজে পাইয়োনিয়র (Pioneer of Allahabad) পত্রের তদানীন্তন সম্পাদক বিখ্যাত সিনেট সাহেব ইহাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সমাজে ইহাঁদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতে সিনেট ব্যতীত আর কেহ ছিল না সত্য, কিন্তু এক সিনেটের অযাচিত সহায়তাও কম মূল্যবান নহে। সিনেট শক্তিশালী লেখক, তদুপরি একখানি ভূ-বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক। পাইয়োনিয়র গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র বলিয়া সুবিদিত। সিনেট এই পত্রের সম্পাদক হেতু উপরিতন রাজপুরুষ মণ্ডলে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ব্লাভাস্কির "আইসিস অনভিল্ড" গ্রন্থ পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলেন, এবং লণ্ডননগরে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত তত্ত্ব বুঝাইবার উপযুক্ত লোকের সহায়তা লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ব্লাভাস্কির অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বজাতীয়দিগের ন্যায় উহা ফুৎকারে উড়াইবার সামগ্রী মনে করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই শক্তির অন্তরালে নিশ্চিতই এক মহারহস্য বিদ্যমান। তিনি ব্লাভাস্কি ও অলকটকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া কিছু দিনেব জন্য এলাহাবাদে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

২৩ মার্চ্চ কর্ণেল অলকট তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি স্পষ্টতঃ বলিলেন কোন জাতির অভ্যুদয় তজ্জাতীয় আদর্শ নেতার দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে, ইহা অন্যের সাধ্য নহে। যদি হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন মহা-পুরুষগণের আদর্শে আপন আপন জীবন গঠিত করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের মধ্য হইতেই উপযুক্ত নেতা উদ্ভূত হইয়া জাতীয় মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবে। এতদ্বারা তিনি একদিকে যেমন আপনাদিগকে হিন্দুগণের নেতৃপদের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিলেন, অন্যদিকে তেমনি এই অধঃপতিত জাতিকে উহার উজ্জ্বল অতীতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আত্মনিভরশীল হইতে বলিলেন। অতঃপর ইহারা পূর্ব্ব সংকল্পিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমেই ইহাঁরা বোম্বাই হইতে এলাহাবাদ আসিলেন। এখানে পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রমুখ শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামীর শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহাঁরা সাদরে গৃহীত হইলেন। এখানে এক দিবস ইহাঁরা যমুনাতীরবাসী অন্ধ তাপস বাবা সুরদাসকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বাবা সুবদাস এলাহাবাদ দুর্গের পার্শ্বস্থ তাঁহার আশ্রমে একাদিক্রমে ৫২ বৎসর কাল আসন করিয়া বসিয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সময়েও দুর্গের চতুর্দ্দিকে অগ্নিময় গোলাবৃষ্টির মধ্যে তিনি অটল ভাবে স্বীয় আসনে

উপবিষ্ট ছিলেন। এলাহাবাদ হইতে ইহাঁরা কাণপুরে আসিয়া একজন বিখ্যাত সাধুকে দর্শন করিলেন, এবং জাজপুরে লক্ষ্মী বাবা নামক সাধুর দর্শন লাভ করিলেন। কাণপুর হইতে আগ্রা হইয়া ভরতপুর গমন করিলেন। এখানে কোন মহাত্মা সাধু-সমাগমাভিলাষী কর্ণেল অলকটকে পত্র দ্বারা উপদেশ জানাইলেন যে, পরবিদ্যা সমিতির ঐকান্তিক সেবা মহাত্মা সমাগমের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। ভরতপুর হইতে ইহাঁরা জয়পুরে আগমন করিলেন। যদিও ইহাঁরা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আতিথেয়তা দূরে থাকুক, রুষিয়ান গুপ্তচর সন্দেহে ইহাদিগকে স্থান ত্যাগ করিতে একপ্রকার বাধ্য করা হয়। রুষ ভীতি সে সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত। আগন্তুক-দ্বয়কে প্রথমতঃ গুপ্তচর বলিয়াই গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাহাকে যে চক্ষে দেখেন, দেশীয় রাজন্যবর্গ তাহাকে তদ্বিপরীত চক্ষে দেখিতে পারেন না। যাহা হউক, কর্ণেল অলকট জয়পুরের ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেব তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জয়পুর হইতে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে স্বামী দয়ানন্দের জনৈক প্রতিনিধি ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আগ্রা হইতে ইহাঁরা স্বামিজীর সাক্ষাৎ মানসে সাহারাণপুর গমন করিলেন। স্বামিজী হরিদ্বারে ছিলেন, শীঘ্রই সাহারাণপুরে আসিবার কথা। সাহারাণপুরের আর্য্য সমাজ ইহাঁদিগকে সোৎসাহে অভ্যর্থনা করিলেন। আর্য্য সমাজের সভ্যগণ ইহাঁদের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহাতে অলকট ও ব্লাভাস্কি হিন্দু প্রণালীতে আসনে বসিয়া পত্র রচিত পাত্রে আহার করিয়াছিলেন। ইহাদের পহুঁছিবার পরদিবসেই স্বামিজী হরিদ্বার হইতে সাহারাণপুর

আগমন করিলেন। পরস্পর সাক্ষাতে উভয় পক্ষই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। অলকট স্বামীজীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আকৃতি প্রকৃতিতে এবং সদর্থপূর্ণ বাক্যালাপে যেরূপ চমৎকৃত হইলেন, স্বামীজীও মহামতি অলকটের উন্নত উদার চরিত্রে সেইরূপ মোহিত হইলেন। ব্লাভাস্কি ডাকবাংলায় অবস্থান করিতেছিলেন, স্বামিজি স্বয়ং তথায় গিয়া ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে দীর্ঘ কথোপকথন হইল, এবং তৎ প্রসঙ্গে স্বামীজি নির্ব্বাণ, মোক্ষ, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে নিজের যে মতামত খ্যাপন করিলেন, তাহাতে ব্লাভাস্কি বা অলকটের আপত্তিজনক কোন কথাই ছিল না। স্বামীজি পরাবিদ্যা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন, এবং কর্ণেল অলকটকে সমিতির পরিচালনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে সমিতির সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিবার প্রস্তাবও স্বামীজি অনুমোদন করিলেন। অনতি পরেই সমিতির সহিত আর্য্য সমাজের কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝিবার জন্য পাঠক এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন।

সাহারাণপুর হইতে ইহাঁরা স্বামীজি সমভিব্যাহারে মিরাট নগরে আগমন করিলেন। এই স্থানে প্রকাণ্ড সভায় একদিন স্বামীজির ও একদিন অলকটের বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে যে শুভ ফলের সম্ভাবনা অলকট ইহাই বুঝাইলেন।

৭ই মে (১৮৭৯ খ্রীঃ) ইহাঁরা মিরাট হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। স্বামীজি ও তৎপার্শ্বদমণ্ডলী ষ্টেশন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে পহুঁছাইয়া দিয়া ইহাদের গাত্রে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং গাড়ী ছাড়িবার সময় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বোম্বাই আসিয়া ইহারা থিয়সফিষ্ট (The Theosophist) মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ১লা অক্টোবর তারিখে উক্ত পত্র প্রকাশিত হইল। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং বক্তৃতাদি

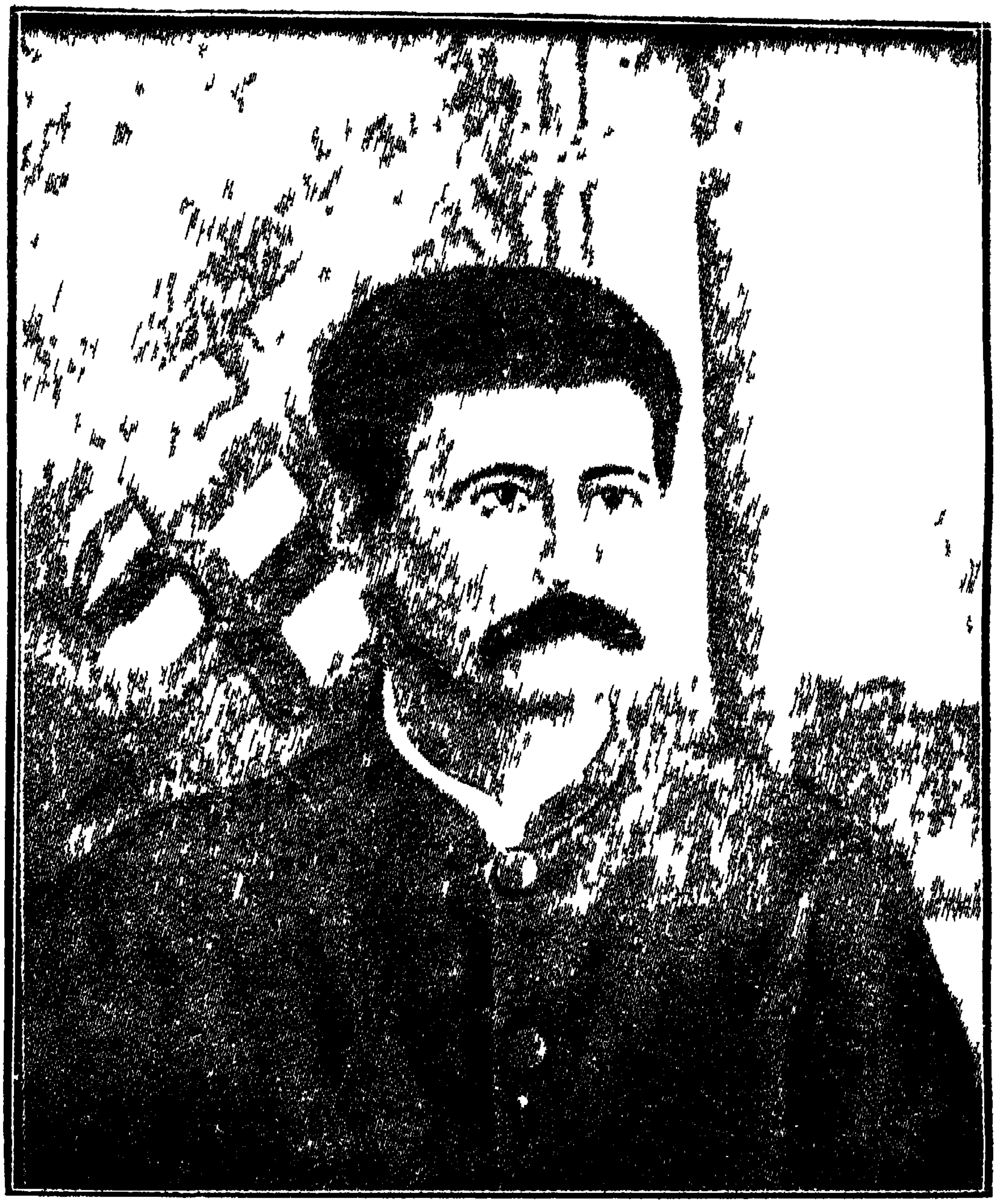

শিশির কুমার ঘোষ

পাঠ করিয়া ইহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এদেশবাসীগণ এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে চারিদিক হইতে অজস্র প্রশ্নপত্র আসিতেছিল। ব্লাভাস্কি দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ঐ সকল পত্রের উত্তর দানে এবং আধ্যাত্মিক প্রশ্নাবলীর সমাধানে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু ইহার মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিল যে প্রত্যেকের পত্রের উত্তর দান অসম্ভব হইয়া উঠিল। অথচ এই উদ্বুদ্ধ অনুসন্ধিৎসা যাহাতে ফলোপধায়ক হয়, তাহার সমুচিত বিধান করা আবশ্যক। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ "থিয়সফিষ্ট" মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা। ইহাতে প্রকাশিত আধ্যাত্মিক প্রশ্নাবলীর সমাধান সম্বলিত সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলির আলোচনায় শিক্ষিতগণ বিশেষরূপে উপকৃত হইলেন।

নভেম্বর মাসে সমিতির চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহুত সভায় বোম্বাই নগরের শীর্ষস্থানীয় অনেক ভদ্রলোক যোগদান করিলেন, এবং হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ প্রমুখ ব্যক্তিগণ আন্তরিক সহানুভূতি সূচক বক্তৃতা করিলেন। এই উৎসবের সহিত একটী স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই বিশিষ্ট ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকগণ সমিতির সভ্য হইতেছিলেন। স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ কেবল সংবাদপত্রে ইঁহাদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি স্বয়ং বোম্বাই গিয়া ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শিশির বাবুর বিশেষ অনুরোধে ব্লাভাস্কি জড ভূতের উপর মনঃ শক্তির প্রভাব সপ্রমান করিবার জন্য কয়েকটী ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। শিশিরকুমার এবং স্বনাম প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান মিরর (Indian Mirrer) সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন আজীবন পরা-বিদ্যা সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এদিকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অনেক গণ্যমান্য লোক সমিতির কার্য্যে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ সমিতির প্রভাব দেশমধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

ডিসেম্বর মাসে ব্লাভাস্কি ও অলকট মিঃ সিনেটের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ এলাহাবাদ গমন করিলেন। ইহারা সিনেট দম্পতি কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। বিশেষতঃ সিনেট পত্নীর আন্তরিকতায় ইঁহারা মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার দুই চারিটি কথায়ই ইঁহারা বুঝিলেন, আজ তাঁহাদের এক অকৃত্রিম বন্ধু লাভ হইল। সিনেট দম্পতির এই বন্ধুত্ব ইঁহাদের সম্পদে বিপদে চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। ক্রমে স্থানীয় অনেক উচ্চ পদস্থ ইংরাজের সহিত ইহাদের পরিচয় হইল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নামা মিঃ এলেন হিউম (A O Hume) অন্যতম। এই মহামতি হিউমই পরে ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতির জন্মদাতা (Father of the Congress) বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সহানুভূতি সম্পন্ন হইলে ভারতবাসীর কি পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাহা হিউম সাহেবের উক্ত পরিচয় হইতেই বোধগম্য হইবে। হিউমের এই সহানুভূতি মূলে তাঁহার পরাবিদ্যা সমিতির সহিত সংযোগ যে অল্প কার্য্যকারী ছিল না, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হিউমের অধিপতিত্বে এক প্রকাণ্ড সভার অধিবেশনে অলকট সমিতির উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইয়া দিলেন। এই সভায় হিউম মহোদয় যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে নিম্ন কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"পরাবিদ্যা সমিতি সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে, উহার প্রধান মূল উদ্দেশ্য জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজে একপ্রকার ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করা। যাঁহারা বিজ্ঞানানুরাগী, যাঁহারা সত্যানুরাগী, যাঁহারা মানবপ্রেমিক, তাঁহারা এই সমিতি সহযোগে জাতিধর্ম্মগত পার্থক্য ভুলিয়া জ্ঞান বিস্তার দ্বারা জগতের উন্নতি কল্পে পরস্পর সহায়তা করেন,—ইহা সমিতির আকাঙ্ক্ষা। ইহা কিয়ৎপরিমাণেও অথবা কখনও ফলবতী হইবে কি না, সে কথা বিচার করিবার এখন সময় নহে। জগতে যুগে যুগে অনেক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে। এক যুগে যাহা

অসম্ভব ছিল, অন্য যুগে তাহাই সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। কে বলিতে পারে, বিগত যুগগুলিতে যাহা হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ বিস্ময়-কর ঘটনা ঘটিবে না? কে বলিতে পারে, এই সমিতিই আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কোন কালে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিবে না। আর ইহা যদি পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভে বঞ্চিত হয়ও, তথাপি ইহার কৃতিত্বের, ইহার সদিচ্ছার, ইহার কল্যাণময় মানব হিতৈষণার কখনও, অপলাপ হইতে পারে না। ফলাফল যাহাই হউক, ইহার প্রবর্ত্তকগণের শুভইচ্ছা, শুভ কর্ম্ম অজর অমর। ইহার ফলে সাক্ষাৎ ভাবেই হউক, বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, মানব সমাজ কোন না কোন দিকে উপকৃত হইবেই। অন্য কোন কারণ না থাকিলেও শুধু এই কারণেও উক্ত সমিতির সহিত আমাদের সহানুভূতি করা উচিত।"

কয়েক দিন পরে, সিনেট প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ সমিতির সভ্য হইলেন।

একদিন জনৈক ভদ্রলোক ব্লাভাস্কিকে আহারে নিমন্ত্রণ করেন। যাইতে যাইতে ব্লাভাস্কি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এই স্থানে যেন কোন ভয়ানক ঘটনা হইয়াছে, এবং বোধ হয় নররক্ত পাত হইয়াছে!"

সিনেট।—আপনি কি জানেন না, আমরা কোথায় আসিয়াছি?

ব্লাভাস্কি।—কিছুই জানি না। আমি এই প্রথম আপনার বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। আমি কিরূপে জানিব?

সিনেট একটী প্রকাণ্ড বাটী দেখাইয়া বলিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ স্থানে সিপাহি হস্তে কয়েকজন সেনানায়ক (officers) নিহত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মানবের প্রত্যেক কার্য্যের চিত্র যে আকাশে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত থাকে, তৎসম্বন্ধে ব্লাভাস্কি অনেক সারগর্ভ কথার আলোচনা করিয়া শ্রোতাগণের চিত্তে নব আলোকের সঞ্চার করিলেন!

এলাহাবাদ হইতে ইঁহারা কাশীধামে আগমন পূর্ব্বক ভিজ্ঞানা গ্রামের মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মহারাজার আনন্দবাগস্থ প্রাসাদে ইঁহাদের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছিল। তখন স্বামী দয়ানন্দ তথায় ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই ইঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাশীর কয়েকটী দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া ইঁহারা বরুণাঘাটবাসিনী 'মাতাজী'র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বারাণসীর একান্তস্থিত লতাবিটপীমণ্ডিত মাতাজীর সেই রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এবং সেই বিদুষী তপস্বিনীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া ইঁহাদের চিত্ত এক অভুতপূর্ব্ব শান্তিরসে আপ্লুত হইল। অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন জন্য অনুরুদ্ধ হইলে মাতাজী উপেক্ষা পূর্ব্বক বলিলেন ব্রহ্মানন্দই মানবের লভ্য বস্তু, তাহার তুলনায় ঐ সকল ক্রিয়া বালকের ক্রীড়ার ন্যায় হেয়। পর দিবস মাতাজী স্বয়ং আনন্দবাগে আসিয়া ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাতে সকলে একটু বিস্মিত হইল। কারণ, মাতাজী সাহেব মেমদিগের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র স্বীয় গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ জন্য আশ্রম ত্যাগ করেন না। মাতাজী কথোপকথনচ্ছলে বলিলেন, ব্লাভাস্কির শরীর একজন যোগী পুরুষ অধিকার করিয়া আছেন এবং তিনি যতদূর সাধ্য ঐ শরীরের সাহায্যে প্রাচ্য দর্শন তত্ত্ব জগতে প্রচার করিতেছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধেও বলিলেন যে, সপ্তমবর্ষ বয়স হইতে তাঁহার দেহে কোন যোগী বাস করিতেছেন। সুতরাং এতদনুসারে আপাতদৃষ্টে এই দুই তাপসীর দেহ স্ত্রীদেহ হইলেও উহাদের দেহী এক একজন যোগী পুরুষ! পাঠক ব্লাভাস্কির গ্রন্থ লিখন প্রসঙ্গে মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দেহাবলম্বন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত মাতাজীর এই কথা তুলনা করিয়া দেখিবেন। বলা বাহুল্য, মাতাজী ব্লাভাস্কি চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না।

এই স্থানে বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ সংস্কৃতজ্ঞ জার্ম্মাণ পণ্ডিত থিবোর

(G. Thibaut, P H. D,) সহিত ব্লাভাস্কির সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। মোক্ষমুলের পুরাতন প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত থিবো ব্লাভাস্কির দর্শন জ্ঞানে মুগ্ধ হইলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, অদ্য তিনি সাংখ্যের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতের নিকট, এমন কি, মোক্ষমুলরের নিকটও তিনি এমন সুন্দর ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই আলোচনা স্থলে উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ ও প্রমদা দাস মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তৎপর অলৌকিক ক্রিয়ার কথা প্রসঙ্গে থিবো বলিলেন যে, হিন্দুপণ্ডিতগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন পুর্ব্বতন যোগীদিগের অলৌকিক শক্তি ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণ কাহারও সে শক্তি নাই। ব্লাভাস্কি ইহা শুনিবামাত্র দুঃখে ও ঘৃণায় গর্জ্জিয়া এই কথা কয়েকটী বলিলেন,—"এখনও সেই শক্তি কাহারও থাকিতে পারে কিনা ইহা আমি তাঁহাদিগকে দেখাইব। আর আপনি আমার পক্ষ হইতে সেই পণ্ডিতদিগকে বলিবেন যে, আধুনিক হিন্দুগণ যদি তাঁহাদের পাশ্চাত্য প্রভুগণের পদানুসরণ না করিয়া আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ন্যায় পুণ্য জীবন যাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আজ এরূপ আত্মগ্লানিকর স্বীকারোক্তি করিতে হইত না এবং আমার ন্যায় একজন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধা পাশ্চাত্য নারীকেও তাঁহাদের শাস্ত্রের সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।" *

এই কয়েকটী সংক্ষিপ্ত কথায় হিন্দুগণের বর্ত্তমান অধঃপতনে তাঁহার দুঃখ এবং শ্বেতাঙ্গ পদলেহনে ঘৃণা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ

* "Oh, they say that, do they? They say no one can do it now. Well, I'll show them, and you may tell them from me that if the modern Hindus were less sycophantic to their western masters, less in love with their vices, and more like their ancestors in many ways, they would not have to make such a humiliating confession, or get an old western hippopotamus of a woman to prove the truth of their Shastras!" O. D. L. Vol. II

পরেই ব্লাভাস্কির ইচ্ছাশক্তি প্রসূত কয়েকটী কার্য্যে থিবো-প্রমুখ পণ্ডিতগণ একেবারে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

ইহাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে কাশীধামে দুইটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাবু প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে টাউনহলে যে সভা হয়, তাহাতে অলকট ভারতের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বদেশী শিল্পাদির কিরূপ অবনতি হইয়াছে এবং উহার পুনর্জ্জীবন যে অতীব আবশ্যক, ইহাই তিনি বুঝাইয়াছিলেন। অপর সভা কাশীস্থ পণ্ডীত মণ্ডলী কর্ত্তৃক আহূত হয়। কলেজের সাংখ্যাধ্যাপক পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের উন্নতিকল্পে পরাবিদ্যা সমিতি যে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তজ্জন্য পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক এবং সমিতির সহিত তাঁহাদের অবিচ্ছেদ্য সহানুভূতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কর্ণেল অলকটকে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় পৃথক পৃথক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। অলকট সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার পুষ্টির নিমিত্ত ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির (যথা Oxygen, Nitrogen প্রভৃতি) সংস্কৃত প্রতিশব্দ প্রস্তুত করিবার জন্য পণ্ডিতগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। অধুনা আমাদের সাহিত্য সভাগুলি যে অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন, তীক্ষ্ণধী অলকট প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—"জ্ঞান সৌরভে পরিপূর্ণ এই কাশীধামে কর্ণেল অলকট প্রাচীন আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার, শিল্প, বিজ্ঞানাদির অভিজ্ঞতা লাভার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার "ব্রহ্মামৃতবর্ষিনী" সভার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক উহার এক অধিবেশনে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতির

সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। আমার অনুমান হয়, তিনি ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিলেও নিশ্চিতই ভারতবাসী, কারণ তাঁহার জীবন ভারতের সহিত তাঁহার পুরাতন মৌলিক সম্বন্ধের প্রমাণ করিতেছে, আর সেই জন্যই তিনি ভারতহিতার্থ এত যত্নশীল ইত্যাদি।"

কর্ণেল অলকট এই কথাগুলিকে একটু মাত্রাতিরিক্ত মনে করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে প্রাচ্য লেখকগণের অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দিকে যে একটু বেশী ঝোঁক আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাগুলি ভাবের মুখে অতিশয়োক্তি হইলেও উহা হইতে কাশীস্থ পণ্ডিত সমাজের চিত্তমুকুরে এই দুই বিদেশীয় নরনারী কিরূপ আত্মীয় মূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়।

কাশী হইতে পুনরায় এলাহাবাদ হইয়া ইঁহারা ১৮৮০ সালের ১লা জানুয়ারী বোম্বাই নগরে ফিরিয়া আসিলেন। ব্লাভাস্কি ও অলকটের ভারতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইঁহাদের চারিত্রিক প্রভাব ও পরাবিদ্যা সমিতি দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের হৃদয় কতদূর অধিকার করিল, তাহা উপরোক্ত বিবরণ হইতে অনুমেয়। এই এক বৎসরের মধ্যেই সফলতার শুভ্র কিরণ ত্রিদিবের আশীষ বহন করিয়া ইঁহাদের কল্যাণ-মণ্ডিত কর্ম্মক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। কিন্তু আবার ঠিক এই সময়েই এই আলোকিত দিগন্তের অপ্রত্যাশিত এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘের উদয় হইল। 'থিয়সফিষ্ট' পত্রের অসাম্প্রদায়িক লেখায় উহার সূচনা। ১৮৮০ সালের মে মাসে ব্লাভাস্কি ও অলকট যখন সিংহল দ্বীপে গিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন সেই মেঘে বায়ু সংযোগ হইল। কাজেই ইহাতে একটু অশান্তি ঝঞ্ঝার উৎপত্তি হইল। ইহা

আর্য্য সমাজের সহিত সমিতির সংঘর্ষ। এই বিরোধ খুবই অপ্রত্যাশিত নহে কি ?

যাহা হউক, এই সংঘর্ষের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা সিংহলে ধর্ম্মপালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এক অধিবেশনে ভারতীয় ...

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সিংহলে বৌদ্ধ-সম্মিলন।

সিংহল প্রধানতঃ বৌদ্ধ নিবাস। উত্তর সিংহলে দাক্ষিণাত্য হইতে উপনিবেশী অনেক তামিলী হিন্দুও আছে। ইহারা শৈবধর্ম্মাবলম্বী। ইতিহাস বলে, বাঙ্গালী বিজেতা বিজয় সিংহের নামে এই দ্বীপের সিংহল নাম হইয়াছে। বিরাট নগরী 'অনুরাধাপুরম' এর বহু যোজন বিস্তৃত ভগ্নাবশেষে, বিজয়-মহিষী অনুরাধাব স্মৃতি অদ্যাপি জড়িত। পরে সম্রাট অশোকেব রাজত্ব কালে, বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলে প্রবেশ লাভ করে। সেই অবধি, সিংহল বৌদ্ধ প্রধান দেশ। বৌদ্ধ সমাজ, মহাযান ও হীনযান এই দুই শাখায় বিভক্ত। সিকিম, ভুট'ন, নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানের বৌদ্ধগণ মহাযান, এবং ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি নিম্নদেশের বৌদ্ধগণ হীনযান। সিংহল, হীনযান বৌদ্ধগণের একটী প্রধান কেন্দ্র। সিংহলী বৌদ্ধরা বলেন, তাঁহাদেব মাতৃভুমি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্ম, শ্যামাদিদেশে গিয়াছে। কিন্তু ইহা বৌদ্ধ ভূমি হইলেও আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণের কর কবলিত। বৌদ্ধ নরনারী আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্ব অবহেলা করিযা, য়ুরোপীয় আচার ব্যবহারে অনুরক্ত। বৌদ্ধ যুবক যুবতী বিজাতীয় ভাব স্রোতে আকণ্ঠ নিমগ্ন। বৌদ্ধ বালক বালিকাগণের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পাদরিদিগের করায়ত্ত। তাঁহারা সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিরঙ্কুশ ভাবে বৌদ্ধ শিশুর কোমল অন্তঃকরণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবীজ রোপন করিয়া দিতেছেন। সুতরাং ইহার ফল যে, বৌদ্ধ সমাজের অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর, তাহাই হইতেছিল। নাম মাত্র বৌদ্ধ হইলেও, ভাবে, আহারে, পরিচ্ছদে, শিক্ষায় কেহ আংশিক, কেহ পূর্ণ য়ুরোপীয়। ষোল আনা বৌদ্ধ পাওয়া দুঃসাধ্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের

লোপ হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব অস্তগত। ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার গোষ্ঠীপতি সুপণ্ডিত সুমঙ্গল, বুলাতগামা, সুভুতি, মেগিত্তুয়াত্তে প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তি অবশ্যই সমাজের শীর্ষস্থানীয়। মেগিত্তুয়াত্তে, স্বীয় প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ বাগ্মিতা সাহায্যে, মিশনরী শক্তির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি একাকী সময়ের দুর্ব্বার স্রোতে বাধা দিতে অক্ষম।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের এহেন সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণের দৃষ্টি ব্লাভাস্কি ও অলকটের উপর পতিত হইল। তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, এই দুই বিদেশীয় নরনারী, আশার আলোক হস্তে, সর্ব্ব ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে বদ্ধপরিকর। অধিকন্তু তাঁহারা শুনিলেন, এই বিদেশী ও বিদেশিনীর, ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রতি অসীম ভক্তি। এমন কি, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মের কল্যাণকামী হইলেও, আপনাদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পরিচয় দিতে কুন্ঠিত নহেন। ইঁহাদেব পত্র প্রবন্ধ পড়িয়া এবং চরিত্র অবগত হইয়া, সিংহলের বৌদ্ধগণ পরম আত্মীয় বোধে, ইঁহাদিগকে উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিলেন। মেগিত্তুয়াত্তে পূর্ব্বেই একখণ্ড "আইসিস অন ভিল্ড" গ্রন্থ পাইয়াছিলেন, এবং উহার কযেকাংশ স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া, প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সূচনা, প্রধানতঃ তাঁহার মহতী চেষ্টা হইতেই উদ্ভুত। তখন সিংহলে পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য সবে একটী মাত্র। ইঁহার নাম জন রবার্ট ডি সিলভা। নামটী এরূপ হইলেও কিন্তু ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহা হইতেই, সিংহলী বৌদ্ধ সমাজের অধঃপাতের ভাব বুঝা যায়। অনেক দিন হইতেই ইঁহারা স্বদেশী সদর্থবাচক নাম পরিত্যাগ করিয়া য়ুরোপীয় নাম গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অধঃপতিত বৌদ্ধগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বান ব্লাভাস্কি ও অলকট অবহেলা করিতে পারিলেন না। কথিত আছে সম্রাট অশোকের সময়ে তৎপুত্র মাহিন্দো ও কন্যা সংঘমিত্তা সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম

প্রচার করিতে করিতে সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং উহার অধঃপতিত অধিবাসীগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নব আলোক প্রদান করিলেন। এযুগে, ব্লাভাস্কি ও অলকট, কালের আবর্ত্তনে অধঃপতিত সেই বৌদ্ধজাতিকে আবার নব জীবন দান করিতে চলিলেন।

৭ই মে (১৮৮০ খ্রীঃ) ব্লাভাস্কি ও অলকট সিংহল যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে চলিলেন, সমিতির সভ্য বাদসা ও ফিরোজ সা নামক দুই জন পার্সি, পুরুষোত্তম ও পান্নাচাঁদ আনন্দ জি নামক দুই জন হিন্দু সন্তান, দামোদর মবালঙ্কার এবং আমেরিকার সহযাত্রী মিঃ উইম্ ব্রিজ। সমিতির প্রতিনিধিত্ব সূচক কয়েকটী পদক প্রস্তুত করাইয়া, ইঁহারা ধারণ করিলেন। জাহাজে যে কয় দিন ইঁহারা ছিলেন, খেলাধূলা, গল্প গুজবে আরামে কাটিয়া গেল। জাহাজের কাপ্তান লোকটি খুব 'সাদা সিদে' ধরণের ভালমানুষ। কিন্তু তিনি একেবারেই মনস্তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের কোন ধার ধারিতেন না। ব্লাভাস্কির নানা অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া তিনি কেবলই হাস্য পরিহাস করিতেন। কিন্তু ব্লাভাস্কি তজ্জন্য একটুও অপ্রীতি প্রকাশ করিতেন না বরং সরলচিত্ত কাপ্তানের প্রতি সদয়ই ছিলেন। একদিন তাস ক্রীড়ার সময়, কাপ্তান কৌতুকচ্ছলে; ব্লাভাস্কিকে তাসের সাহায্যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে অনুরোধ করিলেন। ব্লাভাস্কি স্বীকৃত হইয়া তাসে কাপ্তান সম্বন্ধে যাহা উঠিল, তাহা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া দুই তিন বার পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু তথাপি বার বার একই কথা পাওয়া গেল। ব্লাভাস্কি কাপ্তানকে বলিলেন, "আপনাকে শীঘ্রই জাহাজের চাকরি ছাড়িয়া স্থলে কোন আফিসের কার্য্যে যাইতে হইবে।" কাপ্তান এই অসম্ভব কথা শুনিবা মাত্র, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অসারত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে ঠিক আজ তাহার প্রমাণ পাইলেন। ইহা লইয়া, জাহাজের উচ্চ নীচ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে খুবই একটা হাসির তরঙ্গ ছুটিল। যাহা হউক, তিন চার মাস পরেই কিন্তু

কাপ্তান নিজ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক পত্রদ্বারা ব্লাভাস্কিকে জানাইলেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। কাপ্তান তখন (কারোয়ায় বা ব্যাঙ্গালোরে) বন্দরাধ্যক্ষের (port officer) পদে কার্য্য করিতেছেন।

সমুদ্র পথের কোন কোন বন্দরে ইহাদের পরিচিত লোকেরা বা সমিতির সভ্যরা আসিয়া নানা উপঢৌকন দিয়া ইহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। জাহাজ সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে পহুঁছিলে পূর্ব্ব কথিত বাগ্মী সন্ন্যাসী মেগিত্তুয়াত্তে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং ইঁহাদিগকে জাহাজ লইয়া গ্যালে সহরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কেন না তথায় ইঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। ১৭ই মে প্রত্যূষে জাহাজ গ্যালে বন্দরে উপস্থিত হইল। ইঁহারা ভূমিতে পদার্পণ করিবা মাত্র, তীরস্থ জনসঙ্ঘ এককণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে "সাধু সাধু" ধ্বনি করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র পতাকা সমন্বিত, এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্রার সঙ্গে, ইঁহাদের অশ্ব শকট নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। নিরূপিত আবাস গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র, তিনজন প্রধান পুরোহিত পালিগাথা উচ্চারণ পূর্ব্বক ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। দলে দলে মুণ্ডিত মস্তক কাষায়ধারী বৌদ্ধভিক্ষুগণ আসিয়া ইহাদিগকে দর্শন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যে সকল ভিক্ষু মেগিত্তুয়াত্তে কৃত "আইসিস অনভিল্ড" গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ পাঠ করিয়া, ব্লাভাস্কিকে একটী শক্তির আধার স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইবার তাঁহাকে কিছু ক্রিয়া দেখাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। ব্লাভাস্কি দুই একটী ক্রিয়ায় সন্ন্যাসীগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিলেন। ভিক্ষু প্রধান বৃদ্ধ বুলাতগামা প্রমুখ পুরোহিতগণ ইহাদের সহিত অবিশ্রান্ত শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন।

পর দিবস হইতে কর্ণেল অলকটের বক্তৃতার স্রোত চলিতি লাগিল।

প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীগণ এই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতেন। সহস্র সহস্র লোক, নীরব নিস্পন্দ ভাবে, সসম্ভ্রমে, বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। ফলে, নিদ্রিত বৌদ্ধ সমাজ যেন এক বৈদ্যুতিক স্পর্শে সহসা পুনর্জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই আনন্দ, উৎসাহ, উদ্যোগ। এই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে একমাত্র মিশরনরীগণ ম্রিয়মান। কারণ, এতদিনে তাহাদের মোহ মন্ত্র কাটাইয়া বৌদ্ধগণ স্বধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, পুনরায় অতীতের প্রতি, স্বজাতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে, এমন কি আমেরিকায় অবস্থানের সময় হইতেই, ব্লাভাস্কি ও অলকট আপনাদিগকে প্রকাশ্যভাবেই শাক্যমুনির ধর্ম্মভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ২৫শে মে ইহা অনুষ্ঠান দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইল। উক্ত দিবস ব্লাভাস্কিও অলকট রামাণ্য নিকায়ের বিহার সংলগ্ন মঠে পুরোহিত বুলাতগামা কর্ত্তৃক বিধিমতে দীক্ষিত হইলেন। পালি 'পঞ্চশীল' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যখন ইহাঁরা জানু পাতিয়া সম্মুখস্থ বৃহৎ বৌদ্ধমূর্ত্তির চরণতলে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন, তখন মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে এক উচ্চ উল্লাসধ্বনি উত্থিত হইয়া, দিগন্ত কম্পিত করিল। তৎপর অলকট সময়োচিত একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলে ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই দীক্ষা ব্যাপার লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাঁদিগকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের সহানুভূতি চতুরতা মাত্র মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগকে কোন প্রচলিত সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা একটী মহৎ ভুল, আর ইহাদের উপর কোন মন্দ উদ্দেশ্যের আরোপ করা, বোধ হয় ততোধিক ভুল। ইহাঁদের সম্প্রদায় থাকিলেও, ইহাঁরা সাম্প্রদায়িক নহেন,—অর্থাৎ, সম্প্রদায়িকতার ছায়ায় যে সকল দোষের

উৎপত্তি ও পুষ্টি, ইহাঁরা তাহা হইতে একবারেই মুক্ত। ইহা তাঁহাদের জীবনেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। বাস্তবিক, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ভাব পোষণ করিয়া, পরাবিদ্যা সমিতির প্রবর্ত্তকের কথা দূরে থাকুক, কোন ব্যক্তিই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন না। ইহা আমরা সমিতির উদ্দেশ্য আলোচনা সময়ে দেখাইব। অলকট এই দীক্ষা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"প্রকৃত বৌদ্ধ হওয়া এক কথা, আর আধুনিক অধঃপতিত সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। ব্লাভাস্কির এবং নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মে যদি এমন একটী মতও থাকিত, যাহা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইত, তাহা হইলে আমরা কখনই পঞ্চশীল গ্রহণ করিতাম না, অথবা এক মুহূর্ত্তও উক্তধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকিতে পারিতাম না। আমাদের বৌদ্ধধর্ম্ম মহান গৌতম বুদ্ধের সেই ধর্ম্ম, যাহা আর্য্য উপনিষদোক্ত প্রজ্ঞান-ধর্ম্মের সহিত একাঙ্গীভূত, যাহা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের সার স্বরূপ। এক কথায় আমাদের বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, বাহ্যিক বা সাম্প্রদায়িক ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপর নহে।" *

ব্লাভাস্কি ও অলকটকে সতীর্থ রূপে পাইয়া, বৌদ্ধসমাজ নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের একটী সভায় বৌদ্ধ সমাজের উন্নতি জন্য নানা উপায়ের আলোচনা হইল। এদিকে আচার্য্যগণ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠব্যক্তিবর্গ উৎসাহের সহিত পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য হইলেন।

* "To be a regular Budhist is one thing, and to be a debased modern Budhist sectarian is quite another. Speaking for her as well as for my self, I can say that if Budhism contained a single dogma that we were compelled to accept, we would not have taken the pansil, nor remained Budhists ten minutes. Our Budhism was that of the master-adept Gautama Budha, which was identically the wisdom Religion of the Aryan upanishads, and the soul of all the ancient world-faiths. Our Budhism was, in a word, a philosophy, not a crdeed" O. D. L. Vol : II.

গ্যালে হইতে কালুতারা নামক স্থানে ট্রেন ধরিয়া, ইহারা কলম্বোয় আসিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহের খরস্রোত বহিতেছিল, তাহা নিম্নশ্রেণীকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। ইহাঁদের গমনের জন্য যথোচিত যানাদি অবশ্যই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু গ্যালে ত্যাগের প্রাক্কালে, স্থানীয় ধীবরগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ইহাদিগকে শকট দিয়া সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইল। ইহারা সর্ব্বদাই ভদ্র মণ্ডলিতে বেষ্টিত থাকেন বলিয়া, ধীবরগণ ইহাঁদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। অনন্তর জনৈক ভদ্রলোক ইহাঁদিগকে ধীবরগণের সেবাভিলাষ জানাইলেন। নিম্ন জাতির এই সহানুভূতিতে ইহাঁদের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। অলকট, উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন, এবং উহাদের প্রদত্ত শকট গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মৎস্যজীবিরা তখন সাধু সেবাধিকার পাইয়া যেন কৃতার্থ হইল। ইঁহারাও অন্য যানাদি পরিত্যাগ করিয়া ধীবরগণের গাড়িতেই গমন করিলেন।

গ্যালে হইতে কালুতারার পথে ইহারা জন সাধারণের প্রবল আগ্রহে নানাস্থানে গাড়ী থামাইয়া অভিনন্দন গ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান করিতে করিতে চলিলেন। কোথাও পূর্ব্ব রচিত চন্দ্রাতপতলে ইহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে, কোথাও কোনও ধনী লোক নানা আহারীয় দ্রব্য দ্বারা ইহাঁদের সৎকার করিতেছেন, কোথাও দলে দলে আচার্য্য সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আসিয়া ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইতেছেন, কোথাও বা উৎসাহ আনন্দ মুখরিত সমগ্র পল্লী ইহাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতে ধাবিত হইতেছে। আবার পথিমধ্যে রাত্রের একটী ঘটনায় সকলে একটু আমোদ উপভোগ করিলেন। পথপার্শ্বস্থ একটী বাড়ী হইতে, সহসা একটী লোক, আলোক হস্তে নির্গত হইয়া ইহাদের গাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিল, এবং গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ী থামিলে লোকটী ব্লাভাস্কি ও অলকট কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। ইহারা ভাবিলেন হয়ত লোকটা চুঙ্গিওয়ালা, টেক্স আদায়

করিতে আসিয়াছে, অথবা কোন গুরুতর সংবাদ দিতে আসিয়াছে। কিন্তু ইহার কিছুই নহে। কেবল লোকটি ইহাদিগকে দেখিয়া ইহাদের প্রত্যেকের নাম হর্ষভরে উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গীরা লোকটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার অভিপ্রায় কি। সে বলিল,—"কিছুই না, আমি কেবল ইহাঁদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

কালুতারায় উপস্থিত হইলে সিংহলী হিন্দুগণের প্রধান ব্যক্তি সার কুমার স্বামীর (Sir Coomar Swamy) সম্পর্কিত শ্রীযুক্ত অরুণাচলম ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন। তৎসহ আলাপে ইহাঁরা বড়ই আনন্দিত হইলেন। অরুণাচলম্ কেম্বিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং স্থানীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট। অলকট বলেন অরুণাচলম্ এসিয়া খণ্ডে তাঁহার পরিচিত প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। অরুণাচলম্ নিজ গৃহে ইহাঁদের ভোজনাদির সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কালুতারায় কলম্বোর ট্রেন ধরিলেন। পথে পান্তুর নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। এইখানে পূর্ব্বে মিশনরিদিগের সহিত মেগিত্তুয়াত্তের এক প্রসিদ্ধ বিচার যুদ্ধ হইয়াছিল। অলকট ঠিক সেই পূর্ব্ববিচারস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিশনরি কৌশল বুঝাইয়া সকলকে সাবধান করিলেন। ইহাতে পাদরিরা একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন।

কলম্বোতেও আবার গ্যালের অভিনয় হইতে লাগিল। যথারীতি অভিনন্দন বক্তৃতা চলিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন ইহাঁদের বাসগৃহে সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও অপর আগ্রহান্বিত লোকের আগমনে ইহাঁদের তিলার্দ্ধ বিশ্রাম ছিল না। আচার্য্য সুমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত "বিদ্যোদয়" কলেজে অলকট "নির্ব্বাণ, পুণ্য ও বৌদ্ধবালকের শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ-বালককে মিশনরি হস্তে সমর্পণের জন্য, বৌদ্ধ-সমাজকে তীব্র অনুযোগ করেন। অলকট লিখিয়াছেন—"বড়ই সুখের বিষয় আমার এই অনুযোগ

তিরস্কার বৃথা যায় নাই। এক্ষণ যে স্কুল সমূহ স্থাপিত হইয়া বিস্তৃতরূপে বৌদ্ধ শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার আরম্ভ সেই সময়কার উত্তেজনা হইতে।"

কলম্বো হইতে ইহাঁরা কান্দিতে আগমন করিলেন। বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ কান্দি, দন্তমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের একটী দন্ত এখানে পূজিত হইতেছে। অনেকে বলেন এই দন্ত, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে স্থাপিত ছিল। পরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সময়ে স্থানান্তরিত হয়, এবং নানা অবস্থার মধ্য দিয়া শেষে সিংহলে আনীত হয়। কেহ কেহ বলেন প্রকৃত দন্তটী ঘটনা বিপর্য্যয়ে গোয়ার পর্ত্তুগিজ রাজ-পুরুষদের হস্তে পড়ে। তখন দন্তটির মুক্তির জন্য পেগুর রাজা প্রায় এক কোটি টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পর্ত্তুগিজরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দন্তটিকে নষ্ট করিল। উহাদের প্রধান পুরোহিত (Arch-Bishop) সর্ব্ব সমক্ষে দন্তটিকে উদুখলে চূর্ণিত করিয়া, সেই চূর্ণ প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিল, পরে ভস্মাবশেষ গোমতীর স্রোতে ভাসাইয়া দিল। এই ঘটনা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে হয়। পর্ত্তুগিজদের এই বর্ব্বরোচিত কার্য্যের ছয় বৎসর পরে রাজা বিক্রমবাহু কর্ত্তৃক একটী মৃগ শৃঙ্গের অগ্রভাগ হইতে বর্ত্তমান দন্তটি প্রস্তুত হইয়াছে। আর এক গল্প এই যে ভারতের কোন নৃপতি দন্তটিকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি হইতে রথচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড একটী পদ্মফুল উত্থিত হইল, এবং দেখা গেল তদুপরি দন্তটি বিরাজ করিতেছে। অনেকে এই ইতিহাসটির মধ্যেই তিব্বতীয় বৌদ্ধ-লামাদের প্রধান জপ-মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। * এইরূপ আরও অনেক ইতিহাস, দন্তটির সঙ্গে জড়িত আছে।

* তন্ত্রবিদগণের মতে ইহা মহাবিদ্যা তারার মন্ত্রবাচক, এবং তীব্বতীয় লামাগণ বৌদ্ধ হইলেও তারা উপাসক। কেহ২ বলেন মন্ত্রটীর অর্থ এই,—'আমার হৃদয়ে যে মণি আছে, আমিই সেই।'

কান্দির প্রধান ব্যক্তিগণ ব্লাভাস্কি ও অলকটকে মন্দিরে লইয়া গিয়া দন্তটি দেখাইলেন। এতদ্দ্বারা বৌদ্ধগণ ইহাঁদিগকে অসাধারণ সম্মান প্রদান করিলেন। কারণ সাধারণের পক্ষে দন্ত দর্শন দুর্লভ। মণিমুক্তা খচিত সুবর্ণ পেটিকাতে উহা সুরক্ষিত থাকে। ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ (Prince of wales) রূপে যখন এদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহাকে দন্তটি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপর এই প্রথম ব্লাভাস্কি ও অলকটকে দেখাইবার জন্য. উহা বাহির করা হইল। অলকট বলেন, দন্তটি কুম্ভীরের দন্তের ন্যায় দুই ইঞ্চি লম্বা, গোড়ার দিকে এক ইঞ্চি চওড়া ঈষৎ বক্র। কিন্তু মনুষ্য বা অন্য কোন জীব জন্তুর দন্তের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই, এবং কালবশে উহার বর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধগণ এই দন্ত সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি ইহার প্রকৃত উত্তর কিছুই না দিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, অবশ্য প্রভুর দন্তই বটে, তবে তিনি যখন ব্যাঘ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়কার !"

কান্দির সম্মানিত প্রাচীন ভূস্বামীবংশধরগণ এবং ধর্ম্মাচার্য্যরা একত্র মিলিত হইয়া সমারোহের সহিত ব্লাভাস্কি ও অলকটকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাঁদের আসিবার আগের দিন মিশনরিরা প্রকাশ্য রাজপথে সজোরে ইহাঁদের কুৎসা এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিতেছিল। ভীরু সিংহলীরা ইহার কোন প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাঁরা আসিলে বৌদ্ধজন সাধারণ খ্রীষ্টানদের ব্যবহার সম্বন্ধে ইহাঁদের নিকট অভিযোগ করিল। দন্তমন্দির প্রাঙ্গনে অলকট বক্তৃতা করেন। তদুপলক্ষে মিশনরিগণের এই কুৎসিৎ ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন যে, তথায় যদি কোন পাদরি, বা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মচার্য্য উপস্থিত থাকেন, তবে এক্ষণ তিনি সম্মুখে আসুন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করুন। দেখা গেল, সেখানে পাঁচ জন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত, কিন্তু একজনও

অগ্রসর হইলেন না। অলকট মিশনরিগণের নিন্দাবাদের অসারত্ব দেখাইয়া-দিলেন। ইহাতে তাঁহারা পান্তুরের বক্তৃতার ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন।

কান্দি হইতে ইঁহারা কলম্বোতে ফিরিয়া আসিলেন। কলম্বো হইতে মোরতুয়া নামক স্থান হইয়া পুনরায় পান্তুরে আসিলেন। পান্তুরের কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এমন সময় ইঁহারা তথাকার কোন মিশনরি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক পত্র পাইলেন। শিক্ষক মহাশয় ইঁহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছেন। ইঁহারা একটু গোলযোগে পড়িলেন, কারণ এখানে অপেক্ষা করিতে হইলে অপরাপর স্থান সংক্রান্ত পূর্ব্বস্থিরীকৃত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কাজেই অলকট একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্লাভাস্কি, ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও কিছু মাত্র দ্বিধা না করিয়া, অলকটকে বিচারে সম্মতি জানাইয়া উত্তর দিতে বলিলেন। অগত্যা অলকট তাহাই করিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও জানাইলেন যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রীষ্ট সমাজের সর্ব্বমান্য কোন দীক্ষিত ধর্ম্ম-যাজক হওয়া আবশ্যক। কেননা তাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের সহিত তর্কে জয় পরাজয় সম্ভবতঃ কোন পক্ষই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বিসপ বা অন্য কোনও মাননীয় ধর্ম্ম যাজক বিচারার্থে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, কোন আগ্রহই দেখাইলেন না। ইহাতে বোধ হয়, প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় উক্ত শিক্ষককে এই বিচারাহ্বানে কোন অনুমতি বা ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। যাহা হউক, শিক্ষক শেষে অন্য একটা লোককে অলকটের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করিলেন। এই লোকটিকে অলকট ভালরূপ জানিতেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কলম্বোতে অলকটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পল্লবগ্রাহিতা ও অহম্মন্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্‌চপলতায় অলকট উত্যক্ত হইয়াছিলেন। এই লোকটী অল-কটকে একটী বৃহৎ অনুষ্ঠান পত্র দেখাইয়া বলেন যে তিনি "খ্রীষ্ট-ব্রাহ্ম সমাজ" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন।

এই অদ্ভুত সভার উদ্দেশ্য বা কার্য্য প্রণালী আমরা জানি না। তবে তিনি নাকি সেই অনুষ্ঠান পত্রে লিখিয়াছিলেন যে বাইবেলোক্ত পবিত্রাত্মা (The Holy Ghost) নিশ্চতই কোন নারী, নতুবা স্বর্গরাজ্য কেবলই কুমারের বাসভূমি হইয়া পড়ে, কেন না, তথায় পিতা (The Father). পুত্র (The Son), রহিয়ায়ছন, আর স্ত্রী নাই ইহা কি সম্ভব ? এইরূপ লোকের সঙ্গে বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া অলকট ক্ষুব্ধ হইলেন। যাহা হউক, যথা সময়ে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুগণে বেষ্টিত হইয়া রাভাস্কি সমভিব্যহারে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভার এক দিক খ্রীষ্টানগণ অধিকার করিয়াছেন, অন্য দিক বৌদ্ধদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অলকট উভয় পক্ষকে নমস্কার পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। সভাস্থল নীরব। অলকট বুঝিলেন তাঁহাকেই পূর্ব্ব পক্ষ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সভাপতির অভাব দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, প্রথামত সর্ব্বাগ্রে সভাপতি নির্ব্বাচন আবশ্যক। নির্ব্বাচনের ভার তিনি খ্রীষ্ট-সমাজকেই দিলেন। কোন বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, ন্যায়পর উপযুক্ত খ্রীষ্টান সভাপতি হইলে বৌদ্ধ পক্ষের কোন আপত্তি নাই। খ্রীষ্টানপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া বৌদ্ধ বিদ্বেষী ২।৩ জনের নাম উপস্থিত করিলেন। অলকট আচার্য্যগণের সম্মতি ক্রমে উঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপর তিনি নিজে জনৈক উপযুক্ত খ্রীষ্টান স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টান হইলেও বোধ হয় অপক্ষপাতী বলিয়া খ্রীষ্টপক্ষ তাঁহার সভাপতিত্বে আপত্তি করিলেন। এইরূপে দেড় ঘণ্টা সময় ব্যয়তি হইলেও কোন ফল হইল না দেখিয়া অলকট অগত্যা একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি বৌদ্ধ-গণের প্রতি খ্রীষ্টানদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা বলিলেন, এবং আরও বলিলেন যে, এই বিচারার্থে তাঁহার অনুরোধ মত কোন উপযুক্ত ধর্ম্মযাজককে নিযুক্ত না করিয়া যাঁহাকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ খাড়া করা হইয়াছে, তিনি অকৃত্রিম খ্রীষ্টান কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ! ইহা

বলিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির "খ্রীষ্ট ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা, এবং "হোলিঘোষ্ট" ঘটিত মতের উল্লেখ করিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র উপস্থিত খ্রীষ্টানগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ঐ ব্যক্তি তখন তাঁহাদের রোষ কষায়িত দৃষ্টির লক্ষীভূত হইলেন। সভা এইখানেই সমাপ্ত হইল। বৌদ্ধগণ জয়োল্লাসের সহিত রাভাস্কি ও অলকটকে বেষ্টন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। শুনা যায়, ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ খ্রীষ্টানগণ পাছে কোন অত্যাচার করিয়া বসে, এই জন্য উঁহাকে রেল ষ্টেশনে লুক্কায়িত রাখিয়া পরে কলম্বোতে প্রেরণ করা হয়।

খ্রীষ্টানদের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ই ইঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন অভিযোগ ছিল না। উঁহাদের একখানি সংবাদপত্র (The Ceylon Catholic Messenger) বরং সত্য কথাই প্রকাশ করিল, যথা—

If Col Olcott can induce the Budhists to establish Schools of their own, as he is trying to do, he will be doing us a scrvice ; because if the Budhists would have their own denominational schocls, as we have ours, they would put a stop to tne dishonesty now practiscd by the sectarian Missionaries of obtaning Government money for proselytizing purposes under the pretxts of grants-in-aid for edu-cation..

অর্থাৎ, যদি কর্ণেল অলকটের প্রবর্ত্তনায় বৌদ্ধরা আপনাদের ধর্ম্মানুযায়ী স্কুল স্থাপন করে, তবে আমাদের উপকারই করা হইবে, কারণ তাহারা এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মিশ-নরিরা গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত অর্থে লোককে খ্রীষ্টান করিবার সহায়তা পাইয়া যে স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে তাহার একেবারে মূলোচ্ছেদ হইবে।

পান্তর হইতে কালুতারা হইয়া ইঁহারা বেল-তোতায় আসিলেন। বেলতোতার 'তমাল-তালী বনরাজীনীলা' সাগর বেলা সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্যে এবং সিন্ধুমারুত-সেবিত, নারিকেল-কুঞ্জ ক্রোড়স্থ আবাস বাটীর মনোহর শ্যাম শোভায় মুগ্ধ হইয়া ব্লাভাস্কি বলিয়াছিলেন যে, পারিলে এই স্থানে তিনি বৎসরেককাল যাপন করিতে ইচ্ছা করেন। বেলতোতা হইতে গ্যালে ফিরিয়া আসিলেন। গ্যালের নিকট-বর্ত্তী মাতুনরা নামক স্থানেও ইহারা প্রচারার্থ গমন করেন। এখানকার একজন ধনাঢ্যা এবং ধর্ম্মপরায়ণা বৌদ্ধ মহিলা সিসিলিয়া দিয়াস ইলাংগেকুন (Cecillia Dias Illan-gakoon,—য়ূরোপীয় ও সিংহলী মিশ্রিত নাম) সমাদরের সহিত ইঁহাদের সৎকার করেন। ইনি বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রকাশে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন! ইঁহারই ব্যয়ে অলকট কৃত "বৌদ্ধ প্রশ্নোত্তর মালা" (Budhist cate-chism) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী আরও ২।১ স্থান ঘুরিয়া পুনরায় ইঁহারা গ্যালে আসিলেন।

বৌদ্ধসমাজ শ্যাম ও অমরপুর এই দুই সম্প্রাদায়ে বিভক্ত। অলকট এই দুই সম্প্রদায়ে ঘনিষ্টতর সদ্ভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটী সভা আহ্বান করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাতজন প্রধান সন্ন্যাসী নিমন্ত্রিত হইলেন। প্রথমতঃ এই পঞ্চদশ সন্ন্যাসীর জন্য অন্ন ভিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কোন গোলযোগ না হয়, এজন্য দুই দলের আসন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু উভয় কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইল। অলকট এই উন্মুক্ত দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুগণ তদুপরি মন্তব্য প্রকাশ করিলে, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মিলন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সুব্যবস্থা হইল। অতঃপর বৌদ্ধগণ জাতীয় উন্নতি বিধায়ক সকল কার্য্যেই পরস্পরের সহায় হইলেন। এই সময় হইতে ইহাদের মধ্যে বন্ধুতার

বৈলক্ষণ্যের কথা কখনও শুনা যায় নাই। অলকট এই শুভ কার্য্য দ্বারা সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন।

ব্লাভাস্কি ও অলকট কর্ত্তৃক এই প্রকারে বৌদ্ধদিগের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইল। চতুর্দ্দিকেই জাতীয় আত্মবোধের মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যেন শুষ্ক নদীতে বাণ ডাকিল। মেগিত্তুয়াত্তে যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ব্লাভাস্কি—অলকটের উদ্দীপনায় তাহার পূর্ণাহুতি হইল। বৌদ্ধগণ স্বকীয় ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইল। এদিকে তাহাদের শিক্ষিতগণ পরাবিদ্যা সমিতিতে যোগদান করিয়া, সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি উদার ভাবানুশীলনের সুযোগ পাইলেন। নানাস্থানে পরাবিদ্যা সমিতির শাখা স্থাপিত হইল। কিন্তু ইহাঁদের পরিশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ফল বৌদ্ধ বালক বালিকাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা। বৌদ্ধ সন্তানেরা অনন্যোপায় হইয়া মিশনরিস্কুলে পাঠ করিতেছিল। আর মিশনরিরা এই সুযোগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জাতীয়তার ভিত্তি একেবারে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই স্রোত এক্ষণে এক প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধ সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যে, সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বৃহৎ আয়োজন অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। অলকট বলেন ইহাতে লোকের এত উৎসাহ হইয়াছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সেই সময়ে ২।৩ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, এবং ইহা দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের আরও সহায়তা হইত সন্দেহ নাই। অর্থ সংগ্রহের কল্পনা তখন তাঁহার মনে আদৌ উঠে নাই। কিন্তু অর্থ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান যে জাতীয়তার উদ্বোধন বৌদ্ধদিগের মধ্যে আনয়ন করিলেন, তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিল। কেননা, অনতি পরেই বৌদ্ধ বালক বালিকারা মিশনরি শিক্ষার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। অলকট লিখিয়াছেন :—

"This visit of ours was the beginning of the second and permanent stage of the Budhist revival began by

Megethuwatte,—a movement [destined to gather the whole juvenile sinhalese population into Budhist schools under our general supervision"

অর্থাৎ, মেগিত্তুবাত্তে যে পুনরুত্থানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সিংহলাগমনে স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, এবং ইহার ফলে সিংহলের যাবতীয় বালক বালিকা আমাদের পরিদর্শনাধীন বৌদ্ধ স্কুল সমূহে আনীত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

যাহা হউক, ইহাতে একদিকে মিশনরিগণের অভিশাপ, অন্যদিকে বৌদ্ধদিগেব প্রীতি-আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতে লাগিল। ব্লাভাস্কি ও অলকট মিশনরিগণের অভিশাপ উপেক্ষা করিয়া বৌদ্ধজাতির শুভাশীর্ব্বাদ শিরে বহন করিয়া সিংহল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বৌদ্ধবন্ধুগণ বিদায় কালে ইঁহাদের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ১৩ই জুলাই গ্যালে ত্যাগ করিয়া যথা সময়ে ইঁহারা বোম্বাইয়ের বাটীতে আগমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার।

ব্লাভাস্কির বোম্বাই নগরস্থ বাটীতে অবিরাম জনস্রোত চলিত। স্থানীয় ও দূরদেশাগত সর্ব্বজাতীয় দর্শক ও অনুসন্ধিৎসুর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সিনেট সাহেব লিখিয়াছেন :—

"বোম্বায়ের বাটীতে তাঁহার সাক্ষাৎলাভার্থ অবিশ্রান্ত লোক সমাগম হইত। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া রুসিয় সংবাদ পত্র এবং থিওসফিষ্ট পত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এবং সমিতির কার্য্যার্থ নানাস্থানে চিঠিপত্র লিখিতেন। দিবাভাগের অধিকাংশ সময়, যে সকল স্থানীয় ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ আসিতেন, তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপে কাটাইতেন। যে যাহা প্রশ্ন করিত, তিনি তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। কখনও কখনও উপস্থিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যহীন বৃথা বাক্যব্যয় তাঁহার য়ুরোপীয় সঙ্গীদের ভাল লাগিত না। কিন্তু তিনি উহাদের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া সকলের কথাই শুনিতেন। কখনও কোন পণ্ডিতের সহিত হিন্দুধর্ম্মের একটা কথা লইয়া তুমুল তর্ক হইতেছে, ব্লাভাস্কি পণ্ডিতের উক্তির সহিত বেদের প্রকৃত অর্থের অসঙ্গতি দেখাইয়া দিতেছেন। আবার এই গোল-মালের মধ্যে হয় ত তিনি সুদূরস্থ গুরুদেবের আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তর্ক ছাড়িয়া কোন নির্জ্জন গৃহে গিয়া অবহিত চিত্তে গুরুর আদেশ শ্রবণ করিতেন। বোম্বাই-প্রবাসী য়ুরোপীয়গণের সহিত তাঁহার বড় মেশামিশি বা আলাপ পরিচয় ছিল না। তিনি সাহেবদের সঙ্গলাভের জন্য একটুও লালায়িত ছিলেন না। তাহারা কেহ দেখা করিতে আসিত না

বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখিতও ছিলেন না। পাশ্চাত্য সমাজের নিয়মানুসারে নবাগত ব্যক্তিকেই প্রথমতঃ স্থানীয় লোকদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তৎপর তাহারা ঐ ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া ভদ্রতার প্রতিদান করিয়া যায়। ব্লাভাস্কি এই সকল সামাজিক নিয়মের মোটেই বশীভূত ছিলেন না। কি বাল্যে, কি পরবর্ত্তী জীবনে, তিনি সামাজিকতার নিগড় হইতে চির মুক্ত ছিলেন। এই জন্য সাহেবরা তাঁহার বাটীতে আসিত না। তজ্জন্য তিনি দুঃখিত না হইয়া বরং সুখী ছিলেন। একে ত তিনি আধুনিক সভ্যতা ও তথা-কথিত সভ্য জাতিদিগের প্রতি বড় অনুরক্ত ছিলেন না; তারপর মেশামেশি হইলেই তাহাদের সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁহাকে যোগদান করিতে হইত। কিন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে যারপর নাই অপ্রীতিকর হইত। ইহার প্রথম কারণ, তাঁহার পরিচ্ছদাদির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অনেক সময়েই স্বচ্ছন্দে একখানা র‍্যাপার গায়ে দিয়া কাটাইতেন। আবার সর্ব্বদাই সিগারেটের ধূম পান করিতেন। সুতরাং সামাজিক অনুষ্ঠানস্থলে তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের ও স্বাধীনতার অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, সুরাপান ও শুকর মাংসাহারের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। কিন্তু এই সকল কার্য্য পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের নিত্য সঙ্গী। ইহাতেও তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাৎ হইত। সুতরাং য়ুরোপীয় সমাজ যে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত, তজ্জন্য তিনি দুঃখিত ছিলেন না। কিন্তু এরূপ একজন তীক্ষ্ণ মনিষাসম্পন্ন বিখ্যাত মহিলা তাঁহাদের এত নিকটে থাকিতেও তাঁহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেন না,—তাঁহার বিস্তৃত জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিচয় লইতে অগ্রসর হইতেন না,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। বোধ হয়, ইহার মূল কারণ দাম্ভিকতা ও সামাজিক বন্ধন।”

ব্লাভাস্কি পরে সমুদ্র তীরবর্ত্তী একটী বাটীতে উঠিয়া যান। এই বাটী

জনতা-পূর্ণ পল্লী হইতে দূরে থাকায় এখানে লোকের যাতায়াত একটু কম ছিল, এবং তজ্জন্ত ইহাঁরা সময় পাইতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মিঃ সিনেট ব্লাভাস্কিকে তাঁহার সিমলার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনুসারে তিনি ২৭শে আগষ্ট সিমলা যাত্রা করিলেন। পথে মিরাটে অবতরণ করিয়া স্বামী দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর সহিত অলকটের এক সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। অলকটের প্রশ্ন এবং স্বামীজীর উত্তরের বিস্তৃত বিবরণ সেই সময়কার 'থিয়সফিষ্ট' পত্রে দ্রষ্টব্য। আমরা অলকটের 'ডায়রি' গ্রন্থ হইতে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রশ্ন। কোন ক্রিয়া যোগশক্তি সম্ভূত কিনা, জানিবার উপায় কি?

উঃ। তিন প্রকারের আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়া হইতে পারে। যাহা হস্ত-কৌশলে সম্পন্ন হয়, তাহা অধম। যাহা রসায়ন সংযোগ বা যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাহা মধ্যম। উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা যোগশক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রথম দুইটী ব্যবহার-বিদ্যার অন্তর্গত। যাহা মানবের ইচ্ছা শক্তি-সম্ভূত, তাহাই যোগক্রিয়া।

প্রশ্ন। আত্মার ধর্ম্ম কি?

উঃ। আত্মার ইচ্ছা-শক্তি, জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি প্রভৃতি চব্বিশটী শক্তি আছে। এইগুলি বাহ্যবস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইলে যে ফল হয়, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত, ব্যবহারিক বিদ্যা। আর ঐগুলি আন্তর জগতের উপর প্রযুক্ত হইলে যে ক্রিয়া হয়, তাহা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানান্তর্গত যোগবিদ্যা। যথা, বৈদ্যুতিক তারবার্ত্তা ব্যবহারিক বিদ্যার অধীন। তারের বা অন্য কোন যান্ত্রিক সাহায্য বিনা দূরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কথোপকথন যোগবিদ্যার অন্তর্গত। এই বিদ্যা বলে কোন প্রকার বাহ্যিক বস্তুর সাহায্য না লইয়া দূরের বস্তুকে নিকটে আনা যায়,—ইহাকে

আকর্ষণ বলে। ইহা অস্বাভাবিক নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। প্রাচীনেরা প্রকৃতির এই সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ অবগত ছিলেন।

প্রঃ। এই যোগ-শক্তি লাভ করিতে হইলে কি কি আবশ্যক?

উঃ। শিখিবার ইচ্ছা, কামনা জয় ও জিতেন্দ্রিয়তা, সাধুতা, সৎসংসর্গ, পবিত্র আহার, পবিত্র স্থানে বাস, তত্ত্ববোধশক্তি, নির্জ্জনতা। পাঁচটী বস্তু পরিত্যজ্য, যথা, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বশতা, স্বার্থপরতা, এবং মৃত্যু ভয়।

প্রঃ। যোগ-ক্রিয়া তবে প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ নহে?

উঃ। কখনই নহে। হটযোগ দ্বারা পরচিত্ত জ্ঞানাদি ফল লাভ হয়। রাজযোগ দ্বারা মানব সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাজযোগী যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, জানিতে পারে। এমন কি, যে ভাষা সে কখনও শিক্ষা করে নাই, তাহাও অনায়াসে জানিতে পারে।

প্রঃ। জড় বস্তুর (যথা, পত্র, মুদ্রা, পেন্সিল, চিত্র ইত্যাদি) দ্বিত্ব-সম্পাদন (Duplication) ক্রিয়া অনেক দেখা গিয়াছে। ইহার অর্থ কি?

উঃ। আকাশে সর্ব্ববস্তুর পরমাণু সূক্ষ্ম ভাবে বিদ্যমান। যোগী উহা আহরণ পূর্ব্বক ইচ্ছামত আকারে আকারিত করিতে পারে।

প্রঃ। ব্লাভাস্কি বহু দর্শকের সম্মুখে পুষ্প বর্ষণ প্রভৃতি (ব্লাভাস্কির ঈদৃশ কয়েকটী ক্রিয়া স্বামী দয়ানন্দ স্বয়ং গতবর্ষে কাশীধামে অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত দর্শন করিয়াছিলেন) যে সকল ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেগুলি আপনি কি মনে করেন?

উঃ। ঐ গুলি শুদ্ধ যোগ-শক্তি-সঞ্জাত। উহা তামাসা নহে। উহাতে প্রতারণার লেশ মাত্র নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার কিছুকাল পরেই যখন সমিতির প্রতি স্বামীজীর বিরূপ ভাব প্রকট-মূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন তিনি এই উক্তির বিপরীত কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

পরন্তু পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতি স্বামীজীর মনোভাব যে অনুকূল নহে, তাহা বুঝা গেল। সেই জন্য এইখানেই তাঁহার সম্মতিক্রমে সমিতিকে আর্য্য-সমাজ হইতে পৃথক করা হইল। তবে বিচ্ছিন্ন হইলেও উভয় সমিতি যাহাতে পরস্পর নির্ব্বিরোধে আপন আপন কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহার অন্যথাচরণ করা হইবে না, ইহাও স্থিরীকৃত হইল।

সিমলায় ব্লাভাস্কির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে ইউরোপীয় সমাজে খুব আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেখানে তাঁহার চা-পানঘটিত, ব্রুচ্ (Brooch) ঘটিত এবং অন্যান্য ক্রিয়া সিনেট-কৃত 'রহস্য জগৎ' (Occult world) নামক গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের পাঠক অবশ্যই জানেন, একদা কোন শৈলশৃঙ্গে চা-পান-সমিতির এক 'সেট' পান পাত্রের অভাব হইলে কি প্রকারে ব্লাভাস্কি—নির্দ্দিষ্ট লতাগুল্ম-জড়িত পর্ব্বত-গাত্র খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবশ্যকীয় পাত্র পাওয়া গিয়াছিল; কি প্রকারে ব্লাভাস্কির নির্দ্দেশ মত মিঃ হিউমের বাগানে তাঁহার পত্নীর বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট একটী মূল্যবান ব্রুচ্ পাওয়া গেল। ব্লাভাস্কির অধ্যাত্ম শক্তির পরিচয় পাইয়া অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ সমিতির সভ্য হইলেন। তখন লর্ড রিপন (Lord Ripon) ভারতের বড় লাট ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সচিবগণের সহায়তায় ব্লাভাস্কি ও অলকট গুপ্ত পুলিশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। ব্লাভাস্কিকে রুসিয়ার গুপ্তচর বলিয়া যে অযথা সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল।

সিমলা হইতে ইহারা পঞ্জাব অমৃতসহরে আগমন করিলেন। স্থানীয় আর্য্য-সমাজ ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু একদিন ইহাঁদের মুখে সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্যমূলক, এই বাণী শ্রবণ করিয়া উক্ত সমাজের সভ্যগণ একেবারে অদৃশ্য হইলেন, এমন কি, ইহাঁদের যে আতিথ্য সৎকার করিতেছিলেন, তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্লাভাস্কি ও

অলকট এই ব্যাপারের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সভ্যদিগকে খুঁজিতে বাহির হইলেন, এবং সহরের এক স্থানে জনৈক সভ্যকে পাইয়া উহাঁদের মনোগত ভাব অবগত হইলেন। যাহা হউক, পরে যে কয় দিন ইহাঁরা অমৃতসহরে ছিলেন, আর্য্য-সমাজই ইহাঁদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

অমৃতসহরে অবস্থানকালীন রতনচাঁদ ও শ্রীশচন্দ্র বসু নামক লাহোর-আর্য্য-সমাজের দুই জন সভ্য ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। রতনচাঁদের সহিত বাক্যালাপে তাঁহার দর্শন শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে দেখিয়া ব্লাভাস্কি প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে একটী কার্য্যভার দিতে ইচ্ছা করিলেন। সিনেট সাহেব তত্ত্ব-সন্ধিৎসু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ করাইবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে প্রস্তুত, এরূপ কোন উপযুক্ত লোক মিলে নাই। ব্লাভাস্কি রতনচাঁদকে এই কার্য্যের ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। সোজাসুজি ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলে কোন সংশয়ের অবসর থাকিত না। কিন্তু তিনি ইহা মহাত্মাদের আদিষ্ট কার্য্য বলিয়া উহার উপর একটা অসাধারণ গুরুত্ব স্থাপন করিলেন। এমন কি, তিনি বলিলেন, মহাত্মারা শীঘ্রই রতনচাঁদকে পত্র দ্বারা আদেশ জ্ঞাপন করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্য্য কালে তিনি চিন্তা প্রেরণ দ্বারা রতনচাঁদের শক্তির উন্মেষ করিয়া দিবেন। রতনচাঁদ ব্লাভাস্কিকে শ্রদ্ধা করিলেও তখনও এতদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। প্রথমতঃ বোধ হয় তিনি ব্লাভাস্কিপূজিত মহাত্মাদের অস্তিত্বেই সন্দিহান। তারপর মহাত্মারা পত্রলেখালেখি করেন, এরূপ কথা সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট নিতান্তই অমূলক বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু যোগবলে শক্তি-সঞ্চার-ক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতায়ও বোধ হয় তিনি আস্থাবান ছিলেন না। অতএব তিনি আপনাকে মহাত্মা কর্ত্তৃক ভারপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার

করিতে বা সিনেটের নিকট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন। তবে তিনি ব্লাভাস্কির নিকট প্রকাশ্যে সম্মতি জানাইয়া কেন বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি অবিলম্বেই পত্র দ্বারা ব্লাভাস্কিকে জানাইলেন যে, উক্ত কার্য্য গ্রহণে তিনি অক্ষম। রতনচাঁদ যাহা বিশ্বাস করেন না, বা যাহার প্রমাণ পান নাই, তাহা তিনি স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে, এবং এই ঘটনার এই স্থানেই শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু নিন্দাপরায়ণগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাহারা ইহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়া ব্লাভাস্কি ও তাঁহার মহাত্মাবর্গকে অতল তলে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অকপটচিত্তা ব্লাভাস্কি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, অবিশ্বাস রতনচাঁদকে এক শুভ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিল।

অমৃতসহর হইতে ইহারা লাহোরে আগমন করিলেন। লাহোরে পরাবিদ্যা-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং উক্ত রতনচাঁদ ও শ্রীশচন্দ্র বসু স্বেচ্ছায় সমিতির সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। এতদ্বারা ব্লাভাস্কি বা সমিতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার যে বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। লাহোরে ব্লাভাস্কিকে রাখিয়া অলকট কার্য্যোপলক্ষে মূলতান গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ব্লাভাস্কি ভয়ানক পঞ্জাবী জ্বরে (Punjab fever) আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অথচ ডাক্তার আনিবার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি করিলেন। কিন্তু রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া অলকট ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার বলিলেন, রোগ সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ব্লাভাস্কি সুস্থ হইলেন। লাহোরে এই সময়ে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে এক দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি ভাষার উপর

অসাধারণ অধিকার ও বাগ্মিতায় ইঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তত্ত্বাংশে উক্ত বক্তৃতার সারবত্তা সম্বন্ধে ইঁহাদের মত উচ্চ-প্রশংসাসূচক নহে।

লাহোর হইতে কানপুর হইয়া এলাহাবাদে আগমন করিলেন। এলাহাবাদে কয়েক দিন থাকিয়া ব্লাভাস্কি কাশী গমন করিলেন। অলকট পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজ যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে ব্লাভাস্কির অভ্যর্থনা ও সৎকার করেন। তিনি অনেক সময়ে পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ব্লাভাস্কিকে দর্শন করিতে আসিয়া তৎসহ শাস্ত্রতত্ত্ব লইয়া বিচার আলোচনা করিতেন। এক দিন মহারাজ বহু সহস্র অর্থ সহ নিজের কোষাধ্যক্ষকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া ব্লাভাস্কিকে সেই অর্থোপহার প্রদান পূর্ব্বক কয়েকটী অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। ব্লাভাস্কি সেই অর্থোপহার অগ্রাহ্য করিয়া অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনে স্পষ্টতঃ অস্বীকৃত হইলেন। কাশী-নরেশ দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলে, ব্লাভাস্কি উপস্থিত সম্পদহীন ভদ্র ব্যক্তিদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকটী ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বোম্বাইয়ের ন্যায় সুমঙ্গলও ব্লাভাস্কিকে অর্থ-লোভ দেখাইয়া হতাশ হইয়াছিলেন। ক্ষুব্ধ ও বৃদ্ধ নরপতিকে কিন্তু তিনি একটী বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় তাঁহার এক খানা অত্যাবশ্যকীয় দলিল হারাইয়া যায়। ব্লাভাস্কি উহার পুনঃ প্রাপ্তির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনে বঞ্চিত হইলেও ব্লাভাস্কির প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অলকট এবারও কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতের উন্নতি ও প্রচারের উপর জগতের আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত ও বহু রাজন্য কর্ত্তৃক গুরুবৎ পূজিত বালা

শাস্ত্রীকে তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী সভা আহূত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় বপুদেব শাস্ত্রী সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং আংলো-সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বালা শাস্ত্রী, দামোদর শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, গঙ্গাদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি কাশীর শীর্ষ স্থানীয় হিন্দু পণ্ডিতবর্গ এবং কালেজের ইংরাজি সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু প্রমদা দাস মিত্র ও অধ্যক্ষ জি, থিবো মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইল :—

"যেহেতু পৃথিবীর সর্ব্বদেশবাসী আর্য্যবিদ্যা-হিতৈষীবর্গের ভ্রাতৃভাববদ্ধ একতা ও সমবেত চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈদিক দর্শন বিজ্ঞানের বিশেষরূপ উন্নতি হইবে, যেহেতু এই মহৎ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিকল্পে পরাবিদ্যা-সমিতির অকৃত্রিম যত্ন সর্ব্বত্র সুবিদিত,এবং উক্ত সমিতির আয়ত্বাধীনে উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, অতএব ধার্য্য হইল যে, এই সভা পরাবিদ্যা সমিতির সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ উভয় সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত উপায়ানুযায়ী পরাবিদ্যা-সমিতির ঐকান্তিক সহায়তা করিতে সদা প্রস্তুত থাকিবেন।"

অলকট ও ব্লাভাস্কির প্রকাশ্যরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্বীকার সত্ত্বেও ইহাঁদের কার্য্যের সহিত হিন্দুত্বের দুর্গস্বরূপ কাশীর স্বনামখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর এই আন্তরিক সহানুভূতি পরাবিদ্যা-সমিতির সর্ব্বকল্যাণকামী উদার অসাম্প্রদায়িকতার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ।

কাশীত্যাগ কালে ব্লাভাস্কি ও অলকট রামনগর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ মহারাজকে তাঁহার যত্ন ও স্নেহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে পুনরায় কাশী আগমনের জন্য এবং ভবিষ্যতে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপর

মহারাজ একখানি মূল্যবান শাল ব্লাভাস্কিকে উপহার প্রদান করিলেন। ব্লাভাস্কি উহা গ্রহণ-সূচক স্পর্শ পূর্ব্বক প্রত্যার্পণ করিতে চাহিলে, মহারাজ অতীব দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ব্লাভাস্কি অগত্যা উপহার গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ কাশী-নরেশের তৃপ্তি সাধন করিলেন।

কাশী হইতে এলাহাবাদ হইয়া ইঁহারা ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৮০ খ্রীঃ) বোম্বাই ফিরিয়া আসিলেন। নববর্ষের প্রারম্ভে অলকট বৌদ্ধ শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য সিংহল যাইতে মনস্থ করিলেন। ব্লাভাস্কি 'থিয়সফিষ্ট' পত্রের কার্য্যের নিমিত্ত অলকটকে তখন সিংহল যাত্রা স্থগিত রাখিয়া বোম্বাই থাকিতে বলিলেন। অলকট অসম্মত হইলে ব্লাভাস্কি বড়ই রুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং প্রায় এক সপ্তাহ্ অলকটের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষে অলকটের সিংহল যাত্রায় ব্লাভাস্কি সম্মতি দিয়াছিলেন। অলকট বলেন, এই সময়ে তাঁহারা জনৈক মহাত্মার দর্শন লাভ করেন। তাঁহার দর্শন দানের অব্যবহিত পরেই পরাবিদ্যা সমিতির নিয়মাবলী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তৎফলে 'সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব' (Universal Brotherhood) স্থাপনই সমিতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হয়। অধ্যাত্ম শক্তির অনুসন্ধান গৌণ উদ্দেশ্য রূপে রক্ষিত হইল। উহার যথোচিত অনুশীলনের জন্য পরে 'Eastern school of Theosophy' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যার প্রাচ্য-শিক্ষা-সঙ্ঘ' নামে একটী অন্তরঙ্গ-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

'এলিকসার অব লাইফ' (Elixir of life) অর্থাৎ 'মৃত্যু-জয়ের উপায়' নামক সুলিখিত ইংরাজী গ্রন্থের লেখক মির্জ্জা মুরাদ আলি বেগ এই সময়ে ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। লোকটী প্রকৃত পক্ষে য়ুরোপীয়, নাম মিটফোর্ড (Mitford), মুসলমান হইয়া ঐ জাতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কোন দেশীয় রাজষ্টেটে অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন, এবং বহু অধ্যয়ন-সম্পন্ন ও ধীমান ছিলেন।

কিন্তু লালসা-বশে কোন রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় পাপেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য একজন মুসলমান ফকিরের সাহায্যে আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎফলে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলেও পরে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। অনধিকারী বা অজিতেন্দ্রিয়ের পক্ষে অলৌকিক শক্তিলাভ কতদূর ভয়াবহ ও অনিষ্টকর, তাহা মির্জ্জা মুরাদ আলির পরিণাম হইতে বুঝা যায়। বিকৃত-মস্তিষ্ক মুরাদ সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছুক হইলেন। অলকট তাঁহার মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সভ্য করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ব্লাভাস্কি লোকটীর বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাই তিনি উহাকে সমিতিতে গ্রহণ করিবার জন্য অলকটকে বলিলেন। মির্জ্জা মুরাদের ইচ্ছা সফল হইল। কিন্তু কিছুকাল পরেই মির্জ্জা সাহেব যেরূপে ব্লাভাস্কির দয়ার প্রতিদান করিলেন, তাহা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকারেরই ফল বলিতে হইবে। সুতরাং ইহা ভয়ানক হইলেও উন্মত্তের পক্ষে অসম্ভব নহে। এক দিন মির্জ্জা মুরাদ আলি পরাবিদ্যা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও তাঁহার গুরুবর্গ সব শয়তানের অবতার, এই বলিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ব্লাভাস্কির প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহাত্মারা অবশ্যই মির্জ্জা মুরাদের মারাত্মক আক্রমণের অতীত, আর বোধ হয়, তাঁহাদেরই আশীর্ব্বাদে ব্লাভাস্কির জীবন রক্ষা হইল। হতাশ মির্জ্জা কিছু দিন পরে রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পরে আবার ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎ কালান্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। যাহা হউক, তাঁহার 'Elixir of life' এক খানা উপাদেয় গ্রন্থ। অলকট বলেন, গ্রন্থ মির্জ্জার লিখিত হইলেও ব্লাভাস্কির প্রেরিত চিন্তা-প্রসূত। লিখন কালে ব্লাভাস্কি স্বয়ং মির্জ্জার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বীয় চিন্তা সঞ্চার দ্বারা লেখকের চিন্তাকে অনুরঞ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। ইহা সত্য হইলেও, বাহ্য বিচারে মির্জ্জার কৃতিত্বই স্বীকার্য্য।

এপ্রেল মাসে (১৮৮১ খ্রীঃ): অলকট সিংহল যাত্রা করিলেন। ব্লাভাস্কি বোম্বাই বাটীতেই রহিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা সিংহলে যে বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যে কালে এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে, অলকট এবার তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। সিংহলে পদার্পণ করিবা মাত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ স্কুলের তিন শত ছাত্র আসিয়া তাঁহাকে সানন্দ অন্তরে অভ্যর্থনা করিল। এবার তিনি বৌদ্ধ শিক্ষার সুবিস্তার কল্পে অর্থ সংগ্রহ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সদ্ভাব স্থাপন, এমন কি, চিরবিরোধী হিন্দু বৌদ্ধে সৌখ্যস্থাপন প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্যে প্রায় আট মাস কাল সিংহলে ব্যাপৃত ছিলেন। বৌদ্ধগণের স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতা দেখিয়া উহা দূরীকরণার্থ অলকট বৌদ্ধ প্রশ্নোত্তর মালা' (Budhist Catechism) নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই সময়ে উহা সমাপ্ত হইল, এবং আচার্য্যগণের সহিত বহুদিবসব্যাপী বিচার আলোচনার পর সুমঙ্গলের মতানুসারে বৌদ্ধ সমাজ কর্তৃক প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে গৃহীত হইল। এই গ্রন্থ ২২টী বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং অদ্য উহা প্রত্যেক বৌদ্ধ-স্কুলে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। ডিসেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই ফিরিয়া আসিলেন। ব্লাভাস্কি তাঁহার কার্য্যে সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, উহা সম্পূর্ণরূপ মহাত্মাগণের অনুমোদিত। তিনি পূর্ব্বে আপত্তি করিয়াও শেষে অলকটের সিংহল গমনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এতদ্বারা অলকট বুঝিলেন, এবং ইহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্লাভাস্কি সকল সময়ে মহাত্মাগণের আদেশপরিগ্রহে অভ্রান্ত নহেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী সমিতির সপ্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইল। প্রায় এক মাস অন্তে অলকট পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর সমভিব্যাহারে আর্য্যাবর্ত্ত অভিমুখে প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে প্রচার ও সমিতির শাখা স্থাপন করিয়া তিনি

বহরমপুরে উপস্থিত হইলেন। বহরমপুরের নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উদ্যমশীল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মহা সমারোহের সহিত অলকটকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই কয়েক ব্যক্তির আগ্রহ, উৎসাহ, শ্রদ্ধা এবং পরাবিদ্যা-সমিতির কার্য্যে আন্তরিক যত্ন ও প্রাণপণ পরিশ্রম দেখিয়া অলকট একান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহাদের অকপট উন্নতি চেষ্টায় তাৎকালীন বহরমপুর শাখাসমিতি আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। এই নগরের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ঐতিহাসিক রামদাস সেন সমিতির সভ্য হইলেন।

বহরমপুর হইতে অলকট কলিকাতায় আগমন করিলেন। কয়েক দিন পরে ব্লাভাস্কিও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বঙ্গের শিক্ষিতগণ ইহাঁদের কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁদিগকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। রাজধানী কলিকাতাবাসী বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাই ইহাদিগকে প্রীতি অর্ঘ্য অর্পণ পূর্ব্বক সানন্দে 'স্বাগত' করিলেন। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহাঁদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নিজ প্রসাদে আনয়ন করিলেন। ব্লাভাস্কি যে দিন আসিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় (৬ই এপ্রেল, ১৮৮২ খ্রীঃ) মহারাজের প্রাসাদে পরাবিদ্যা-সমিতির বঙ্গীয় শাখা গঠিত হইল। প্রসিদ্ধ জন-হিতৈষী সাহিত্যিক, আধুনিক বঙ্গভাষায় উপন্যাসের জনক প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতি, দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা শ্যামাশঙ্কর রায় সহকারী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের কর্ণধার নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক, বলাইচাঁদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলেন, এবং অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। 'ভারতী' সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও আরও দুই তিনটী সম্ভ্রান্ত মহিলাও সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন ও উৎসাহ কোলাহলের প্রায় সম-সময়ে, অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সহসা সশব্দে শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ

স্বামীনিক্ষিপ্ত এক প্রচণ্ড আগ্নেয়াস্ত্র কলিকাতায় আসিয়া পতিত হইল। কোন কোন স্থানীয় পত্র উহার প্রতিধ্বনি করিয়া অলকট ও ব্লাভাস্কির প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। অকারণে স্বামীজীর এই প্রকাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী কলিকাতা-বাসীদের মধ্যে নিন্দা অসূয়াপূর্ণ এক পত্র প্রচার করিয়া ইঁহাদের প্রতি যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অলকট বলেন, উহা নিতান্ত ভদ্ররীতি-বিরুদ্ধ ও সভ্যসমাজের নিন্দনীয়। সুতরাং উক্ত আক্রমণের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, ইহার অব্যবহিত পরেই অলকট কলিকাতা টাউন-হলে 'ব্রহ্ম বিদ্যাই ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' এই বিষয়ে একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতার সমগ্র বিদ্বৎসমাজ উক্ত বক্তৃতা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহারা কলিকাতায় সাধারণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দয়ানন্দ স্বামীর আক্রমণের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

১৯শে এপ্রেল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইহারা সমুদ্র পথে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজের টি, সুব্বা রাও, দেওয়ান রঘুনাথ রাও, বিচারপতি শ্রীনিবাস রাও, টিপু সুলতানের বংশ সম্ভূত মাননীয় মির হুমায়ুন জা প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের উদ্যোগে ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। বিরাট সভায় অলকট সমিতির উদ্দেশ্যাদি বুঝাইয়া দিলেন। সভায় উপস্থিত যাবতীয় লোকের দৃষ্টি ব্লাভাস্কির উপর নিবদ্ধ ছিল। মান্দ্রাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমিতিতে যোগদান করিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে ইঁহারা নৌকাযোগে নেলোর নামক স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ কালীন ইঁহারা সমিতির প্রধান কেন্দ্র এবং আপনাদের বাসের উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতেন।

মাল্রাজে প্রচার সময়ে ইহাঁরা তন্নিকটবর্ত্তী আদিয়ারে একটী বিস্তীর্ণ সম্পত্তির সন্ধান পাইয়া তথায় গমন করিলেন, এবং তথাকার বিক্রেয় বৃহৎ বাটীর সুসংস্থান, প্রাকৃতিক শোভা, স্বাস্থ্য এবং নগর কোলাহল হইতে দূরাবস্থান হেতু শান্ত নির্জ্জনতায় মুগ্ধ হইয়া দর্শন মাত্র তথায় বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানটি ক্রয় করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল।

ইহাঁরা বোম্বাই ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। যুবক গাইকোবার এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সমিতির প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। দেওয়ান সাহেব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ স্বরূপ ব্লাভাস্কির অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ান সাহেব একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হইলেও প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না। ব্লাভাস্কি তাঁহার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য উল্লেখ যোগ্য কোন ক্রিয়াই দেখাইলেন না। কিন্তু নায়েব দেওয়ান মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা ও অকৃত্রিম জ্ঞান পিপাসার পরিচয় পাইয়া ব্লাভাস্কি একটী অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা মানবের আধ্যাত্ম শক্তির প্রমাণ প্রদান করিলেন। ইনি মসী লেখনী ব্যতিরেকেও কোন বস্তুতে যে লিপি সংযোগ (precipitated writing) হইতে পারে, ইহার প্রমাণ প্রার্থী ছিলেন। ব্লাভাস্কি একখানা সাদা কাগজ হাতে লইয়া মসীলেখনী স্পর্শ না করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তদুপরি একখানি পত্র সন্নিবিষ্ট করিলেন।

বরোদার কার্য্য শেষ হইলে অলকট ১৮৮২ সালের জুলাই মাসে আবার সিংহল গমন করিলেন। ব্লাভাস্কি কার্য্যব্যপদেশে বোম্বাই বাটীতেই রহিলেন। কিছু দিন পরেই তিনি শঙ্কাজনক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে—সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি —তিনি মিঃ সিনেট ও তাঁহার পত্নীকে যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"বোধ হয় শীঘ্রই তোমাদের নিকট আমার চির বিদায় লইতে হইবে। আমি মূত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত, রক্ত দূষিত হওয়ায় নানা স্থানে ব্রণ বিস্ফোটক হইতেছে। বোম্বায়ের জল বায়ু এবং মানসিক উদ্বেগই ইহার কারণ। আমি এতদূর স্নায়বিক দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হইয়াছি যে হঠাৎ বাবুলাব (ব্লাভাস্কির প্রিয় ভৃত্য) নগ্ন পদবিক্ষেপ শব্দেও চমকাইয়া উঠি, আর আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে থাকে। ডাডনি (বোধ হয় ডাক্তার) বলে যে আর ২।১ বৎসরের বেশী বাঁচিব না, কিন্তু চিত্তের কোন আবেগ উপস্থিত হইলে যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হইতে পারে। দেবতারা জানেন,—এরূপ আবেগ আমার দিনের মধ্যে বিশ বার হয়। 'তবে আর আমার রক্ষার উপায় কি?' গুরুদেব আমাকে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি মাসেকের জন্য স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। তিনি নীলগিরি পর্ব্বত হইতে একজন চেলাকে পাঠাইয়াছেন। ইনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, কোথায় জানি না, তবে হিমালয়ের কোন স্থানে নিশ্চিত।

"আমি লিখিতে পারিতেছি না, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল। তবে এখন বিদায়! আমার দেহান্ত হইলে আমাকে একটা প্রবঞ্চক বলিয়া মনে স্থান দিও না। কারণ সকল কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ না করিলেও যতটুকু বলিয়াছি তাহা সব সত্য জানিবে। আমি মরিয়া গেলে কেহ যেন 'মিডিয়ম' সাহায্যে আমার প্রেত দেহকে আহ্বান করিয়া আমার অবমাননা না করে। নিশ্চিত জানিও আমার প্রেত দেহে আগমন অসম্ভব, কারণ প্রেত দেহ বলিয়া যে একটা জিনিষ, তাহা আমার বহুকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ব্লাভাস্কির গুরু দর্শনার্থ হিমালয় অভিমুখে গমন সম্বন্ধে মিঃ সিনেটের গ্রন্থে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম :—

"মাদাম ব্লাভাস্কি মহাত্মাদের দর্শনার্থ যাইতেছেন শুনিয়া শ্রীযুক্ত রাম স্বামীয়ার নামক একজন দীক্ষার্থী (ইনি একজন ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার ছিলেন) তৎসঙ্গে যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম স্বামীয়ার সমিতির কোন সভ্য বন্ধুকে এ বিষয়ে যে পত্র লিখেন তাহাতে এই হিমালয় যাত্রার কতক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাম স্বামীয়ার স্বীয় বন্ধুকে লিখিতেছেন :—

'* * * গতবার বোম্বাই নগরে যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তিন্নেভেল্লিতে আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম। সরকারি কার্য্যে এবং নানা উদ্বেগে আমার স্বাস্থ্য হানি হওয়ায় আমি ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া ছুটি আবেদন করিলাম। ছুটী মঞ্জুর হইল। গত সেপ্টেম্বর মাসে একদিন ঘরে বসিয়া পাঠ করিতেছি, এমন সময় আমার পরমারাধ্য গুরু সুস্পষ্ট স্বরে আদেশ করিলেন যে তৎক্ষণাৎ আমাকে বোম্বাই গিয়া ব্লাভাস্কির অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইতে হইবে, এবং যেখানেই হউক তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তিনি যেখানেই যান, আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমি কার্য্যাদি শেষ করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম, কারণ গুরুদেবের কণ্ঠস্বর আমার নিকট স্বর্গীয় বাণী, তাহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আমি সন্ন্যাসীবেশে বহির্গত হইলাম। বোম্বাইয়ে আসিয়া দেখিলাম ব্লাভাস্কি নাই। তোমার নিকট শুনিলাম তিনি অতীব পীড়িতাবস্থায় হঠাৎ একজন চেলার (মহাত্মাদের কোন শিষ্য) সহিত কয়েক দিন মাত্র হইল বোম্বাই হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তুমিও আর কোন সংবাদ দিতে পারিলে না। এখন তোমার নিকট বিদায় লইবার পর যাহা যাহা ঘটিল বলিতেছি।

'কোথায় যাইব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত টিকিট করিলাম। কিন্তু এলাহাবাদে পঁহুছিলে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে

আমাকে বহরমপুরে যাইতে আদেশ করা হইল। আজিমগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ীর মধ্যে ভগবদিচ্ছায় কয়েকটী বাঙ্গালি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহাঁদের কাহারও সঙ্গে আমাব পরিচয় ছিল না। ইঁহারা যে পরাবিদ্যা-সমিতিব সভ্য তাহাও জানিতাম না। ইঁহারাও মাদাম ব্লাভাস্কির অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁদেব কেহ কেহ ব্লাভাস্কি দানাপুরে আছেন এইরূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গিয়া তাঁহার কোন খোঁজ খবর না পাইয়া বহরমপুর ফিরিয়া আইসেন। ব্লাভাস্কি তিব্বত যাইতেছেন শুনিয়া ইহাঁরাও মহাত্মাদের পাদমূলে আত্মসমর্পণার্থ তাঁহার অনুমতিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। অবশেষে ব্লাভাস্কি ইঁংাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, ইহাঁবা ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিজেরই এক্ষণ তিব্বত যাওয়ার নিষেধ আছে। তিনি দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিবেন, এবং সিকিম সীমান্তে মহাত্মাদের দর্শনলাভ করিবেন, কিন্তু তথায় ইহাঁদের যাওয়ার অনুমতি নাই।... ..

ভাই নবীন (৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ব্লাভাস্কি কোথায় আছেন আমাকে বলিলেন না,—বোধ হয় তিনি নিজেও তখন জানিতেন না। তথাপি ইনি এবং ইহাঁর সঙ্গীরা মহাত্মাদের দর্শনাশায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর নবীনবাবু আমাকে কলিকাতা হইতে চন্দননগর লইয়া গেলেন। চন্দননগরে ব্লাভাস্কির দেখা পাইলাম, কিন্তু তিনি গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত, একজন দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণকায় কেশ শ্মশ্রুবিশিষ্ট চেলাকে দেখিলাম। পরিচ্ছদে বোধ হইল ইনি তিব্বতীয়। তিনি আমাকে বলিলেন আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তিনি মাদামকে নিরাপদে পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছেন মাত্র। আমি চেলাকে আমার সঙ্গে নিতে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শুনিলেন না,—বলিলেন তাঁহার প্রতি অপর কোন আদেশ নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অন্যান্য বাঙ্গালি ভ্রাতারাও ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দননগর

হইতে নদী পার হইয়া অপর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে সকলে আসিলেন। যখন ট্রেণ আসিল, ব্লাভাস্কি গাড়ীতে উঠিলেন; আমি দেখিলাম তথায় চেলাও আছেন! ব্লাভাস্কির জিনিষপত্র তখনও সব গাড়ীতে তোলা হয় নাই, তখনও গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়ে নাই,—সময় হয় নাই,—কিন্তু সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া গেল। নবীনবাবু, অপর বাঙ্গালীরা, ব্লাভাস্কির নিজের ভৃত্য, সকলেই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। আমি কোন ক্রমে শেষ গাড়ীটাতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক, এবং একজনের স্ত্রী ও কন্যা গাড়ীতে পূর্ব্বেই উঠিয়াছিলেন,—ইঁহারাও সমিতির সভ্য ও শিক্ষার্থী। চিঠি পত্রের বাক্সটী ছাড়া ব্লাভাস্কির অপর সমস্ত জিনিষ পত্র চাকরের সঙ্গে ষ্টেশনে পড়িয়া রহিল। কিন্তু যাঁহারা সেই ট্রেনে তাঁহার সহিত রওনা হইলেন, তাঁহারাও সময় মত দার্জ্জিলিং পহুঁছিতে পারিলেন না। ইঁহারাও আর এক অভাবনীয় আকস্মিক ঘটনাবশতঃ দার্জ্জিলিঙ্গের ৫।৬ ষ্টেসন পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, এবং ব্লাভাস্কির কয়েক দিন পরে দার্জ্জিলিং পহুঁছিলেন! মাদামের ভৃত্যসহ নবীনবাবু পাঁচ দিন পরে পহুঁছিলেন!! এই সকল ঘটনায় সহজেই অনুমান হয় যে আমরা সকলে ব্লাভাস্কির অনুসরণ করি, ইহা মহাত্মাদের ইচ্ছা ছিল না। অবশ্য তাঁহাদের অনিচ্ছার কারণ তাঁহারাই জানেন……।'

"মাদাম ব্লাভাস্কি ২।৩ দিন মহাত্মাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু যখন ফিরিলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই সঙ্কটাপন্ন জটিল ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

অলকট সিংহল হইতে ফিরিলে ইঁহারা ১৭ই ডিসেম্বর আদিয়ার যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজে পৌছিবামাত্র স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিগণ ইঁহাদের প্রত্যুদগমন করিলেন। কিয়ৎ দিন পরে মান্দ্রাজবাসীরা রাজা গজপতি রাওএর অধিনায়কত্বে এক প্রকাশ্য সভায় ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিলেন।

মান্দ্রাজের উপকণ্ঠস্থিত আদিয়ারের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। যে স্থানে এই ক্ষুদ্র কায়া তটিনী বিস্তৃতাকার ধারণ করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সাগর সঙ্গমের সন্নিকটে ইঁহাদের বাসগৃহ এবং পরাবিদ্যা সমিতির কার্য্যালয়াদি অবস্থিত। এই শান্ত মনোহর আশ্রমে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটাইবেন ইহা মাদামের বাসনা ছিল। কিন্তু হায়! তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই অদুর ভবিষ্যতে তাঁহার অদৃষ্ট ভাণ্ডারে আরও কত দুঃখ যন্ত্রণা সঞ্চিত আছে। আদিয়ারে আপাততঃ তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা উন্নতি বোধ করিলেন।

কিয়দ্দিন বিশ্রামান্তে অলকট বঙ্গদেশে প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। গতবার সিংহল ভ্রমণ কালীন তিনি দেহজ নানা রোগ দুর করিবার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তথায় এবং এ যাত্রা বঙ্গবিহারে তিনি অন্ধ, খঞ্জ, মুক, বধির, আতুর প্রভৃতি কত চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে তাঁহার দৈব স্পর্শে, কখনও বা কেবল ইচ্ছা মাত্রে, নিরাময় করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এসকলের বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে দ্রষ্টব্য! এ যাত্রায় বঙ্গের স্বনামধন্য পণ্ডিত তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি অলকটকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বহস্ত প্রস্তুত অন্নদ্বারা আহার করাইয়াছিলেন, এবং সমন্ত্র উপনয়ন দীক্ষা প্রদান করিয়া অপূর্ব্ব গৌরবে ভূষিত করিয়াছিলেন। অলকট বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রমই এই অতুলনীয় ও অযাচিত সম্মান লাভের একটী হেতু। অলকট বৌদ্ধ হইলেও তর্ক বাচস্পতি মহাশয়ের সম্মান রক্ষার্থ উপবীত ত্যাগ করেন নাই।

অলকটকে যে অভিনন্দন ভাগলপুরে প্রদত্ত হয়, তাহাতে হিন্দুগণ উন্মুক্ত হৃদয়ে আবেগ পূর্ণ কবিত্বালঙ্কার ভূষিত সংস্কৃত ভাষায় ইঁহাদের যশোগীতি গান করিয়াছিলেন। উহাতে ব্লাভাস্কি সম্বন্ধে এই মর্ম্মে উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ—

ক

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

"মহাত্মাগণের আদেশানুযায়ী যিনি অধঃপতিত আমাদের কল্যাণ কামনা রূপ বেদীর অগ্রে সমস্ত আত্মসুখ বলিদান করিয়াছেন, সেই সদাশয়া সর্ব্ব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী মহিলার জননী—হৃদয়সুলভ স্নেহধারা হইতে, এবং হে কর্ণেল, তোমার যত্ন হইতেও, পুরাতন জীর্ণশীর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা নবরস আস্বাদন করিয়া পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে—ইত্যাদি।"

আদিয়ার যাত্রার প্রাক্কালেও বম্বেবাসীরা ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা সূচক অভিনন্দন দান করিয়াছিলেন। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আপনারা আমাদের নগরে উপস্থিত হইয়া প্রাচ্য ধর্ম্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা দ্বারা যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা যার পর নাই কৃতজ্ঞ।...আপনারা ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণের অন্তরে তাঁহাদের বহুকাল উপেক্ষিত প্রাচীন শাস্ত্রাদির পঠনালোচনার প্রবল বাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছেন। যদিও এদেশের সুখ সম্পদ এবং রাজনৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্যকতা আছে,—একথা আপনারা কখনও অস্বীকার করেন নাই,—তথাপি নাস্তিকতাপ্রবল পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল সমূহের প্রতিরোধার্থ প্রাচ্য বিদ্যার অনন্তভাণ্ডার নিহিত রত্নরাশির অনুসন্ধান করাও যে আমাদের সর্ব্বথা বিধেয়,—ইহা আপনারা বিশেষরূপে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।...চার বৎসরের মধ্যে আপনাদের সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রচারের চেষ্টা যেরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহা সমিতির গত বার্ষিক অধিবেশনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। লাহোর সিমলা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত, কলিকাতা হইতে কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশের হিন্দু, পার্শী, বৌদ্ধ, ইহুদি, মুসলমান, য়ুরোপীয়, ধর্ম্ম ও বর্ণগত ভেদ ভুলিয়া, ভারতের উন্নতির জন্য একত্র সম্মিলিত, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য উক্ত অধিবেশনে আমরা দেখিলাম। আর ইহা আমরা বুঝিলাম যে পুনরুজ্জীবনের জন্য,

এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এইরূপ সম্মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়। * ইত্যাদি।"

এই ভারতহিতৈষীদ্বয়ের জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের নিষ্কাম সাধনা,—বিভিন্ন মত সংঘর্ষের মধ্যে সৌখ্য মিলনের মধুর ধারা আনয়নের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা, যেন সেই বৈদিক ঋষির দেবকণ্ঠ বিঘোষিত বোধন মন্ত্রের সঞ্জীবনী সুধা বহন করিয়া আনিতেছিল। ইঁহাদের উদ্বোধন বাণীও যেন ঋষিকণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছিল :—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্,
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।

অর্থাৎ, পরস্পর বিরোধ ছাড়িয়া সম্মিলিত হও, একত্র হইয়া চল, সম্মিলিত হইয়া পরস্পর সত্য বিচার কর, অসূয়া পরিশূন্য হইয়া জ্ঞান-প্রভায় চিত্ত আলোকিত কর। যাঁহারা সুর, যাঁহারা দেবপদারূঢ়, তাঁহারা চিরদিন অভীষ্ট লাভের এই শাশ্বতী রীতিতেই একতাবদ্ধ সৌখ্য প্রেমের পথে আপন আপন কর্ত্তব্যের অনুসরণ করেন, জগদাত্মার উপাসনা করেন।

এই সৌভ্রাত্রের আশ্বাস-বাণী বহুদিনের বিরোধ-বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর চিত্তে এক নব ভাবের জাগরণ করিয়া দিয়াছিল। উহার প্রভাব ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বত্র ভারত-সন্তান প্রীতির পূর্ণার্ঘ্য হস্তে এই মহিয়সী নারী ও তাঁহার সহযোগীর নিকট দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে অভিনন্দন দান ভারতবাসীর গভীর কৃতজ্ঞতার ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

---

* অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে ইহার কিয়ৎকাল পরেই জাতীয় মহাসমিতির (The Indian National Congress) উদয় হইল। পরাবিদ্যা-সমিতির ছায়ায় সম্পন্ন ভারতীয় সর্ব্ব জাতির সম্মিলন রূপ মহাযজ্ঞ হইতেই জাতীয় মহাসমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠার সুলাভ হইয়াছিল।

৭

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্য ও ভারতের সহিত সম্বন্ধ।

ব্লাভাস্কির যোগসিদ্ধি ও তাঁহার সহযোগীর অবিরাম কর্ম্মময় সাধনা অল্পকাল মধ্যে ভারতবাসীর চিত্ত কতদূর অধিকার করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্যই আমাদিগকে তাঁহার ভারতে প্রথম কয়েক বৎসরের কার্য্য-বিবরণ একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। সাধারণ্যে প্রচারের ভার প্রধানতঃ অলকটের উপরই ছিল। তজ্জন্য অলকটের সাধারণ সংস্পৃষ্ট কর্ম্ম কথ ও আমাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত, অলকটের কর্ম্ম ব্লাভাস্কি জীবনেরই, সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ আংশিক ব্যাখ্যা স্বরূপ। কারণ ব্লাভাস্কি শক্তি, অলকট বিকাশ; ব্লাভাস্কি তত্ত্ব, অলকট প্রকাশ; ব্লাভাস্কি মন্ত্র, অলকট ক্রিয়া। ব্লাভাস্কির জ্ঞানালোক মধ্যবর্ত্তী পরিচালক অলকটের ভিতর দিয়া জগতে ব্যাপ্ত। সুতরাং ব্লাভাস্কির আবদ্ধ-ব্রত-সাফল্যের সীমা-বিস্তার কতক পরিমাণে অলকটের কর্ম্ম-পরিসর দ্বারা পরিমেয়। কিন্তু তাঁহার এই সাফল্য অন্য দিক হইতে দ্রষ্টব্য। সাফল্যের অন্তরালে তাঁহার স্বীয় বিরাট উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যে নিমিত্ত কারণ-রূপে দেদীপ্যমান, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার যোগ, আর তাঁহার সহযোগীর কর্ম্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যই সাফল্যের উপাদান কারণ স্বরূপ। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই আমাদের আলোচ্য। যদি তাঁহার যোগ শক্তি সেই উদ্দেশ্যের প্রতি প্রযুক্ত না হইয়া কেবল বিভূতি প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হইত, তবে তাহার মূল্য কত হইত আমরা জানি না। তবে সম্ভবতঃ উহা চপলার আলোক রেখার ন্যায় সহসা মানবকে একটু চমকিত, স্তম্ভিত, বিস্ময়-বিপ্লুত, অথবা বড়

জোর, পথের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া একটু আনন্দ উৎফুল্ল করিয়াই সমাপ্ত হইত। কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে উহা ঈদৃশ সাময়িক উত্তেজনাতেই পরিসমাপ্ত না হইয়া মানব সমাজে এক পরিস্ফুট মহা মঙ্গলের সূত্রপাত করিয়াছে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি স্বতঃই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। যখন আমরা দেখিতে পাই, উহা মানবকে কেবল চমকিত না করিয়া তাহার উচ্চতর চিন্তা রাজ্যকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থতার দিকে লইয়া যাইতেছে, তখন আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, পরন্তু উহা বুঝিবার জন্য অগ্রসর হই। আর উহা বুঝিতে হইলেই তৎ প্রবর্ত্তিত পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য গুলির পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক। উন্মুক্ত আকাশ-পথে কামগামিনী বিহগীর ন্যায় পৃথিবীর নগরে নগরে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে যে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণে তিনি আপনার শক্তিময় মঙ্গলগর্ভ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, গুরুর আদেশ তাঁহাকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যুগান্তরকারী গ্রন্থ প্রণয়নে এবং পরাবিদ্যা সমিতির প্রবর্ত্তনে কি মহৎ লক্ষ্যের দিকে একাগ্র করিল, তাহাও বোধ হয় আমরা সমিতির উদ্দেশ্য আলোচনায় বুঝিতে পারিব। পরন্তু, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্লাভাস্কি-জীবনের এই সদাকল্যাণমুখী নিরাবিল প্রবাহেও স্থল বিশেষে অতর্কিত শৈলপ্রতিঘাতে দুই একটী ঘূর্ণাবর্ত্তের উৎপত্তি করিয়াছিল। আমরা আর্য্য সমাজের আক্রমণের উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। মিশনরি সম্প্রদায়ের মারাত্মক অভিসন্ধি ও যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। সেই সকল ঘটনার মূলতত্ত্ব দুই দিক তুলনা করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইলেও পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য গুলির সহিত আরও একটু পরিচিত হওয়া আবশ্যক। অতএব আমরা পাঠককে এই প্রয়োজনীয় পরিচয় লাভে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিব।

এই সমিতির উদ্দেশ্য তিনটি, যথা,—

(১) জগতে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

(২) জগতের সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্ব এবং তৎ-সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর আলোচনা।

(৩) মানবের আত্মনিহিত কিন্তু সুপ্ত (latent) অবস্থায় স্থিত শক্তির উদ্বোধন ও বিকাশার্থ যথোপযুক্ত যত্নানুসন্ধান।

উদ্দেশ্য এই তিনটি হইলেও, প্রথমটির সাধনই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। কোন ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি প্রথমটি স্বীকার করিতে বাধ্য, অপর দুইটির অনুসরণ করা, না করা তাঁহার ইচ্ছা।

জগতে ধর্ম্ম লইয়া কলহ, মত লইয়া বিবাদ চির দিন চলিয়া আসিতেছে। এবং এই কলহ বিবাদ অশেষ অনর্থের সৃজন করিয়াছে। এমন কি ধর্ম্মের নামে পৃথিবী অনেক বার নরশোণিতে সিক্ত হইয়াছে। লুথারের সংস্কার প্রচারের পর খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম জগতে যে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে কত নর হত্যা, কত শোণিত পাত, কত অত্যাচার উৎপীড়ন ঘটিয়াছে তাহা 'ইনকুইজিসনের' (Inquisition) ইতিহাসে পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে 'ক্রুসেড্' (Crusade) বা জেহাদ্এর যুদ্ধ ব্যাপারও তাহার অন্যতম প্রমাণ। ভারতবর্ষেও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংঘর্ষে কত লোক অত্যাচারিত, উপদ্রুত ও নিহত হইয়াছে, তাহাও ইতিহাসে বর্ত্তমান। তার পর কৃপাণ হস্তে কোরাণ প্রচারের প্রয়াসের ফল হইতেও ভারতবর্ষ রক্ষা পায় নাই। মামুদ হইতে ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ শত শত ভগ্ন, লুণ্ঠিত হিন্দু মন্দিরে ও দেবমূর্ত্তিতে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই বিবাদ কলহের প্রধান কারণ অজ্ঞানতা। পরস্পর পরস্পরকে না জানা, এক জাতির

অন্য জাতিকে না বুঝা, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে না চেনা, এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া ধারণা,—এই সকলই উক্ত বিবাদের প্রধান কারণ। এই অজ্ঞান হইতেই গোঁড়ামির জন্ম। অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণার চক্ষে দেখা, অন্য ধর্ম্মকে অপকৃষ্ট বলিয়া ধারণা, নিজের মত বা বিশ্বাস ভাল হউক, মন্দ হউক, উহার পোষণ বা সমর্থন করিতে গিঃ, অপরের ধর্ম্মমত বা বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ বা অযথা সমালোচনাস্ত্র নিক্ষেপ, অথবা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা, এই সকলের নাম গোঁড়ামি। ঈদৃশ গোঁড়ামি হইতে পৃথিবীতে বিরোধ বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। গোঁড়ামী অজ্ঞানেরই রূপান্তর।

অতএব এই বিরোধ বিতণ্ডা দূর করিতে হইলে, এবং পৃথিবীতে আভ্যন্তরিক, আন্তর্জাতিক ও আন্তর্ধর্ম্মনীতিক শান্তি সংস্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ এই অজ্ঞানের নিরসন আবশ্যক। প্রকৃত জ্ঞানের প্রচার দ্বারাই উহা সংসাধ্য। কোন এক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা, অথবা কোন মত বিশেষের প্রমাণ চেষ্টা দ্বারা ইহা সুসাধ্য নহে। বরং উহাতে বিরোধ বিতণ্ডা ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা আছে, কলহের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইতে পারে। ধর্ম্ম প্রচার কখনই নিন্দনীয় নহে, কিন্তু গণ্ডি-বদ্ধ প্রচারকের সঙ্কীর্ণতা দোষে অনেক সময় ফল বিপরীত হইতে দেখা গিয়াছে। অপর ধর্ম্মের অবিরোধে কোন এক ধর্ম্মের প্রচার সন্নীতির পরিপোষক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাও উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণরূপে ফলোপধায়ক নহে। যুগপৎ সকল ধর্ম্মের আলোচনা, সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব নিরূপণ ফলে ধর্ম্মজগতের এই দুরবস্থার অনেক পরিমাণে প্রতিকারের আশা করা যায়। এমন একটী মন্দির চাই, যেখানে কোরাণ, বাইবেল, আবেস্তা, ললিত-বিস্তার, বেদ, উপনিষৎ, একত্র স্থাপিত ও পূজিত হইবে। যেখানে সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোক একত্র পাশাপাশি দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে, যুগপৎ সকল শাস্ত্রের, সকল ধর্ম্মের বন্দনা, আরাধনা

করিবে,—এক মহা সত্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে, এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইবে। যখন সর্ব্বশাস্ত্রই বন্দনীয়, সকল ধর্ম্মই পূজনীয়, তখন কাহারও আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মমন্দিরের সেবক-গণের নিকট প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই মহাসত্যে পহুঁছিবার এক একটী উপায়, এক একটী পথ। গুরু কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিনী মাদাম ব্লাভাস্কি বর্ত্তমান যুগের জন্য এইরূপ একটী ধর্ম্মসংঘের আবশ্যকতা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি পরাবিদ্যা-সমিতিকে এইরূপ ধর্ম্ম-সম্মিলনের এক মহামন্দির রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মহামন্দিরের বেদীতে ত্রিশুল, ক্রুশ, চক্র, চন্দ্রকলা, সমভাবে পূজিত হইতেছে এবং উহার সম্মুখে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলেই ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেই মহাসত্যের জয় ঘোষণা করিতেছে। তাই ইহার অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া সমগ্র সভ্য মানব সমাজের লক্ষ্য হইয়াছে এবং আভ্যন্তরীন উদার নীতি সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোকের সহানুভূতি ও প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী, কিন্তু কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষ। আমেরিকায় উহা প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু পরে কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া ভারতে ছুটিয়া আসিল, এবং অল্প সময় মধ্যে শত শত শাখা প্রশাখায় সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল। ভারত হইতেই ইহার অমোঘ শক্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। এ স্থলে ভারতবর্ষ কেন সমিতির প্রধান কেন্দ্ররূপে মনোনীত হইল, তাহার একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা পূর্ব্বে একবার প্রশ্ন করিয়াছি, এত দেশ থাকিতে সমিতির প্রবর্ত্তকগণ ভারতের দিকে আকৃষ্ট কেন, ভারতকে স্বদেশ বলিয়া আহ্বান করে কেন? ব্লাভাস্কির সহিত পরিচয়ের অনতিপরেই অলকট একদা রাত্রে তাঁহার আমেরিকার গৃহে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একাকী বসিয়া পাঠ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার পু সম্মুখে এক অর্দ্ধ তেজোমণ্ডিত উন্নতকায় মহাপুরুষ দণ্ডায়মান।

বিস্ময়াবিষ্ট অলকট যেন যন্ত্রচালিত হইয়া তাঁহার পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার অন্তর্ভেদী প্রখরোজ্জ্বল অথচ স্নেহকোমল স্থির দৃষ্টিতলে আপনাকে তুলনায় অতি ক্ষুদ্রজ্ঞানে সঙ্কুচিত ভাবে তদীয় আদেশ শ্রবণ করিলেন। অলকট সেই মহাপুরুষের আদেশ উপদেশের রহস্য কথা সাধারণের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বলিয়াছেন, সেই মহাত্মার দর্শন ফলেই তিনি স্বদেশের সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া ভারত আগমনে সংকল্পবদ্ধ হইলেন। মহাত্মা অলকটকে কিরূপে ভারতের দিকে চালিত করিলেন, আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ভারতভূমি যে এই সার্ব্বজনীন সমিতির কেন্দ্রস্থল হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরং সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই পুণ্যভূমিই জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মের জন্মভূমি,—এ উক্তি একটু বিস্ময়োৎপাদক হইলেও নিতান্ত অলীক নহে। বরং ইহার স্বপক্ষে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উপস্থিত করিয়া থাকেন। এবিষয়ে জনৈক পণ্ডিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কয়েকটীর সারাংশমাত্র অতি সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি। *

বাইবেলোক্ত অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল জেন্দাবেস্তা হইতে য়াহুদিদিগের ধর্ম্মে অনুস্যূত হইয়া পরে বাইবেলে এ গুলি গৃহীত হইয়াছে। জেন্দাবেস্তায় বর্ণিত ঈশ্বরতত্ত্ব, সয়তানবাদ, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব-কথা, সমাধি হইতে পুনরুত্থান, মৃত্যুর পর ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিচারান্তে অনন্তস্বর্গ বা নরক লাভ, জগৎ সৃষ্টিতত্ত্ব, ইত্যাদি য়াহুদি ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। মুসার পঞ্চতন্ত্রে, প্রাচীন বাইবেলে, (Pentateuch—Old Tesatament) এই সকল মত অবিকল উদ্ধৃত। যিশু স্বয়ং য়াহুদি ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ-প্রচারিত

---

* "The Foutain head of religion" (by Ganga prosad. M. A, M. R. A S.) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নব্য বাইবেলেও (New Testament) এই সকল ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের ধর্ম্মমতগুলিও অবিকল ঐরূপ। বাইবেল ও কোরাণের সাদৃশ্য দেখিবার জন্য বেশী আয়াসের প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ জুরোস্ত্রীয় (Zoroastrianism), য়াহুদীয় (Judaism), খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মমতগুলি এক ছাঁচে ঢালা। ইহাদের মধ্যে জুরোস্ত্রিয় জেন্দাবেস্তার ধর্ম্মই প্রাচীনতম। ইহারই ধর্ম্মমতগুলি ক্রমে য়াহুদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন মহম্মদীয় ধর্ম্মের অন্তস্থল স্পর্শ করিয়াছে। য়াহুদীয়, খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের সাদৃশ্য অনেকটা অনুভবগম্য, কেন না, এই তিনটীই সেমিটীক (Semitic) জাতীয় ধর্ম্ম, এবং ইহাদের জন্মস্থানগুলি পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী। কিন্তু য়াহুদীয় ধর্ম্ম কি প্রকারে জুরোস্ত্রীয় ধর্ম্মের ছায়া প্রাপ্ত হইল, ইহা অনুসন্ধান যোগ্য। অনুসন্ধান ফলে ইহার যে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই :—

১মতঃ,—প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্পিগেল (Dr Spiegel) বলেন, জুরোস্তার এবং এব্রাহাম সমকালীন লোক, এবং এক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বাইবেলের মতে এব্রাহামের সময় খ্রীষ্ট জন্মিবার ১৯২০ বৎসর পূর্ব্বে। এব্রাহাম য়াহুদি জাতির পিতামহ স্থানীয়। ইঁহারা যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, উহার নাম 'আরাণ', হারাণ' বা 'আর্য্যনাম বিগ' (আর্য্যদিগের বীজভূমি)। উহা পারস্যের পূর্ব্বস্থিত অকসাস (Oxus) এবং জাকসারটিস (Xaxartes) এই দুই নদের মধ্যবর্ত্তি দেশ।

২য়তঃ,—আবেস্তা এবং বাইবেলের প্রাচীনাংশ (Old Testament) উভয়ই খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া নগরে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। ইহা উক্ত উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটী প্রকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৩য়তঃ,—খ্রীঃ পূঃ ৫৮৭ অব্দে বাবিলোনের বিখ্যাত রাজা নবুসাদনেজর

পালেস্তিন নগর অ ক্রমণ পূর্ব্বক অনেক য়াহুদিকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই ঘটনা ইতিহাসে বাবিলোনীয় অবরোধ (Babylonian Captivity) নামে প্রসিদ্ধ। এই আক্রমণ ফলে য়াহুদিদিগের সাহিত্য গ্রন্থাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রায় এক শতাব্দী পরে পারস্যের রাজা সাইরাস্ বাবিলোনের সাম্রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেক য়াহুদিকে জারুসেলমে প্রত্যাগমনে পূর্ব্বক আপনাদের লুপ্ত হিব্রু সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। ইহার পরেই এজ্রা (Ezra) ও নেমায়া (Nehemiah) খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে প্রাচীন বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ পঞ্চক (Pentateuch) সঙ্কলিত করেন। ইহা দ্বারা পারসিকদিগের ধর্ম্ম ভাব কিরূপে য়াহুদি ধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইল, তাহা বুঝা যায়। মাদাম ব্লাভাস্কি এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি বলেন, উক্ত গ্রন্থ পঞ্চকের প্রকৃত রচয়িতা এজ্রা ও নেমায়া, মুসা (Moses) নহে। *

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের উক্ত ধর্ম্মমতগুলি যেমন জুরোষ্ট্রীয় ধর্ম্মমূলক য়াহুদায় ধর্ম্ম হইতে গৃহীত, তেমনি উহার নৈতিক অংশগুলি বৌদ্ধনীতির ছায়াবলম্বনে রচিত। ইহা এত সুস্পষ্ট যে, দৃষ্টিমাত্রেই প্রতীয়মান হয়, এবং ঐ সকল খ্রীষ্টিয় নীতির উৎপত্তিস্থল কোথায়, তাহা অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্মের দয়া, দাক্ষিণ্য, দীনতা, ক্ষমা ইত্যাদি ভাবপ্রধান ধর্ম্মনীতিই খ্রীষ্টিয় নীতির বিশেষত্ব। কেবল ইহাই নহে, 'যীশুর জীবন-চরিত' (Life of Jesus) নামক গ্রন্থের রচয়িতা খ্রীষ্টভক্ত রেনান (Renan) বলেন,—

"We find in the Buddhist books parables of exactly the same tone and the same character as the Gospel

---

* Vide "Secret Doctine" Vol I. by H. P. Blavatasky.

parables." "But there is nothing in Judaism which could have furnished a model for the parables." *

অর্থাৎ, বাইবেলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে সব গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে, উহার রীতি প্রকৃতি ঠিক বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত গল্পগুলির অনুরূপ। য়াহুদীয় ধর্ম্মে ইহার কিছুই নাই। কাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মঠনির্ম্মাণ প্রণালী, মঠসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান-প্রণালী, বৌদ্ধমঠ ও ধর্ম্মের এত অনুগামী যে, উভয়ে সাদৃশ্য অতীব বিস্ময়কর। খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক আবে হক্ (Abbe Huc) তিব্বত ভ্রমণান্তে বলিয়াছেন,—

"বৌদ্ধ লামাগণের বেশভূষা, সঙ্গীত সাহচর্য্যে উপাসনা প্রণালী, কৌমার ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, মহাপুরুষ পূজা, উপবাস প্রথা,—ইত্যাদি অবিকল আমাদের অনুরূপ।" †

---

* Vide Mr. R. C. Dutt's "History of Civilization in Ancient India' vol. II.

† এ সম্বন্ধে আর্থার লিলি (Mr. Arthur Lillie) নামক অপর একজন লেখক বলেন— 'The good Abbe has by no means exausted the list and might have added confessions, tousure, relic worship, the use of flowers, light and images before shrines and alters, the signs of the cross, the trinity in unity, the worship of the queen of heaven, the use of religious books in a tongue unknown to the bulk of the worshippers, the aureale or nimbus, the crown of Saints and Budhas, waifs to angels, penance, flagellations, the flabellum or fan, popes, cardinals, bishops, abbots, presbyters, deacons, the various archetectural designs of the Christian temple "

Quoted in R. C. Dutt's Ancient India, vol, II.

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে বৌদ্ধ গ্রন্থের সুবিখ্যাত অনুবাদক রিস্ ডেভিড্স্ (Rhys Davids) মহোদয় বিস্ময়ব্যঞ্জক বাক্যে বলিয়াছেন:—

"If all this be chance, it is a most stupendous miracle of circumstances—it is in fact ten thousand miracles."

অর্থাৎ, "এ সকল সাদৃশ্য যদি কেবল আকস্মিক ঘটনা মাত্র হয়, তবে ইহার তুল্য বিরাট দৈব ব্যাপার আর হইতে পারে না, বস্তুতঃ ইহা অযুত প্রমাণ দৈব ঘটনার সঙ্গে তুলনীয়।"

কিন্তু এই সাদৃশ্যের মূলানুসন্ধান করিলে 'প্রমাণাভাবাৎ' বলিয়া দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ-প্রচারকগণ গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। অশোকের শাসন লিপিতে দৃষ্ট হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা সিরিয়া দেশেও উড্ডীন হইয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মের এক শত বৎসর পূর্ব্বে পালাস্তিনে (Palestine) একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল! উক্ত সম্প্রদায় 'এসেনিস্' (Essenes) নামে খ্যাত, এবং উহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটী শাখা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি, খ্রীষ্টের অভিষেক গুরু জন্ (John the Baptist) স্বয়ং একজন 'এসেনিস' ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মিশরের তদানীন্তন 'থেরাপিউট' (Therapeuts) নামক সম্প্রদায় এই এসেনিসদিগেরই অন্যতম শাখা বলিয়া পরিগণিত।

সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপর কিরূপে বিস্তার লাভ করিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহা দেখিয়াই বোধ হয়, ইংলণ্ডের মুক্তি পথপ্রদর্শক সেই রোমীয় মহাজন সেণ্ট অগষ্টিন (St. Augustin) বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

"যাহা অধুনা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, তাহা প্রাচীন জাতিগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল,—এমন কি, মনুষ্য সৃষ্টির সময় হইতেও তাহার

অভাব ছিল না। খ্রীষ্ট আবির্ভূত হইবার পর সেই পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রাচীন সত্য ধর্ম্ম খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ হইল।*

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন, এবং তৎবহির্ভূত নরনারী মাত্রের জন্য অনন্ত নরক ব্যবস্থা করেন,—সেই আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদের মতে এবং মহাত্মা সেণ্ট অগস্তিনের উল্লিখিত উক্তিতে যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ।

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানবের আরাধ্য এই মহান্ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদ মাতারই সন্তান, এবং উহা এই ভারতেই সঞ্জাত, বর্দ্ধিত, সম্পুষ্ট ও আচরিত। তারপর যে পারশিক ধর্ম্মের ছায়া বাইবেলে, এবং বাইবেলের মধ্য দিয়া কোরাণে প্রতিবিম্বিত, সেই পারশিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জুরোস্তারের সহিত বেদব্যাসের মিলন হইয়াছিল,—ইহা ঐ ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে। তাহা হউক বা না হউক, আবেস্তা গ্রন্থোক্ত মন্ত্র, স্তুতি প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্র, স্তুতির এত অনুগামী যে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আবেস্তা ও বেদধর্ম্মাবলম্বী, উভয়েই আর্য্য নামে অভিহিত। উভয়েরই মতে উপনয়ন সংস্কার, পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকৃত। গোসেবা উভয়েরই নিত্য ধর্ম্ম। পারসিকদের যজ্ঞ বিধি, অগ্ন্যুপাসনা, বেদোক্ত হোমানুষ্ঠানেরই স্পষ্ট অনুকরণ। আবেস্তার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দোবন্ধ পর্য্যন্ত বৈদিক ভাষাদির কিঞ্চিৎ বিকৃত উচ্চারণ বিশেষ। ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদের উচ্চ আদর্শ আবেস্তায় কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী বাইবেলে ও

* What is now called the Chirstian religion had existed among the ancients, and was not absent from the beginning of the human race, until Christ came in the flesh, from which time the true religion, which existed already, began to be called Christianity,—Quoted in "The Fountain-head of religions."

কোরাণে ঈশ্বরের প্রতিবল ও সমকক্ষ এক সয়তানের অস্তিত্ব কল্পনা দ্বারা যতটা বিকৃত হইয়াছে, ততটা নহে।

ফলতঃ পারসিকেরা যে ভারতবর্ষ হইতেই ধর্ম্মলাভ করিয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সম্পূর্ণ অভিমত। পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেন,—

"জুরোস্ত্রীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে পূর্ব্বে উত্তর ভারতে বাস করিত এবং তথা হইতেই পারস্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, ইহা নিশ্চিত। এমন কি ভৌগোলিক প্রমাণও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল।"*

বৈদিক ধর্ম্ম যে অন্য কোন ধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করে নাই, ইহা পণ্ডিত মোক্ষমূলর মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। † কালের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিলেও বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর ধর্ম্ম গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল কথায় প্রমাণীত হয় যে, ভারত-ভূমিই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষ ভাবে সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি-ক্ষেত্র।

যাহা হউক, ভারতভূমি ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি ক্ষেত্র হউক বা হউক না উহা যে আজ জগতের অপরাপর দেশাপেক্ষা সকল ধর্ম্মের অধিকতর সমাবেশ-স্থল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রায় সহস্র বৎসর গত হইল

* The Zoroastrians were a colony from North India * * * It can now be proved even by geographical evidence that Zoroastrians had been settled in India before they emigrated into Persia &c &c.", "Chips from a German Workshop." Vol I.

† The Vedic religion was the only one the development of which took place without any extraneous influences. Even in the religion of the Hebrews, Babylonian, Phœnician, and at a later time Persian influences have been discovered.—"India, what can it teach us."

মুসলমান এদেশে আসিয়াছে। তদবধি মুসলমান ধর্ম্ম হিন্দুস্থানে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তবে দুঃখের বিষয়, জ্ঞানের আলোকে নয়, গোঁড়ামির অন্ধকারে। বাক্যে বা যুক্তিতে না পারিলে বল প্রয়োগে, অধিকাংশ স্থলে, শেষোক্ত উপায়েই ধর্ম্ম প্রচারিত হইত। অন্য উপায়ও ছিল, যেমন, অখাদ্য খাওয়াইয়া, বা ছলনায় 'কলমা' পড়াইয়া হিন্দুকে স্বধর্ম্ম-চ্যুত করা হইত। ইহাও বল প্রয়োগের রূপান্তর। জ্ঞানের আলোকে হইলে, পরস্পর পরস্পরকে জানিত, চিনিত, বুঝিত। জ্ঞানের আলোকে হইলে অস্ত্রাঘাত, নরশোণিতপাত, কলহ, বিবাদের কোন অবসর থাকিত না। এই গোঁড়ামির বিষময় ফল স্বরূপ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের বীজ অদ্যাপি, সহস্র বৎসর পরেও, সমাজ-শরীর হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সময়ে সময়ে এক এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া এই শুষ্ক মরুতেও বন্যা বহাইয়া প্রেমাঙ্কুর জন্মাইয়া গিয়াছেন। এক দিকে কবীর, নানক, ও তৎপরবর্ত্তী গুরু সম্প্রদায় এই পরস্পর বিবদমান জাতিদ্বয়ের সংযোগকর এক মিলনসূত্র ধারণ করিয়াছিলেন। অপর দিকে আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ কি এক অপার্থিব মত্ততায় দেশ মাতাইলেন, যাহাতে,

হাসিয়া কান্দিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥

শুধু চণ্ডালে ব্রাহ্মণে নহে, দেখিতে পাই, হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। কিন্তু এই প্রেমভাবও জনসাধারণ কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিশেষের প্রচার-মূলক বোধে, বিস্তৃত রূপে মুসলমান-সমাজ-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই, এবং রাজ-শক্তি প্রতিকূল থাকায় উপযুক্ত রূপে ফল প্রসব করিতে পারে নাই। বরং ঐ সকল মহাপুরুষ-

দিগের অনুবর্ত্তী কোন কোন মহাত্মাকে কিরূপ লোমহর্ষণ নির্য্যাতন, অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। গোঁড়ামি দানবের দলন কি কঠিন কার্য্য। সেই সময়কার এক মাত্র উদারনৈতিক সম্রাট আকবর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার্য্যদিগকে একত্র করিয়া এক ধর্ম্ম-সংঘ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং রাজ্য মধ্যে আপামর সাধারণ সকলকেই বিনা বাধায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহত্ত্বের জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইবার উপযুক্ত। বস্তুতঃ হিন্দুগণ বোধ হয় এই জন্যই আকবরকে চিরকাল প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্রাট আকবরকে সাধারণ প্রজার ন্যায় নির্য্যাতন ভোগ না করিতে হইলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট অনেক নিন্দাবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি, তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মে অনাস্থাবান, কপট এবং স্বধর্ম্মের অনিষ্টকারী বলিয়া কোন কোন মুসলমান-লেখক কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। এবং অনেকের মতে পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপকারী, অধীন প্রজার মর্ম্মচ্ছেদকারী ঔরঙ্গজেব আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া অবধৃত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের চেষ্টাও সফল হয় নাই। তাই বলিতেছি, জ্ঞানের আলোকে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত বা গৃহীত হইলে এদেশে বিপরীত ফল প্রসব করিত না। যাহা হউক, মুসলমানের আগমনাবধি এতাবৎ কাল যে রূপেই হউক, মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, ফলে আজ কোন স্বাধীন মুসলমান রাজ্যাপেক্ষা ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বেশী ছাড়া কম হইবে না। এবং তাহাদের ধর্ম্মালোচনারও অনেক সুযোগ আছে, এবং খুব উৎসাহের সহিতই হইয়া থাকে।

মুসলমানের পর অনেক য়ুরোপীয় জাতি এদেশে বাণিজ্যার্থে আসিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারও করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজদিগের

প্রবেশাবধি ঐ দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের অল্লাধিক পরিমাণে প্রচার চলিতেছে। তৎপর ইংরাজ রাজত্ব স্থিরতর হইলে, কেরি, মার্সমান, ওয়ার্ড-প্রমুখ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম যাজকগণ শ্রীরামপুরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার কল্পে বিশেষ আযোজন করিলেন। মিশনরি স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়া সেই সময়ে ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের ধর্মতত্ত্বও যুবকগণের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ফলে, দলে দলে হিন্দু যুবকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে পীড়ন, অত্যাচার, বল প্রযোগ, অস্ত্রাস্ফালন ছিল না বটে, কিন্তু এ ধর্ম্ম প্রচারও সম্পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে হয় নাই। কেন না, ইহাতেও সত্যাপেক্ষা পরধর্ম্মের প্রতি সেই ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং গোঁড়ামি অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত ছিল। তাহা ছাড়া হিন্দু সন্তানগণ আপন ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানে তখন একান্তই বিমুখ ছিল। হিন্দুর দর্শন, উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি অমূল্য শাস্ত্র গ্রন্থরত্ন তখনও কীটদষ্ট তাল পত্র ও দুর্ব্বোধ্য হস্তলিপির সমুদ্র তলে নিমগ্ন। যে কতিপয় টোলের পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনা করিতেন, তাঁহাবা সেই অগাধ জলসঞ্চারী মকর তিমির সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন, কিন্তু বাহিরের আলোক সে স্থলে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না, তাহারাও উহা ভালবাসিতেন না। সুতরাং সেই সময়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত, বা গৃহীত হয় নাই। ঐ সকল গ্রন্থ তখন সম্যক্ প্রচারিত, বা আলোচিত হইলে উহাদের আলোক সম্পাতে খ্রীষ্টীয় প্রচারকের ধর্ম্ম-তত্ত্ব কিরূপ দেখাইত, বা উহা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন হইত কি না, তাহা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাতেই সুস্পষ্ট।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই অতল-মগ্ন হিন্দুর বেদ উপনিষদের উদ্ধারকর্ত্তা। ঐ সকল গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইলেই লোকেরা যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা স্বগৃহে ফিরিয়া স্বীয়

পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত সেই উদ্ধৃত রত্নের জ্যোতিতে মোহিত হইল। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ প্রথমতঃ হিন্দুসমাজের একাঙ্গীভূত হইয়াই ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছিল। তাঁহার মূল উদ্দেশ্য বোধ হয় এরূপ ছিলনা যে, এ সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রূপান্তরিত হয়। তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ ব্যাখ্যা ইত্যাদি দেখিলে তাঁহাকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পথানুগামী বেদান্ত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়।* এবং

* রাজা রামমোহন রায় কৃত বেদান্ত গ্রন্থাদির অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর মতানুযায়ী। যথা, এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন :—

"ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন, যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয়; এবং উপাদান কারণ যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প হয়, তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপাদান কারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে, অর্থাৎ রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায়, আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ হয়, অর্থাৎ ঘটাকারে মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ হয়।"

"ব্রহ্ম আয় সংকল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেন, যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায়, সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয়, বস্তুতঃ সে মিথ্যা জল সত্য রূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায়, সেইরূপ মিথ্যা নাম রূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়॥ নাম রূপ যাহা দেখ, সে সকল কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ ব্রহ্ম সত্য হয়েন, অতএব নশ্বর নামরূপের কোনমতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারা যায় না।"

রাজার নিম্নলিখিত মন্তব্য তাঁহার শাঙ্কর মতানুরাগিতার স্পষ্ট পরিচায়ক :—

যদ্যপিও ভগবান আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের লিখিত করিয়া কহা সকলেরই দুষ্কৃতের কারণ হয়, তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন, আর শ্রীধর স্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্ব্বদা মান্য এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন, আর সেই শ্রীধর স্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে, ভাষ্যকার মতং সম্যক্ তদাখ্যাত গিরিস্তথা ইত্যাদি।—রামমোহন রায়-কৃত্য বেদান্তসারের বঙ্গানুবাদ।

তাঁহার লিখিত মাতামত দেখিয়া অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে, তৎপ্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অধিকার তত্ত্বকে বাদ দিয়া একটী পৃথক ধর্ম্মের আকারে পরিণত হয়, ইহা তাঁহার কল্পনা ছিল না। তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে অভীপ্সিত সংস্কার ক্রম শিক্ষার দ্বারা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তর হইতেই উদ্ভূত হইত, তজ্জন্য সমাজ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। তাহার প্রমাণ মহাত্মা দয়ানন্দ স্বরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজের কার্য্য প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয়। এই সমাজের অধিকাংশ সভ্য গুণকর্ম্ম নিরপেক্ষ জাতিভেদের সম্পর্ণ বিরোধী হইয়াও এবং নিরাকার-বাদের আনুষ্ঠানিক প্রচারক হইয়াও সনাতন সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া আছেন, এবং থাকিয়া তাঁহাদের লক্ষ্যানুযায়ী ক্রমশিক্ষা দ্বারা পুরাতন সমাজকে দয়ানন্দের আদর্শ অনুরূপ সংস্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অথচ পাশ্চমাঞ্চলের হিন্দু সমাজ যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বেশী শিথিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না, বরং ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষাকৃত অল্প প্রসার হেতু ঐ অঞ্চলে সামাজিক শাসন ও কঠোরতা বেশী হওয়াই সম্ভব। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্য ও ব্রহ্মোপাসকগণ হিন্দু শাস্ত্রের একটী প্রধান সত্য অধিকার-তত্ত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানী মূর্খ সকলের নিকট নিরাকারবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং সময়ের পরিপক্কাবস্থায় যাহা সম্ভব, সেই সকল সংস্কারে তৎপূর্ব্বেই হস্তক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করতঃ একটী পৃথক সমাজে পরিণত হইলেন। পূর্ব্বইতি-হাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত অনেক ধর্ম্মমত প্রচলিত সমাজ ধর্ম্ম হইতে সাময়িক পৃথকত্ব অবলম্বন করিয়া কালক্রমে পুনরায় উহারই কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। সনাতন সমাজের এই অদ্ভূত পরিপাক ও পরিপোষণ শক্তি দেখিয়া অধুনাতন ব্রাহ্মসমাজের শেষ পরিণতি ঐরূপ হইবে কিনা, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, উপরে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক হিন্দু শাস্ত্রের এক দেশ মাত্র প্রচারিত হইতেছিল।

এই একদেশদর্শিতা সর্ব্বাতোমুখী জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। সুতরাং ইহা দ্বারা কখনই বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের সমন্বয় ও সত্যাবিষ্কার দ্বারা মত-ভেদ-জনিত কলহ বিবাদ ও পরস্পর ঘৃণা বিদ্বেষের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

এইরূপে ভারতবর্ষ হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের সমাবেশ স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এক্ষণে প্রবল নহে, তথাপি ভারত-রূপ মধ্যমণির বেষ্টনি রেখার পাদাংশ মাত্রে মুসলমান ধর্ম্ম এবং অপর তিন অংশে বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল ভাবে অবস্থিত। বিশেষতঃ, ভারতই সমগ্র বৌদ্ধ জগতের একমাত্র মহাতীর্থ। সুতরাং ভারতবর্ষই যে পরাবিদ্যা সমিতির কেন্দ্রস্থল হইবার উপযুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তারপর, এমন সময় পরাবিদ্যা সমিতির উদ্ভব হইল, যখন এই ভারতেই উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের সংঘর্ষ-জনিত এক বিরাট কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। কোথাও বিপ্লব, কোথাও পরস্পর আক্রমণ, কোথাও তিল মাত্র সত্যের সঙ্গে তাল পরিমাণ নিন্দা, পরিবাদ, কলহ, বিবাদ, বিমিশ্রিত। সুতরাং শান্তির পতাকাধারী সর্ব্ববিবাদের অন্তকারী পরাবিদ্যা-সমিতির কেন্দ্রস্থল যে ভারতবর্ষ মনোনীত হইল, ইহা অতীব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহা যেন এক প্রকার উক্ত সময়ের প্রয়োজনোচিত বিধি নির্দ্দেশ বলিয়াই অনুমিত হয়।

আরও এক কথা এই যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমাবেশ স্থল হইলেও ইহা হিন্দু প্রধান দেশ। হিন্দু ধর্ম্মের একটী প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেকেই স্ব-ধর্ম্মাচরণে শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারে। তজ্জন্য অপর ধর্ম্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। এইরূপ যাহার অন্তর্নিহিত নীতি, তাহার শান্তিপ্রিয়তা স্বভাবসিদ্ধ। হিন্দু সমাজের এই নীতি— যাহা হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ভগবৎ স্তুতি গাথায় অতীব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত,

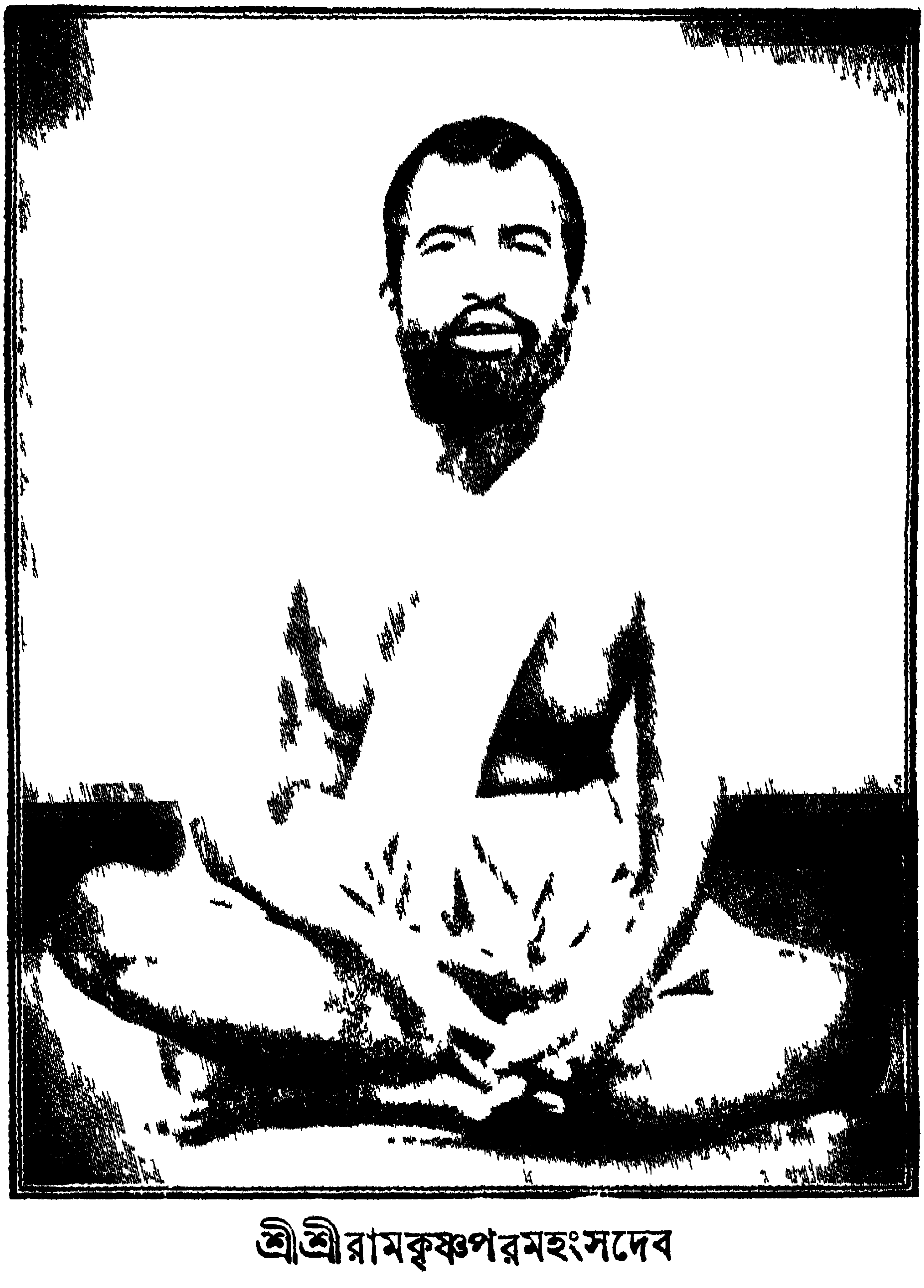

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব

যাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থের উপরিভাগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য, সেই মহাবাক্যে, "রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল পথযুষাং নৃণাং একগম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব।" * হে দেবদেব! রুচির বৈচিত্র্য হেতু লোকে সরল কুটিল নানা পথাবলম্বী হইয়া তোমাকে পাইবার জন্য ছুটিতেছে, অম্বুকণার শেষ গতি যেমন একমাত্র অর্ণব, তেমনই, দেব, নানা ধর্ম্মাবলম্বী সকলেরই একমাত্র শেষ গতি তুমি,—হিন্দু সমাজের এই উদার নীতিই পরাবিদ্যা সমিতির মিলন-মন্দিরের উপর খোদিত। সুতরাং ইহার প্রচারিত সত্যের অনুকূল ক্ষেত্র এই হিন্দুর দেশ ভিন্ন আর কোথায় হইবে? সেই জন্য এই সমিতি ভারতে পদার্পণ করিবামাত্র শান্তিপ্রিয় হিন্দু উহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বগৃহে আহ্বান করিয়া আনিল।

আর্য্যঋষি সেবিত উপরোক্ত সত্যের উপর স্থাপিত শান্তিবার্ত্তা আমেরিকার মুখ দিয়া নবভাবে পুনরায় ভারতে ঘোষিত হইল। আবার উহার প্রায় সমকালে ঐ সত্যের প্রকট মূর্ত্তি স্বরূপ আর এক শক্তি এ দেশেই, কলিকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে জাগরিত হইতেছিল। এই শক্তি এক দরিদ্র, "মূর্খ" ব্রাহ্মণ সন্তানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইল। ইহাঁর জন্ম পল্লীগ্রামে, ব্যাবসায় "পূজারি-গিরি," বিদ্যা অক্ষর পরিচয় মাত্র। কিন্তু ইহাঁর অপার্থিব প্রেম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, ইহাঁকে সচ্চিদানন্দ-ধাম হইতে আগত কোন দুর্জ্ঞেয় মহাজীব বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিল। ইহাঁর অদ্ভুত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাঁর চরণ তলে একত্রিত হইতে লাগিল। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলে দলে দলে সেই মাতৃপ্রেমে বিভোর, শিশুর ন্যায় সরল ব্যক্তির নিকট সত্য নির্ণয়ার্থ উপস্থিত

---

* মহিম্ন স্তব বলিয়া খ্যাত, শ্রীমহাদেব-স্তোত্র।

হইতে লাগিল, আর তাঁহার সেই কৃষকের ভাষায় কথিত তত্ত্ব-কথা অমৃত অপেক্ষা মধুর বোধে পান করিতে লাগিল। পরাবিদ্যা-সমিতির তত্ত্ববাণী প্রধানতঃ ইংরাজি ভাষায় এবং কৃতবিদ্য সমাজেই প্রচারিত হইত। দক্ষিণেশ্বরের সেই নিরক্ষর আত্মহারা ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐ সমিতি বা উহার প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ব্বে কোন পরিচয় পাইবার উপায় বা অবসর ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার মুখ হইতেও সেই শান্তি বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বর সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্মিলনের এক পুণ্য-ক্ষেত্র হইল। আর তিনি কিরূপে সেই মহা সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা জানিয়া লোকে অবাক্ হইল। তাঁহার জ্ঞান পুস্তকলব্ধ নহে, তর্কযুক্তির উপর স্থাপিত নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ। তিনি পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম নিজে অনুষ্ঠান করিয়া বুঝাইলেন যে প্রত্যেক ধর্ম্মই ঈশ্বর-প্রাপ্তির এক একটী পথ। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়"—এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। এই পুরুষোত্তমের চরিত্র বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহাঁর ভিতর এই যুগ লীলার নিদর্শন পাইতেছি যে, ইনি পরাবিদ্যা-সমিতির উৎপত্তির প্রায় সমসময়ে আবির্ভূত হইয়া একই সত্যের প্রচার করিতেছিলেন। পরাবিদ্যা-সমিতি যাহা জ্ঞান, বিজ্ঞান, তর্ক যুক্তির দ্বারা বুঝাইতেছিল, ইনি তাহাই প্রেম, ভক্তি, কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছিলেন। একদেশ-দর্শিতা, গোঁড়ামি, "মতুয়ার-বুদ্ধি (Dogmatism), পরম সত্য লাভের এই সকল অন্তরায়ের মূলে কুঠারাঘাত হইতে লাগিল। নিরাকারবাদ, সাকারবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সকলই এক সূত্রে গাঁথা, কোন বাদেই বিতণ্ডার কারণ নাই, অনুক্ষণ চিন্ময়ী লীলার সমুদ্রাবগাহী সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবনে ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই সমুদ্রে সেই সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-বায়ুর অনুকূলে আপন তরী ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার নাবিকত্বে এই তরী কোথায় গিয়া ঠেকিল, এস্থলে সে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাও সেই যুগধর্ম্মের

স্বামী বিবেকানন্দ

একটা দিক নির্দ্দেশ করিতেছে। মহাপুরুষের ভাব-মথিত চিৎ সমুদ্রের আর একটী তরঙ্গ জলধির অপর পারে আমেরিকার কুলে গিয়া আঘাত করিল, এবং চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভা প্লাবিত করিয়া পরাবিদ্যা-সমিতি কর্ত্তৃক কর্ষিত পূর্ব্বপ্রস্তুত ক্ষেত্রে বেদান্তোক্ত জ্ঞান ভক্তি বীজ রোপিত করিল। আমেরিকা হইতে যে তরঙ্গ প্রাচ্যের প্রাচীন বার্ত্তা বহন করিয়া ভারতে আসিয়াছিল, অনতিদীর্ঘকাল পরে উহারই প্রতিদান স্বরূপ ভারত হইতে একটী তরঙ্গ আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হইল। এই ভাব-বিনিময় সেই যুগধর্ম্মেরই বিকাশ, সেই ঐকতানেই মুখরিত।

পরাবিদ্যা সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি-স্থাপন, তদ্দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ মূলক বিদ্বেষ ভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হও না কেন, এই সমিতির সভ্য হইলে অপর ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করা তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তুমি নিজে যে সম্মান চাও, অপরকে সেই সম্মান দিতে তুমি বাধ্য। পরাবিদ্যা সমিতি সর্ব্বপ্রথম ইহাই চায়। সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হউক, ইহাই সমিতির প্রধানতম কামনা।

সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, প্রথম উদ্দেশ্যেরই পোষক। জগতের ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তৎসংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি যতই আলোচনা করা যায়, ততই অনুভব হয় যে সকল ধর্ম্মেরই মূল ভিত্তি এক। কাল সহকারে প্রত্যেক ধর্ম্মের উপরই কতকগুলি আবর্জ্জনা জমিয়াছে! সে গুলি সংস্কারযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সে গুলিকে অপসারিত করিতে গিয়া ধর্ম্মটী পর্য্যন্ত মিথ্যা জ্ঞানে ত্যাগ করা, অর্থাৎ সংস্কার নামে সংহার ক্রিয়া সূক্ষ্মদর্শীর কার্য্য নহে। বাহ্যিক আচার ব্যবহার সংক্রান্ত যাহা কিছু বিভিন্নতা, তাহার অধিকাংশই দেশকাল অবস্থাজাত। সে বিভিন্নতা অপরিহার্য্য, অথচ উহা মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র মারাত্মক নহে। কারণ মূলধর্ম্ম

সর্ব্বত্রই এক।* ধর্ম্মের বাহ্যংশ লইয়াই প্রায়শঃ কলহ বিবাদ হইতে দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই বাহ্যাংশেরও মূল ভিত্তি এবং চরম লক্ষ্য এক। অতএব বিবাদের মূলহেতু অজ্ঞান এবং বিরুদ্ধবাদীর অতথ্য প্রতিপাদন প্রয়াস (Misconception and Misrepresentation)। সকল ধর্ম্মের সম্যক আলোচনার অভাব বশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যতই ঐ সকল শাস্ত্রের আলোচনা ও বিচার হইবে, ততই পরস্পরের মধ্যে একত্ব অনুভূত হইবে। সুতরাং সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও প্রথম উদ্দেশ্যেরই অনুসরণ করিতেছে। এজন্যই সমিতি সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকে।

সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞানের প্ররোচক। পরন্তু ইহাও প্রথম উদ্দেশ্যেরই পোষক। আত্মানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, প্রকৃত আমি যাহা, তাহা পাঞ্চভৌতিক শরীর নহে। শরীরের ধ্বংস অনিবার্য্য, কিন্তু আমার প্রকৃত সত্বার ধ্বংশ নাই। এবং প্রকৃত 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে ভেদজ্ঞান অসম্ভব। উহা এক অবিভক্ত অমৃত সিন্ধুর কণা। সুতরাং এই আত্মানুসন্ধান, ভ্রাতৃভাব কেন, সর্ব্বজীবে আত্মদর্শনের সোপান স্বরূপ।

অতএব পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতিষ্ঠাপণে বিশ্বমানব হিতার্থে নিয়োজিত ব্লাভাস্কির সুদূর-প্রসারিত মঙ্গল দৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। আর এই

---

* পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেন,—"There has been no entirely new religion since the beginning of the world."—অর্থাৎ পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্মই হয় নাই, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে একটী নূতন ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

শ্রীমতী আনি বেসান্ত কৃত "Ancient Wisdom" গ্রন্থে ইহা সর্ব্বজাতির শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের উহা দ্রষ্টব্য।

বিশ্বমানব হিতায় জীবনোৎসর্গেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব, মহত্ত্ব, সাফল্য ও পুণ্য প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর আমরা এই সমিতি সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরাবিদ্যা সমিতি কি এবং কি নয়।

যদি কেহ মনে করেন, পরাবিদ্যা-সমিতি একটা নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে, বা করিতে প্রয়াসী, তবে তিনি ভ্রান্ত। যদি কেহ মনে করেন, পরাবিদ্যা-সমিতি কোন প্রাচীন ধর্ম্ম বিশেষের শাখা মাত্র, তবে তিনিও ভ্রান্ত। পূর্ব্বে ইহার উদ্দেশ্য আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, এবং সকলেরই বুঝা উচিত যে, এই সমিতি কোন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ও নহে, অথবা কোন প্রচলিত ধর্ম্ম বিশেষের শাখাও নহে। বুঝা উচিত বটে, তথাপি ইহা অনেকে বুঝেন নাই। বোধ হয়, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই বলিয়াই বুঝেন নাই। নতুবা, ইহা এত সুস্পষ্ট যে যাঁহারা উক্ত সমিতির কিছু মাত্র পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের না বুঝিবার কোন কারণ নাই। তাই কেহ বলেন, ঐ সমিতি হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার করে; কেহ বা একথা অস্বীকার করিয়া বলেন, উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী। আবার কাহারও কাহারও নিকট এরূপও শুনা গিয়াছে যে, এই সমিতি হিন্দুর নিকট হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম, এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট তাহার ধর্ম্ম প্রচারের ভাণ করে মাত্র. কিন্তু উহার গুপ্ত উদ্দেশ্য শেষে সকলকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করা, কারণ উহার প্রবর্ত্তকগণ জন্মগত খ্রীষ্টিয়ান। অতএব সাধু সাবধান! * বলা বাহুল্য, অপর শ্রেণীর অনুসন্ধান

---

* এক খানি মিশনরি-প্রচারিত পুস্তিকায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শ্রীমতী আনি বেশান্ত-যখন (পরাবিদ্যা সমিতির বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট) শেষ জীবনে রোমান কাথালিক খ্রীষ্টান হইবেন। এ আশা সত্য হউক, বা মিথ্যা হউক, অজ্ঞ লোকের পক্ষে ইহা শুনিয়া সমিতির উপর উপরোক্ত উদ্দেশ্যের আরোপ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

বিমুখ লোকের অপেক্ষা এই মতাবলম্বীরা আরও অজ্ঞ। ইঁহারা অজ্ঞ হইয়াও সমিতির স্কন্ধে একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক গুপ্ত উদ্দেশ্য চাপাইতে যত্নবান। এজন্য ইঁহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থিওসফি কথাটীর অর্থ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান কোন ব্যক্তির, বা কোন জাতির, বা কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অধিকারী হইলে সকলের নিকটেই ইহার দ্বার উন্মুক্ত। সকল সম্প্রদায়ে, সকল জাতিতেই এইরূপ অধিকারী থাকিতে পারে, কাজেই সকল সম্প্রদায়ে, সকল জাতিতেই অল্লাধিক পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব। সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে, সর্ব্ব জাতিতেই অল্লাধিক সংখ্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী মহাজনগণ উদ্ভূত হইয়া তত্তৎ জাতিকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। এই সার্ব্বজনিক, অসাম্প্রদায়িক ব্রহ্মজ্ঞানের অপর নাম পরা বিদ্যা। পরতত্ত্ব যে বিদ্যার অধিগম্য, তাহাই পরাবিদ্যা। থিওসফিকাল সোসাইটি এই পরাবিদ্যার প্রচার করেন। সুতরাং পরাবিদ্যার যাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, সর্ব্বধর্ম্মানুমোদিত প্রাপক, সেই ত্যাগ, শম, দম, উপরিতি, তিতিক্ষা, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতিরও প্রচার করেন। ইহাতে ধর্ম্মের বাহ্যিক অঙ্গের কোন অপেক্ষা নাই। তুমি পশ্চিমমুখ হইয়া ঈশ্বরকে ডাক, বা পূর্ব্বাস্য হইয়া পূজা কর, বা নতজানু হইয়া প্রার্থনা কর বা, প্রার্থনাচক্রের আবর্ত্তনে মন্ত্রজপ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তুমি জাতিভেদ মান, বা না মান, ত্রিসন্ধ্যা স্নান কর বা মোটেই না কর, শিখা-সূত্র-তিলককণ্ঠী ধারণ কর বা ত্যাগ কর, সাকার উপাসনা কর বা নিরাকারবাদী হও, তুমি আচারে, আহারে, পরিচ্ছদে, বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দু হও, বৌদ্ধ হও, খ্রীষ্টান হও, মুসলমান হও, তাহাতে সমিতির কিছুই বলিবার নাই। এ সকলই দেশ-কাল-অবস্থাজাত। সুতরাং এ সকল বিষয়ে ভেদ থাকিবেই। দেশ কালাতীত পরা বিদ্যার সহিত এ সকলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। সমিতির কার্য্য পরাবিদ্যা প্রচার, এবং উহা

লাভ করিবার যে সকল উপায়, তাহার আলোচনা। পরন্তু উক্ত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে যেটি যাহার প্রকৃতির অনুকূল, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তাকারী, সেটী তাহার সেবনীয়। উহাদের সম্বন্ধ দেশকাল পাত্র লইয়া, সুতরাং দেশকাল অবস্থানুযায়ী, এবং প্রয়োজনের তারতম্যানুসারে ঐ সকল আচার অনুষ্ঠান অল্পাধিক পরিমাণে অবলম্বনীয় হইতে পারে। কিন্তু যাহা দুর্নীতির উত্তেজক, বা মানব মনকে অধোগামী করিয়া পশুত্ব পাশে আবদ্ধ করে, সুতরাং যাহা পরা বিদ্যার প্রতিকূল, ত্যাগ-বৈরাগ্য সংযমের বিরোধী, তাহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। পরাবিদ্যা সমিতি ইহা বলিয়া থাকেন।

পরাবিদ্যার কথায় অপরা বিদ্যার আলোচনাও অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য সকল শাস্ত্রে ব্রহ্ম-তত্ত্বের সহিত জগৎ-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেক শাস্ত্রে, প্রত্যেক দর্শনে অনুলোম বিলোম ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ সংকোচ এবং জড়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে; কারণ অপরার জ্ঞান না হইলে পরাকে বুঝা কঠিন। কঠিন বলিয়া, এবং প্রবৃত্তির প্রেরণা বশতঃ অধিকাংশ লোকই অপরা লইয়া উন্মত্ত থাকিয়া, পরার দিকে কম লোকই উন্মুখ। ইহার আর এক কারণ এই যে, মানব প্রকৃতি এবং বাহ্য প্রকৃতির স্তরে স্তরে জড় চৈতন্যের এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে ক্রীড়া চলিতেছে যে, উহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা অতীব দুরূহ। বহির্ম্মুখ মানব এইজন্য প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই একের ধর্ম্ম অন্যের উপর আরোপ করিয়া বসে। অনেক বহির্মুখ পণ্ডিতও এই ‘বিপর্য্যয়’ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া জড়চৈতন্যের গোলক ধাঁধায় নানা পথের, নানা মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাঁহার দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইয়াছে, দৃশ্য জগতের প্রকৃততত্ত্ব বোধ হয় তিনিই অনুভব করিতে সমর্থ। যাঁহারা প্রকৃতির পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারাই বলিতে পারেন, এই জড় চৈতন্যের ছাড়াছাড়ি কোথায়। যাঁহারা ততদুর পৌছান নাই, তাঁহাদের

পক্ষে বিচার আবশ্যক ; জড়-চৈতন্য, নিত্যানিত্য বস্তু—বিচার আবশ্যক। এই বিচার প্রণালীর সহিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনেক পরিমাণে জড়িত। জগতের ইতিবৃত্ত, জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতির সহিতও উহার সংশ্রব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত পাঠিত এই সকল অপরা-বিদ্যার আলোচনা জগতে বহুল পরিমাণে হইতেছে সত্য। কিন্তু উহার উদ্দেশ্য অন্য রূপ বলিয়া গতি পরাবিদ্যার দিকে নহে, বরং বিপরীত দিকে। অধ্যাত্ম শাস্ত্র যেরূপ জগৎতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা মানবকে পরতত্ত্বের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রানুগামী পরাবিদ্যা-সমিতি ঐ সকল অপরা-বিদ্যার প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা দ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের,—আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করিয়া থাকে। অর্থাৎ মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অপরা-বিদ্যাকে যেন 'মোড় ফিরাইয়া' উহার বর্ত্তমান স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া পরম তত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবার জন্য এই সমিতি বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কার্য্য কতদূর গুরুতর, এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায়, উপস্থিত যুগে, কতদূর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই অবিশ্বাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে। যাহারা স্বধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, তাহারা চিরকালই ত্যজ্য। বিশেষতঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া যাহারা ব্যাপৃত, শাস্ত্রের ভাব অপেক্ষা আক্ষরিক অর্থ লইয়াই যাহারা অধিক ব্যস্ত, তাহারা স্বধর্ম্মত্যাগীর উপর খড়্গহস্ত হইবেই। এই স্বধর্ম্মত্যাগীদের ভিতর কেহ ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করিয়া থাকে, কেহ বা কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। শেষোক্তগণ সাধারণতঃ নাস্তিক নামে খ্যাত। ইহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলেও, কি জাতীয়, কি বিজাতীয় কোন বিশেষ ধর্ম্মোক্ত আচার প্রণালীতে অনাস্থাবান হেতু সম্প্রদায় বিশেষে নাস্তিক নামেই

অভিহিত হইয়া থাকে। সম্প্রদায় বিশেষে ইহাদিগকে পাষণ্ড বলা হইয়া থাকে। পাষণ্ডদিগের সহিত সংশ্রব, এমন কি, আলাপ ব্যবহার পর্য্যন্ত ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিষিদ্ধ কর্ম্ম। অর্থাৎ পাষণ্ডেরা সর্ব্ব প্রকারেই ত্যাজ্য। এ ত্যাগের মূলে কেবল আত্মরক্ষাই যে রহিয়াছে, তাহা নহে। প্রবর্ত্ত সাধকদিগের পক্ষে প্রথমাবস্থায় অবিশ্বাসীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ আছে। কিন্তু যাহারা সাধক, তাহাদের পক্ষে ঘৃণা বিদ্বেষ নিতান্ত দূষণীয়, সাধনের অন্তরায় বলিয়া ঐ সকল প্রবৃত্তি তাঁহারা মনে স্থান দেন না। তাঁহারা পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ঘৃণা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সকলে সাধক নহে, বরং অনেকেই উপরোক্ত নাস্তিক-নাম-প্রাপ্তদিগের অপেক্ষা কম অবিশ্বাসী নহে। "আলাপাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ"—ইত্যাদি সতর্কীকরণ বাক্যের প্রয়োগস্থল স্বতন্ত্র, সর্ব্বত্র নহে, সুতরাং কনেকটা সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই ত্যাগের মূলে একটা বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান, অথবা আত্মরক্ষা ও পর-বিদ্বেষ দুইই মিশ্রিত।

বস্তুতঃ যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান নহে, আত্মার অবিনশ্বরত্ব বা পরকাল স্বীকার করে না, তাহারাই নাস্তিক নামের যোগ্য। এই নাস্তিকদিগের মধ্যে সকলেই যথেচ্ছাচারী নহে। ইহাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। ইহাদের কাহারও কাহারও মতে যাহা অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে মঙ্গলের নিদান, তাহাই কর্ত্তব্য। তাহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত হউক বা না হউক, তৎপ্রতি তাহাদের লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। এই 'উপযোগিতা'-মতবাদীরা (utilitarians) তদনুরূপ নীতির অনুসরণ করে। ইহারা সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যথেচ্ছাচারী নহে। কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষবাদী (Positivist), কেহ কেহ বা যুক্তিবাদী (Rationalist)। কেহ কেহ অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (The unk-

uown and unknowable)। * আবার আর এক শ্রেণী আছে, যাহাদের মত, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ," অর্থাৎ যতদিন বাঁচ, ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিয়া লও, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান কর। ইহাদিগকে চার্ব্বাক-মতাবলম্বী নাস্তিক বলে। ইহাদেরই অপর মূর্ত্তি পাশ্চাত্য দেশের শরীর-সর্ব্বস্ববাদী (Epicurians), যাহাদের উপদেশ 'খাও দাও, মজা কর' (Eat, drink and be merry)। ইহাদের মধ্যে নৈতিক বন্ধন খুব শিথিল হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ, যাহারা পরকাল স্বীকার করে না, জগতের কোন বিধাতা আছেন বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের প্রবৃত্তিপথের প্রতিরোধক এক প্রকার কিছুই নাই বলিলেও চলে। রাজবিধিকে ফাঁকি দিয়া তাহারা সহজেই স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে এবং সামাজিক জীবন দূষিত করিতে পারে। বিশেষ বিচারশীল ব্যক্তি ছাড়া ইহাদের অনেকেরই নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইবার কথা। যাহাদের নৈতিক জীবন দূষিত নহে, তাহারাও আধ্যাত্মিক হিসাবে এক প্রকার পতিত, ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন, কারণ, তাহারা ইহকাল ছাড়া পরকাল সম্বন্ধে একেবারেই দৃষ্টিহীন, দেহাতিরিক্ত আত্মাতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসহীন।

---

* এই মতের একজন প্রসিদ্ধ পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর ভারতহিতৈষী বাগ্মীশ্রেষ্ঠ মিঃ ব্রাডল (Mr. Charles Bradlaugh)। তিনি বলেন—"The atheist does not say there is no God, but he says, 'I know not what you mean by God; the word Cod is to me a sound conveying no elear or distinct affirmation. I do not deny God, because I can not deny that of which I have no clear conception, and the conception of which by its affirmer is so incomplete that he is unable to define it to me.—Mrs. Besant's autobiography—P. 144.

এই সকল পতিতকে সমাজ নিন্দা করে, বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। কিন্তু উহাদের উদ্ধারের জন্য কোন যত্ন করে না। পরাবিদ্যা-সমিতি প্রাণপণে সেই যত্ন করিয়া থাকে, এবং সেইজন্য উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদীদিগকেও এই সমিতি আলিঙ্গন দিয়াছে। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সমাজ-বিদ্বিষ্ট হইলেও মানব-সমাজ ছাড়া নহে। মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ-ক্ষেত্রে ইহারাও একটী বিশিষ্ট স্তর। ইহাদিগকে বাদ দিলে চলিবে না, তুলিয়া নিতে হইবে। সমাজ বিশেষ, বা সম্প্রদায় বিশেষ ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু যাহার কার্য্যক্ষেত্র সমগ্র মানব সমাজ, লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতির আত্ম জ্ঞানের উন্মেষ, সেই পরাবিদ্যা সমিতি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না। বরং এই সকল জীব লইয়াই ইহার প্রধান কার্য্য। ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে ঔষধের যত প্রয়োজন, অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য-সম্পন্নের পক্ষে তেমন নহে। এই সমিতির ভিতর নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী দেখিয়া অনেকে মনে করে, উহা একটী 'অবিশ্বাসীর মেলা'। বস্তুত উহা অবিশ্বাসীর মেলা নহে, কিন্তু অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করাইবার একটী অমোঘ যন্ত্র। কত কত নাস্তিক এই সমিতির ছায়ায় আশ্রয় লইয়া, ইহার প্রচারিত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আস্তিক্য বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে সমিতির বর্ত্তমান প্রধান উপদেশিকা শ্রীমতী আনিবেশান্তের (Mrs Annie Besant) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আনি-বেশান্ত ও পরলোকগত পূর্ব্বোক্ত ভারতবন্ধু ব্রাড্‌ল (Mr. Bradlaugh) উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নাস্তিক সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। এই আনি-বেশান্ত মাদাম ব্লাভাস্কির সংস্পর্শে এবং তদীয় গ্রন্থপাঠে জড়বাদের রাজ্য ছাড়িয়া আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠ হইলেন। যে আনি-বেশান্ত জগত-কর্ত্তা কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, আত্মার

অবিনশ্বরত্ব দূরে থাকুক, দেহাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, যিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ষোল বৎসর কাল কেবল নাস্তিক্য প্রচারে স্বীয় অসামান্য প্রতিভা প্রযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তিনি ব্লাভাস্কি-কৃপায় সত্য লাভ করিয়া কি বলিতেছেন, শুনুন,—

"আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, আত্মা আছে, আর সেই আত্মাই আমি, আমার দেহ আমি নহে। আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে যত্র তত্র গমন করিতে পারে। আত্মার কার্য্যকারিতা জড়ীয় মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে না, বরং জড়ীয় আবরণ মুক্ত হইলে উহার কার্য্যকরী শক্তি আরও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমি জানিয়াছি ব্লাভাস্কি-কথিত মহাপুরুষগণ সশরীরে বিদ্যমান, যাঁহাদের শক্তির তুলনায় আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বালকের ক্রীড়া সদৃশ তুচ্ছ। আমি এ সকল বিষয় পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, এবং ইহা ছাড়া আরও অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি, তবু আমি এখনও রহস্য-বিদ্যালয়ের শিশু-শ্রেণীভুক্ত নিম্নাবস্থার ছাত্র মাত্র।" *

শ্রীমতী আনি বেশান্ত এক্ষণ অধ্যাত্ম তত্ত্বে নিমগ্ন, এবং সমস্ত পৃথিবীতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতেছেন। পরাবিদ্যা-সমিতি এক্ষেত্রে কতদূর কার্য্যকরী এবং উহার প্রচারিত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল্য কত, ইহা দ্বারা কতকটা বুঝা যাইতে পারে।

এক্ষণ একটি প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, সকল ধর্ম্মেই যখন অধ্যাত্ম জ্ঞান আছে, তখন পরাবিদ্যা-সমিতির কি প্রয়োজন? সকলে আপন আপন ধর্ম্মাচরণ করিলেই ত কালে উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। সত্য, কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞানের যত প্রচার হয়, ততই মঙ্গল নহে কি? যে প্রণালীতে হউক, উহা জগতে যত ব্যাপ্ত হয়, ততই মঙ্গল নহে কি? কে বলিতে পারে যে, উক্ত জ্ঞান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

* Vide. "Annie Besant—an autobiography" P. 345.

সকল সম্প্রদায়ে সকল জাতিতে আলোচিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; ধর্ম্মানুষ্ঠান সজীবভাবে সকল সমাজে চলিতেছে, স্বীকার করিলেও, এক্ষেত্রে পরবিদ্যা-সমিতি সকলের সহায়ক। কিন্তু ইহা ছাড়া এই সমিতির একটী বিশেষ কার্য্য আছে। সকলে আপন আপন ধর্ম্মাচরণ করিলে জগৎ হইতে শোক, তাপ, ঘৃণা, বিদ্বেষ দূরে পলায়ন করিত। কিন্তু হায়, কার্য্যে তাহার বিপরীতই দৃষ্ট হয়। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক জাতিই আপন ধর্ম্মপেটিকার কুঞ্জিটী হারাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই তন্নিহিত তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞাত, অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। আর লোকে কেবল বাহিরাবরণ হইয়া ব্যাপৃত ও কলহে মত্ত। পরাবিদ্যা-সমিতি সেই কুঞ্জির সন্ধান বলিয়া দেয়, যদ্দ্বারা সকলেই সেই পেটিকা খুলিয়া আপন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ও বুঝিতে পারে। এযুগে কি প্রণালীতে সেই সন্ধান সহজ-লভ্য, পরাবিদ্যা-সমিতি তাহার পথ দেখাইয়া দিয়াছে। *

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। আজ বিজ্ঞান যাহা অনুমোদন করে না, কেহই তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। তর্কের বিষয়ীভূত সমস্ত বস্তু, সমস্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব, সমস্ত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিচারালয়ে প্রমাণীকৃত না হইলে, কেহই সে সকল গ্রাহ্য করিবে না। বিজ্ঞান-গুরু যতক্ষণ না কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বলিবে,—'হাঁ ঠিক !'—ততক্ষণ উহার কোনই মূল্য নাই, উহা মিথ্যা, উহা অশুদ্ধ। বিজ্ঞানরাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা হইতে যতক্ষণ না কোন তত্ত্ব বিধিবদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রান্ত

* ফলতঃ দেখা যায় যে, যে দেশেই থিয়সফি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেই ইহার সংসর্গে সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম নবজীবন লাভ করে। থিয়সফির সংস্রবে আসিলে খ্রীষ্টান খ্রীষ্টধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান হয়, পার্সী জোরোয়াষ্টারের ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের সারবত্তা উপলব্ধি করে এবং হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।" উপনিষদ (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন-কৃত)।

হইল, তত্‌ক্ষণ কেহই উহার শাসন মানিবে না। যাহা শাসন করে তাহাই শাস্ত্র। বিজ্ঞানই অদ্যকার শাস্ত্র। অপর যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হয়, তাহার শাসন উঠিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কথা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, তবে তাহাত অগ্রাহ্য নিশ্চতই। আর যদি অবৈজ্ঞানিক নাও হয়, তথাপি অধুনাতন বিজ্ঞান যত দিন উহা অনুসন্ধান করিয়া অঙ্গীকার না করিবে, ততদিন লোকে উাহাকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়াই মনে করিবে, অন্ততঃ উহাতে যে সন্দিহান থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। বিজ্ঞানই এক্ষণকার রাজা, বিজ্ঞানই গুরু, বিজ্ঞানই ঋষি। কিন্তু এ বিজ্ঞান জড় বিজ্ঞান। অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যে বিজ্ঞানের কথা বর্ণিত হয়, যে বিজ্ঞান জ্ঞানের পরের অবস্থা, যাহা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার মূলক; ইহা সে বিজ্ঞান নহে। দুই বিজ্ঞানে বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই। দুইই প্রত্যক্ষ মূলক। একটী যেমন পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের (odservation and experiment) উপর স্থাপিত, অন্যটীও তদ্রূপ ঈক্ষিত ও পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং দুই বিজ্ঞানেই বিশ্বাসের ভিত্তি এক। কিন্তু উভয়ে অবস্থা গত ভেদ বিপুল। একটী স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম বিনয় লইয়া ব্যাপৃত, অপরটী সুক্ষ্ম সুক্ষ্মতর, সুক্ষ্মতম তত্ত্ব সংক্রান্ত। স্থূলেরই সুক্ষ্ম, সুক্ষ্মেরই স্থূল, ইহা সত্য। কিন্তু অবস্থাগত ভেদ অতীব বিস্তৃত বলিয়া এবং একটী স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, অপরটী সূক্ষ্ম দর্শন সাধ্য বলিয়া, উপরোক্ত রীতিতে প্রমাণানুসন্ধান করিলে উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন অনেক সময় সুকঠিন হইয়া পড়ে। যে সকল আন্তর ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম দর্শন সম্ভব, সাধারণ মানব জাতির বর্ত্তমান ক্রমবিকাশ ক্ষেত্রে এখনও সে সব ইন্দ্রিয় বিকশিত হয় নাই। কাজেই আজ কাল বহির্ম্মুখ জগতে জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত। সেইজন্য অধ্যাত্ম বিষয় গুলিও সকলে জড় বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে কসিয়া লইতে উদ্যত। তার পর অন্ততঃ যেরূপে এই পরীক্ষা

হওয়া উচিত, তাহাও না হওয়াতে সর্ব্বত্র ইহার ফল আশানুরূপ হয় না বলিয়া, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান গুলি ক্রমে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপ্লবের একটী প্রধান কারণ। পূর্ব্বোক্ত অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও তদানুষঙ্গিক দোষ পরম্পরার মূল এই। ধর্ম্মহীন শিক্ষা এই বিপ্লবের বলবান সহায়। জগতে সর্ব্বত্রই এই ধর্ম্ম বিপ্লবের চিহ্ন দৃশ্যমান। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত প্রায়। পরাবিদ্যা-সমিতি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আবির্ভূত হইয়া, এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া সময়োচিত অস্ত্র প্রয়োগে উহার প্রবল স্রোতে বাধা দিতেছে। আর বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে যে কষ্ট সাধ্য সামঞ্জস্য, তাহাও এই যুগোপযোগী ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে কতক পরিমাণে সুসাধ্য হইয়া আসিয়াছে। *

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং তদনুপাতে ইহার ধর্ম্মহীনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায় যে, য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলীর এবং তদনুগামী অনেক লোকের কোনই ধর্ম্ম নাই। ইহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাংসারিক সুখসাধন। ইহাদের জাতীয় ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাদের যুক্তিপ্রবণ চিত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আর তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। ছয় দিবসে জগৎ রচনা, এই জগৎই ভগবানের আদি ও শেষ সৃষ্টি, অনন্ত স্বর্গ নরক, খ্রীষ্টীয় ভিন্ন অন্য ধর্ম্মে মুক্তি নাই, যীশু ভগবানের একমাত্র নিজ-জাত পুত্র, কন্যাবস্থায় মেরির গর্ভে

* "থিয়সফির এই বিশেষত্বকে লক্ষ্য করিয়া Madame Blavatsky বলিয়াছেন যে, থিয়সফি দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সার সমন্বয় (the synthesis af religion, philosophy and science)। একথাটী সাতিশয় সত্য। এই এক কথায় তিনি ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা স্মরণ রাখিলে থিয়সফি যে ব্রহ্মবিদ্যার যুগাবতার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।" উপনিষদ পৃঃ ১০০।

খ্রীষ্টের জন্ম এই সকল মত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিকট নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। তারপর বাইবেলোক্ত খ্রীষ্ট ও তৎ শষ্যগণের অলৌকিক কার্য্য, যথা—সমুদ্রে পাদচারণা, পাঁচখানি রুটি দিয়া পাচ সহস্র লোকের উদরপূর্ত্তি, স্পর্শ মাত্র কুষ্ঠ রোগীর ব্যাধি-মুক্তি, ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের অননুমোদিত বলিয়া ঐ সকল ব্যাপারে আর কেহ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। বিশেষতঃ অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াদি যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক অবিশ্বাস্য বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন বাইবেলোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিবার অধিকতর কোন হেতু আছে কিনা, ইহা বুঝা কঠিন। মহাযোগী ঈশার ঐ সকল ক্রিয়া সপ্রমাণ করিবার লোকও এক্ষণে আর যুরোপে নাই। অবিশ্বাসের এই কারণ ছাড়া আরও একটী কারণ আছে। উহা এই যে, খ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে যে সকল গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক য়ুরোপে আর নাই বলিলেই হয়। যে সকল সম্প্রদায়ে রহস্য-বিদ্যা আলোচিত হইত, উহা এক্ষণ বিলুপ্ত। রোসিক্রুশীয়দিগের (Rosicrucians) সম্প্রদায় এক্ষণ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। * অনেকের মতে

---

* কথিত আছে, খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে Christian Rosenkrew নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহারা মধ্য যুগের 'পরেশ-পাথর' (Philosopher's stone) সন্ধানকারী রাসায়নিক (alchemists) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। Encyclopœdia Britanicaর একজন লেখক বলেন, উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু কর্ণেল অলকট বলিতেছেন, এক শতাব্দী পূর্ব্বেও জর্ম্মন পণ্ডিতগণ এই রোসিক্রুশীয়, মিশরীয় ও অন্যান্য রহস্য-বিদ্যার আলোচনায় ভরপুর ছিলেন, যথা—

"A century ago and more, Germany was the centre and hottest nucleus of all this occult research, and if we now see a re-active tendency, it is but the natural working of unchangeable law.—O. D. L. Vol. III.

উহার কোন কালে অস্তিত্বই ছিল না। যাহা হউক, অধ্যাত্ম বিজ্ঞা.নর গূঢ়তত্ব অধুনাতন প্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং তদাশ্রিত পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এক্ষণে মাত্র উচ্চনীতিবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহার 'নীতি' অংশ সর্ব্বত্র সমাদৃত ও গৃহীত হইলেও আধ্যাত্মিকতার বিচারে উহা এক্ষণ আর য়ুরোপের স্বাধীন চিন্তাশীল লোকদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ নহে। কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে মানবচিত্তে জীব ও জগৎ তত্ব সম্বন্ধে যে সকল দার্শনিক প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার সমীচীন মীমাংসা উক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বরং আধুনিক বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ অনেক কথা :দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ঐ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে হয় অসমর্থ, নয় নিশ্চেষ্ট, অধিকন্তু বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ ভিন্ন আভ্যন্তরিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে তাহার:উপর খড়্গহস্ত। এইরূপে পাশ্চাত্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল লোকদিগের মধ্যে, ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ব্যগ্রতাও জন্মিয়াছে। কিন্তু তথাকার দার্শনিকগণের গবেষণা এক্ষণও স্থির সিদ্ধান্ত হইতে বহু দূরে অবস্থিত। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক ও সুপ্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু দর্শন সমাধিজ জ্ঞানের উপব স্থাপিত নহে বলিয়া যেন অন্ধকারে কোথায় কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সমাধিজ জ্ঞানের অভাবেও কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক এই অনুসন্ধান পথে যে অপূর্ব্ব মনস্বিতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যেন উপনিষদ্ জ্ঞানের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে। ইহাও অতীব আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। তবে সে পথ স্থিরতর আলোক-দীপিত নহে বলিয়া, তাহাদের দর্শন এক এক বার সত্যের কাছাকাছি আসিয়া আবার কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাই আত্মজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত আর্য দর্শন যেমন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, উহা তদ্রূপ না হইয়া কেবল

বিচারালোচনাতেই পর্য্যবসিত। আর্য দর্শনগুলির বিচারপ্রণালী বিভিন্ন হইলেও উহারা এক কেন্দ্রাভিমুখী। উহাদের স্থির সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক। সে লক্ষ্য আত্ম-জ্ঞান লাভ, বা মুক্তি। উহারা নানা উপায়ে কেবল লোকের মুমুক্ষুত্ব উদ্দীপ্ত করিতেছে, এবং এক সত্যের প্রচার করিতেছে। * পাশ্চাত্য দর্শনে মুমুক্ষুত্বের, আত্ম-দিদৃক্ষার উদ্দীপনা নাই,

* বঙ্গের একজন প্রাসিদ্ধ নৈয়ায়িকের মত এই, "প্রকৃত কথা এই, ঋষিরা বা ঋষিকল্প ব্যক্তিরা যে বিভিন্ন দর্শনের স্রষ্টা, সে সমুদয় দর্শনই উপকারার্থ রচিত হইয়াছে, ইহা ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন) মহাশয়ের সর্ব্বদর্শন বিষয়ে সার মীমাংসা। ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান দার্শনিক বিচারে হইতে পারে না। তাহা বহু-তপস্যা-সাধ্য। গৌতম কনাদ বিবেচনা করিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে যখন নানা তাৎপর্য্য বাহির করা যায়, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ যখন শ্রুতি-সাহায্যে বুঝিবার উপায় নাই, তখন শ্রুতির এরূপ তাৎপর্য্য আমরা উপদেশ করিব, যদ্দারা ব্রহ্ম জ্ঞানের একমাত্র উপায় উপাসনা বিষয়ে লোকের মতি দৃঢ় হইবে। 'সকলই ব্রহ্ম' এরূপ তত্ত্ব কথা শ্রুতি হইতে বাহির করা অপেক্ষা ভেদসিদ্ধিই তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে অধিক উপযোগী জ্ঞান করিয়াছিলেন। জৈমিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহা স্থূল ভাবে প্রায় সকলেরই জ্ঞান আছে। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে জ্ঞান আমি যদি যাগ-যজ্ঞ মন্ত্রাদিতে করাইয়া দিতে পারি, তবেই জীব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' করিয়া বিপথে পরিভ্রমণ করিলে কোনও ফল হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন 'মন্ত্রই ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম নাই, জানিও।' তিনি বিধি প্রত্যয়-ঘটিত শ্রুতি বাক্যের প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন, এবং তদনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিলেন। যেরূপ ভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিলে কোনও অনিষ্ট হইবে না, অথচ জীবের প্রকৃত উপকার হইবে, সকল আর্য্য দর্শনকারই তদুপযোগী দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিগণের কোন্ কার্য্য কি ফল উৎপন্ন করিতেছে, স্থূল বুদ্ধি বশতঃ আমরা তাহা না বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের সৎ কার্য্যের উপকারিতা কোনও না কোনও বিষয়ে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিশ্চয়ই সাধিত হইতেছে। ঋষিকল্প শঙ্করাচার্য্যও সেইরূপ কোন সদুদ্দেশ্যে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিয়া থাকিবেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইহাই বিভিন্ন আর্য্য দর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মীমাংসা।" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম কৃত "ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশী বাস" নামক গ্রন্থ।

ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই। কাজেই তদ্দ্বারা ঐ দেশের ধর্ম্মহীনতা দূরীভূত হয় নাই। পরাবিদ্যা-সমিতি এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া তদ্দেশীয় ও অপরাপর দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির প্রচার, আলোচনা, ও তত্ত্ব নিষ্কাশন দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার কল্পে কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবিদিত নাই। সুতরাং ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ত্তমান কালে পরাবিদ্যা সমিতির কি বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এদিকে আমাদের দেশের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংসর্গে এ দেশীয় শিক্ষিতগণের মস্তিষ্কও যুক্তিবাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্ধ বিশ্বাসের কাল আর নাই। এই কথা শাস্ত্রে আছে বলিলেই যথেষ্ট হইল না। ক্ষুদ্র বালকও উহার মূলে কি যুক্তি আছে, জানিতে চায়। যুক্তির আদর এ দেশে পূর্ব্বেও ছিল। (যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যৎ তৃণমপি ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥) যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকে বলিলেও উপাদেয়, কিন্তু যুক্তিহীন বাক্য স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে। কেবল শাস্ত্র বাক্যের পুনরুক্তি করিয়া বিচার করা উচিত নহে, যুক্তিহীন শাস্ত্রার্থ বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। (কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যংবিচারণং। যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥) ইত্যাদি বাক্যের অভাব নাই। তবে এ যুক্তিবাদও শাস্ত্র-শাসন দ্বারা সংযত ছিল। যে যুক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা অশাস্ত্রীয় হইলে চলিবে না, যুক্তিও শাস্ত্রানুকূল হওয়া চাই। তাই শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অসাধারণ বিচারপটু ক্ষুরধারধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও উপদেশ করিয়াছেন, "দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং, শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্," দুস্তর্ক, অবৈধ তর্ক হইতে বিরত থাকিবে, পরন্তু শ্রুতি মত, বেদানুকূল তর্কের অনুসরণ করিবে। ইহার কারণ, এ দেশীয় আস্তিক দর্শনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য

জীবকে মুক্তি পথে আকৃষ্ট করা। ঐ সকল শাস্ত্র অসীম বুদ্ধিশক্তির পরিচায়ক হইলেও কেবল বুদ্ধির ক্রীড়ামাত্রে পর্য্যবসিত নহে, তর্কের উপরও স্থাপিত নহে। বরং তর্কে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই, এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ("তর্কেঽ প্রতিষ্ঠা"-ব্রহ্মসূত্র)। বুদ্ধিজাত বিচার দ্বারা এক প্রকার বুদ্ধিগত অনুভব (Intellectual perceptlo ı) হয় সত্য, কিন্তু তাহার কোন স্থিরতা নাই। বুদ্ধির প্রাখর্য্যানুসারে একই বস্তুকে কেহ সত্য, কেহ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারে। কিন্তু আর্য দর্শন শাস্ত্রগুলি যে প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়, তাহাকে সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা বলে। উহাদের প্রযুক্ত যুক্তি পরম্পরা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সকলেই এক বেদ সিদ্ধান্তের অনুগামী, এবং সে সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। বেদ-বহির্ভূত যুক্তি, বা লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা ঐ সকল সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করিতে গেলে সত্যাসত্য নির্ণয় দুরূহ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতত্ত্বরাশি প্রকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়, উহাদিগকে ইন্দ্রিয়াতীত বলা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ—তদতীত আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের মাপ-কাটিতে মাপিতে গেলে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা। সেই জন্য এ দেশীয় শাস্ত্রে প্রধানতঃ যে চারিটী প্রমাণের দ্বারা বস্তু নির্ণয়ের উপদেশ আছে, সেই প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমেয় শাব্দ নামক প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষোক্ত শাব্দ প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভ্রম-রহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাহা, তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমানউপমেয় প্রত্যক্ষেরই অনুগামী। ইন্দ্রিয়ের দোষ বা অপটুতা, বা দেশকালজাত অন্যবিধ কারণে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ, এবং প্রত্যক্ষের অনুগামী অনুমান উপমেয় প্রভৃতি অবশ্যই দোষদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইবেই। এই জন্য ঐ সকল প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে চলে না, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কে ত নহেই। কিন্তু শাব্দ

প্রমাণে এই সকল ভ্রম-প্রমাদ অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দোষ নাই, কারণ উহা আপ্তবাক্য। যাঁহারা 'ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব' প্রভৃতি ষড় বিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাঁহারা লব্ধাভীষ্ট, প্রাপ্তকাম, তাঁহারাই 'আপ্ত'। ইঁহারাই ঋষি, অর্থাৎ প্রকৃত দ্রষ্টা (seers)। ইঁহাদের সেই সকল ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিকশিত, যদ্দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপারের জ্ঞান সম্ভব। ইহাঁদের দৃষ্টি ভূত—ভবিষ্যতের আবরণ ভেদ করিয়া বহুদূর প্রসর্পিত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জাগতিক, পারলৌকিক ও পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। ইহাদের সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদাদি শাস্ত্র শাব্দ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া এদেশে চিরকাল স্বীকৃত। যে স্থলে অপরাপর প্রমাণে বিরোধ, বা সংশয়, সেস্থলে বেদই মীমাংসক,—তদুপরি আর কোন প্রমাণ নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এক্ষণ বেদেরও প্রমাণ চাই। বেদ স্বয়ং প্রমাণ, একথা বলিলে হইল না, তার প্রমাণ কৈ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটী বৈজ্ঞানিক যুগ। বেদোক্ত বিধি নিষেধ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হইলেও উহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু ঋষিগণ ঐ সকলের কোন কারণ ব্যক্ত করিয়া যান নাই। তাঁহারা যুক্তিসহ কোন বিষয় প্রমাণিত করিয়া যান নাই। তাহার এক কারণ এই যে, সেই প্রাচীন কালে ধর্ম্ম একটী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া (Practical) বলিয়া গণ্য ছিল, কেবল শুষ্ক বাক্যে, বা কাল্পনিক মতে (Theoretical). বা বুদ্ধিগত সম্মতি মাত্রে (Inielle-ctual assent) পর্য্যবসিত ছিল না। বোধ হয়, তাঁহাদের কথা ছিল, "কার্য্য কর, প্রমাণ পাইবে।" সুতরাং তাহাদের প্রথা ছিল, আদৌ শ্রদ্ধা, আগে বিশ্বাস, তারপর প্রমাণ। কিন্তু এক্ষণকার অবস্থা অন্যরূপ। পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ ঋষি-সন্তান এক্ষণ বলিতেছেন, "আগে প্রমাণ দাও, তারপর বিশ্বাস করিব।" ইহাই পাশ্চাত্য

প্রথা।* এই প্রথা এক্ষণ এদেশেও প্রবল। আর ইহাই যে ভারতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপর্যয়ের একটী প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলে এদেশও ক্রমে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি কণ্টকারণ্যে আবৃত হইতেছিল। পরাবিদ্যাসমিতি এই সময়ে যেন ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া এদেশে আসিল, এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঐ সকল কণ্টকারণ্য ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল, যে পাশ্চাত্যদিগের দোহাই দিয়া এদেশীয় শিক্ষিতগণ জড়বাদের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিল, তাহারাই আসিয়া আর্য-জ্ঞানের উচ্চতা ঘোষণা করিতেছে,—দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল! পূর্ব্বতন ঋষিগণের আবিষ্কৃত ধর্ম্মতত্ত্বের মূলে উজ্জল সত্য সকল নিহিত আছে, এদেশীয় অবিশ্বাসীগণ তাহা পরাবিদ্যা-সমিতির নিকট জানিতে পারিল। শাস্ত্রের ব্যবহারিক অংশ, যাহা অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাধ্য, যুক্তি-বাদীগণ বিচার করিয়া দেখিল উহা যুক্তিহীন নহে, এবং ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইন্দ্রিয়াতীত পার-

* "The Oriental and European systems of conveying knowledge is as unlike as any two methods can be. The West pricks and piques the learner's controversial instinct at every step. He is encouraged to dispute and resist convietion. He is forbidden to take any scientific statement on authorty. * * The East manages its pupils on a wholly different plan. It no more disregards the necessity of proving its teaching than the West, but it provides proof of a wholly different sort. It enables the student to search nature for himself, and verify its teachings, in those regions, which western philosophy can only invade by speculation and argument. It never takes the trouble to argue about anything. It says, 'so and so is fact ; here is the key of knowledge ; now go and see for yourself.' * * Teaching and proof do not go hand in hand. They follow one another in due order".—Esoteric Buddhism by A. P. Sinuet.

মার্থিক বিষয় সপ্রমাণ করা অধুনাতন বিজ্ঞানের পক্ষে এখনও সুসাধ্য নহে, কারণ বিজ্ঞান এক্ষণও তত্তদূর উন্নতিলাভ করে নাই! তবে পরাবিদ্যাসমিতি যতদূর সাধ্য ইহাও অভিনব উপায়ে সাধন করিতেছেন। রোগ নূতন, কিন্তু ঔষধ পুরাতন। পুরাতন ঔষধই নূতন আকারে, নূতন আধারে রোগীর হস্তে প্রদত্ত হইতেছে। †

পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের বিশ্বাসের জন্য সমিতি প্রেততত্ত্বের অল্পাধিক আলোচনা করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, এই সমিতি

---

† এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মতত্ত্বের গভীর ও প্রাঞ্জল আলোচনায় অলঙ্কৃত 'উপনিষদ' নামক উপাদেয় গ্রন্থে তাঁহার নিজের অননুকরণীয় ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"নানা কারণে পাশ্চাত্য জাতি সমূহ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হইল। তাহাদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকতা ও নাস্তিকতা, জড়বাদ ও ইন্দ্রিয়-সুখবাদ, স্বার্থপরতা ও নির্ম্মমতা প্রচার লাভ করিতেছিল। ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের জন্য এবং জগতের আধ্যাত্মিক আর্য সত্যের পুনঃ প্রচারের জন্য ব্রহ্ম বিদ্যাকে আবার অবতার গ্রহণ করিতে হইল। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তিনি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামকরণ হইল থিয়সফি (Theosophy)। থিয়সফি ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার গ্রীক অনুবাদ Theos—ব্রহ্ম Sophia—বিদ্যা। এবং তিনি যুগের উপযোগী পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করিয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। যাহারা কেবল বাহিরের আবরণ দেখিল, তাহারা ইঁহাকে নূতন পরিচ্ছদে আবৃত দেখিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা বলিতে লাগিল ইনি কে? ইঁহাকে ত আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইনি যদি আমাদের নিজ জন, তবে ইঁহার এ বেশ কেন? কিন্তু যাহারা প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোবন ক্ষেত্রে ইঁহার কাষায় পরিবীতা লাবণ্যমণ্ডিতা সৌম্য শান্ত শুভ্র মূর্ত্তি মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাদের কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না যে, ইনিই সেই পুরাতন ঋষিকুমারী, ভারতবাসীর চির-পরিচিতা চিরন্তনী ব্রহ্মবিদ্যা।" ইত্যাদি উপনিষদ;—পৃঃ ৯৭—৯৮।

প্রেততাত্ত্বিকদিগের (Spirtualists) একটী সভা। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। আধুনিক প্রেততত্ত্বের সহিত সমিতির কতটুকু সংশ্রব, এবং উহার মূলে ব্লাভাস্কির কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আমরা তাঁহার মতামত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক। প্রেততত্ত্বের সম্যক্ অনুসন্ধান জন্য লণ্ডনে মনস্তত্ত্ব-সন্ধিৎসু সভা (Society for psychical research) এবং য়ুরোপ আমেরিকায় অন্যান্য সভাও আছে। ইহাদের সহিত পরাবিদ্যা-সমিতির কোন সংশ্রব নাই। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহাদের ভ্রম দূর করিতে হইলে পরলোকে বিশ্বাস উৎপাদন সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক। এই জন্য মাদাম ব্লাভাস্কি তাঁহার অমানুষিক ক্ষমতার সাহায্যে পরলোকের অনেক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, এবং পরাবিদ্যা-সমিতি প্রয়োজন মত ঐবিষয়ের আলোচনা করে। কিন্তু পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, এ সম্বন্ধে মাদামের স্পষ্ট উপদেশ যে, পূর্ব্বোক্ত প্রেততত্ত্ববাদিরা পরলোকবাসিদিগকে যে রূপে আহ্বান আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং উহাদের আতিবাহিক দেহ লইয়া যেরূপ ক্রিয়া কাণ্ড করে, তাহা নিতান্ত গর্হিত। এমন কি, মৃতের মঙ্গলকাঙ্ক্ষা ভিন্ন তাহার সহিত অন্য কোন সংশ্রব রাখা তিনি ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

আবার এরূপ অনেকের বিশ্বাস যে, পরাবিদ্যা-সমিতি, কিসে অষ্ট সিদ্ধির মত কতকগুলি ক্ষমতালাভ করা যায়, তাহারই উপদেশ দিয়া থাকে। বোধ হয় সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্যটী দেখিয়া তাঁহারা ঐরূপ অনুমান করেন। তারপর মাদাম ব্লাভাস্কি ও কর্ণেল অল্কট মহোদয়ের যোগশক্তি-প্রকাশ এরূপ অনুমানকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকিবে। সমিতির তৃতীয় উদ্দেশ্যের অভিপ্রায় এই যে, যাহারা দেহাতিরিক্ত কিছুই মানে না, তাহাদিগকে দেহাদি সমস্ত জড় পদার্থকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে সমর্থ এক অদৃষ্ট শক্তি যে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই বীজাকারে প্রসুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসবান করা, জড়ের উপর চেতনের ক্ষমতা

কত, তাহা সপ্রমাণ করা। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যটী এইরূপ নিম্নশ্রেণীর জড়বাদীদিগকেও ক্রমে আত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিবার একটী প্ররোচক ব্যবস্থা! কিন্তু যাহারা উচ্চাধিকারী, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাহাদের প্রতি সিদ্ধি অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবার,—বরং যোগ-সিদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিবারই পুনঃ পুনঃ উপদেশ আছে। ব্লাভাস্কির সিদ্ধিপ্রদর্শন এবং সমিতির সাহিত্যে তৎসম্বন্ধে আলোচনা, তথা যোগ-সিদ্ধ পুরুষের প্রত্যক্ষ শক্তি ও কার্য্যাবলির বর্ণন ও তাহার তুলনায় ইন্দ্রজালাদির মর্ম্ম সমালোচন, এ সমস্তই অবিশ্বাসীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, যাহাতে তাহারা ক্রমে অন্তর্দ্দৃষ্টি-সম্পন্ন হয়। যাহা সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহার পক্ষে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম এবং এই সকলের অবান্তর প্রকরণাদিরও সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক,—যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই সমিতি দ্বারা উপকৃত হইতে পারে।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। অনেকে মনে করেন, পরাবিদ্যা-সমিতির যে কোন সভ্য যাহা কিছু বলেন বা লিখেন, তাহা সমিতির অনুমোদিত। এ ধারণা ভুল। সমিতির সহিত ব্যক্তিগত মতামতের কোন সম্বন্ধ নাই; তজ্জন্য উহা কোন দায়িত্বও গ্রহণ করেন না। প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে আপন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। কেননা, ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, সকলেই থাকিতে পারেন। কিন্তু কাহারও মত,—এমন কি, মাদাম ব্লাভাস্কি বা মহাত্মাগণের বাক্যও নহে—স্বীকার করিয়া লইতে অপর কেহ বাধ্য নহেন। সকলেই আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসানুসারে জগতের হিতসাধন, সত্যের প্রচার, পতিতের উদ্ধার করুন,—ইহাই সমিতির অভিপ্রায়, মহাত্মাগণের উপদেশ।* সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ব্লাভাস্কিও আপন বিশ্বাসানুযায়ীই সমিতির সেবা করিয়া গিয়াছেন। অপর সভ্যদের প্রতিও

* অলকটের নিম্নলিখিত বাক্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

সেই উপদেশ। ব্লাভাস্কির সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে কেহই বাধ্য নহেন, সকলে পারিবেনও না। এমন কি ব্লাভাস্কিকে যে কতলোক শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, তাহা যদি সত্যও হয়, তথাপি তাহাতে সমিতির কিছুই আসিয়া যায় না। কেন না, সমিতির উদ্দেশ্যের সারবত্তা কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামত, নিন্দা প্রশংসা, বা চরিত্র-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না। এ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়েকটী প্রণিধান যোগ্যঃ—

What we know is that inspite of all that people have said against this extravagantly abused woman for upwards of a quarter of a century, the fundamentals of theosophy stand firm, and this for the very simple reason that they are entirely independent of Madame Blavatsky. It is theosophy in which we are interested, and this would remain an immoveable rock of strength and comfort, an inexhaustible source of study, the most noble of all quests, and the most desirable of paths on which to set our foot, even if it were possible, which it is not, conclusively to prove that, H. P. Blavatsky was the cleverest trickster and most consummate charlatan of the age. *

Mrs. Besant's Central Hindu College at Benares, my three Budhist Colleges, and two hundred schools in Ceylon, and my Pariah free schools in Madras are individual, not society activities O. D. L, Vol, III

অর্থাৎ "কাশীতে মিসেস বেশান্তের হিন্দুকলেজ, সিংহলে আমার তিনটী বৌদ্ধ কলেজ, এবং দুই শত স্কুল, মান্দ্রাজে আমার অস্পৃশ্য জাতিদিগের শিক্ষার জন্য ফ্রি স্কুল সমূহ,—এ সবই আমাদের ব্যক্তিগত কার্য্য, সমিতির সহিত ইহার সম্বন্ধই নাই।"

* Concerning H. P. B. by R. S. Mead.—East and west. Feb, 1904.

অর্থাৎ "এই নারীকে শতাব্দীর একচতুর্থাংশের অধিককাল ব্যাপিয়া লোকে অপরিমিতরূপে অজস্র গালাগালি দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম-বিদ্যার মূলতত্ত্বের কিছু ক্ষতি হইয়াছে কি? কিছুই নহে। তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যার অস্তিত্ব ব্লাভাস্কির চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা লইয়াই কাজ। ব্লাভাস্কিকে এ যুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক বা প্রতারক বলিয়া প্রমাণিত করা যদি কাহারও পক্ষে সম্ভবও হয়—বলা বাহুল্য, ইহা অসম্ভব,—তথাপি সেই ব্রহ্মবিদ্যা,যাহা মানবের বল, আশা, জ্ঞানের অক্ষয় উৎসরূপে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুসরণীয় পন্থারূপে, পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান, তাহা চিরদিন বিদ্যমান আছে ও থাকিবে।"

উপরোক্ত বাক্যের সহিত একটী কথা যোগ করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, এই 'অপরিমিতরূপে' উৎপীড়িতা নারী যদি মানবজাতির হিতার্থ সেই বরণীয়া ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার ও প্রসার কল্পে আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে,—

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন"

তাঁহার দ্বারা মানবকুল পবিত্র, ধরিত্রী পুণ্যবতী হইয়াছে, তাঁহার জন্ম সার্থক, নিন্দার বোঝা মাথায় বহিয়াও,—তাঁহার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে।

৭

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আর্য্যসমাজ ও পরাবিদ্যাসমিতি।

আর্য্যসমাজ ও পরাবিদ্যা-সমিতি সম-সময়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল। উভয়েরই জন্ম ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। একের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, কর্ম্মক্ষেত্রও ভারতবর্ষ, উদ্দেশ্য বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার, লক্ষ্য আর্য্যজাতি। অপরের জন্মভূমি মার্কিন দেশ, কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী, উদ্দেশ্য সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব জ্ঞান প্রচার, লক্ষ্য বিশ্বমানব। সমিতির জন্মভূমি মার্কিন দেশ হইলেও কিন্তু উহা ভারতের জলবায়ুতে লালিত, পালিত, পরিপুষ্ট। ভারতীয় উপকরণেই যে উহার সপ্তধাতু গঠিত, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। অতএব 'স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ' মহাকবির এই উক্তি পরাবিদ্যা সমিতি সম্পর্কে ভারতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। মার্কিন ভূমি কেবল উহার জন্ম হেতুই মাতৃস্থানীয়া, কিন্তু উহার প্রকৃত জননী ভারতভূমি। বস্তুতঃ ভারতভূমি ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যার জননী আর কে? তাই যেন উহা প্রয়োজন হেতু পাশ্চাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বাভাবিক সংস্কারবশে উহার জন্মজন্মান্তরীয় সনাতনী মাতা ভারত ভূমির ক্রোড়ে আসিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল। অতএব 'সমাজ' ও 'সমিতি' উভয়ই ভারত মাতার সন্তান। কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতিতে, আশা আকাঙ্ক্ষায়, গতি-পরিণতিতে উভয়ে প্রভেদ ছিল ও আছে। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। এক পিতা মাতার সন্তানের মধ্যে কি আর এ সকল বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না? ভারতমাতা সাময়িক—প্রয়োজনানুসারে বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকৃতির সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রভেদ সত্ত্বেও, এক অবিজ্ঞেয় বিধি নিয়তিবশে, বুঝিবা ভারত

মাতার সম্পর্কে পরস্পর নিজ জনবোধে, বাল্যেই উভয়ের মিলন হইয়াছিল। আবার এই মিলনের অব্যবহিত পরে সেই বিধি-নিয়তিবশেই, বুঝিব' পরস্পরের প্রকৃতি পরিচয়ে, বাল্য উত্তীর্ণ না হইতেই, উভয়ে বিচ্ছেদ ঘটিল। এক পরিবারভুক্ত হইয়াও প্রকৃতির বিভিন্নতায় উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া, একমুখী হইয়া চলিতে পারিল না। এই বিভিন্নতা হইতেই মতান্তর। মতান্তর হইতেই ক্রমে মনান্তরের সৃষ্টি। পাঠক ইহার একটু আধটু আভাস পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

বিচ্ছেদের মুখে উভয় পক্ষে বিস্তর বাদানুবাদ ও তর্ক-বিচার হইয়াছিল। এই বাদানুবাদেও দুই জনের চরিত্রগত বিশেষত্ব অর্থাৎ একের আক্রমণ নীতি ও অপরের সংরক্ষণ নীতি, চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এই বাদানুবাদে পরাবিদ্যা সমিতির পক্ষীয়েরা যেরূপ বিনয়, সহিষ্ণুতা, সংযম ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আর্য্য সমাজ পক্ষীয়েরা সেরূপ পারেন নাই। উভয়ের লিখিত বিবরণ হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পরাবিদ্যা-সমিতির পরিচালকগণ মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতি পূর্ব্বাপর যেরূপ সম্মানের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, আর্য্য সমাজের পরিচালকগণ মহামতি অলকট ও মাদাম ব্লাভাস্কির প্রতি তদ্রূপ ত নয়ই, বরং উহার বিপরীত ভাবে আচরণ করিয়াছেন। এই দুই ভারত-হিতৈষীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ কোন ভারতবাসীর পক্ষেই শোভনীয় কার্য্য নয়, এবং বোধ হয়, ইহা কাহারও অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু আর্য্যসমাজের কোন কোন লেখক তাহাতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ সম্বন্ধে আর্য্য সমাজের প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকায় সর্ব্বত্র ক্রোধ, অধীরতা ও অসূয়ার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান! যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আর্য্যসমাজ ও উহার নীতি প্রকৃতি কি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া কি রূপে এই মতভেদের উৎপত্তি হইল, তাহাই দেখাইব।

আর্য্যসমাজ স্বর্গীয় দয়ানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত। দয়ানন্দ কে? বোধ

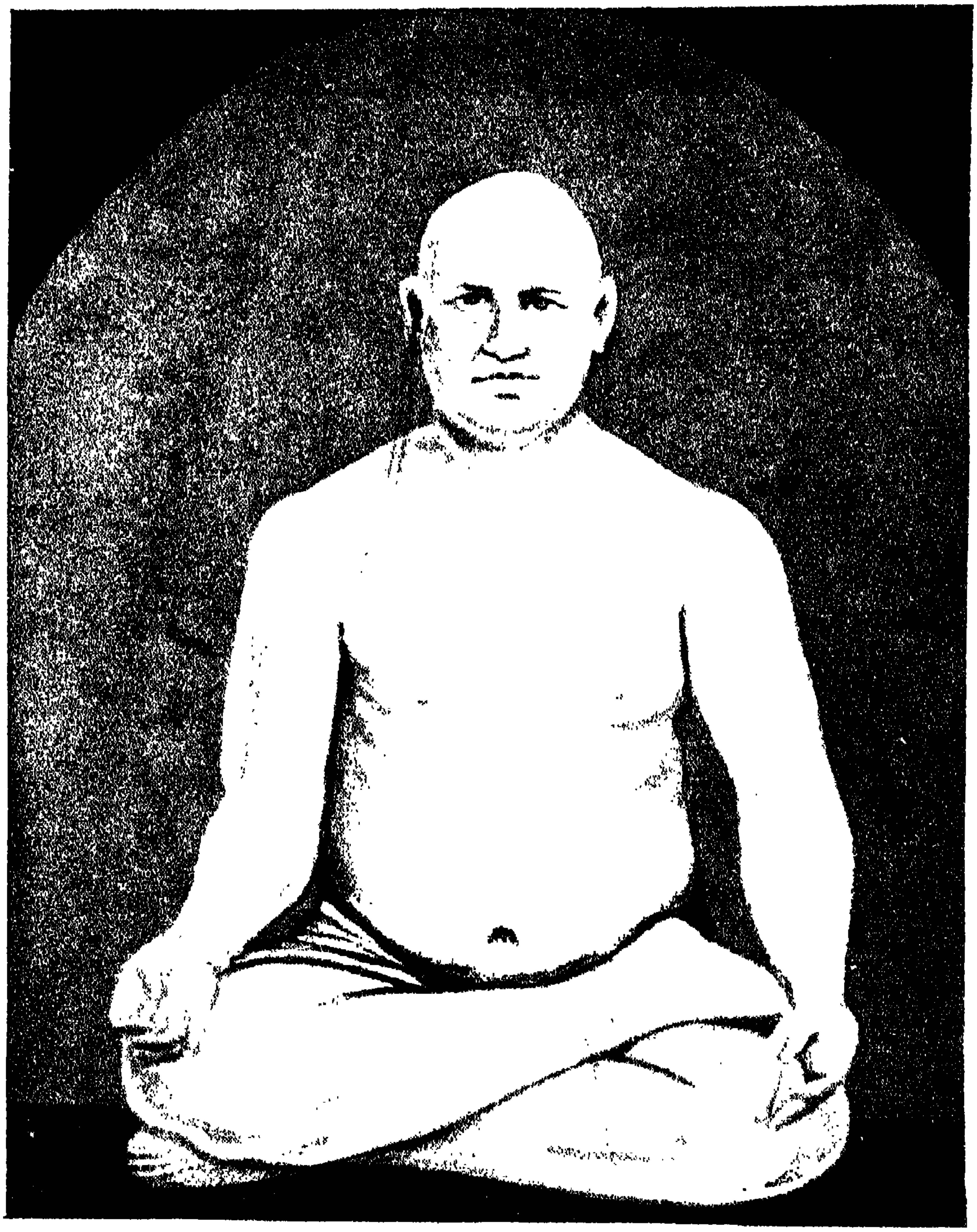

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

হয় অনেক বঙ্গীয় পাঠক ইহা জানেন না। দাক্ষিণাত্যের কাঠিয়াবার প্রদেশান্তর্গত মোর্ব্বি রাজ্যের কোন গ্রামে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে ১৮২৪ খৃঃ দয়ানন্দের জন্ম। তাঁহার পিতা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। দয়ানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম মূলশঙ্কর। মূলশঙ্কর পিতার একমাত্র পুত্র। বাল্যকাল হইতেই মূলশঙ্কর অসাধারণ মেধাবী ও অধ্যবসায়শীল ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দবৎসর মাত্র, তখন তিনি ব্যাকরণ ও সমগ্র যজুর্ব্বেদ আয়ত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুল-পরম্পরায় শিব-উপাসক ছিলেন। শিবভক্ত পিতা পুত্র মূলশঙ্করকে বাল্যেই কৌলিক উপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। মূলশঙ্কর বিধিমত—কিন্তু বোধ হয় সে বয়সে যতটা পিতৃ-শাসনে ততটা স্বেচ্ছায় নহে—শিবপূজা করিতেন। মূলশঙ্করের মাতা শাসনের বিরোধী ছিলেন। মাতা তাঁহার একমাত্র পুত্র বালক মূলশঙ্কর তখনও বিধিনিষেধের কঠোরতা সহ্য করিবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সেইজন্য তিনি শাসনের প্রতিবাদ করিতেন। পিতা মূলশঙ্করকে উপবাসের আদেশ করিলেন, কিন্তু স্নেহময়ী মাতা ব্রতভঙ্গ অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে আহার্য্য দানে কুণ্ঠিত হইলেন না। মূলশঙ্করও পিতার শাসন অপেক্ষা মাতার স্নেহেরই বেশী অধীন ছিলেন। জানি না, অধিক শাসন-কঠোরতাই অসাধারণ-চরিত্র মূলশঙ্করকে বাহ্য পূজাঙ্গ ব্যাপারে দোষানুসন্ধান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল কিনা। কিন্তু দেখিতে পাই, শাসন-কঠোরতা কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়াছে। আমরা রাভাক্সির বাল্য জীবনে দেখিয়াছি, শাসন কঠোরতা কেবল নিস্ফল হয় নাই, কিন্তু বিপরীত ফলোৎপাদন করিয়াছে। পরন্তু শাসন যে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইয়াছে, স্নেহ-কোমলতা তাহা সহজে সুসিদ্ধ করিয়াছে। একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে মূলশঙ্কর পিতৃ আদেশে রাত্রি জাগরণ করিয়া শিবপূজা করিতে করিতে দেখিলেন, একটী মূষিক লিঙ্গ বিগ্রহোপরি আরোহণ

করিয়া উৎসৃষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতেছে। মূলশঙ্করের মনে সন্দেহ জন্মিল, 'আমি যে মহাদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই'? তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। পিতা বালকের এই সন্দেহে একটু বিরক্ত হইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'ইনিই সেই'। বালক উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া ভাবিলেন,—'তাহা হইলে একটা সামান্য মূষিক উহার মাথায় চড়িয়া এত উপদ্রব করিল, আর ইনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না,—ইনি কেমন ঈশ্বর?' পিতা শাসন-কঠোরতার পরিবর্ত্তে যদি বালককে যুক্তিসহ শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে ফল যে অন্যরূপ হইত না, ইহা বলা যায় না। কিন্তু পিতার বিশ্বাস জ্ঞান-দীপ্তিতে আলোকিত ছিল না। উহা একরূপ অন্ধ বিশ্বাস। কাজেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মূলশঙ্করের চিত্ত তাঁহার উত্তরে সায় দিল না। বাল্যকালে যাহা একবার চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা উন্মূলন করা কঠিন। বিশেষতঃ যাহাদের বাল্য-কোমলতার সঙ্গে একটা স্বাভাবিক দৃঢ়চিত্ততা মিশ্রিত থাকে, তাহাদের ভালমন্দ কোন একটা সংস্কার চিত্তে লাগিয়া গেলে, উহা পাষাণ রেখাবৎ দুরপনেয় হইয়া পড়ে। যাহারা কোন বিশেষ শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, বাল্যে তাহাদের বালসুলভ তরলতা থাকিলেও উহা জলবৎ নহে, কিন্তু দ্রবীভূত লৌহবৎ। তরল লৌহ একবার আদর্শের আকারে বসিয়া গেলে, উহাকে আর রূপান্তরিত করা সহজ-সাধ্য নহে। মূলশঙ্করের চিত্তে যে ভ্রমাত্মক একদেশদর্শিতা দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন উহারই দৃঢ়তা কল্পে প্রযুক্ত হইল। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রসব করে। নরলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনদশাগ্রস্ত দেখিয়া কোন ভক্ত ভাবিলেন, ভগবানের কোমল অঙ্গে কতই ব্যথা লাগিতেছে। কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি ভাবিল, শ্রীকৃষ্ণ যদি এত অসহায়, তবে উহার ঈশিত্ব কোথায়? যখন বালক মার্কণ্ডেয় মৃত্যুর করালমূর্ত্তি দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া পরমাত্মা বোধে একটী শিব

বিগ্রহকে বাহুপাশে আবেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বান্তর্য্যামী মৃত্যুঞ্জয়রূপে সেই অকপট শরণাপন্নের যমপাশ ছেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাত্ম-দৃষ্টির তারতম্য বশতঃ আবার কাহারও কাহারও চিত্ত দেবমূর্ত্তিতে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি অনুভব না করিয়া কেবল উহার জড়ত্ব অংশেই অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহারা অবশ্য উহার পূজাপেক্ষা ধ্বংসসাধনই উচিত মনে করে। "দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" একথাটা যে একেবারে মূল্যহীন নহে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

উপরোক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে একটি সহোদরার মৃত্যুতে মূলশঙ্করের চিত্তে সংসার বিরাগ উৎপন্ন হয়। তিনি এই দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। পিতা মাতা ইহা লক্ষ্য করিয়া পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মূলশঙ্কর ইহা বিপজ্জনক ভাবিয়া পলায়ন করিবেন, স্থির করিলেন। যখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন পিতার প্রেরিত কয়েকটী অশ্বারোহী ভৃত্য তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইল, কিন্তু তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। অতঃপর পবিচিত একটী লোক বালককে ধরিয়া ফেলিল, এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়া মাত্র তিনি সদলবলে আসিয়া পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। মূলশঙ্কর পিতার ক্রোধ দেখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন সকলে নিদ্রিত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলেন। প্রভাতে আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি নর্ম্মদাতীরস্থ চানোড় কর্ন্নালিতে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী নাম প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর এগার বৎসর কাল ভারতের দুর্গম তীর্থ ইত্যাদি নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শেষে মথুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরাতে তখন স্বামী

বিরজানন্দ নামে একজন মহাপণ্ডিত বাস করিতেন। বিরজানন্দ অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে ও বাক্‌কুশলতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রাজ্ঞ-চক্ষু বলিত। দয়ানন্দ ১৮৬০ খ্রীঃ এই বিরজানন্দের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রায় ৬।৭ বৎসর কাল নানা শাস্ত্র অধ্যায়ন করিলেন। বিরজানন্দ মূর্ত্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি বেদ অপৌরুষেয় স্বীকার করিতেন, কিন্তু মনু ব্যতীত অন্যান্য স্মৃতির প্রামাণিকতা ও পুরাণাদিকে আর্ষগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। দয়ানন্দ ইঁহারই নিকট শিক্ষিত হইলেন। অনল ইন্ধনপ্রাপ্ত হইল, অথবা সোণায় সোহগা যোগ হইল। দয়ানন্দের বাল্যসংস্কার পুনরুদ্দীপিত হইয়া বলবদাকার ধারণ করিল। বিরজানন্দও এতকাল পরে জীবনের শেষভাগে তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তী একজন উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া উৎফুল্ল হইলেন। পাঠ সমাপ্তির পর শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বিরজানন্দ বলিলেন,—"দয়ানন্দ! তুমি এক্ষণে যাহাতে হিন্দুস্থান হইতে মূর্ত্তি পূজাদি ভ্রান্তমত তিরোহিত হয়, তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।" দয়ানন্দ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৯ বৎসর। তদবধি ৪ বৎসর মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধ করিয়া দয়ানন্দ নিজের চিত্ত ও চরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধনোদ্দেশ্যে ধ্যানার্থ গাঙ্গেয় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১) আড়াই বৎসর পর পুনরায় প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ কাণপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলধর ঝা, কাশীধামের স্বনামখ্যাত স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারপূর্ব্বক মূর্ত্তি-পূজা বেদানুমোদিত নয়,—ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কাশীর শাস্ত্রসংগ্রামে কোন পক্ষ জয়ী হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী তিন বৎসর প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ও অপরাপর স্থানে স্বমত

(1) He retired into the Jungles of the Ganges in the month of Baisakh for contemplation and perfection of character—,,Dayananda Saraswati by Bawa Arjun Singh, page 22.

প্রচার পূর্ব্বক ভ্রমণ করিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয়ের (১) আমন্ত্রণে বঙ্গে পদার্পণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। এই সময়ে বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিতও দয়ানন্দের মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে শাস্ত্র বিচার হইয়াছিল। অতঃপর দয়ানন্দ বোম্বাই গমন করেন, এবং এই নগরেই ১৮৭৫ খ্রীঃ ১০ই এপ্রেল "আর্য্যসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর উত্তর পশ্চিম খণ্ড এবং পঞ্জাব, রাজপুতনা, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে স্বমত খ্যাপনপূর্ব্বক ১৮৮১ খ্রীঃ হরিদ্বারের কুম্ভে প্রচারার্থ গমন করেন। কয়েক মাস পরে তিনি ১৮৮২ খ্রীঃ রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় বাস করেন। তৎপর সাপুরা ও যোধপুর রাজ্যে আগমন করিলেন। এইরূপ প্রকাশ যে যোধপুরে অবস্থানকালীন ১৮৮৭ খ্রীঃ তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকের প্ররোচনায় মহারাজের অনুগৃহীতা কোন দুষ্ট-চরিত্রা রমণী কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগের ফলস্বরূপ তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। ঐ বৎসর ৩০শে অক্টোবর দীপান্বিতার সন্ধ্যায় আজমীর নগরে দয়ানন্দ ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

এক্ষণে আমরা আর্য্য-সমাজের সহিত পরাবিদ্যা সমিতির কিরূপে সম্বন্ধ হইল, এবং কিরূপে উহা বিচ্ছিন্ন হইল, তাহা বলিতেছি।

১৮৭৫ খ্রীঃ পরবিদ্যা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রায় তিন বৎসর গত হইলে কর্ণেল অলকট বোম্বাইবাসী মূলজি থ্যাকারসেকে উক্ত সমিতি

(১) স্বপ রচিত 'ভূপ্রদক্ষিণ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন (C Shanne. Bar-at law)। ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। পরে ইহাঁকে আমরা পরাবিদ্যাসমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য, অকপট অনুরাগী সেবক এবং ধর্ম্মোৎসাহী বক্তা রূপে দেখিতে পাই। কিছুদিন হইল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। এইগ্রন্থ আরম্ভের সহিত তাঁহার একটু সম্বন্ধ আছে। তাহা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

স্থাপন সংবাদ সহ একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার একান্ত বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। মূলজি ইহাতে আহ্লাদ প্রকাশপূর্ব্বক অলকটকে জানাইলেন যে, ভারতবর্ষেও সেই সময়ে দয়ানন্দসরস্বতী নামক এক মহাত্মার উদয় হইয়াছে এবং তিনি 'আর্য্য-সমাজ' স্থাপন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। পত্রে বোম্বাই নগরস্থ আর্য্যসমাজের সভাপতি হরিচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ ছিল। অলকট এই পত্র পাইয়া অতীব আশান্বিত হইলেন, এবং অতঃপর হরিচন্দ্রের সহিত পত্র-বিনিময় চলিতে লাগিল। পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতা ও ভ্রম হইতে উভয় সমিতি মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার জন্য এই হরিচন্দ্রকেই কর্ণেল অলকট্ প্রধানতঃ দায়ী মনে করেন। অলকট পরাবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্টরূপে হরিচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন। হরিচন্দ্র উত্তরে লিখিলেন যে, আর্য্যসমাজের উদ্দেশ্যও তাহাই, অতএব উভয় সমিতি ভিন্ন না থাকিয়া একাঙ্গীভূত হওয়া উচিত। হরিচন্দ্র আর্য্য- সমাজে উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টাকারে অলকটকে জ্ঞাপন করেন নাই, এবং পরবিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্যগুলিও দয়ানন্দ স্বামীর নিকট সঠিক প্রকাশ করেন নাই। ফলে এই হইল যে, স্বভাব-সরল অলকট না বুঝিয়া আর্য্য-সমাজেব সহিত পরাবিদ্যা-সমিতির মিলন প্রস্তাব করিয়া শিষ্যোচিত বিনয় সহকারে স্বামী দযানন্দকে পত্র লিখিলেন এবং স্বামীজিও না বুঝিয়া আহ্লাদ সহকারে উক্ত প্রস্তাব অঙ্গীকার করিলেন। পরস্পর পরস্পরের ভাষায় অজ্ঞ থাকায় দ্বিভাষীদ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইত। ইহাও উক্ত ভ্রমের অন্যতম কারণ। দুর্ভাগ্য বশতঃ হরিচন্দ্র চিন্তামন এই দ্বিভাষীর কার্য্যভার লইয়াছিলেন। হরিচন্দ্রের চেষ্টায় বোম্বাইয়ের কতিপয় ভদ্রলোক পরাবিদ্যা-সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। পরাবিদ্যা সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভারতীয় আর্য্য-সমাজভুক্ত পরবিদ্যা-সমিতি" (Theosophical Society of the Arya Samaj of India)

এই নামকরণ হইল। সভ্য-নিয়োগ পত্র (Diploma) সমাজপতিস্বরূপ দয়ানন্দের নামাঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ স্বামী দয়ানন্দকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া কর্ণেল অলকটের এতদূর উচ্চ ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি লিখিয়াছেন,—

"To make such a connection (amalgamation of the T. S. with the Arya Samaj) I should have been ready, if required, to be his servant, ant to have rendered him glad service for years to come without hope of rewared" (O. L. first series, page 39)

অর্থাৎ,—"উভয় সমিতির সম্মিলনের জন্য আমি ভৃত্যের ন্যায় সানন্দে ইঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম।"

পরাবিদ্যা সমিতিকে আর্য্য সমাজভুক্ত করিয়া যে তিনি অতীব আশান্বিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ হরিচন্দ চিন্তামনের পত্রানুসারে তাঁহার স্থির নিশ্চয় হইয়াছিল যে, পরাবিদ্যা সমিতি ও আর্য্য সমাজের উদ্দেশ্যে কোন ভেদ নাই এবং উভয়েই সেই প্রাচীন বেদসম্মত বা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার পুনরুজ্জীবন কল্পে এক পন্থাবলম্বী। কিন্তু হায়! শীঘ্রই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অলকট ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত স্বামীজির একজন প্রধান ভক্ত পূর্ব্বোক্ত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা-কৃত আর্য্যসমাজের উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম মতের এক খণ্ড ইংরাজি অনুবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই অনুবাদ পড়িয়া অলকট স্তম্ভিত হইলেন। কেবল স্তম্ভিত নয়, তিনি চিত্তে বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন, উভয় সমিতির উদ্দেশ্য ও মতে এবং সেই বৈদিক ধর্ম্মের অর্থ পরিগ্রহে ও ব্যাখ্যায় অনেক প্রভেদ, অতএব কখনই উভয়ের সংযোগ হইতে পারে না। তিনি তদ্দণ্ডেই সমিতির ভারতীয় সভ্যগণকে একথা জ্ঞাপন করিলেন। মূল পরাবিদ্যা-সমিতির নিজ উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য উহাকে আর্য্যসমাজের কুক্ষিমুক্ত করিয়া পূর্ব্বাকারে

পুনঃ স্থাপিত করা হইল, কিন্তু "ভারতীয় আর্য্যসমাজভুক্ত পরাবিদ্যা সমিতি" নামক বস্তুটীর অস্তিত্ব-বিলোপ না করিয়া উহাকে উভয় সমাজের মধ্যে একটা সেতু স্বরূপ রক্ষা করা হইল। তৎপর অলকট উভয় সমিতির উদ্দেশ্য ও ধর্ম্মমত স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় সভ্যবৃন্দের নিকট স্থাপন পূর্ব্বক জানাইলেন যে, সমিতিদ্বয় পৃথককৃত হইল বটে, কিন্তু পরাবিদ্যা সমিতির কোন সভ্য যদি সেতু-সমিতিতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোন আপত্তি বা বাধা নাই। সুতরাং উভয় সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে বা থাকিতে কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইল না। কিন্তু পরাবিদ্যা-সমিতি নিজের উদ্দেশ্য স্থিরতর রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য হইল, কারণ আর্য্যসমাজের সহিত মিলিত হইয়া থাকা উহার পক্ষে অসম্ভব। মিলন কেন অসম্ভব, তাহা বলিতেছি।

পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা মানবের আত্মবোধ জাগ্রত করা, এবং তদুদ্দেশ্যে সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিশেষতঃ অধিকতর সমুন্নত বলিয়া প্রাচ্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিশেষরূপে অনুশীলন করা, এবং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা। ইহা পূর্ব্বেই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মোট কথা, এই সমিতি কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম, বা কোন শাস্ত্রকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক ত্যাগ না করিয়া সকলের ভিতরেই এক পরম সত্য যে ব্রহ্ম জ্ঞান, তাহারই আবিষ্কারপূর্ব্বক সমস্ত বিরোধের সমন্বয় করিতে প্রয়াসী। কিন্তু আর্য্য-সমাজের সিদ্ধান্ত এক মাত্র স্বামী দয়ানন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত বেদার্থ ও বৈদিক ধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অপর সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্ম মিথ্যা। স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থে গ্রাহ্য ও পরিত্যজ্য শাস্ত্র নির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্ব মীমাংসার উপর ব্যাস মুনিকৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের সহিত

গৌতম মুনিকৃত ব্যাখ্যা, ন্যায় সূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনিকৃতভাষ্য, পতঞ্জলি মুনিকৃত সূত্রের সহিত ব্যাস মুনিকৃত ভাষ্য, কপিল মুনিকৃত সাংখ্য সূত্রের সহিত ভাগুরি মুনিকৃত ভাষ্য, এবং ব্যাস মুনিকৃত বেদান্তসূত্রের সহিত বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, অথবা বৌধায়ন মুনিকৃত ভাষ্যবৃত্তি সহিত পড়িবে, এবং পড়াইবে। এই সকল সূত্রের কল্প ও অঙ্গ সম্বন্ধেও গণনা করিতে হইবে। যেরূপ ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব, এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত, তদ্রূপ ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ, এই চারি ব্রাহ্মণ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্টু, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ, এই ছয় শাস্ত্র বেদের উপাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অথর্ব্ববেদ, এই চারি বেদের উপবেদ ইত্যাদি সমস্ত ঋষি প্রণীত গ্রন্থ। ইহাতেও যাহা বেদ-বিরুদ্ধ বোধ হইবে, তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া উহা অভ্রান্ত 'স্বতঃ প্রমাণ', অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদই জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত গ্রন্থ 'পরতঃ প্রমাণ', অর্থাৎ উহার প্রমাণ: বেদাধীন। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকাতে' (স্বামী দয়ানন্দ লিখিত) দেখিয়া লইতে হইবে।"

"পরিত্যাজ্য গ্রন্থেরও সংক্ষেপতঃ পরিগণনা করা যাইতেছে, অর্থাৎ নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া লইবে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাতন্ত্র, সারস্বত, চন্দ্রিকা, মুগ্ধবোধ, কৌমুদী শেখর, এবং মনোরমাদি। কোশ সম্বন্ধে অমরকোশাদি, ছন্দোগ্রন্থ সম্বন্ধে বৃত্তরত্নাকরাদি। শিক্ষা সম্বন্ধে 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয় মতং যথা' ইত্যাদি। জ্যোতিষ সম্বন্ধে শীঘ্রবোধ, মুহূর্ত্ত চিন্তামণি প্রভৃতি। কাব্য মধ্যে নয়কাভেদ, কুবলয়ানন্দ, রঘুবংশ, মাঘ ও কিরাতার্জ্জুনীয়াদি। মীমাংসা সম্বন্ধে ধর্ম্মসিন্ধু ও ব্রতার্কাদি। বৈশেষিক সম্বন্ধে তর্ক সংগ্রহাদি। ন্যায় সম্বন্ধে জাগদীশী প্রভৃতি। যোগ বিষয়ে হঠ প্রদীপিকাদি। সাংখ্য বিষয়ে সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী প্রভৃতি। বেদান্ত বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চদশ্যাদি। বৈদ্যক বিষয়ে শার্ঙ্গধরাদি।

স্মৃতিগ্রন্থ মধ্যে মনুস্মৃতিই উত্তম, কিন্তু উহাতেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যজ্য। অন্য সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ, সমস্ত তন্ত্র, সমস্ত পুরাণ, ও উপপুরাণ…এবং সমস্ত ভাষাগ্রন্থ (হিন্দি বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ) কেবল কপোল-কল্পিত এবং মিথ্যা জানিবে।"

"কাশ্যাদি তীর্থ, রামকৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী, গণেশাদির নাম স্মরণে পাপনাশ হইবে, এরূপ বিশ্বাস; বিদ্যা, ধর্ম্ম, যোগ, এবং পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে মিথ্যা পুরাণ নামক ভাগবতাদি কথা হইতে মুক্তি কামনা…" ইত্যাদি বিদ্যালাভের বিঘ্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব নির্দ্দিষ্ট কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতিরেকে আর্য্য প্রতিভার ভাণ্ডার স্বরূপ বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশেরই অগ্নি সৎকার করিতে স্বামীজি উদ্যত!

মূর্ত্তি পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর মালায় গ্রথিত :—

"(প্রশ্ন) মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে আসল? (উত্তর) জৈনদিগের হইতে। (প্রশ্ন) জৈন গণ কোথা হইতে চালাইল? (উত্তর) আপনাদের মূর্খতা হইতে। (প্রশ্ন) জৈনগণ কহেন যে শান্ত ধ্যানাবস্থিত ও উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে আপনার জীবের তদ্রূপ শুভ পরিণাম হইয়া থাকে। (উত্তর) জীব চেতন এবং মূর্ত্তি জড়। তবে জড়ের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবও জড় হইয়া যাইবে? এই মূর্ত্তিপূজা কেবল পাষণ্ড মত মাত্র এবং জৈনদিগের কর্ত্তৃক প্রচলিত। এইজন্য ১২ সমুল্লাসে ইহার খণ্ডন করা যাইবে। (প্রশ্ন) শাক্তাদি লোকে মূর্ত্তি সম্বন্ধে জৈনদিগের অনুকরণ করে নাই, কারণ বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তি জৈনদিগের মূর্ত্তির সদৃশ নহে। (উত্তর) ইহা সত্য। জৈনদিগের তুল্য নির্ম্মাণ করিলে জৈন মতের সহিত ঐক্য হইত, এইজন্য উহাদের মূর্ত্তির বিরুদ্ধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কারণ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা ইহাদের, এবং ইহাদের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের, মুখ্য কার্য্য ছিল। জৈনগণ যেরূপ বিবস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত, এবং

বিরক্ত মনুষ্যের সদৃশ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, বৈষ্ণবাদি তাহার বিরুদ্ধভাবে যথেষ্ট সজ্জিত, স্ত্রী সহিত অঙ্গরাগযুক্ত, ভীমাকার, বিষয়াসক্তি সহিতাকার বিশিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। জৈনগণ অনেক শঙ্খ, ঘণ্টা এবং ঘড়ি প্রভৃতি বাজাইত না। উহারা অত্যন্ত কোলাহল করিত। এইরূপে এইরূপ লীলা করাতেই 'পোপের' * শিষ্য বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী জৈনগণের জাল হইতে রক্ষা পাইয়া ইহাদের লীলায় মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আসক্ত হয়। ইহারা ব্যাসাদি মহর্ষিদিগের নামে আপনাদিগের মনের মত অসম্ভব গাথাযুক্ত অনেক গ্রন্থ রচন করিয়াছিল উহাদের নাম 'পুরাণ' রাখিয়া কথাও শুনাইতে আরম্ভ করিল। পরে এতাদৃশ বিচিত্র মায়া বচনা করিতে লাগিল যে প্রস্তরাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ গুপ্তভাবে পর্ব্বতে অথবা বনে রাখিয়া, অথবা ভূমি মধ্যে নিহিত বাখিয়া পরে আপনাদিগের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে, রাত্রিতে মহাদেব, পার্ব্বতী, রাধা, কৃষ্ণ, সীতা, রাম, লক্ষ্মীনাবায়ণ, ভৈরব অথবা হনুমানাদি স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থল হইতে লইয়া আইস, মন্দিরে স্থাপন কর, এবং তুমি যদি আমার পূজক হও, তাহা হইলে তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব ইত্যাদি। বিচারহীন ধনাঢ্য লোক 'পোপের' এই লীলা শ্রবণ করতঃ সত্য মনে করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ মূর্ত্তি কোথায় আছে? তখন পোপ মহাশয় বলিলেন অমুক পাহাড়ে বা জঙ্গলে আছেন, আমার সঙ্গে চল, দেখাইয়া দিব। পরে উক্ত নির্ব্বুদ্ধি উক্ত ধূর্ত্তের সহিত গমন করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং 'পোপের' চরণে পতিত হইয়া বলিল যে আপনার উপর এই দেবতার অতিশয় কৃপা,

---

* পোপ (Pope) রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য। দয়ানন্দ সরস্বতী এখানে পোপ অর্থে হিন্দুদিগের গুরু পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন; কারণ বোধ হয়, উভয়েই তাঁহার মতে প্রতারণার প্রতিমূর্ত্তি।

এক্ষণ আপনি ইহাকে লইয়া চলুন, আমি ইহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব, এবং উহাতে ইহার স্থাপনা করতঃ আপনিই পূজা করিতে থাকিবেন; আমরাও এই প্রতাপান্বিত দেবতার দর্শন স্পর্শন করিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইব। একজন যখন এইরূপ লীলা প্রকাশ করিল, তখন উহা দেখিয়া সকল 'পোপই' আপনাদিগের জীবিকার্থ ছল ও কপটতা দ্বারা মূর্ত্তি স্থাপন করিল।"

কি কি প্রমাণ বলে আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দেব মূর্ত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব পাঠকগণ এ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত গঠন করিয়া লইবেন। তবে পুরাণ যদি সমস্ত মিথ্যা কল্পনা মাত্র হয়, তবে পৌরাণিকগণ উদ্ধৃত উক্তিকে প্রমাণাভাবে অধিকতর কাল্পনিক বলিতে পারেন কিনা, তাহা বিবেচ্য। পুরাণ সকল নিরবচ্ছিন্ন ছল কপটতার লীলাখেলা, আর প্রতারণা পূর্ব্বক মৃত্তিকা-প্রোথিত মূর্ত্তি দ্বারা ভারতে সাকারোপাসনার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত—পূর্ব্ব ভূগর্ভনিহিত ঐতিহাসিক রত্ন খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মূল্য কত, তাহা, যাঁহারা হিন্দুজাতির বিশ্বস্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন।

যাহা হউক, ইহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, 'আর্য্যসমাজ' ভারতবর্ষীয় শত শত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সম্প্রদায় মাত্র। সম্প্রদায়গত মতের পোষণ ও প্রচারই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পর্য্যন্ত থাকিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু উহার প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি আছে। আপত্তি হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ দয়ানন্দ স্বামীকৃত পূর্ব্বোক্ত 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের উপর স্থানে স্থানে অযথা আক্রমণ আছে। আর্য্যসমাজ-স্থাপয়িতার বেদার্থ প্রচাররূপ উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে

ন'। নানা সম্প্রদায় ভুক্ত সনাতন ধর্ম্মপন্থীগণ চিরদিনই বেদকে অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তিনিও বেদকে তদ্রূপ মান্য করেন। কিন্তু তিনি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগেব পন্থা মিথ্যা জ্ঞানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকৃত ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বমান্য সায়নাদি পূর্ব্বতন আচার্য্যগণকেও তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত ও বিকৃতাঙ্গ হইতে হইয়াছে, আধুনিক দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যাখ্যাতাগণের ত কথাই নাই। ইঁহাদেব সকলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। * কাজেই কলহ অনিবার্য্য, সমাজ বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার অভিনব বেদ-ব্যাখ্যাব প্রণালী ও প্রচারই তজ্জন্য দায়ী। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই নির্ভীক ও অকপট চিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখেব বিষয়, অসংযত আক্রমণ প্রণালীর অনুসরণে পব-মতের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব প্রযুক্ত তিনি সময়ে সময়ে অনেক পূজনীয় মহাত্মার প্রতিও কপটতা ও অজ্ঞানতার আরোপ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তিনি মহাত্মা গুরু নানক সম্বন্ধে তাঁহার 'আশয় উত্তম ছিল' স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন,—

"পরন্তু কিছুই বিদ্যা ছিল না।...বেদাদি শাস্ত্র ও সংস্কৃত কিছুই জানিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃততেও আমি ক্ষমতা দেখাইব। পরন্তু সংস্কৃত অধ্যয়ন ব্যতিরেকে উহা কিরূপে হইতে পারিবে? তবে উক্ত গ্রামবাসীদিগের যাহারা কখনও সংস্কৃত শুনে নাই,

---

* "ন চাত্র কিঞ্চিদপ্রমাণং নবীনং স্বেচ্ছয়া ইতি (প্রশ্নঃ) কিমনেম ফলং ভবিষ্যতীতি। (উঃ) যানি রাবণ-উবট-সায়ন-মহিধরাদিভিবে'দার্থ বিরুদ্ধানি ভাষ্যানি কৃতানি, যানি চৈতদনুসারেন ইংলণ্ড-শারমণ্য দেশোৎপন্নৈর্য়ুরোপ দেশ নিবাসিভিঃ স্বদেশ ভাষয়াং স্বল্পানি ব্যাখ্যানানি কৃতানি, তথৈবার্য্যাবর্ত্তদেশস্থৈ কৈশ্চিত্তদনুসারেন প্রাকৃত ভাষায়াং ব্যাখানানি কৃতানি বা ক্রিয়ন্তে চ সর্ব্বানি অনর্থ গর্ভানি সন্তি ইতি।" স্বামী দয়ানন্দকৃত বেদভাষ্য ভূমিকা পৃঃ ৩৪১

তাহাদের নিকট সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া সংস্কৃতেও পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার মান, প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি-ইচ্ছা ব্যতিরেকে এরূপ কখনও হইতে পারে না। অবশ্যই তাঁহার স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল। যখন কিছু অভিমান ছিল, তখন মান ও প্রতিষ্ঠাব জন্য কিছু দম্ভও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থে যে সে স্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতিও আছে। পরন্তু যে চারি বেদকে অলীক গল্প বলে, তাহার সকল কথাই মিথ্যা।" ইত্যাদি।

গুরু নানক এক স্থানে বেদের উপরেও সাধুকে স্থান দিয়াছেন,—'সাধু কি মহিমা বেদ না জানে।' ইহাতে স্বামী দয়ানন্দ বলিতেছেন, -"মূর্খের নাম যখন সাধু, তখন সেই হতভাগ্য বেদের মহিমা কিছুই জানিতে পারে না।" কিন্তু আক্ষরিক বেদ পাঠ না করিলেই কেহ জ্ঞানী, ধর্ম্মাত্মা বা সাধুপদবাচ্য হইতে পারে না, এই ব্রহ্মানুভূতির দেশেও এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন ইহাই আশ্চর্য্য। বস্তুতঃ তাহা হইলে ভারতভূমি যাহাদের পদরজে পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের অনেককেই মূর্খ ও অসাধুদলভুক্ত করিতে হয়। বৈদিক ক্রিয়া ভিন্ন মুক্তি নাই, এই মতাবলম্বী এক শ্রেণীর বেদবাদরত পণ্ডিতদিগকে ভগবান গীতাতে ত স্পষ্ট 'অবিপশ্চিত'—অর্থাৎ মূঢ় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মজ্ঞের নিকট বেদের প্রয়োজন নাই,—ইহাও ভগবৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া অবধারিত। * আর কেবল বেদাধ্যয়ন করিলেই যে জ্ঞানী হয় না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। নীতি-শাস্ত্রকারের একথা অনেকই জানেন,—'নচাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।' অর্থাৎ স্বাভাবিক দুরাত্মাদিগের

---

* যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। গীতা।

তবে কৃষ্ণোক্তি স্বামী দয়ানন্দের নিকট আদরণীয় ছিল কি না, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। কারণ তাঁহার গ্রাহ্য শাস্ত্র-তালিকার মধ্যে গীতার নাম নাই।

বেদাধ্যয়নেও কোন ফল হয় না, সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও বিষোদ্গার করিয়া থাকে।

এইরূপ অনেক মহাত্মাকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাদের প্রতি শ্লেষ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ দৃষ্ট হয়। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাজনিত ঈদৃশ অসহানুভূতি ও অসহিষ্ণুতা পরাবিদ্যা-সমিতি অনুমোদন করেন না। বোধ হয়, ইহা শিষ্টানুমোদিতও নহে। এতদবস্থায় উভয় সমিতির সংযোগ সম্ভবপর নহে, পরাবিদ্যা-সমিতির পরিচালকগণ ইহা বুঝিবা মাত্র প্রতিবিধানে যত্নবান হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে সাহাবানপুরে স্বামী দয়ানন্দের সহিত ইহাদের প্রথম সাক্ষাৎকালে কথোপকথন প্রসঙ্গে (অবশ্য দ্বিভাষীর সাহায্যে) নির্ব্বাণ মোক্ষ ও ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে উভয় পক্ষের ঐকমত্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাঁরা ব্যক্তিগত ঈশ্বর (Personal God) স্বীকার করেন না, কিন্তু বৈদান্তিক পরব্রহ্মে বিশ্বাসবান, ইহা স্বামীজকে বলা হইলে তিনিও এই মতাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎপর পরাবিদ্যা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইল। তিনি ঐ সমিতি সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রতিনিধি স্বরূপে অলকটকে লিখিত পত্র দ্বারা অর্পণ করিলেন, এবং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পারসিক প্রভৃতি জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। অলকট বলেন, স্বামীজি শেষে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু তিনি প্রথমে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃ তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়া শেষে কিরূপে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয়, ইহা বিশেষ একটা সম্প্রদায় গঠনের আবশ্যকতার ফল। একজন বিদ্বান সন্ন্যাসীও সাম্প্রদায়িক সংক্রামকতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না! তারপর ইহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল, অর্থাৎ স্বামীজি ইহাঁদের প্রতি নানা দুর্ব্বাক্য

ও বিষাক্ত নিন্দাবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। (১) স্বামীজি স্বয়ং যে পথ দেখাইলেন, তাঁহার কোন কোন শিষ্য এ সম্বন্ধে কৃতিত্বে তাঁহাকেও ছাড়াইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ঈদৃশ আচরণে ব্লাভাস্কি ও অলকট যারপর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইহাঁরা যখন বৌদ্ধ ও পারসিক সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকায় উহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন স্বামীজি বিচলিত হইয়া অলকটকে বিরক্তিসূচক পত্র লিখিতে লাগিলেন। (২) ইহার কিৎকাল পরে ১৮৮০ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে মিরাট সহরে অলকটের সহিত স্বামীজির পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। অলকট লিখিয়াছেন,—

"That day the Swami and I, as Presidents of our respective societies, had a long and serious private talk, result being that we agreed that neither should be responsible for the views of the other, the two societies to be allies, yet independent" (৩)

অর্থাৎ, ঐ দিবস সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হইল যে, উভয় সমিতি

(১) "My diary notes having been made at the time, there can be no mistake about this, and those who have followed these narratives from the beginning will appreciate our feelings when later his altruistic eclecticism changed into sectarian exclusiveness and his gracious kindness into bitter abuse. O. D. L. Vol II, page 80

(২) "His vexations expressed to me in very strong terms that I should be helping the Ceylon Budhists and the Bombay Parsis to know and love their religions better than heretofore, which as he said, both were false religions &c. etc," O. D. L. Vol. I, P. 406

(৩) Do Do Vol. II, page 224.

কেহ কেহ কাহারও বিরোধী না হইয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে, এবং একের মতামতের জন্য অপরে দায়ী হইবে না।

পাঠক ইহা পূর্ব্বেই জানেন, এবং মনে করিতে পারেন যে, এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ অকারণে স্বামীজি উক্ত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া বা বিস্মৃত হইয়া ব্লাভাস্কি ও অলকটের প্রতি নিন্দা, অভিশাপ ও গ্লানিপূর্ণ একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত কার্য্য, তাহা অভিজ্ঞগণ বিচার করিবেন। ব্লাভাস্কির যোগ-বিভূতি তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু যখন সাধুজনোচিত গুণগ্রাহিতার পরিবর্ত্তে নিন্দাবাদ ও অহেতুবাদকেই বরণ করিয়া লওয়া হইল, তখন ঔচিত্যানুচিত্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা আশা করা যায় না। সুতরাং ব্লাভাস্কির উপর অনেক অযথা উক্তি ঐ গ্লানিকর বিজ্ঞাপনিতে প্রচারিত হইল। অবশ্য শিক্ষিত সাধরণের পক্ষে ইহার অসারতা বুঝিতে দেরী হইল না, এবং ইহার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বেই, ইহাঁদের কলিকাতা আগমনের পর যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি।

কিন্তু এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, অলকট ও ব্লাভাস্কির বিশেষরূপে না জানিয়া আমেরিকা হইতেই আর্য্যসমাজের সহিত যোগদান,—কেবল হরিচন্দ চিন্তামনের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া—উচিত কার্য্য হয় নাই। কেন তাঁহারা যোগ দিয়া পরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন? কেন তাঁহারা যথোচিত অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই স্বামী দয়ানন্দের বৈদিক ধর্ম্মে সম্মতি জানাইয়াছিলেন? অবশ্যই ভ্রমবশতঃ। তবেই ইহার উত্তরে ত্রুটী স্বীকার ভিন্ন আর কি আছে? ইহাঁরা আর্য্যসমাজের সহিত যোগ দিতে গিয়া যেরূপ আশান্বিত হইয়াছিলেন, ইহাঁদের যোগদানে আর্য্যসমাজের অন্তরেও একটা আশার উদ্রেক হইয়াছিল। তাহা ভঙ্গ হওয়ায় উহার নেতা ও সভ্যগণের যে বিশেষ

ক্ষোভ ও রোষের কারণ হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য। আজ বহু-কাল পরেও আর্য্যসমাজের সাহিত্যে সময়ে সময়ে এই বিদ্বেষমূলক ভাবোদ্গার দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, এইরূপে তিন বৎসরব্যাপী শিথিল সম্বন্ধের পর সমিতিদ্বয় পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ১৮৮২ খ্রীঃ জুলাই মাসের 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকার পরিশিষ্টে ইহার আমূল বিবরণ দ্রষ্টব্য। সে সকল বাদানুবাদের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আমরা আর্য্যসমাজের জনৈক লেখকের একটা উক্তির প্রতিবাদ এখানে আবশ্যক মনে করি। ইনি লিখিয়াছেন,—

"পারাবিদ্যা সমিতির সভ্যগণের আদর্শ স্বরূপ মাদাম ব্লাভাস্কি এক জন নাস্তিক। * কর্ণেল অলকট ও তাঁহার ছায়া স্বরূপ, অতএব তিনিও তাহাই।" (১)

* এই লেখক তাঁহার পুস্তিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন, ব্লাভাস্কি নাকি মিরাটে কোন কোন ব্যক্তির সম্মুখে নিজেই আপনাকে নাস্তিক বলিয়াছিলেন। আমরা মাদামের বা কর্ণেলের নিজের লিখিত ও প্রাকাশিত মতে ইহার সমর্থন পাই নাই। বিশেষতঃ লেখক এই কথার সাক্ষীরূপে যে দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছেন না। অধিকন্তু অপর এক ঘটনা সম্বন্ধে লেখক নিজে এবং স্বামীজি ঐ দুই ব্যক্তিকে অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব "ব্লাভাস্কি" একজন আত্মসম্মত নাস্তিক,— লেখকের এই উক্তির কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে আর্য্য সমাজ যখন অপর ধর্ম্ম সমূহকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই সময় কর্ণেল অলকট এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে আর্য্য সমাজের সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেন না। ব্লাভাস্কিও এইরূপ কিছু বলিয়াছিলেন কিনা, জানি না। যদি বলিয়া থাকেন, তবে সম্ভবতঃ এই ক্ষীণ ভিত্তির উপরই লেখকের উক্তি স্থাপিত। তার পর লেখক বলিতেছেন যে, মিরাটে সেই সময়েই স্বামীজির আহ্বান সত্ত্বেও ব্লাভাস্কি তাঁহার সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব লইয়া বিচার বিতর্ক, এমন ক কথোপকথন, করিতেও অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইহাতেও বিষয়টী সন্দেহের ছায়াক্ত না

অন্যত্র,—“পরাবিদ্যা সমতি এক্ষণ আর আর্য্যসমাজের শাখা নহে। উহার প্রতিষ্ঠাতারা বেদ-বিশ্বাসী নহেন, কারণ তাঁহারা বৌদ্ধ, নাস্তিক। নাস্তিকের দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের কোন কাজ হয় না, কারণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র।” (২)

সুতরাং এই লেখক কেবল ব্লাভাস্কি ও অলকটকে নহে, কিন্তু প্রকারান্তরে পরাবিদ্যা সমিতির সকল সভ্যকেই নাস্তিকরূপে চিহ্নিত করিতে ইচ্ছুক! কিন্তু ইহাঁরা নাস্তিক, বেদবিশ্বাসী নহেন, এ তথ্য লেখক কোথায় পাইলেন? ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপকর। পরাবিদ্যা সমিতির উদ্দেশ্য (mission) কি এবং উহা জগতের কি কার্য্য সাধন করিতেছে, তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন। শুধু বেদ নয়, জগতের সমস্ত

হইয়া অস্পষ্টই থাকিয়া গেল। আবার দয়ানন্দের একখানা জীবনচরিতে আছে যে, ব্লাভাস্কি কোন বক্তৃতায় আপনাকে নাস্তিক বলিয়াছিলেন। আমরা ব্লাভাস্কির এরূপ কোন বক্তৃতার কথা শুনি নাই। তিনি কোথায় কোন সময়ে এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ জীবনচরিতে নাই। এই দুই লেখকের উক্তিও পরস্পর-বিরুদ্ধ দৃষ্টি হয়।

(১) The general prototype of the members of the society is Madame Blavataky, ackowledged atheist, and Col. Olcott claims himself to be her shadow (Arya Samajist Pundit Umrao Sing's Reply.)

(২) The Theosophical society is no longer a branch of the Arya Samaj, nor do its founders believe in Vedas,in as much as they are followers of Budhism and it is ridiculous to say that they will serve a vedic mission to the world as long as they are atheists, for Budhism is only another name of atheism (Ibid).

আমরা এই লেখককে আর্য্যসমাজের অপর একজন লেখকের (কলিকাতা আর্য্যসমাজের সম্পাদক পণ্ডিত শঙ্করনাথ) নিম্নলিখিত উক্তি উপহার দিতে ইচ্ছা করি:—

“However Budhadeva himself did not preach any thing against

ধর্ম্মশাস্ত্র এই সমিতিদ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হইতেছে, জগতের সমস্ত ধর্ম্ম ইহার সংস্পর্শে সজীব ও সতেজ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপে যাঁহারা আজীবন জগৎ হইতে নাস্তিকতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাঁহাদিগকেই লেখক নাস্তিক অপবাদ দিতে উদ্যত। একথা সত্য যে, উহারা ব্যক্তিগত ভাবে (স্মরণ রাখা উচিত যে সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ী কোন সমিতি কাহারও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে) বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। লেখক বলেন, বৌদ্ধ হইলেই নাস্তিক হইতে হইবে। ইহা তর্ক ও মতের কথা মাত্র। আমাদের বিবেচনায়, এমত বিচারসহ নহে। ইঁহারা কিরূপ বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তাহা হইতে কেহই ইঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে সাহসী হইতে পারে না। ইঁহারা নাস্তিক ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে উঁহাদের নিজের কথাই অধিকতর

---

the main doctrines of the sublime Vedas. I have read the whole of Dhammapada, but I could not find out a single passage contradicting the doctrines of the Vadas. * * * It is no wonder therefore that the followers of Budhadeva also misinterpreted the noble doctrines of their spiritual guide. We know that the doctrines of the Southern Budhists differ materially from those of the Northern School. For instance, the southern Budhists though they worship the image of Lord Budha as their deliverer do not believe in the existence either of a Personal or Impersonal God. while the Northern Budhists believe in the existence of a God, though not exactly like the followers of the Vedas. In course of time, the real spirit of Budhism gradually died out & the shell only remained &c &c" (Pundit Shanker nath's 'What is Arya Samaj ?')

পণ্ডিত শঙ্করনাথ পরবর্ত্তী প্রশান্ত সময়ের লেখক, সেই বিবাদের সময়ের নহে। তাই তিনি পরাবিদ্যা সমিতির পরিচালকদিগকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গোটা বৌদ্ধ ধর্ম্মটাকে নাস্তিকতার নামান্তর আখ্যা দিতে অগ্রসর হয়েন নাই।

গ্রাহ্য। অল্‌কট আর্য্যসমাজের সহিত সম্বন্ধের সূচনায় হরিচন্দ চিন্তামনের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তদুল্লেখে বলিতেছেন,—

"Mr. Hury chand wrote to me on reading my explanations of our views as to the impersonality of God—an Eternal and Omnipresent Principle, which under many different names, was the same in all religions—that the principle of the Arya Samaj was identical with our own. &c, &c." (O. D. L.)

অতএব ইঁহারা যদি নাস্তিক হয়েন, তবে বোম্বাই আর্য্যসমাজের সভাপতি হরিচন্দনের উক্তি অনুসারে ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-স্বয়ং স্বামী দয়ানন্দও নাস্তিক হইতেছেন। বস্তুতঃ যাঁহারা এক নিত্য শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী সত্তায় বিশ্বাস করেন, এবং যাহারা ইহা বলিতেছেন যে, সেই এক পরতত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত, তাঁহারা কি নাস্তিক? তাঁহারা বৌদ্ধই হউন, আর যাহাই হউন, নাস্তিক নহেন। আর ইঁহাদের অনুসৃত বৌদ্ধধর্ম্ম যে উপনিষদুক্ত অধ্যাত্ম দর্শনের উপর স্থাপিত, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। অথচ পূর্ব্বোক্ত লেখক অনায়াসে বলিতেছেন, ব্লাভাস্কি নাস্তিক ছিলেন!

আর্য্যসমাজের আরও অনেক লেখকের ঈদৃশ অসূয়া-সম্ভূত উক্তিতে ঐ সমাজের সাহিত্য কলঙ্কিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, আর্য্যসমাজের অন্তর হইতে এই বিদ্বেষকালিমা দূর করিবার জন্য উদারমতি অলকট স্বতঃপরতঃ সতত চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি শান্তির পতাকা উত্তোলন করিয়া আর্য্যসমাজকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতেছেন—

"The world is wide enough for us all, and it is better that we all should try to live together as brethern."

অর্থাৎ,—“এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের উভয়ের যথেষ্ট কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। অতএব পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করিয়া জীবন ধারণ করাই শ্রেয়ঃ।”

যাহা হউক, আমরা ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় আর্য্যসমাজকেও ভগবৎ-প্রেরিত বিধান বলিয়া মনে করি। ইহা হিন্দুসমাজেরই অঙ্গজাত, এবং শিখধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুসমাজেরই যুগোপযোগী ভাব বিকার মাত্র। ইহার প্রয়োজন হিন্দুসমাজেরই অংশবিশেষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধন, এবং তদ্দ্বারা বাহ্যিক বা বৈদেশিক আক্রমণ ও প্রলোভন হইতে হিন্দুসমাজের সংরক্ষণ। ইহাও সেই পার্থ-সারথির বিরাট বিশাল “ধর্ম্ম-সংস্থাপন” রূপ চিরন্তন নীতিচক্রের অন্তর্গত। মুসলমান প্রভাব সময়ে শিখধর্ম্ম হিন্দুসমাজের যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিল, ভিন্নপ্রকারে হইলেও বর্ত্তমানযুগে উক্ত উভয় সমাজ ভাগবতী রক্ষানীতির যন্ত্রস্বরূপ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদীদিগের অদ্বৈতবাদ স্বীকার না করিয়াও, এমন কি, উহাকে নাস্তিক মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াও, ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, যুগ প্রয়োজনের জন্য উহার প্রচার আবশ্যক হইয়াছিল। দারুণ ব্যভিচারে পরিণত বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের নিরসন তাদৃশ অদ্বৈতবাদ প্রচারের একটী সার্থকতা। তাহার নিকট এ মত দোষযুক্ত হইলেও তিনি উহার ব্যাখ্যাতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত করিয়াছেন, কেননা তিনি বলিতেছেন, ইহা ভগবৎ বিধান,—

“আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥” (চৈতন্যচরিতামৃত)

এ দুষ্প্রবেশ্য নীতিচক্র কে ভেদ করিবে?

আর্য্যসমাজের কার্য্যমূলে যে বিশিষ্ট কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান, যে শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্যসমাজ বহু হিতকর অনুষ্ঠানে রত, সে শক্তি কি? উত্তর, দয়ানন্দ সরস্বতী। দয়ানন্দ সরস্বতীর ত্যাগ,

বৈরাগ্য, নির্ভীকতা, অকপটতা, স্বদেশবাৎসল্য, পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ প্রভৃতি গুণসমষ্টিই সেই শক্তি। দৃষ্টান্তযোগ্য এই সকল গুণগ্রামে বিভূষিত স্বামী দয়ানন্দ যে একজন আদর্শ জননায়ক, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মতভেদ থাকিলেও, তিনি আপন পথে, আপন জ্ঞানে হিন্দুর সর্ব্বস্ব সেই বেদের মাহাত্মাই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আঘাতে, তাঁহার প্রতিবাদে হিন্দুসমাজের অন্তরে বেদতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছা জাগরিত করিয়াছে, তাঁহার এ কৃতিত্ব সকলেরই স্বীকার্য্য।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমরা "সত্যার্থ প্রকাশে" দেখিতে পাই:—"(প্রশ্ন) আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন, পরন্তু আপনার আপনার ধর্ম্মে সকলেই উত্তম। কাহারও খণ্ডন করা উচিত নহে, এবং যদি করেন, তবে আপনি ইহাদের হইতে কি বিশেষ কহিতেছেন? আপনি যে এত বলিতেছেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, আপনা হইতে কেহ অধিক অথবা তুল্য ছিল না এবং নাই? আপনার এরূপ অভিমান করা উচিত নহে। কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষ অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠ, তুল্য এবং ন্যূন আছেন।

অতএব এরূপ দর্প করা উচিত নহে। (উত্তর) ধর্ম্ম সকলের পক্ষে এক অথবা অনেক। যদি বল যে অনেক, তাহা হইলে এক অপরের সহিত বিরুদ্ধ হয়, তবে এক ব্যতিরেকে অপর ধর্ম্ম হইতে পারে না। এবং যদি বল যে অবিরুদ্ধ হয়, তবে পৃথক পৃথক হওয়া ব্যর্থ। এই জন্য ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এক হইয়া থাকে, অনেক নহে। আমি এইরূপ বিশেষ করিয়া কহিতেছি যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেশককে একত্র করেন, তাহা হইলে এক সহস্রের ন্যূন হয় না। পরন্তু ইহাদের মুখ্যভাব দেখিলে পুরাণী (পৌরাণিক), কিরাণী (খ্রীষ্টয়ান), জৈনী এবং কোরাণী (মুসলমান) এই চারি মতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। যদি কোন রাজা উহাদের সভা করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথম বামমার্গীয়কে জিজ্ঞাসা

করেন যে, মহাশয়, আজ পর্য্যন্ত আমি কোন গুরু অথবা ধর্ম্ম বিশেষ গ্রহণ করি নাই। সকল ধর্ম্ম মধ্যে কোন্ ধর্ম উত্তম, আপন বলিয়া দিউন এবং আমি তাহাই গ্রহণ করিব। (বামমার্গী) আমাদিগের। (জিজ্ঞাসু) এই নয় শত নব নবতি (৯৯৯) কিরূপ? (বামমার্গী) সকলেই মিথ্যুক এবং নরকগামী—যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদের শিষ্য হইয়া পড়। (জিজ্ঞাসু) আচ্ছা, অন্যান্য মহাত্মাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। এই বলিয়া চলিয়া গিয়া শৈবের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এবং সেও তদ্রূপ উত্তর দিল। এইমাত্র বিশেষ কহিল যে শিব, রুদ্রাক্ষ, ভস্মধারণ এবং লিঙ্গার্চ্চন ব্যতিরেকে কখন মুক্তি হইতে পারে না। সে উহাকে ত্যাগ করিয়া নবীন বেদান্তীর নিকট উপস্থিত হইল। (জিজ্ঞাসু) বলুন, মহাশয় আপনার ধর্ম্ম কি? (বেদান্তী) আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানিনা। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমাতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায়? এ সমস্ত জগৎ মিথ্যা। যদি জ্ঞানী শুদ্ধ চেতন হইতে চাহ, তবে আপনাকে ব্রহ্ম মনে কর, এবং জীব ভাব ত্যাগ কর, তাহা হইলে, নিত্যমুক্ত হইয়া যাইবে। (জিজ্ঞাসু) যদি তুমি ব্রহ্ম এবং নিত্যমুক্ত হইয়া থাক, তবে ব্রহ্মের গুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব তোমাতে কেন নাই? আর শরীরেই বা কেন বদ্ধ রহিয়াছ? * * * পরে সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খ্রীষ্টিয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিল; সেও বামমার্গীর তুল্য সমস্ত প্রশ্নোত্তর করিল। পরন্তু এই মাত্র বিশেষ বলিল যে সকল মনুষ্যই পাপী, আপনার সামর্থ্য হইতে পাপ খণ্ডন হয় না। ঈশার বিশ্বাস ব্যতিরেকে পবিত্র হইয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে না * * * জিজ্ঞাসু শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইল। তাহার সহিত উক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইল। সে এই মাত্র বিশেষ কহিল যে, পরমেশ্বর দ্বিতীয় নাই। তাহার ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদ এবং পবিত্র কোরাণে বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। যে এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করে না, সে নারকী এবং

নাস্তিক ও বধযোগ্য হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসু ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবের নিকট গমন করিল এবং তদ্রূপই কথোপকথন হইল। সে এই মাত্র বিশেষ বলিল যে, আমার তিলক ও ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হয়। জিজ্ঞাসু মনে মনে বুঝিল যে, যখন মশক, মক্ষিকা, পুলিশের সিপাহী, চোর, দস্যু এবং শত্রু ভীত হয় না, তখন যমরাজের গণ কেন ভীত হইবে? পুনরায় অগ্রে চলি। * * * কেহ বলিল আমাদের কবীর, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ মাধব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই অবতার। এইরূপে সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া উহাদের একের সহিত অপরের বিরোধ দেখিয়া বিশেষরূপে নিশ্চয় করিল যে, ইহাদের মধ্যে কেহও গুরু হইবার যোগ্য নহে। * * * মিথ্যাক, দোকানদার বেশ্যা এবং ভেড়ুয়াগণ (১) যেমন আপনাদের বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে ইহাদিগকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।”

আমরা যথোচিত সম্মান সহকারে বলিতেছি যে স্বামীজির চিত্ত-বিভ্রম হইবার কারণ উপরোদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্টীকৃত। তিনি এই সকল মতকে বেদ-বিরোধী বলিয়াছেন। কিন্তু সনাতন বেদমার্গীগণ তাঁহার মতকেও ত বেদ বিরোধী বলিয়া থাকে। বেদের সর্ব্বমান্য ব্যাখ্যাতা সায়নাচার্য্যের মতেও উহা বেদ বিরোধী। অতএব বিরোধ দ্বারা বিরোধের মীমাংসা হইল না। প্রকৃত পক্ষে যে বিরোধ দেখিয়া তিনি বিভ্রান্ত হইয়াছেন, উহা ধর্ম্মের বাহ্যাংশ মাত্র। উপাসনার প্রণালী, অবলম্বন, প্রকার ভেদ সত্যে পহুঁছিবার উপায় ভেদ মাত্র। দেশকালপাত্রের ভেদই ইহার কারণ,—একথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এ ভেদ চিরকালই থাকিবে। কিন্তু

(১) ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে স্বামীজি কুত্রাপি দ্বিধা বোধ করেন নাই। ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ এর অনেক স্থানে সরস্বতী মুখ হইতে ঈদৃশ অসৎ সম্ভাষণ নির্গত হইয়াছে।

ভেদের অন্তস্তলে এক শাশ্বত তত্ত্ব বর্ত্তমান,—সেই চিরন্তন অভেদ সূত্রেই সমস্ত ধর্ম্মের মূলাংশ গ্রথিত। ইহাই সকলের অনুসন্ধেয়, সকলের লভ্য, সকলের আস্বাদনীয়, আর সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা উচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, * তিনি আর্য্য শাস্ত্রের একটি অবিসম্বাদিত সত্য যে অধিকার তত্ত্ব তাহা স্থল বিশেষে অনায়াসে বিস্মৃত হইয়া বলিতেছেন,—"ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক হওয়া ব্যর্থ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এক হইয়া থাকে, অনেক নহে।" তিনি যদি ধর্ম্ম অর্থে এক পরতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং উহার বাহ্যাংশে ভেদ স্বীকার করেন, তবে তাঁহার উপরোদ্ধৃত উক্তিগুলি একেবারেই ব্যর্থ। যদি এক বর্ণের ধর্ম্ম অপরের অননুষ্ঠেয় হয়, যদি এক আশ্রমের ধর্ম্ম অপরের অপালনীয় হয়, এবং এই ধর্ম্মভেদ যদি গুণ ও কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে শাসিত হয়, তবে দেশ কাল পাত্রানুসারে ধর্ম্মের বিভিন্নতা এবং এই বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার হেতু কি? বস্তুতঃ বাহ্যাংশেই ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু উহার অন্তরগত উদ্দিষ্ট পদার্থ যে কতক গুলি সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিজেই কিন্তু এ তত্ত্বের আভাস প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জিজ্ঞাসুকে তিনি নানা স্থানে ঘুরাইয়া শেষে তাহার সম্মত এক "আপ্ত" অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীর নিকট আনয়ন করিয়া বলিতেছেন :—

"(আপ্ত বিদ্বান্) এই সকল মত (অর্থাৎ শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান ইত্যাদি।) অবিদ্যাজন্য এবং বেদ বিরোধী। ইহারা মূর্খ, পামর এবং বন্য মনুষ্যদিগকে প্রলোভন করিয়া আপনাদের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই সকল হতভাগ্য লোক মনুষ্য জন্মের ফল রহিত হইয়া আপনার মনুষ্য জন্মকে ব্যর্থ করে। দেখ, যে সকল বিষয়ে এই সহস্র মতের ঐকমত্য আছে, তাহাই বেদগ্রাহ্য এবং

* "বর্ণাশ্রম গুণ এবং কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে মানিয়া থাকি।" সত্যার্থ প্রকাশ।

যাহাতে উহাদের পরস্পর বিরোধ আছে, তাহাই কল্পিত মিথ্যা, অধর্ম্ম এবং অগ্রাহ্য। (জিজ্ঞাসু) কিরূপে ইহার পরীক্ষা হইবে? (আপ্ত) তুমি যাইয়া এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা কর এবং উহাতে উহাদের একমত হইয়া যাইবে। তখন সে যাইয়া উক্ত সহস্র মতাবলম্বীদিগের সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, মহাশয়গণ শ্রবণ করুন, সত্যভাষণে ধর্ম্ম হয়, অথবা মিথ্যা ভাষণে? সকলে এক স্বর হইয়া বলিল যে, সত্যভাষণে ধর্ম্ম এবং মিথ্যা ভাষণে অধর্ম্ম হয়। এইরূপে বিদ্যাপাঠে, ব্রহ্মচর্য্য করণে, পূর্ণযুবাবস্থায় বিবাহ করিলে, সৎ সঙ্গে, পুরুষার্থে এবং সত্য ব্যবহারাদি করণে ধর্ম্ম এবং অবিদ্যা গ্রহণে, ব্রহ্মচর্য্যের অকরণে, ব্যভিচার করণে, কুসঙ্গে, অসত্য ব্যবহারে, ছলে, কপটে, হিংসায় এবং পরের হানি করণাদি কার্য্যে অধর্ম্ম হয় কি না? তখন সকলে একমত হইয়া বলিল যে, বিদ্যাদি গ্রহণে ধর্ম্ম এবং অবিদ্যাদি গ্রহণে অধর্ম্ম হয়। তখন জিজ্ঞাসু সকলকে বলিল যে, আপনারা এইরূপে একমত হইয়া সত্য ধর্ম্মের উন্নতি এবং মিথ্যা ধর্ম্ম মার্গের হানি কেন করেন না? তাহারা সকলে বলিল যে, যদি আমরা এরূপ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ব্যতীত আমাদিগের শিষ্যগণ আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে না ও আমাদের জীবিকা নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছি, তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা জানিয়াও আপনার আপনার মতের উপদেশ করি এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। কারণ 'শর্করা দিয়া রুটি খাও আর কপটজালে সংসার ঠকাও', এই ব্যাপার হইয়াছে। দেখ, সংসারে সত্যপরায়ণ ও সরল লোককে কেহ কিছু দেয় না, এবং জিজ্ঞাসাও করে না, কিন্তু যে বঞ্চনা ও ধূর্ত্ততা করিয়া বেড়ায়, তাহারই পদার্থ লাভ হয়।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বাক্যে স্বামী দয়ানন্দ যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ধর্ম্মের নীতি অংশেই প্রধানতঃ প্রযুজ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নীতিঅংশে সকল ধর্ম্মেরই একমত, ইহা তিনি স্বীকার

করেন। তিনি যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, পরমাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধেও সকল ধর্ম্মেই আশ্চর্য্যরূপ ঐকমত্য বর্ত্তমান। নীতি ধর্ম্মের প্রাণ, ব্রহ্মতত্ত্ব ধর্ম্মের আত্মা। এই আত্মগত অন্তরঙ্গ অংশে কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি গ্রীস,—সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র ও মতেই এক অপূর্ব্ব একপ্রাণতা বিদ্যমান। *পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, সকল দেশেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মাগণের কোন না কোন সময়ে আবির্ভাব হইয়াছে। তবে আর্য্যাবর্ত্তেই উহা প্রথম প্রচারিত ও বিস্তৃত রূপে আচরিত হইয়াছে, এবং অধুনা যদিও অন্যান্য দেশে উহা এক প্রকার বিলুপ্ত, তথাপি এ দেশে অদ্যাপি নানা উপায়ে—সর্ব্ব সম্প্রদায়ে সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলেও—সংরক্ষিত আছে। কিন্তু স্বামীজি ধর্ম্ম সমূহের বহিরঙ্গ-ঘটিত আচার অনুষ্ঠানের সমালোচনাতেই নিবিষ্ট ছিলেন, উহাদের অন্তর্নিহিত সার্ব্বজানিক, সার্ব্বকালিক তত্ত্ব সমূহের প্রতি দৃষ্টি প্রদান আবশ্যক মনে করেন নাই। বোধ হয় তিনি যেরূপ সংস্কারের বা সমাজ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, তৎপক্ষে সেরূপ দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না, অথবা তৎপক্ষে ধ্বংসকারী প্রতিভাই (Destructive genius) অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল।

---

* স্বামী দয়ানন্দের কোন কোন সুশিক্ষিত শিষ্য, যাঁহারা সকল ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারাও এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত Fountain Head of Religions গ্রন্থ প্রণেতা লিখিয়াছেন:—Even those points on which they (the different religions) seem so widely to differ, will sometimes be found to be the same at the bottom, the apparent difference being due to misconception or misrepresentation of the long forgotten truth...on which they are ultimately founded,—অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহের বিভিন্নতা আপাত দৃষ্টমাত্র। অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বধর্ম্মই যে এক সত্যের উপর স্থাপিত তাহা জানা যায়।

তিনি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ ও ভস্মস্তূপের উপর তাঁহার নব ব্যাখ্যাত বেদ-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার অভিনব ব্যাখ্যা অসাধারণ ধীশক্তির অপূর্ব্ব ক্রীড়া।

যাহা হউক, নীতি বিষয়ে সকল ধর্ম্মের একমত, ইহা স্বামীজি স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন যে, উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মের ঐকমত্য জানিয়াও আপনার আপনার মতের উপদেশ করে। ইহার অভিপ্রায় কি? তাঁহার মতের সীমা-বহির্ভূত সকল সম্প্রদায়কে পামর, পাষণ্ড, কপট, প্রতারক বলিয়া "ঝাঁটাইয়া" গালি দেওয়া কেবল অন্যায় নহে, উহাতে গোলও মিটে না, বরং বাড়িয়া উঠে। গোল মিটাইবার জন্য দেখিতে হইবে, ইহা কি ধর্ম্মের দোষ, না লোকের দোষ? মিথ্যাভাষণ, চৌর্য্য, হিংসা, ব্যভিচার, প্রভৃতি যদি কোন ধর্ম্মেরই অনুমোদনীয় না হয়, অথচ যদি কোন লোক ঐ সকলের সমর্থন করে, তবে ইহার সহিত ঐ লোকের ব্যক্তিগত চরিত্র লইয়া সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম মিথ্যা ও প্রতারণামূলক, ইহা বলা স্বামী দয়ানন্দের পক্ষেও সাহসিকতার কার্য্য। কিন্তু ধর্ম্মের উপর কালবশে যে কালিমা ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়াছে, যদি তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তবে অযথা কোন ধর্ম্মের উপর আক্রমণ না করিয়া যাহাতে সেই আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত হয়, তাহার চেষ্টাই যুক্তি-যুক্ত। এবং সংহারপন্থী না হইয়া সংগঠনপন্থী হইলে, ইহাই সংস্কারকের কার্য্য।

প্রত্যেকেই যাহাতে আপন আপন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে, তাহারই চেষ্টা বাঞ্ছনীয়। এ চেষ্টা ফলবতী হইবে কিসে,—কোন প্রণালীতে? বিরোধে নহে, আক্রমণে নহে, গালিবর্ষণে নহে। বিচ্ছেদে নহে, বিদ্বেষে নহে, সাম্প্রদায়িকতায় নহে, সঙ্কীর্ণতায় নহে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্বোধনে, উদ্দীপনে, এবং সেই পরমতত্ত্বের

প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়। তাহা হইলে প্রত্যেক মানব, যে তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং" বলিয়া কথিত, সেই ধর্ম্মরহস্য অবগত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। এই সামঞ্জস্য বিধানের, এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের এক পরম সহায় 'পরাবিদ্যা-সমিতি'। এবং এক মাত্র উপায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগ্নস্বাস্থ্যে য়ুরোপ-গমন।

গুরুকৃপায় ব্লাভাস্কি গতবারের পীড়ায় আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন সত্য, কিন্তু উহা ভগ্নগৃহের জীর্ণ সংস্কার মাত্র। পুনরায় তাঁহার অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সমুদ্র বায়ু সেবনে উপকার হইতে পাবে, চিকিৎসক এইরূপ মত প্রদান করিলে, তিনি অলকট সহ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে য়ুরোপ যাত্রা করিলেন। জাহাজে অবস্থান কালে তিনি আইসিস অনভিল্ড" (Isis unveiled) গ্রন্থ ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহার য়ুরোপ যাত্রার সংবাদ পাইয়া লণ্ডন হইতে অনেক নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। লণ্ডনে যাইবার কল্পনা পূর্ব্বে তাঁহার ছিল না। তিনি উত্তরে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—"তোমাদের সাদর আহ্বান পত্র গুলি পাইয়াছি। আমা হেন অযোগ্য ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তোমাদের আগ্রহের এই প্রমাণ আমার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হইবার নয়। নিয়তির বিরুদ্ধে গিয়া কোন ফল নাই। সমুদ্রে যত দিন ছিলাম, ভাল ছিলাম। কিন্তু ভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থ বোধ করিতেছি। মার্সেল্‌স্ (Marseilles) নগরে যে দিন নামিলাম, সেই দিন হইতেই শয্যাগত আছি। এখানকার গো-শুকর-মাংস পূর্ণ প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় হোটেলোত্থিত বাস্প কি ন্যকারজনক তোমরা আমাকে লণ্ডনে যাইতে বল কেন? তোমাদের চির কুয়াসার মধ্যে, অত্যুন্নত সভ্যতার দুর্গন্ধময় বায়ুমণ্ডলে গিয়া আমি কি করিব, কি করিতে পারি? একটু ভাল হইলেই প্যারিস (Paris) যাইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সেখানেও স্থির থাকিতে পারিব না। তোমাদের মত 'সভ্য' নরনারী-

দিগের কাছে আমার সঙ্গ কেমন লাগিবে? আমার এই কদাকার স্থূল দেহ লইয়া লণ্ডনে যাইবার মুহূর্ত্তমধ্যেই আমি তোমাদের অপ্রীতিকর হইব। দূর হইতেই বস্তু সুন্দর দেখায়। আমি উপস্থিত হইবা মাত্র তোমাদের কল্পনাচিত্রিত সৌন্দর্য্যের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না।" ইত্যাদি।

ব্লাভাস্কি প্যারি নগরে আসিলেন। সেখানে তাঁহার স্বদেশীয় কয়েক জন আত্মীয়ের সহিত মিলন হইল। তন্মধ্যে তাহার ভগ্নী সুলেখিকা জেলিহোবাস্কিও ছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে ভারত হইতে ব্লাভাস্কির আগমন সংবাদ পাই। রুসিয়া, জর্ম্মাণী, এমন কি, আমেরিকা হইতেও সমিতির বহু সভ্য তাঁহার দর্শনার্থ প্যারি নগরে উপস্থিত হইলেন। জেলিহোবাস্কি বলেন, এক্ষণ আর ব্লাভাস্কি ব্যক্তিমাত্রের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য অলৌকিক ক্রিয়া করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, বরং উহা ঘৃণা করিতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক শক্তিক্ষয় হইত। ফলে, নিজ শক্তি ব্যয় করিয়া কোন ক্রিয়া সম্পাদনের পর তাঁহাকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত রোগ ভোগ করিতে হইত। তবে এমন ক্রিয়া হইত, যাহাতে তাঁহার নিজের শক্তিব্যয় আবশ্যক হইত না। এই সকল ক্রিয়ার বিবরণ এখানে অনাবশ্যক, কারণ আমরা পূর্ব্বে বহুতর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি, ব্লাভাস্কি যখন যেখানে থাকিতেন, তখনই সেই স্থানে অলৌকিক ব্যাপার, অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ হইত। একান্ত প্রয়োজন স্থলে দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অলৌকিক ক্রিয়াপেক্ষা ব্লাভাস্কি সেই সময়ে অধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দর্শন লইয়াই অধিকতর ব্যাপৃত থাকিতেন।

৭ই এপ্রেল সন্ধ্যাবেলা সকলের অপ্রত্যাশিতভাবে ব্লাভাস্কি প্যারি হইতে একেবারে লণ্ডনে সমিতির অধিবেশন স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ যাত্রা এক সপ্তাহ পরেই তিনি প্যারিতে ফিরিয়া গেলেন।

অলকট সমিতির কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বেই লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। এই কার্য্য সম্বন্ধে অলকট মহাত্মাগণের সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। ১৮ই মে তিনি লণ্ডন হইতে প্যারি গমন পূর্ব্বক ব্লাভাস্কি ও অন্যান্য সভ্যগণকে যে পত্রখানা দেখাইলেন, তাহা প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে একদিন রেলগাড়ীতে ভ্রমণ কালে অনেক লোকের সাক্ষাতে হঠাৎ তাঁহার জানুর উপর পতিত হয়। পত্রখানা একটী অপূর্ব্ব চিনা খামের ভিতরে ছিল এবং জনৈক মহাত্মা লিখিত। আদিয়ারে যে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা হইতেছে, সে বিষয়ে ঐ পত্র দ্বারা তাঁহাকে সতর্ক করা হইয়াছিল। ব্লাভাস্কি ইহার প্রতি তত মনযোগ দিলেন না। কিন্তু দুই মাস পরে পত্রোল্লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

ব্লাভাস্কি ২৯শে জুন পুনরায় লণ্ডনে আসিলেন, এবং মাসাধিক কাল তথায় অবস্থান করিলেন। তাঁহার দর্শনার্থ অনিবার জনস্রোত তাঁহার গৃহাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলের জন্যই তাঁহার গৃহ উন্মুক্ত। লণ্ডনে যখন তিনি মিসেস্ অরুণ্ডেলের (Mrs Arundale) গৃহে ছিলেন, সেই সময়ে জুলাইমাসের এক অপরাহ্ণে তথাকার কয়েকজন বিখ্যাত আচার্য্য (Professor Barret, Oliver Lodge, Coues প্রভৃতি) ব্লাভাস্কিকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইবার জন্য জোর করিয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হয়েন নাই। সেই স্থানে উপন্যাসলেখিকা Mrs Campbell Praed উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই অপরাহ্ণের ঘটনা, আচার্য্যদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং ব্লাভাস্কির ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, এমন কি, ব্লাভাস্কির ভৃত্য বাবুলার গৃহপ্রবেশ পর্য্যন্ত, তৎকৃত Affinities নামক উপন্যাসে মনোহর ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে উপরোক্ত অধ্যাপকগণ ব্যতীত স্থানীয় "মনস্তত্ত্ব-

সন্ধিৎসু সভা'ব আরও অনেক সুপ্রসিদ্ধ সভ্যের সহিত ব্লাভাস্কি ও অলকটের পরিচয় হয়। পরস্পব আদর আপ্যায়ন, ভোজ নিমন্ত্রণ যথেষ্ট হইয়াছিল। এই বন্ধুত্বের ফলে অলকট ইহাদেব অলৌকিক ক্রিয়ানুসন্ধানের জন্য একটী 'কমিটি' আহ্বান করিবার, এবং তথায় স্বয়ং সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইবার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহা ব্লাভাস্কির অনুমোদিত ছিল না। কারণ দেখিতে পাই, অতঃপর কমিটি এই সাক্ষ্যকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ব্লাভাস্কিব বিরুদ্ধে আক্রমণের যন্ত্র রূপে প্রযুক্ত করিলে, তিনি অলকটকে তীব্র ভৎর্সনা করিযাছিলেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের নিকট আধ্যাত্মিক গূঢ় রহস্য ঘটিত ব্যক্তিগত ঘটনা ঐরূপে প্রকাশ কবিয়া অলকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, ব্লাভাস্কি উহা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া মনে করিযাছেন। সরলমতি অলকট অবশ্যই কমিটির ভবিষ্যৎ অভিসন্ধির বযয়ে পূর্ব্বে কোন প্রকাব সন্দেহ করেন নাই। অনেক প্রসিদ্ধব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১১ই মে হইতে অলকটের সাক্ষ্য আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানের বিষয় ছিল এইগুলি —"জীবিত মনুষ্যেব ছায়ামূর্ত্তি, স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের নির্গমন ও স্থূল বিকাশ, সূক্ষ্মশরীবে সংবাদ আদানপ্রদান, জীবিত মহাত্মাগণের দর্শন লাভ, গুরুভার জড়বস্তুর গমনাগমন, সূক্ষ্ম ঘণ্টাধ্বনি, অলৌকিক উপায়ে লিখিত পত্রাদিপ্রাপ্তি, আবরণবদ্ধ পত্র ডাকযোগে একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইবার সময় তদভ্যন্তরে মহাত্মাগণের লিখন," ইত্যাদি। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অলকট ও সমিতির অন্যান্য কতিপয় সভ্য মুক্তকণ্ঠে আপনাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল সাধারণের উপকারের উদ্দেশ্যেই ইহাঁরা আপনাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়, এমন কি, যাহা যত্রতত্র লোক সমক্ষে বলা অবিধেয়, এরূপ ব্যক্তিগত ঘটনাও,—উক্ত কমিটির নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বন্ধুভাবে প্রদত্ত ইহাদের সাক্ষ্য যে পরে উক্ত কমিটী কর্ত্তৃক ইহাঁদিগেরই, প্রধানতঃ

ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধেই, ব্যবহৃত হইবে, ইহা ঘূণাক্ষরেও ইহারা জানিতেন না। উক্ত কমিটি ইহাদের এই সরল বন্ধুত্বের কিরূপ প্রতিদান করিয়াছিলেন, তাহা পর অধ্যায়ে বক্তব্য।

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে ব্লাভাস্কি সমিতির কতিপয় সভ্য (শ্রীযুক্ত বার্ট্রাম কিটলি, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মিসেস অরুণ্ডেস ও তাঁহার কন্যা প্রভৃতি) সহ জার্ম্মাণির অন্তর্গত এলবারফেল্ড (Elberfeld) নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় তিনি গেভার্ড নামক জনৈক ভদ্রলোকের অতিথি হইলেন। জর্ম্মাণিতে পরাবিদ্যাসমিতির একটী শাখা স্থাপিত হইল, এবং অনেক খ্যাতনামা জর্ম্মাণ পণ্ডিত সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

এই সময়ে ব্লাভাস্কির অনুপস্থিতিকালে,—ভারতবর্ষে তাঁহার ও পরাবিদ্যাসমিতির উচ্ছেদকল্পে এক ভয়ানক আয়োজন আরম্ভ হইতেছিল। এই ঘটনার সহিত মান্দ্রাজের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ব্লাভাস্কির গেভার্ডগৃহে অবস্থানকালে সংঘটিত দুই একটী অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আবশ্যক। উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গেভার্ডের পুত্র রডলফ গেভার্ড (Rudulf Gebherd) বর্ণিত ঘটনার মর্ম্ম এই :—

'যাদুবিদ্যায় আমার চিরদিন আগ্রহ। লণ্ডনে বাসকালীন বিখ্যাত ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিশারদ প্রফেসর ফিল্ডের (Proof, Field) নিকট আমি শিক্ষা লাভ করি। তাঁহার শিক্ষাগুণে আমি অল্প সময় মধ্যে উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলাম। তদবধি আমি যেখানে গিয়াছি, সখ্ করিয়া সকলকে ভোজবাজী দেখাইয়াছি। তদুপলক্ষে প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বাজীকরদিগের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, এবং তাঁহাদের সহিত বিদ্যার বিনিময় করিয়াছি। প্রত্যেক যাদুকরই কোন একটী বিশেষ খেলায় অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি সেই বিশেষ বিশেষ

খেলাগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত প্রত্যেকটী পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। এই নিমিত্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ায় আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কোন অলৌকিক ক্রিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে ঘটিলে উহার কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিলে অন্যায় হইবে না।

"দুটী অলৌকিক ক্রিয়া আমাদের এলবাবফেল্ডের বাটীতে ঘটে। মাদাম ব্লাভাস্কি, কর্ণেল অলকট এবং আরও কয়েকজন বন্ধু তখন আমাদের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। প্রথমটী আমার পিতার নামে মহাত্মা কোথুমীর লিখিত একখানি চিঠি সংক্রান্ত। রাত্রি নয়টা আমরা বৈঠকখানায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি। হঠাৎ মাদাম ব্লাভাস্কির মনযোগ যেন গৃহ মধ্যে কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে আকৃষ্ট হইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, মহাত্মাদের আগমন হইয়াছে। যদি কাহারও কিছু দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত সেইরূপ প্রার্থনা জানাইলে তাঁহারা বোধ হয় উহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কি প্রার্থনা করা যাইবে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে, আমার পিতা মনে মনে যে প্রশ্ন করিবেন, মহাত্মাগণ পত্র দ্বারা তাঁহাকে সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। তখন আমেরিকা প্রবাসী আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য পিতা বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সেই বিষয়েই (অবশ্য মনে মনে) মহাত্মাগণের উপদেশ প্রার্থী হইলেন। মাদাম ব্লাভাস্কি পীড়া নিবন্ধন একখানি সোফায় শুইয়া গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিলেন, পিয়ানোর উপরিভাগে প্রাচীরে যেস্থানে তৈল চিত্রটী রহিয়াছে, সেইস্থানে যেন একটা কিছু হইতেছে, এবং একটা জ্যোতি-রেখা উক্ত চিত্রটীর দিকে বিসর্পিত হইতেছে। গৃহস্থ অপর একজন মহিলাও ইহা দেখিতে পাইলেন। মাদাম ব্লাভাস্কি তাঁহাকে, কি হইতেছে ভালরূপে দেখিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। উক্ত মহিলা

বলিলেন চিত্রটীর উপরে যেন কি একটা বস্তু প্রস্তুত হইতেছে,—বস্তুটা কি, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই দেয়ালের দিকে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ আলোক দেখিতে পাইলেন। আমার সূক্ষ্ম-দর্শন ক্ষমতা নাই, নূতন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমরা এতক্ষণ বসিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পরীক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলাম। পিয়নোটার উপর চড়িয়া প্রাচীর-গাত্র হইতে চিত্রটী সরাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উহার পশ্চাদ্ভাগ বিশেষরূপে দেখিলাম, কিন্তু কিছুই পাইলাম না। চিত্রটী পুনর্বার যথাস্থানে রাখিয়া বলিলাম, আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু মাদাম রাভাস্কি বলিলেন, নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। চিত্রটীর দুইধারে গ্যাসের আলোক জ্বলিতেছিল। উহার নিম্নভাগ দেয়াল হইতে অবলগ্ন করিলে সকল দিক সুন্দররূপে আলোকিত হইল, কিন্তু আমি কোন দ্রব্যের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলাম না। পুনঃরায় চিত্রটা ঠিক করিয়া রাখিয়া আমি মাদাম রাভাস্কির দিকে চাহিয়া বলিলাম, আর কি কর্ত্তব্য আছে? তিনি বলিলেন—ঐ ত একখানা পত্র রহিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম চিত্রটীর পশ্চাৎ দিক দিয়া একখানা পত্র পিয়নোর উপর পড়িল। আমি পত্রখানা কুড়াইয়া লইলাম। পত্র পিতার নামে ছিল, এবং উহা তাহার প্রার্থিত বিষয়ের উত্তর। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। আমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় কুলাইল না দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। 'হাতের সাফাই' প্রভৃতি যতকিছু যাদু কৌশল আমি জ্ঞাত আছি, কিছুতেই এ ব্যাপার বুঝিয়া উঠা যায় না। ইহা একটী সম্পূর্ণ অলৌকিক কাণ্ড বলিয়া আমার ধারণা। * * *

"পরদিন রাভাস্কি যখন নিজ প্রকোষ্ঠে একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথা বার্ত্তায় নিমগ্ন, আমি সেই সময় পূর্ব্বোক্ত বৈঠকখানায় গিয়া চুপি চুপি

আর একবার স্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কোন লোক যে চিঠিখানা চিত্রের পশ্চাতে রাখিয়া আসিতে পারে, এ বিশ্বাসের কোনই হেতু পাইলাম না। অপরাহ্নে যখন আমরা সকলে একত্রিত হইলাম, তখন মাদাম ব্লাভাস্কি আমাকে বলিলেন,—'অদ্য মহাত্মাগণ তোমার পরীক্ষাকাণ্ড দেখিয়া ভারি আনন্দিত হইয়াছেন। গোপনে কেহ চিঠি লুকাইয়া রাখিয়া আসিতে পারে কিনা, তাহাই তুমি পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলে—নয়?' আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আমি যখন বৈঠকখানায় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত, তখন তথায় কেহই ছিল না, আমার এই কার্য্যের কোন কথাও আমি বাটীর কাহাকে বলি নাই। সূক্ষ্ম-দর্শন ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মাদামের ইহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

কিছুদিন পরে যখন কুচক্রীগণ মাদামের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রচার করিতে লাগিল, তখন এই পত্রের কথাও উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল, ঐ সকল পত্র ব্লাভাস্কির নিজ হস্ত-লিখিত, এবং তাঁহার প্রতারণায় সাহায্যকারী কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিক্ষিপ্ত বা স্থাপিত হইত। ইহার প্রমাণার্থ তাহারা কোন কোন হস্তলিপি পরীক্ষকের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিয়াছিল। রুডল্‌ফ গেভার্ড এ বিষয়েও নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য মহাত্মা-প্রেরিত এই পত্র এবং মাদাম ব্লাভাস্কির স্বহস্ত-লিখিত একখানা সুদীর্ঘ পত্র পরীক্ষার্থ জর্ম্মাণির রাজকীয় লিপি-পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সুবিখ্যাত লিপি-পরীক্ষক পত্রদ্বয় পরীক্ষান্তে মিঃ গেভার্ডকে জানাইলেন,—

"আমি লিপিগুলি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া আপনাকে নিশ্চয় সহকারে জানাইতেছি যে, আপনি যদি উভয় পত্র একই ব্যক্তির হস্ত লিখিত মনে করেন, তাহা হইলে আপনি যারপরনাই ভ্রান্ত হইয়াছেন। ইহা আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি। (৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ খ্রীঃ)"

কুচক্রীগণের উপস্থাপিত সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য ও এইরূপ তুচ্ছ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর আক্রমণ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতারণার সাহায্যকারী কতকগুলি লোক ছিল। এ কল্পনাটী আরও চমৎকার, এবং ইহার পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্লাভাস্কি যখন পীড়িত হইয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন রামস্বামীয়ার নামক একজন পদস্থ ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গলাভার্থ বহির্গত হইয়া কিরূপে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। রাম স্বামীয়ার ব্লাভাস্কির কয়েক দিন পরে দার্জ্জিলিঙ্গে উপস্থিত হইয়া পরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া সিকিম প্রান্তে গিয়া তাঁহার গুরুর দর্শনলাভ করেন। তিনি গুরুর দর্শনলাভে চরিতার্থ হইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে এই ঘটনার বিবরণ উজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। * বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, রামস্বামীয়ারের গুরু সেই মহাত্মা আর কেহই নহেন, ব্লাভাস্কির একজন গুপ্তচর মাত্র। যেন লোককে ভুলাইবার জন্য ব্লাভাস্কির বেতনভোগী গুপ্তচরগণ পৃথিবীর নানাস্থানে,—এমন কি, অরণ্যে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে পর্য্যন্ত, ঘুরিয়া বেড়াইত! আর ইহাই বিরুদ্ধবাদীরা জগৎবাসীকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন! চমৎকারিত্বে এই 'গুপ্তচর' মতটি খুবই অপরাজেয় বলিতে হইবে!!

---

* "Five years of Theosophy" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ত্রয়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি পরীক্ষা।

মান্দ্রাজের খ্রীষ্টান-পাদ্রীগণ কোন দিনই পরাবিদ্যা-সমিতির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। সুযোগ মত সমিতির এবং উহার প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রতিকূল সমালোচনা করা ইহাঁরা একটী কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় সমাজের নিকট পরাবিদ্যা সমিতির অপ্রীতিকর হইবার অনেক কারণ ছিল। তন্মধ্যে এই গুলি প্রধান—

(১) পরাবিদ্যা সমিতি সকল ধর্ম্মকেই মুক্তির উপায় বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টান মতে খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যতিরেকে মুক্তি নাই, অধিকন্তু অখ্রীষ্টান মাত্রকেই অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।

(২) খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আপন বিশ্বাসানুযায়ী ভারতে আলোক বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। পরাবিদ্যা সমিতি বলেন, প্রাচীগগনেই প্রথম আলোকের সৃষ্টি। প্রাচ্যদেশ-জাত আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকই অপরাপর দেশের অন্ধকার দূর করিতেছে।

(৩) খ্রীষ্টান-পাদ্রীগণ হিন্দুর শাস্ত্র, সামাজিক আচার ব্যবহার, দেবতা, উপাসনা, প্রভৃতি বিকট চিত্রে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ঐ সকল অতীব হেয়, ঘৃণ্য, অসম্ভোচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া পুস্তক প্রকাশপূর্ব্বক নানা কৌশলে হিন্দুস্থানকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরাবিদ্যা-সমিতি বেদাদি শাস্ত্রের অমূল্য সত্য সকল নিষ্কাশিত করিয়া, আর্য্য জ্ঞানের মহিমা শিক্ষিত সমাজে প্রচার পূর্ব্বক পাদ্রীগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া থাকেন।

"সত্যমেব জয়তে"—সত্যের জয় নিশ্চিত। কিন্তু স্বার্থে আঘাত

পাড়ায় অধিকাংশ লোকই বিচার শক্ত হয়। ক্রমশঃ সত্যের প্রচারে যতই খ্রীষ্টধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দীক্ষায়, প্রভাব প্রতিপত্তিতে বাধা জন্মিতে লাগিল, ততই পাদ্রীগণ বিচলিত হইতে লাগিলেন। সিংহলে ব্লাভাস্কি ও অল্‌কটের বৌদ্ধধর্ম্মোন্নতির চেষ্টায় পাদ্রীরা কিরূপ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা বিদিত আছেন। তদবধি তাঁহাদের ক্রোধ ও ঈর্ষা প্রবলতর হইয়া ব্লাভাস্কি ও তাঁহার সমিতির উচ্ছেদ সাধনে সতত সুযোগ খুঁজিতেছিল। পাদ্রী সমাজে অনেক উন্নত চরিত্র ব্যক্তি থাকিলেও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের আদর্শ হইতে পরাবিদ্যা সমিতির কর্ত্তব্যের আদর্শ ভিন্ন। উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উভয়ের কর্ত্তব্যপথ কতদূর বিভিন্নমুখী। পাদ্রীরা হিন্দুকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলেই জীবন সার্থক মনে করেন। পরাবিদ্যা সমিতি যেমন হিন্দুকে স্বীয় ধর্ম্মে আস্থাবান হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার বর্জ্জিত সত্য সকল উদ্ঘাটিত করিয়া প্রত্যেককে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। মান্দ্রাজের পাদ্রীগণের নেতা প্রধানাচার্য্য লর্ড বিসপ মহোদয় স্বয়ং কোন সময়ে পরাবিদ্যা সমিতির প্রতিকূল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কর্ণেল অলকটের সহিত বাক্‌ বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে এই বিরোধী সমাজদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষে যে হলাহল উত্থিত হইল, তাহাই আমাদের বক্তব্য।

১৮৭১ খ্রীঃ ব্লাভাস্কি সমুদ্রমগ্ন হইয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়া মিশরে উপস্থিত হন। সেই সময়ে মাদাম কুলম (Madame Coulomb) নাম্নী জনৈকা রমণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কুলম ও তাহার স্বামী কেইরো (Cairo) নগরে একটা হোটেল চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ব্লাভাস্কি এই হোটেলে কিছু দিন আশ্রয় লইয়াছিলেন। কুলম্ আপনাকে একজন মিডিয়ম বলিয়া গর্ব্ব করিত। ব্লাভাস্কির প্রেততত্ত্বানুসন্ধান সভায় কুলমও যোগ দিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে, এই কুলম;

দম্পতি অন্নবস্ত্রাভাবে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্লাভাস্কির শরণাপন্ন হয়। পূর্ব্ব পরিচয়ের অনুরোধে ব্লাভাস্কি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার উদার মুক্ত হৃদয় শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে বিপন্নকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। স্ত্রী গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল, স্বামী চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইত। ব্লাভাস্কি ও অলকটের প্রথম সিংহল যাত্রার অনতিপূর্ব্বে কুলমেরা বোম্বাই আইসে। উহাদিগকে উক্তরূপে গৃহে স্থান দিয়া তাঁহারা সিংহল চলিয়া যান। কুলম পত্নীকে এইরূপে এক প্রকার গৃহকর্ত্রীর পদে নিযুক্ত করাতে অনেকে অলকটের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের কার্য্যপটুতা এবং ব্লাভাস্কির প্রতি একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দেখিয়া অলকট প্রীত হইয়াছিলেন। সেই জন্য উহাকে গৃহের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে অলকট দ্বিধা করিলেন না।

কিন্তু কুলম দম্পতির নীচতা ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। উহারা অনেক সময় সমিতির সভ্যগণের নিকট পীড়াপীড়ি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। ভবনগরের মহারাজার ভ্রাতা রাজকুমার হরসিংজীর নিকট হইতে দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহের জন্য কুলম-পত্নী নানা চেষ্টা করে। ব্লাভাস্কি ভবনগরে গিয়া ইহা জানিতে পারিয়া কুলমকে কঠোর শাসন করেন। তদবধি সে ব্লাভাস্কির শত্রুতাচরণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। এই ঘটনা ব্লাভাস্কির ইউরোপ যাত্রার প্রাককালে ঘটে। তাই তিনি উহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিবার এবং উপস্থিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু তিনি ডাঃ হাটমানকে বলিয়া গেলেন, সমিতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া কুলম যেরূপ নীচতার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর উহাদিগকে আদিয়ারে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। ব্লাভাস্কি ভবনগর হইতে একেবারে বোম্বাই গিয়া জাহাজ চড়িলেন। কুলম কপট দুঃখ জানাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু আসিবার সময় ব্লাভাস্কির সঙ্গীয় ভৃত্য বাবুলার

নিকট অন্তরের গরল ঢালিয়া গেল,—"তোমার কর্ত্রী আমাকে যেমন দুই হাজার টাকা হইতে বঞ্চিত করিলেন, আমিও তেমনি ইহার প্রতিশোধ লইয়া তবে ছাড়িব।"

ব্লাভাস্কি চলিয়া গেলেন। কুলম প্রকাশ্যরূপে নিজ মূর্ত্তি ধরিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উহাদিগকে তিরস্কৃত ও চরিত্র-সংশোধন করিতে সতর্ক করিয়া দিলেন। সমিতির প্রতি পাদ্রীদিগের মনোভাব ইহারা বিলক্ষণ অবগত ছিল। এক্ষণ মান্দ্রাজে যাতায়াত করিয়া সমিতির বিরুদ্ধে তাহাদের নিকট নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। কুলম পত্নীকে ব্লাভাস্কির ও সমিতির বিরুদ্ধে ইতস্ততঃ নানা অপবাদ রটনা করিতে দেখিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ উহার ঈদৃশ কৃতঘ্নতায় স্তম্ভিত হইলেন। সতর্ক করা সত্ত্বেও যখন উহারা এই নীচ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল না, তখন সভ্যগণ ঐ দম্পতীকে অপসৃত করিতে মনস্থ করিলেন। অন্যতম সভ্য ডাঃ হাটম্যান দয়া করিয়া আমেরিকার কলোরেডো (Colorado) নামক স্থানে একটা স্বর্ণ খনিতে তাঁহার নিজের যে স্বত্ব ছিল, তাহা দিয়া উহাদের জীবিকার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। উহারাও তথায় যাইবার আয়োজন করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন বোধ হয় উহাদের পরামর্শদাতাদের উত্তেজনায়, উহারা সহসা সভ্যদের নিকট তিন সহস্র টাকা দাবি করিয়া বসিল। উহারা বলিল, উহাদের নিকট ব্লাভাস্কির নিজ হস্তলিখিত তাঁহারই অপবাদজনক অনেক পত্র আছে, টাকা না পাইলে ঐ সকল পত্র প্রকাশ করিয়া দিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উহাদের এই আস্ফালনে ভীত হইলেন না, উহাদিগকে উৎকোচ দিয়া কৃতার্থ করিতেও সম্মত হইলেন না। পরন্তু উহাদিগকে ডাকাইয়া উহাদের সম্মুখেই উহাদের কার্য্যকলাপ আলোচনা পূর্ব্বক উহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন, এবং সমিতির বাটী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ব্লাভাস্কি উহাদিগকে নিজ গৃহগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন,

এইজন্য তাঁহার আদেশ ব্যতীত উহারা বাটী ত্যাগ করিবে না বলিয়া গোল যোগ উপস্থিত করিল। অর্থাৎ, উহারা ব্লাভাস্কির গৃহে থাকিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে রত থাকিবে! যাহা হউক, তার যোগে জার্ম্মানি হইতে ব্লাভাস্কির অনুমতি গ্রহণান্তর কার্য্য নির্ব্বাহক সভা উহাদিগকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। মান্দ্রাজের পাদ্রী বন্ধুগণ অবিলম্বে উহাদিগকে আশ্রয় দান পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে উদ্যত হইলেন। তৎপরেই "Christian College Magazine নামক পত্রে ব্লাভাস্কির ঘোরতর গ্লানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ। শ্রীদামোদর ব্যথিত হৃদয়ে এই সকল কাহিনী বিবৃত করিয়া ব্লাভাস্কিকে পত্র লিখিলেন। তাহা তিনি জর্ম্মানিতে ১০ই সেপ্টেম্বর (১৮৮৬ খৃঃ) প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার স্বভাবতঃ উত্তেজনাশীল চিত্ত এই ঘোর কৃতঘ্নতার কার্য্যে এবং উহাতে কতিপয় পাদরী পুঙ্গবের যোগদানের বৃত্তান্তে বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিল! ব্লাভাস্কির নিন্দা অপযশ চারিদিকে রটিত হইল। ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহে ইহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। প্রবন্ধের সারাংশ তারযোগে লণ্ডনের টাইম্স্ (The Times) পত্রে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইল, এবং বিলাতে ইহা লইয়া তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইল। কাহারও কাহারও ধারণা ছিল, ব্লাভাস্কি শঠ,—ধারণা বদ্ধমূল হইল। কাহারও কাহারও সন্দেহ ছিল, ব্লাভাস্কির ক্রিয়াকাণ্ড বুঝি বা মিথ্যা, এইবার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অনেকের ব্লাভাস্কির প্রতি বেশ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এইবার তাহাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হইল। কেননা, ধর্ম্মযাজকগণ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিতেছেন, ব্লাভাস্কির ক্রিয়া কলাপ, অলৌকিক উপায়ে মহাত্মাদের সহিত পত্র-বিনিময়, সূক্ষ্ম শরীরে মহাত্মাদের আগমন ও কাহারও২ সহিত কথোপকথন, এ সকলই ব্লাভাস্কির প্রতারণা, নানা কলকৌশলের সাহায্যে এবং কুলমদিগের সাহচর্য্যে সম্পাদিত হইত।

অলকট নভেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্লাভাস্কি কুলম-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষরূপে অনুসন্ধানের জন্য মিশর যাইবেন এবং তথা হইতে ভরতে আসিবেন, এইরূপ স্থির হইল। মান্দ্রাজের হিন্দুসাধারণ এবং কলেজের ছাত্রগণ অলকটকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া জানাইলেন যে, পরাবিদ্যা সমিতি ও মাদাম ব্লাভাস্কির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ অচল অটল, এবং কুৎসাকারীগণ তাঁহার চরিত্রের উপর যে দোষারোপ করিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে ভিত্তিহীন ও ধিক্কারযোগ্য।

ব্লাভাস্কি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া টাইম্স পত্রে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, কুলম-পত্রগুলি সমস্তই কৃত্রিম, উহার একখানাও তাঁহার লিখিত নহে। আরও দুই এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিবাদ করিলেন। তিনি প্রতিবাদ করিলেন সত্য, কিন্তু উহা তখন কে শুনে? তাঁহার ক্ষীণ স্বর নিন্দার ঢক্কারবে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কুৎসার শত জিহ্বা তখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে লণ্ডন সমিতির এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য শাখা সভার সভ্যবর্গের শ্রদ্ধার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তাঁহারা এই সকল নিন্দাবাদের মূলীভূত কারণ অবগত হইয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ব্লাভাস্কির প্রতি অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। ব্লাভাস্কি লণ্ডন হইতে মিশরে গিয়া অলকটকে জানাইলেন যে, কুলমদিগের দুশ্চরিত্রতার যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। মিঃ লেডবেটার, (Mr. Leadbeater),—যিনি স্বয়ং একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক ছিলেন,—ব্লাভাস্কির সঙ্গে ছিলেন। তিনিও মিশর হইতে "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রে কুলমদের সেস্থলের কীর্ত্তি কথা কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে ব্লাভাস্কি ভারতে আগমন করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইল। সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুগণ তাঁহার সসম্মান প্রত্যুদগমন করিলেন। তাহার এই অভ্যর্থনায় সাধারণের মধ্যে যেরূপ

উৎসাহ, উদ্যম, সরল সহৃদয়তা দৃষ্ট হইল, তাহাতে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অযথা নিন্দাবাদে যে তাঁহাদের চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ক্রিশ্চিয়ান কলেজের (Christian College of Madras) শত শত ছাত্র এবং অন্যান্য কলেজের ছাত্রবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া ব্লাভাস্কির জয় ঘোষণা পূর্ব্বক এক বিরাট সভায় তাঁহার অভিনন্দন করিল। অভিনন্দন পত্রে পঞ্চশতাধিক ছাত্রের স্বাক্ষর ছিল। ব্লাভাস্কি উপস্থিত হইবা মাত্র সমাজের মুকুট স্বরূপ ব্যক্তিবর্গমণ্ডিত সমগ্র সভা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিল এবং সমস্বরে তাঁহার শুভ কামনা করিল। এই সভায় উক্ত কলেজের পাদ্রী অধ্যাপকগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চক্ষুর সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। ব্লাভাস্কিকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই—

"ইউরোপে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া আপনি এখানে পুনরাগমন করিয়াছেন,—এতদুপলক্ষে আমরা আপনাকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। ভারতবর্ষ আপনার নিকট যে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, তাহার উপযুক্ত প্রকাশ অভ্যর্থনায় অসম্ভব। আপনি আধ্যাত্মিক সত্যের প্রচারোদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনার বিস্ময়কর গ্রন্থ "আইসিস্ অনভিল্ড"এর আলোকে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও দর্শনাদির গূঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের বেদীর উপর স্থাপিত ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখাকে প্রোজ্জ্বল করিতে আমাদের প্রিয় কর্ণেল (অলকট) মহাশয় যে সুমহৎ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার মূল আপনি।

'পৃথিবীর একাংশে যখন আপনি জ্ঞান বিস্তারে প্রবৃত্ত, তখন অপর-দিকে শত্রুগণ আপনার গ্লানিকর কার্য্যে ব্যাপৃত। একটা তাড়িত ভৃত্যকে অবলম্বন করিয়া ইহারা মান্দ্রাজনগরে আপনার নানা অপযশ রটনা করিয়াছে। ইহাদের এই সকল ব্যর্থ চেষ্টা অতীব ঘৃণাস্পদ। আপনি

নিশ্চয় জানিবেন, আপনার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, আপনার মনের উচ্চতা, উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং নিষ্কাম আত্মত্যাগের উপরে এত দৃঢ়রূপে স্থাপিত যে, উহা কাহারও বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত অপযশ রটনায় বিচলিত হইবার নহে। আর এরূপ হিংসা দ্বেষ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে।” ইত্যাদি।

ব্লাভাস্কি এই অভিনন্দনের মুক্ত সহৃদয়তার মর্ম্মস্পৃষ্ট হইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

“আমার লিখিত বলিয়া যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানাও আমার লিখিত নহে। পত্রগুলি একেবারে কৃত্রিম। এই অপবাদকারীদের প্রতি আমি নিয়ত সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আজ কিনা তাহারা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগদান করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি ভারতের সেবা সম্পর্কে এমন কিছুই করি নাই, যেজন্য আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, এই দেহ দ্বারা যতদিন পারিব, ভারতের সেবায় রত থাকিব।” ইত্যাদি।

ব্লাভাস্কি কখনও সাধারণ সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন না। অলকট বলেন, বোধ হয় ইহাই তাহার প্রথম ও শেষ বক্তৃতা।

এদিকে ভারতীয় সংবাদ পত্র সমূহও ব্লাভাস্কির প্রতি হিন্দু জাতির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সমস্বরে তাঁহার চরিত্রের গুণগান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রধান ২ পত্রের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ পত্র লিখিলেন, “হিন্দু সমাজ মাদাম ব্লাভাস্কির প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছে। কারণ হিন্দুর বিশ্বাস, এই মহিলার প্রতারণা বাহির করা মিশনরিদের একটা ছলনা মাত্র। তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনকে আক্রমণ করা।”

ইণ্ডিয়ান ক্রোনিকল (Indian Chronicle) লিখিলেন “আমরা

নিজে থিয়সফিষ্ট নহে। কিন্তু থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদিগকে আমরা অতীব শ্রদ্ধা করি। বস্তুতঃ এই একটী সমিতি ভিন্ন বিদেশীয়দিগের অন্য কোন অনুষ্ঠানই ভারতের জাতীয় চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় বিদ্রূপকারীরা বোধ হয় জানেন না যে, মহাত্মাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস ভারতবাসীর অন্তরে চির প্রোথিত। এবং মান্দ্রাজের পাদ্রীরা যে এই বিশ্বাসের কোন হানি করিতে পারিবেন, ইহা অসম্ভব। থিয়সফি শীঘ্রই এই সাময়িক অমাবস্যা হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দুলোকের ধারণ করিবে।”

‘অমৃতবাজারপত্রিকার’ মতে,—‘থিয়সফিষ্টরা ব্রহ্মবিদ্যার যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করে, খ্রীষ্টান মিশনরিরা তাহার ধারণা করিতে অক্ষম। যোগসিদ্ধিতে বিশ্বাসবান হিন্দু কখন মহাপুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের মতামত অনুধাবন করিয়া আমরা বুঝিতেছি, মিশনরিরা মহাপুরুষে অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর অপ্রীতিভাজন হইতেছেন।”

ব্লাভাস্কি ভারতে আসিয়া খ্রীষ্টান মিশনরিদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। অলৌকিক ক্রিয়ার যাহারা প্রমাণ পায় নাই, তাহারা উহা বিশ্বাস করিবে কেন? আর আদালতে এ সকল কথা প্রমাণযোগ্য কিনা, আহত হৃদয়ের আবেগ বশতঃ তখন ইহা তিনি বিচার করিতে পারেন নাই। তবে ব্লাভাস্কি একবার আদালতে আইসেন, তাঁহার শত্রুগণের তাহাই ইচ্ছা। কারণ ‘হার—জিত’ যাহাই হউক, অবমাননাসূচক জেরামুখে তাঁহাকে একবার অপদস্ত করিয়া আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ তাহারা পাইবে। অলকট বহুদিন ব্যবহারজীবীর কার্য্য করিয়া আইন আদালতের অভিজ্ঞতা যথেষ্টই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবেচনায় আদালতে এ বিষয়

নরেন্দ্রনাথ সেন

লইয়া যাওয়া সমীচীন বোধ হইল না। স্বাভাবিক প্রমাণ প্রয়োগের কুটতর্ক অত বুঝিতে চাহেন না। তিনি মনে করিলেন, তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে বিচারকের ন্যায়পরতাই যথেষ্ট এবং সকল বিচারক-কেই ন্যায়ের অবতার বলিয়া বুঝেন। অতএব তিনি অলকটের অসম্মতিতে ভারি অসন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে, অব্যবহিত পরেই বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সমিতির যে সাধারণ অধিবেশন হইল, তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির জন্য এ বিষয় উপস্থিত করা হইল। এ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য সাধারণ সভাকর্ত্তৃক একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। নানাদেশাগত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রধান ২ ব্যক্তিকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইল। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী ও বিচারক পদাভিষিক্ত ব্যক্তিরও অভাব ছিল না, যথা, ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, এটর্নি, সভাপতি; রাম স্বামীয়ার, মাদুরার ডিষ্ট্রীকট রেজিষ্ট্রার; নৌরজি দোরাবজি খাণ্ডাল ভালা, জজ; নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট; টি সুব্বারাও, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকিল; শ্রীনিবাস রাও, জজ; পি, ইয়ালু নাইডু, ডিঃ কালেক্টর; রঘুনাথ রাও, ডিঃ কালেক্টর ইন্দোর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, (স্যর) সুব্রহ্মণ্য আয়ার, মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকিল, পরে হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রভৃতি।

নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, তাঁহার ভ্রাতা নববিধানাচার্য্য স্বর্গীয় কেশব-চন্দ্র সেন মহাশয় কোন অপযশকারীর বিরুদ্ধে যে মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এজাতীয় মোকদ্দমায় বিবাদীর অপেক্ষা বাদীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া থাকে, বহুবৎসর এটর্ণির ব্যবসায় করিয়া ইহাই তাঁহার ধারণা। জজ খাণ্ডালভালা বলিলেন, যে পত্রখানায় তাঁহার নাম আছে, উহা সম্পূর্ণ জাল। জেনারেল মরগান বলিলেন, কুলম প্রকাশিত সমগ্র পত্রই সম্পূর্ণ জাল। কিন্তু কেহই

আদালতে যাইবার পরামর্শ দিলেন না। সর্ব্বজনমান্য সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি খ্যাতনামা আইনজ্ঞগণ মোকদ্দমার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন; তিনি বলিলেন, আদালতে যাহা ধার্য্য হয়, অনেক সময়ে তাহা সত্যের বিপরীত, তদ্ভিন্ন আর এক কথা এই যে, এই সমিতি ইহার একটী প্রধান লক্ষ্য সকলের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপনরূপ কর্ত্তব্যপালনে রত থাকুন, কেহ নিন্দা করিলে তজ্জন্য আদালতে যাইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন এর ইহার পক্ষে অসঙ্গত। সমিতির পক্ষে যাহা বক্তব্য তাহা পুস্তকাকারে সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হউক। ভ্রান্ত লোকেরা ইহাতে সত্যকথা জানিতে পারিবে।

প্রকৃতপক্ষে আদালতে সুফলের আশা অল্পই ছিল। তাহার একটী কারণ এই যে, মান্দ্রাজের আংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সমিতির প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। তাঁহাদের স্বজাতীয় বিচারক নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবেন কিনা, সেটী সন্দেহের কারণ হইয়াছিল। অলকট কোন সম্ভ্রান্ত সূত্রে অবগত হইয়া তাঁহার গ্রন্থে দুইজন হাকিমের মধ্যে গুপ্ত কথোপকথনের যে সারমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, উক্ত সন্দেহ অমূলক ছিল না।*

---

* One fact reported confidentially by a very respected colleague of ours, made a deep impression on the mind of the Committee He had overheard a conversation between two influential Madras civilians about Madame Blavatsky and the charges against her In reply to a question by one of them as to what would be likely to happen, the other said, 'I hope she will bring an action, for...... who must try it, is determined to give the greatest latitude for cross examination, so that this d—d fraud may be shown up, and it is not at all impossible that she may be sent to the Andaman Islands—O. D. L., vol. III. P. 195.

ব্লাভাস্কি অগত্যা এই কমিটির সিদ্ধান্তে সম্মত হইলেন। পরদিবস সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশন সভায় ব্লাভাস্কি উপস্থিত হইলে, পৃথিবীর নানাদেশ হইতে সমাগত সার্দ্ধ সহস্র প্রতিনিধি সেই সুবৃহৎ সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও স্নেহব্যঞ্জক উচ্চরোল তুলিলেন এবং বক্তাগণের মুখে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র জয়ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় সভ্যবর্গের এই অবিচলিত বিশ্বাসের প্রমাণ পাইয়া ব্লাভাস্কির ক্ষতচিত্ত কতকটা সুস্থ হইল।

যাহা হউক, 'এস্-পি-আর' (Society for Psychical Research) নামক বিলাতের পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত বিবুধজন গঠিত 'মনস্তত্ত্বান্বেষী সমিতি' কিছুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের, তথা উঁহারই কমিটী সম্মুখে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে অনেকের প্রদত্ত সেই সাক্ষ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ জনৈক সভ্যকে ভারতে প্রেরণ করিলেন। মিঃ হজসন (Mr Richard Hodgson) নামক এই তরুণবয়স্ক সভ্য মহাশয় যথাকালে মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ পরাবিদ্যা-সমিতির সভ্যগণের নিকট উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা ইঁহাকে অতিথি জ্ঞানে সৎকারপূর্ব্বক যথোচিত ভদ্রতা ও যত্ন সহকারে ইঁহার উদ্দিষ্ট অনুসন্ধান কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিলেন, এবং গৃহের যাবৎ স্থান ইঁহার পরিদর্শনার্থ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

এস্থলে ব্লাভাস্কির ব্যবহৃত প্রকোষ্ঠগুলির একটু বর্ণনা আবশ্যক। বাটীর উপরের গৃহগুলি মাদামের নিজের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। একটী প্রকোষ্ঠ 'তত্ত্ব-নিকেতন' (Occult room) নামে পরিচিত। এই স্থানটী সাধারণের সংস্পর্শ-শূন্য, এবং অত্যন্ত পবিত্রভাবে রক্ষিত হইত। ইহা একমাত্র তাঁহার ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ লোক ভিন্ন অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। ইহার

সংলগ্ন অন্য একটী গৃহের প্রাচীরে একটী ছোট আলমারি ঝুলান ছিল। এই আলমারির মধ্যে মহাত্মাদের দুইখানি চিত্র, এবং তাঁহার তিব্বত বাসের চিহ্নস্বরূপ মহাত্মাদের স্মৃতিজড়িত দুই চারিটী সামগ্রী সযত্নে ভক্তির সহিত রক্ষিত ছিল। ব্লাভাস্কি চিত্রদ্বয় ও উক্ত দ্রব্যগুলির আধার স্বরূপ আলমারিটীর নাম দিয়াছিলেন—'ঠাকুর ঘর' (The Shrine)। এই ঠাকুর ঘরের ভিতর দিয়া তিনি সময় সময় মহাত্মাদের প্রেরিত লিখিত আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, এবং নিজের লিখিত প্রশ্নাদি নিবেদন করিয়া উহাতে স্থাপন করিলে তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। বলা বাহুল্য, এই সকল ক্রিয়া যোগবলেই সম্পন্ন হইত। পাঠক ব্লাভাস্কির গৃহগুলির এই ব্যবস্থা-প্রণালী দেখিলেন।

ব্লাভাস্কির অনুপস্থিতিকালে সমিতির বিরুদ্ধাচারীরা প্রচার করিল, এই গৃহগুলির মধ্যেই গুপ্ত প্রবঞ্চনার কল-কৌশল নিহিত ছিল। তবে আর একটী কথা এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ব্লাভাস্কির শয়ন কক্ষটী অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। এই কক্ষটী পর্দ্দাদ্বারা ভাগ করিয়া একাংশ তাঁহার শয়নের জন্য, এবং অপর অংশ অভ্যর্থনা গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহা সুবিধাজনক বোধ না হওয়াতে, সন্মুখস্থ বিস্তৃত উন্মুক্ত ছাদের এক পার্শ্বে তাঁহার জন্য একটী পৃথক শয়নকক্ষ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। ইহা যখন স্বীকৃত হইল, তখন তিনি পীড়িত হইয়া ইউরোপ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কুলমের স্বামী সূত্রধরের কার্য্যে ও শিল্প-কৌশলে অভিজ্ঞ ছিল। ব্লাভাস্কি আদিয়ার ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে তাহাকে ঐ গৃহ নির্ম্মাণের ভার দিলেন। এই কার্য্য যখন চলিতেছে, তখন তিনি আদিয়ার ত্যাগ করিলেন। কুলম আপন মনে ঐ কার্য্য করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার পত্নী গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণ এই দুই ব্যক্তি নিরঙ্কুশভাবে ব্লাভাস্কি-গৃহে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইল। সুতরাং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য, সমিতি

ও ব্লাভাস্কির উচ্ছেদ মানসে, এদম্পতি দ্বারা কোনপ্রকার কল কৌশলের সৃষ্টি সম্ভাবনা বেশ ছিল। প্রকৃত পক্ষে হইয়াছিলও তাই। Philosophic Inquirer নামক পত্রের সম্পাদক মি. ব্রিজ্যান্ড মহাশয়ের লিখিত উক্তি হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি কুৎসা রটিবার পূর্বেও ম্যাডামের গৃহগুলি ভালরূপ দেখিয়াছিলেন, এবং গৃহও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, পাদ্রীগণ কর্তৃক কুৎসা প্রচারের অব্যবহিত পরেই (ব্লাভাস্কি চলিয়া গেলে) ব্লাভাস্কির গৃহস্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন, ... প্রাচীরের বাহিরের দিকে, যেখানে পূর্বে কোন ... না, সেখানে একটি গর্ত খনিত হইয়াছে, এবং সেই গর্তটিকে ... সংলগ্ন হইয়াছে। উহা খুলিলে, একটী ছোট বালক ... পারে, এরূপ একটী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে, দেখা গেল। কিন্তু তখনও ... সহিত ঠাকুরঘররূপ আলমারিটীর যোগ করা হয় নাই অর্থাৎ তখনও কার্য্যটি সম্পূর্ণ হয় নাই। এই সকল নূতন পরিবর্তন ... করা হইয়াছে, ব্রিজ্যান্ড মহাশয় তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

ইহা দেখিয়া হজসন সাহেব ভাবিলেন, আর কি? ইহাই ব্লাভাস্কির প্রতারণার যথেষ্ট প্রমাণ! ইহা কে করিল, কখন হইল, এ সকল অনুসন্ধান করা তাঁহার বিচারবুদ্ধিতে উপযুক্ত বোধ হইল না। কিন্তু কি ভারতবাসী কি ইউরোপীয়, সকলেই জানিত, (শ্রীযুক্ত) সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় বলিতেছেন, ব্লাভাস্কির উপস্থিতিকালে ... প্রাচীরে এ সকল কাণ্ড কারকারখানার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। * মিঃ সিনেট বলেন, তরুণ

"I saw no room for deception, no wire, no spring, inside or outside the shrine. I requested permission to examine the shrine and was allowed to do so etc., etc," *Ibid*

যুবক হজসন মান্দ্রাজের সাহেব সম্প্রদায়ের সঘন ভোজ নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে লাগিলেন, এবং স্থানীয় পাদ্রীগণের কথা বাইবেলের ন্যায় সত্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে এক অতীব অহেতুবাদ—দুষ্ট ভ্রান্তিময় রিপোর্টের উৎপত্তি হইল। হজসন সাহেব লিখিলেন, কুলম-প্রকাশিত পত্রগুলি বিশেষজ্ঞ লিপি-পরীক্ষকের মতে অকৃত্রিম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এইলিপি পরীক্ষকের কথার মূল্য কত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এই লিপি-পরীক্ষকের যোগ্যতাও যে উচ্চশ্রেণীর নহে, অলকট কতকগুলি উদাহরণ দিয়া তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

মিঃ হজসনের রিপোর্ট কিরূপ দুর্ব্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহা তাহার প্রধান সাক্ষী কুলমের চরিত্র হইতেই বুঝা উচিত। কুলম বলিতেছে, সে ব্লাভাস্কির প্রতারণার প্রধান সহকারী। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে এই স্বয়ং স্বীকৃত প্রতারকের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যে পত্রগুলি তাঁহার প্রধান অবলম্বন, সেগুলি তিনি অলকট ও ব্লাভাস্কিকে দেখাইয়া তাঁহাদের মতামত জানিতে পারিতেন। কিন্তু এতটুকু ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতেও তিনি কেন কুণ্ঠিত হইলেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা লইয়া এত গোলযোগ, তাহা সত্য কিনা, ভদ্রতার অনুরোধেও ইহা মাদাম ব্লাভাস্কিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তিনি একটীবারও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। ব্লাভাস্কি একখানা পত্রে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"অদ্য পর্য্যন্ত আমাকে ঐ সকল পত্রের একটী পংক্তিও দেখান হয় নাই। কেন, মিঃ হজসন কি একখানা পত্রও দেখাইতে পারিতেন না? ইংলণ্ডের আইনানুসারে কি একজন রাস্তার ঝাড়ুদারকেও তাহার অজ্ঞাতে, তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার স্বপক্ষে একটীমাত্র কথাও বলিবার অবসর না দিয়া,—কখন সর্ব্ব সমক্ষে অভিযুক্ত করা হয়?"

হজসন সাহেব যে সকল অলৌকিক ব্যাপারের অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপারের অনুসন্ধানের পক্ষে আবশ্যকীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অতএব তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে সত্য নির্ণয় হওয়া দূরে থাকুক, ভ্রম প্রমাদ ও জল্পনা কল্পনার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়াই সম্ভব এবং তাহাই হইয়াছে। তাঁহার জানা উচিত ছিল, কেবল মান্দ্রাজে নহে, ব্লাভাস্কি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত। এই জীবনী পাঠক জানেন অলৌকিক ক্রিয়া ব্লাভাস্কির জন্মাবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া আসিতেছে। তাঁহার জীবনের এই বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহার শৈশব ও বাল্যের অনেক প্রামাণ্য ঘটনা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি।

হজসন সাহেবের ইহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল যে, ব্লাভাস্কি প্রকৃতপক্ষে কুলম সাহায্যে প্রতারণা করিলে তাঁহার প্রতারণার প্রমাণগুলি উহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কখনই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ইউরোপ যাত্রা করিতে পারিতেন না, এবং জর্ম্মানি হইতে ভারতে ফিরিবার পূর্ব্বেই ঐ প্রমাণ গুলির যথেষ্ট ব্যবহার করিবার অবসর দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশে সম্মত হইতেন না। ব্লাভাস্কিকে এরূপ নির্ব্বোধ মনে করিয়া তিনি অদ্ভুত বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী হিউম মহোদয় ষ্টেটস্‌ম্যান (The Calcutta Statesman) পত্রে ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন। কিন্তু তরুণ বয়স্ক হজসন সাহেব সকল সহজ সিদ্ধান্তের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মবুদ্ধির গরিমা অসীম।

যিনি পিতৃ-প্রাসাদের অনায়াস-লভ্য সুখবিলাস, লোকবাঞ্ছিত ধনজন সম্পদ ও কুলগৌরব চির তরে বিসর্জ্জন দিয়া দারিদ্র্য আশ্রয় করিলেন, যিনি আমেরিকার সংযুক্ত রাজ্যের গৌরজনরূপে পরিগৃহীত হইয়া, রুশিয়ার

এক উচ্চরাজ-পুরুষের বিধবার ন্যায্য প্রাপ্য বার্ষিক পঞ্চসহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আয় অবলীলা ক্রমে উপেক্ষা করিয়া, এক মহৎ লক্ষ্য সাধনোদ্দেশ্যে পৃথিবীর কঠোর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই ব্লাভাস্কি কোন লাভের প্রত্যাশায় এই প্রতারণার কার্য্য করিবেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইতে পারে। মিঃ হজসন পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। তিনি ব্লাভাস্কির প্রতারণার যে উদ্দেশ্য বাহির করিয়াছেন, তাহা শুনুন। তিনি লিখিয়াছেন, ব্লাভাস্কি প্রকৃত পক্ষে ছদ্মবেশী রুসিয়ার গুপ্ত-চর,—ভারতের নির্ব্বোধ লোক গুলাকে ফাঁকা ধর্ম্মের কথায় ভুলাইয়া এবং গবর্ণমেণ্টের চক্ষে ধূলি দিয়া এদেশে বাস করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। পাঠক জানেন, স্বয়ং ভারত-গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের অনুসন্ধান পূর্ব্বক ব্লাভাস্কিকে সকল প্রকার রাজনৈতিক সংস্রবের সন্দেহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। হজসন সাহেব ইহার কোন সংবাদ রাখিতেন কিনা, জানি না। কিন্তু তাঁহার উর্ব্বর কল্পনা যে গবর্ণমেণ্টের সাবধান অনুসন্ধান ফলকেও অতিক্রম করিয়া সেই মৃত গুপ্তচর তত্ত্বটাকে কবর হইতে টানিয়া তুলিয়া পুনর্জ্জীবিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অলকট, সিনেট প্রভৃতি S. P. R. কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তুত বা লিখিত সাক্ষ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে স্মৃতিই তখন তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল, এবং বন্ধুভাবেই তাঁহাদের সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়। ইহার দুই এক স্থানে ভ্রম থাকা,— অবশ্যই ঘটনা-বিবৃতিতে, তত্ত্ব সম্বন্ধে নহে,— অসম্ভব নহে। হজসন সাহেব এইরূপ দুই একটা ছিদ্র বাহির করিয়া সমস্ত অলৌকিক ঘটনাই মিথ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অলকট অবশ্যই জানিতেন না যে, তাঁহাকে এইরূপে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। ইহা তিনি পরে বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন—

"কমিটি জীবিত মহাত্মা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব, উদ্দেশ্য ও মতামত: একেবারে পদদলিত করিয়া আমাদের সাক্ষ্যের যথেষ্ট অপব্যবহার

করিয়াছেন। আমাদের সমিতিকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া উহাকে ভূমিসাৎ করা এবং তৎস্থানে আপনাদের সভার একাধিপত্য স্থাপন করাই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রিপোর্টটী আগাগোড়া এই উদ্দেশ্যের পরিচায়ক।*

আমাদের বোধ হয় S. P. R. সভা পরাবিদ্যা সমিতিকে কেবল যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত, তাহা নহে, কিন্তু কোন ২ অংশে ঘোর পরিপন্থীও মনে করিত। ইহার এক কারণ এই যে, যে প্রেততত্ত্ব লইয়া S. P. R. অনুসন্ধান করিতেন, সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মতের সহিত উহাদের বিষম বিরোধ ছিল। আমেরিকার প্রেতাহ্বান-চক্র গুলির উপর ব্লাভাস্কির সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রেতদৃশ্য সম্বন্ধে প্রেততাত্ত্বিকেরা যাহা মনে করেন, তাঁহার মতে উহা ভ্রমজালে জড়িত। এই মত বিরোধের জন্য ব্লাভাস্কিকে প্রেততাত্ত্বিকদের নিকট অনেক আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে, ইহাও আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই বিরোধের তরঙ্গ পাশ্চাত্য দেশের যাবতীয় প্রেততাত্ত্বিককে আঘাত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? S. P. R.এর সভ্যরা মহা বৈজ্ঞানিক হইলেও যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এবিষয়ে তাঁহাদের ধারণা, মিডিয়ম-ঘটিত ক্রিয়া পর্য্যন্ত। তাঁহারা ব্লাভাস্কির যোগবল-সম্পন্ন-ক্রিয়া, যোগসিদ্ধ মহাত্মাদের স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহে অনায়াসে নিষ্ক্রমণ ও স্থূল মূর্ত্তি

* "So we simply made ourselves the easy game of a Committee who cared not a whit about our feelings, motives, or opinions, but concerned themselves chiefly in trying to break down the standing of the great rival society, and sweeping our rubbish off the ground which they aimed at occupying alone. This is the tone that seems to run through the whole Report." O. D. L. Vol. III. P. 104.

প্রকটন প্রভৃতি সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আজকাল সেই মিডিয়মৈক-গতি S.P.R.এর যে দুই একজন সভ্য 'ক্রমশঃ বিজ্ঞতম' হইয়াছেন, তাঁহারাও উক্ত সভার গণ্ডির বহির্ভূত বিষয়ে আপনাদের উচ্চস্তরের অভিজ্ঞতা সাধারণ সভ্যগণ সমক্ষে ভয়ে ভয়েই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ে অহমিকাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাস খ্রীষ্টীয় পাদ্রী সম্প্রদায় সুলভ আধ্যাত্মিক অন্ধ বিশ্বাসের সহিত সন্ধিসূত্রে মিলিত হইয়া, উভয়ের তুল্য শত্রু পরাবিদ্যা সমিতি এবং উহার প্রতিষ্ঠাত্রীকে কুৎসম ছিদ্র অবলম্বনে সমূলে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই অভিসন্ধি ফলে সমিতির অস্তিত্ব যায় যায় হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঝড় কাটিয়া গিয়াছে। মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাতে সমিতির ও ব্লাভাস্কির যশোভিত্তি কিছু সময়ের জন্য কম্পিত হইলেও, উহা অধিকতর দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইতেছে। এই মারাত্মক অগ্নি-পরীক্ষা হইতে তিনি অক্ষত দেহে নির্গত হইয়াছিলেন, এবং এক্ষণ তাঁহার স্মৃতি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর রূপে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই মিঃ হজসন অতঃপর আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসের পথে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার রিপোর্ট লিখিত হইলে নিশ্চয়ই উহা পূর্ব্বোক্ত ভ্রমপ্রমাদ ও হঠকারিতা হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু যিনি জীবনে কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই, সেই ব্লাভাস্কির ন্যায় সদা মানবকল্যাণরতা একজন মহানুভবা মহিলাকে তিনি যেরূপ নৃশংসভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে কি? সত্য বটে মিথ্যা হইতে সত্যের দিকে তাঁহার এই বিশ্বাস পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে নিন্দিত ও উপহসিত হইতে হইয়াছে।* কিন্তু একজন নিরপরাধা রমণীকে জগৎসমক্ষে লাঞ্ছিত করিবার ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি?

* Dr Hodgson, the writer of the S. P. R. report, became a

এই রিপোর্ট যখন ব্লাভাস্কির হস্তগত হয়, তখন তিনি পুনবায় কঠিন পীড়ায় এক প্রকার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তদবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে তিনি ঐ রিপোর্টের উপর স্বহস্তে যে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—

"মাদাম ব্লাভস্কি শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। মৃত্যুছায়ায় শায়িত ব্লাভাস্কি তাহার S. P. R. এর বন্ধুদিগকে এই কথা বলিয়া গেলেন, আমার অকাল মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ এই সকল ক্রিয়-জনিত জীবনী-শক্তি-ক্ষয়। কিন্তু আমি মরিয়া গেলেও এইরূপ ক্রিয়া জীবন্তভাবে ঘটিতে থাকিবে। তবে বাঁচি বা মরি, আমার বন্ধু ও ভ্রাতাবর্গকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা কখনও এ সকল প্রকাশ না করেন, কখনও যেন তাঁহারা সাধারণের কৌতুহল বা বিজ্ঞানের শূন্য গর্ব্ব চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের শান্তি ও সম্মানকে বিসর্জ্জন না দেন। পুস্তকখানা পড়িয়া দেখ! আমার তথাকথিত বন্ধুগণ প্রচারিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকের কয়েকখানা পাতার মধ্যে আমার উপর যেরূপ ভিত্তিহীন নিন্দা, ঘণ্য সন্দেহ ও অপযশরাশী বর্ষিত হইয়াছে, আমার বিষাদপূর্ণ দীর্ঘজীবনে কোন নিরপরাধা স্ত্রীলোকের উপর এরূপ কখনও দেখি নাই। মৃত্যুশয্যা শায়িতা এইচ পি ব্লাভাস্কি। আদিয়ার ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ সাল।"

ব্লাভাস্কি একখানা পত্রে লিখিয়াছেন,—"আমি বহু শতাব্দী পূর্ব্বের কোন অপরাধের জন্য আজ এই ফল ভোগ করিতেছি। কিসের জন্য আমার এই শাস্তি, তাহা আমি জানি। আমি অবনত মস্তকে কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া লইতেছি এবং আমার গুরুদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি।

---

believer in phenomena far more wonderful than those which he denied in his youthful selfconfidence and also became himself the victim of misrepresentation and ridicule.—

"H. P. B. and the Masters of wisdom."

by Mrs, Besant.

কিন্তু আমি বস্য এ • গুরুর 'নকটই অবনত। কখনও পাদ্রীদের নিকট অথবা তাঁহাদের ভী • ৫দর্শনে মস্তক অবনত ক'বব না। তুমি তাঁহাদের অবগতি' জন্য এ কথা প্রাশ ক'তে পার।"

ইহা যে তাঁহাব ভন্মাশ্বরীন কস্মথল, তাহাতে হিন্দুর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! বিধি বিড়ম্বনায় অনেক জগৎপূজ্য ব্যক্তিকে এই কর্ম্মফলের বিস্বাদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গেলিলিও, সক্রেতিশকে প্রচলিত মতবিরোধী সত্য প্রচারের জন্য ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া নিহত করা হইয়াছে। আরিষ্টটলের (Aristotle) প্রতিভা তাঁহার অনেক শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ হইলে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, বলিয়া গেলেন,—"আমাকে শাস্তি দিয়া আথেন্স নগরী দ্বিতীয়বার দর্শন জ্ঞানের বিরুদ্ধে অপরাধী হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি না, সেই জন্য পলাইলাম।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, একদিকে যেমন জগৎ এই সকল দেবচরিত্র মানবদিগের অভিনব শিক্ষায় উপকৃত হইতে থাকে, অপরদিকে তেমন ইহাঁদের উপর অভ্র গ্লানির কুলিশ ঘাত হইতে থাকে, একাদকে তাঁহাদের প্রচারিত সত্য পৃথিবীময় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে, অপরদিকে কতকগুলি লোক সে সত্যের দুর্ব্বার স্রোতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। পরিণামে কাহার জয় হয়, ইতিহাস বহুবার তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। * ধর্ম্মজগতের যাঁহারা আলোক-স্তম্ভস্বরূপ, সেই মহাপুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ জন্ম

* অলকট বলেন, বিরুদ্ধচারীদের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্লাভাস্কির নিন্দা রটনার সময়ে পৃথিবীতে সমিতির শাখা সংখ্যা ছিল ৯৭টী মাত্র, আর ১৮৯৭ সালে হইল ৪৯২।" বর্ত্তমান সময়ে সমিতির বহুবিস্তৃতি হইতেও বুঝা যায়, ইহা দ্বারা মানব সমাজ কতদূর উপকৃত হইয়াছে।

গ্রহণ করেন নাই, যিনি নিন্দা ও নির্যাতনের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। নিন্দার বিষাক্ত সুদীর্ঘ জিহ্বা সমুদ্রের ন্যায় গভীর-চরিত্র মহাত্মগণের অঙ্গকেও স্পর্শ করিয়াছে, আকাশের ন্যায় উচ্চ উদারহৃদয় মহাপুরুষগণের উপরেও হলাহল উদ্গীর্ণ করিয়াছে। হে নিন্দা বিষধর! তোমার বক্র ও কুটিল গতি রোধ হয় সর্বত্রই অপ্রতিহত। তুমি নিরন্ধ্র লৌহগৃহেও প্রবেশ করিয়া যশোলক্ষ্মীর অঙ্কশায়িত কত শত লখিন্দরকে দংশন করিয়াছ, তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্যের বিষয় তোমার চেষ্টা আশু ফলবতী হইলেও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের তপস্যা ও সহধর্মিণী বেহুলা সময়ে তাঁহাদিগকে বিষমুক্ত করিয়া জীবনদান করিয়াছে। ইহা সত্য, কিন্তু তুমি নিয়তই পূতচরিত্র মহাত্মগণের জীবনের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াও, এবং যেখানে কোন ছিদ্র নাই, সেখানেও ছিদ্র খুঁজিয়া লইতে তোমার বিলম্ব হয় না। কঠোর তপস্বী মহাযোগী খ্রীষ্ট, বিশুদ্ধাত্মা বুদ্ধ প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, কে তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে? তুমি ইহাদের স্বর্ণমূর্তির উপরেও কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছ। আর মাদাম ব্লাভাস্কি? তাঁহাকেই বা তুমি ছাড়িবে কেন? তিনি ত মহাপুরুষগণেরই পথাবলম্বী। তিনি ত তাঁহাদেরই জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক জগতের সম্মুখে ধারণ করিতে আসিয়া ছিলেন। তিনি ত তাঁহাদেরই পদাঙ্কচিহ্নিত মার্গকে প্রশস্ত করিতে, নিষ্কণ্টক করিতে, যুগোপযোগী করিতে এবং অদ্যকার জড়-বিজ্ঞানের কঠোর আগ্নেয় শকটের ঘর্ঘরধ্বনিসংযুক্ত গুরু নিষ্পেষণে ভারসহ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে প্রভুকে ছাড়ে নাই, সে প্রভুর অনুচর সেবককে ছাড়িবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না।

,, ,, ,

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ব্লাভাস্কি আবার শঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অলক; তখন ব্রহ্মদেশে প্রচার করিতেছিলেন। সিংহলে ইহাঁদের বিপুল চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে শুনিয়া ব্রহ্মরাজ থিবো ইহাঁদিগকে আমন্ত্রণ করেন। এই আহ্বানে অলকট ব্রহ্মদেশে গমন পূর্ব্বক নানাস্থানে উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা ব্রহ্ম-বাসীকে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মেব সংস্কাবার্থ জাগরিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বস্তসূত্রে রাজার পাশব চরিত্রের কথা শুনিতে পাইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তৎসহ সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অলকটের সঙ্গে লেডবেটারও (Mr. C. W. Ledbeater) ছিলেন। লেডবেটার সাহেব পূর্ব্বে একজন খৃষ্টিয় পাদ্রী ছিলেন। ব্লাভাস্কির সহিত যুরোপ হইতে আসিবার পথে সিংহলে নামিয়া বিধিমত বৌদ্ধ পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। অলকটের প্রচার ফলে ব্রহ্মদেশ ও বৌদ্ধ সমাজ আলোড়িত হইতেছিল, এমন সময় তিনি ব্লাভাস্কিব কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইলেন। প্রচার কার্য্যের ভার লেডবেটারের উপর স্থাপন করিয়া তিনি ত্বরায় মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। ব্লাভাস্কিকে বুঝি আর দেখিতে পাইবেন না, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল ভাবে অলকট পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাব এই সময়ের ডায়রিতে লিখিত আছে,—“হে সুহৃদ! এত দিনে কি তোমার অদ্ভুত, উদ্যমময়, যন্ত্রনাময়, পরস্পর বিবোধী প্রবল ভাবময়, বিশ্বমানবের

হিতার্থ অবিচলিত অনুরাগময় জীবনের অবসান হইতে চলিল? হায়! যদি তুমি আমার স্ত্রী, প্রণয়িনী বা ভগ্নী হইতে, তাহা হইলে আমার এত ক্ষতি হইত না; কেন না, মহাপুরুষগণ আমাদিগকে যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, এক্ষণ হইতে একাকী আমাকে উহার গুরুভার বহন করিতে হইবে।"

অলকট যখন আদিয়ারে পহুঁছিলেন, তখন ব্লাভাস্কি জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে। কখন তাঁহার শেষ নিশ্বাসটী নির্গত হয়, এজন্য সকলেই সদা চিন্তিত। সমস্ত গৃহটী যেন বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন। এমন সময় এক রাত্রে তাঁহার গুরুদেব আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পর দিবস হতাস চিকিৎসকগণ ও অন্যান্য সকলে ব্লাভাস্কিকে সহসা সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন। এরূপ ঘটনা ব্লাভাস্কির জীবনে আমরা অনেক বার দেখিয়াছি। তিনি কতবার এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা যেন জড় বিজ্ঞানকে উপহাসপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এমন একটী প্রশ্ন স্থাপিত করিতেন, যাহার উত্তর দানে তাহাদের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি, অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা একেবারে বিফল হইয়া যাইত, তাঁহাবা কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিতেন। আমেরিকায় অবস্থান কালে তাঁহার পায়ে একবাব গুরুতর আঘাত লাগে। তজ্জন্য এরূপ অবস্থা হয় যে, ডাক্তারগণ পীড়া-দুষ্ট পদ কর্ত্তন (amputate) ব্যতীত প্রতিকারের অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যে দিন তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন, তৎপর দিনই দেখা গেল, তিনি স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়াইতেছেন। ডাক্তারগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্র-পরীক্ষার একটী সুযোগ হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন কি না, জানি না, কিন্তু তাঁহাবা যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঈদৃশ ব্যাপারের মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!

ব্লাভাস্কির অন্যান্য অদ্ভুত শক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও এইরূপ অনির্দ্দেশ্য উপায়ে বারম্বার মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা প্রাপ্তি ব্যাপার তাঁহার জীবনের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

ব্লাভাস্কি ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু সে অল্পদিনের জন্য। কিঞ্চিত সুস্থ হওয়াই সমিতির কার্য্যে অতিরিক্ত শ্রম ও চিন্তায় তিনি আবার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কার্য্য হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ইয়ুরোপের কোন স্বাস্থ্যকর নিভৃত স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তদনুযায়ী তিনি স্বীয় Corresponding Secretaryর পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি একবার শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যগণের আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এবার কেহই তাঁহাকে তদ্রূপ অনুরোধ করিতে সাহসী হইলেন না। ব্লাভাস্কি সমিতির নিকট যে পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"ভদ্র-মহোদয়গণ। আমি ১৮৮৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করিয়াছিলাম কিন্তু সমিতির বন্ধুগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাকে উহার প্রত্যাহার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণ আর কোন ক্রমেই পদত্যাগ না করিয়া পারিতেছি না। আমার বর্ত্তমান পীড়া চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক মারাত্মক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। আমার আয়ু হয় ত এক বৎসরের মধ্যেই শেষ হইতে পারে। এমতাবস্থায় Corresponding Secretaryর কর্ত্তব্যভার বহন করা আমার পক্ষে উপহাস মাত্র।

"জীবনের অবশিষ্ট দিন-কয়েকটী অন্য চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তনে যদি স্বাস্থ্যোন্নতির আশা থাকে, তবে স্বাধীন ভাবে তদনুকূল কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা। আমার বন্ধুবর্গ এবং যাঁহারা আমার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হৃদয়ের প্রীতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যদি ইহাই আমার অন্তিম বাক্য হয়, তবে

আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, যদি আপনাদের মানব জাতির মঙ্গল ইচ্ছা এবং স্বীয় কর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তবে আপনারা সমিতির প্রতি এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ থাকিবেন যেন অশুভাকাঙ্ক্ষীরা ইহার উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারে। কি জীবনে কি মরণে, সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ আপনাদের—এইচ, পি, ব্লাভাস্কি। আদিয়ার, ১৮৮৫ সাল, ২১শে মার্চ্চ।"

সমিতি ব্লাভাস্কির দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক মহৎ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উচ্চ মত ও গভীর কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া উপরোক্ত পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার স্থলে Corresponding Secretaryর পদে আর কেহ নিযুক্ত হইবেন না,—সভায় এইরূপ স্থির কৃত হইল।

ব্লাভাস্কি এপ্রেল মাসে আদিয়ার ত্যাগ করিয়া ইতালি গমন করিলেন। ইতালি হইতে জাম্মানির অন্তর্গত উর্স্বর্গ (Wursburg) গমন করেন। তথা হইতে একপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, উর্স্বর্গ এক্ষণে তাঁহার পক্ষে মদিনার ন্যায়, কারণ প্রিয় আদিয়ার মক্কা হইতে এক্ষণে তিনি নির্ব্বাসিত। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার Secret Doctrine গ্রন্থের উপকরণ সংগৃহীত হইতেছিল, এক্ষণে উহা কতকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে তিনি অলকটকে লিখিতেছেন,—"আমার এক্ষণ সময় অতি অল্প। প্রথম খণ্ডের অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে। কিন্তু ২১ মাস মধ্যে তোমাকে ছয় পরিচ্ছেদ পাঠাইব। মূল বিষয় ছাড়া Isis unveiled গ্রন্থ হইতে আর কিছুই গ্রহণ করি নাই। নানাবিধ ধর্ম্মের অন্তর্গত পৌরাণিক রহস্য, সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং মতপরম্পরা, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইত্যাদি"

এই সময় কাউণ্টেস অব ওয়াটমিষ্টার (Countess of Wachtmeister) নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্লাভাস্কির নিকট থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। কাউণ্টেসের স্বামী কিছুদিন তাঁহার স্বদেশ সুইডেনের

(Sweden) রাজদূত রূপে লণ্ডনে বাস করিয়াছিলেন। ইনি ব্লাভাস্কির শিষ্যা, ভক্ত ও চিরদিন তাঁহার অনুগত ছিলেন। সম্পদশালিনী হইলেও তিনি নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক দেশ বিদেশে, পরাবিদ্যা সমিতির বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াও নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ভগিনীর ন্যায় ব্লাভাস্কির সেবা করিতেন।

ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে সমিতির দশম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইল। সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে ব্লাভাস্কি স্বাস্থ্যের উন্নতি বোধ করিলেই ভারতে পুনরাগমন করেন, এই অনুরোধজ্ঞাপক এক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। মিশনরী ষড়যন্ত্র সত্বেও ব্লাভাস্কির প্রতি সভ্যমণ্ডলীর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেব যে কিছুমত্রে হানি হয় নাই, উক্ত মন্তব্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওযা যায়। কিন্তু হায়! মিত্রবর্গ ও ভারতবাসীর একান্ত ইচ্ছা সত্বেও তিনি আর তাঁহার প্রিয়ভূমি ভারতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। শারীরিক অস্বাস্থ্য তাঁহাকে ভারতভূমি হইতে চিরবিদায় নিতে বাধ্য করিয়াছিল। ভাবতবর্ষকে তিনি এতদুর প্রিয় মনে করিতেন যে, অন্যত্র বাস তিনি নির্ব্বাসন দণ্ডস্বরূপ বোধ করিতেন। এই সময়কার অনেক পত্রে তিনি আপনাকে "in exile"—অর্থাৎ 'নির্ব্বাসিতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উৎসবের সময় মান্দ্রাজে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়। তথাকার Peoples' Park নামক স্থানে একটা মেলা উপলক্ষে বহু লোক একত্রিত হইয়াছিল। হঠাৎ তথায় এক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া ৩০০।৪০০শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্লাভাস্কি তখন বেলজিয়মের অষ্টেণ্ড (Ostend) নগরে। তিনি কিরূপে সেই অগ্নিকাণ্ডের বিষয় অবগত হইলেন, তাহা তাঁহার ৪ঠা জানুয়ারীর (১৮৮৬ খ্রীঃ) একখানা পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে ঐ পত্রের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম,—

"প্রিয় অলকট,—এবার নববর্ষের প্রথম দিনটী সম্পূর্ণ একাকী কাটাইয়াছি,—যেন আমি কবরের মধ্যে ছিলাম। কেহ আসিল না। কাউণ্টেস লণ্ডনে গিয়াছেন। একমাত্র আমার পরিচারিকা ও আমি এই বৃহৎ বাটীতে বাস করিতেছি। একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। আমি সমস্ত দিন লিখিতেছিলাম। একখানা পুস্তকের প্রয়োজন হওয়ায় আমি উঠিয়া পুস্তকাধারের দিকে যাইলাম। উপরে আদিয়ারের একখানা ফটোগ্রাফ্ ঝুলিতেছিল। ২৭শে ডিসেম্বর (যখন মান্দ্রাজে সমিতির উৎসব চলিতেছিল) আমি ঐ ছবির দিকে অনেকক্ষণ আগ্রহসহকারে চাহিয়া, তোমরা সকলে কি করিতেছ, তাহাই কল্পনা করিতেছিলাম। কিন্তু ১লা জানুয়ারী সে বিষয়ে আমি আদৌ কোন মনোযোগ দিই নাই কারণ সেইদিন আমি (Secret Doctrine গ্রন্থের) 'প্রাচীন যুগ' (Archaic Period) শীর্ষক পরিচ্ছেদটী সমাপ্ত করিতেই নিবিষ্ট ছিলাম। সহসা দেখিলাম, সমস্ত ছবিখানা যেন আগুণ লাগিয়া জ্বলিতেছে। আমি ভীত হইলাম। ভাবিলাম, বুঝি আমার মাথায় রক্ত উঠিয়াছে। আবার দেখিলাম,—নদী, গাছপালা, গৃহ,—সব যেন প্রতিফলিত অগ্নিজ্বালায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, দীর্ঘ সর্প জিহ্বার ন্যায় অগ্নিশিখা দুইবার নদী পার হইয়া আমাদের গৃহ ও বৃক্ষ গুলি স্পর্শ করিয়া আবার সরিয়া গেল, এবং তারপর আর কিছু দেখা গেল না। আমি বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইলাম, এবং আমার প্রথম ভাবনা হইল যে, আদিয়ারে আগুন লাগিয়াছে। নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে দুই দিন ব্যাপিয়া সমস্ত অষ্টেণ্ড সহরটী সুরাপানে মত্ত ছিল, কাজেই কোন সম্বাদপত্র পাই নাই। আমার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। আমি ২রা জানুয়ারী মান্দ্রাজ বা আদিয়ারে উক্ত দিবস কোন অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল কি না, সম্বাদ পত্র দেখিয়া আমাকে জানাইবার জন্য ইংলণ্ডে এক ব্যক্তিকে পত্র লিখিলাম। ২রা তারিখ সে আমাকে তার করিল, 'মান্দ্রাজ Peoples' parkএ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড।

৩০০ শত ভারতবাসী কালা আদ্‌মি (natives) পুড়িয়া মরিয়াছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।' অদ্য আমি নিজেই বেলজিয় মঃ একখানা সম্বাদপত্রে সেই সংবাদ দেখিলাম। সমিতির সভ্যদের মধ্যে কেহ মরিয়াছে কি? আমি বড়ই ভীত হইয়াছি। আশা করি, তুমি সেখানে ছিলে না, কারণ তোমার সেদিন আদিয়ার ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। আর সেই মুর্খের (ইংলণ্ড হইতে যে ব্যক্তি ব্লাভাস্কিকে তার করিয়াছিল) কথা শুন! 'কোন চিন্তা নাই, ৩০০ শত ভারতবাসী মরিয়াছে মাত্র।' আমি তাহাকে উত্তরে লিখিয়াছি, যদি ৩০০ শত ভারতবাসী না মরিয়া ৬০০ শত য়ুরোপিয়ান মরিত, তাহা হইলে আমার এত কষ্ট হইত না।'

ভারতবাসীর জীবনের মূল্য এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গের নিকট যে কিরূপ তুচ্ছ, তাহা অনেকেই জানেন। ব্লাভাস্কি ঈদৃশ ব্যবহার আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক ধৃষ্ট, উদ্ধত ও উচ্চপদস্থ হইলেও হীনমনা শ্বেতাঙ্গ তাঁহার হস্তে তীব্র প্রতিবাদের কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য লাভ করিয়াছে।

এবার উৎসবে শ্রীদামোদরের অভাব অনেকেই অনুভব করিলেন। আজ প্রায় এক বৎসর কাল গত হইল, দামোদর নিরুদ্দিষ্ট। এই জীবনীতে আমরা পূর্ব্বে কয়েক বার দামোদরের নামোল্লেখ করিয়াছি। দামোদর ব্লাভাস্কির পুত্রতুল্য স্নেহভাজন ছিলেন। ব্লাভাস্কিকে দামোদর মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। আমরা এখানে এই অসাধারণ ত্যাগশীল যুবক দামোদরের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

দামোদর মবালঙ্কার গুজরাটী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন উচ্চমনা ব্যক্তি ছিলেন, এবং পরাবিদ্যা সমিতির একজন কার্য্যকরী সভ্য ছিলেন। গুর্জ্জর ব্রাহ্মণ সমাজের রীত্যনুসারে শৈশবেই দামোদরের বিবাহ হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে হয় নাই। এমন কি, তখন তিনি বিবাহের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন কি না,

তাহাই সন্দেহ। যখন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিবার সময় আসিল, তখন দামোদর বিপদ গণিলেন। দামোদর সন্ন্যাসী হইয়া জীবন যাপন করিবেন, ইহাই তাঁহার হৃদয়ের প্রবল ইচ্ছা। বাল্যে একবার তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এবং প্রলাপ বকিতেছেন—এমন সময় দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "দামোদর! তুমি এক্ষণে মরিবে না, তোমার দ্বারা অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইবে।" দামোদর বাঁচিয়া উঠিলেন। নির্ম্মলচরিত্র বৈরাগ্যবান যুবক দামোদর সন্ন্যাসের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সংসারের সুখ-ভোগকল্পনা তিষ্ঠিতে পারিল না। স্ত্রীসহ গার্হস্থ্য জীবন যাপন তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইল। তিনি গৃহ হইতে অন্তরে থাকিয়া অধ্যাত্মজীবন যাপনে কৃতসংকল্প হইলেন। মহানুভব পিতা দামোদরের মনের গতি লক্ষ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। দামোদরের পৈতৃক সম্পত্তির নিজ অংশের প্রাপ্য প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা, বালিকা স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যাঘাত না হয়, এই সর্ত্তে পিতার নামে লিখিয়া দিলেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যুবক দামোদর পরাবিদ্যা সমিতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে কৃতচেষ্ট হইলেন। পরাবিদ্যা সমিতিতে যোগদান ফলে মানব হিতব্রতের এক মহোচ্চ আদর্শ দামোদরের নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং উহা তাঁহার আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সমিতির ঐকান্তিক সেবায় পরিচালিত করিতে লাগিল। তিনি সমিতির অন্যতম পরিরক্ষক মহাত্মা কৌথুমীর দর্শন লাভ করিলেন। দামোদর বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, ইনিই তাঁহার সেই বাল্যের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় দৃষ্ট মহাপুরুষ। দামোদর এই মহাত্মার দাস হইলেন, এবং নবোৎসাহে সমিতির কার্য্যে কায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। দামোদরের

স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, কিন্তু ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ লইয়াও তিনি দিবারাত্র অসীম পরিশ্রম করিতেন। রাত্রি ভোর হইয়া যাইত, কিন্তু দামোদরের লক্ষ্য নাই,—তিনি তখনও সমিতির সংক্রান্ত লিপিকার্য্যে নিমগ্ন। অলকট আসিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইলে তবে তাঁহার কার্য্যের নিবৃত্তি হইত। দামোদর ছায়ার ন্যায় ব্লাভাস্কির অনুগামী ছিলেন। ব্লাভাস্কির সামান্য ইচ্ছা তাঁহার নিকট অলঙ্ঘ্য আদেশ স্বরূপ ছিল। সম্পদে বিপদে চিরদিন ব্লাভাস্কির প্রতি দামোদরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবিচলিত ছিল। ব্লাভাস্কির সহিত দামোদরও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন রুষ্ট হইয়া তাঁহার ও সমিতির প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। ধ্যান, ধারণা, সংযম, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অভ্যাস করাতে দামোদরের যোগশক্তিও কতক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে দুই একটী আশ্চর্য্য ঘটনা এখানে বলা যাইতে পারে। অলকটের ডায়রিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৮৮৩খ্রীঃ দামোদর অলকটের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে প্রায় প্রতিদিন দামোদর সূক্ষ্ম শরীরে হিমালয়স্থ তদীয় গুরুর আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। কানপুরে অবস্থান কালে অলকট ইটালি হইতে কোন ভদ্রলোকের একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। ঐ পত্রের মধ্যে ভদ্রলোকটী মহাত্মা কৌথুমির নামে একখানা পৃথক পত্র দিয়াছিলেন, এবং অলকটকে মহাত্মার নামীয় পত্রখানা কোন প্রকারে তাঁহার নিকট পেঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। অলকট দামোদরকে পত্র দিয়া উক্ত অনুরোধ জানাইলেন। দামোদর ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে সূক্ষ্ম শরীরে পত্র সহ গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইলেন না,—তিনিও তখন সূক্ষ্ম শরীরে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তৎপর এক প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দামোদর অবশ ভাবে আদিয়ারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাত্মার দর্শন পাইয়া পত্র দিলেন, এবং

তাঁহার আদেশানুসারে কানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। পর দিবস অর্থাৎ ৫ই নবেম্বর ব্লাভাস্কি ডাকযোগে ঐ পত্র অলকটকে ফেরৎ পাঠাইলেন। অলকট দামোদর প্রভৃতি কানপুব হইতে আলিগড়ে গমন করেন। ১০ই তারিখে ঐ পত্র আলিগড়ে পৌঁছিল। রেলযোগে আদিয়ার হইতে আলিগড় ৫দিনেব পথ। ৪ঠা তারিখ যে পত্র দামোদরকে দেওয়া হয়, উহা ডাকযোগে আদিয়ারে প্রেরিত হইলে কখনও ১০ই তাবিখের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। অলকট যে সকল প্রমাণ সহ এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে তাহাব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

একদা রেলযোগে ভ্রমণের সময় দামোদর বেঞ্চের উপর শুইয়াছিলেন,—হঠাৎ সন্ধ্যা ৬টায় উঠিয়া অলকটকে বলিলেন,—"আমি এই মাত্র আদিয়ারে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, ব্লাভাস্কি পড়িয়া গিয়া দক্ষিণ জানুতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" অলকট পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র ঐদিন আদিয়ারে কোনও আকস্মিক ঘটনা হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য ব্লাভাস্কিকে তার করিলেন। ব্লাভাস্কির উত্তরে, দামোদর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই জানা গেল, অধিকন্তু দামোদরকে ঐ দিবস আদিয়ারে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন, তাহাও লিখিয়াছিলেন।

অলকট, দামোদর ও অন্যান্য সঙ্গীগণ কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া রাজ-অথিতি রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ২৪শে নভেম্বর (১৮৮৩) প্রত্যূষে দামোদর অদৃশ্য হইলেন। দামোদরকে না দেখিয়া অলকট ব্যস্ত ব্যস্ত হইয়া এঘর ওঘর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দামোদর ভোরে বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। অলকট নিজকক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর মহাত্মা কৌথুমীর একখানা পত্র রহিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, দামোদরের জন্য কোন চিন্তা নাই, তিনি তাঁহার গুরুর আশ্রমে আছেন। ব্লাভাস্কি তারযোগে জানাইলেন,—

দামোদর শীঘ্রই ফিরিবেন, তাঁহার শয্যা ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যেন অপর কেহ স্পর্শ না করে। ২৭শে নভেম্বর দামোদর ফিরিবেন। দুই দিনেই তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। যে দামোদর অতীব রুগ্ন, দুর্ব্বল ও সদা সঙ্কুচিত, সেই দামোদর আজ যেন কি মন্ত্রবলে সবল, দৃঢ়কায়, ও সাহসী হইয়াছেন।

এবার দামোদর ফিরিলেন বটে, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় অদৃশ্য হইলেন, এবং অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি আদিয়ার ত্যাগ করিলেন। পরে কয়েক স্থান ভ্রমণ করিয়া তিব্বত যাত্রা করেন। অলকট দারজিলিং গিয়া দামোদরের গতিবিধির সন্ধান লইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস রায় বাহাদুর মহাশয়ের সাহায্যে দামোদরের সঙ্গীয় কুলিদের নিকট অনেক কথা জানিতে পারিলেন। কুলিরা দামোদরের যে সকল অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তন্মধ্যে একখানা পকেট ডায়েরী বহি ছিল। উক্ত ডায়েরী হইতে তাঁহার গতিবিধির কতক সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতা আইসেন, এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথা হইতে বহরমপুর ও জামালপুর (মুঙ্গের) গমন করেন। এই সকল স্থানের শাখাসমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর কাশীধামে বরুণার মাতাজীর আশ্রমে কিছুদিন থাকেন। মাতাজী তাঁহাকে সমিতি ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে অনেক রহস্য বার্ত্তা বলিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকটী ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কাশী হইতে পুনরায়, কলিকাতা হইয়া দারজিলিং আইসেন। ১৩ই এপ্রেল দারজিলিং ত্যাগ করিয়া পাঁচ দিন পরে সিকিম উপস্থিত হয়েন। তথা হইতে কবি নামক স্থানে আইসেন। ২৩শে কবি ত্যাগ করিয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এই স্থান হইতে তিনি তাঁহার অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদিসহ

কুলিদিগকে বিদায় দিলেন। সুতরাং তারপর তিনি কোথায় গেলেন, ডায়েরী হইতে আর জানিবার উপায় নাই, কুলিরাও বলিতে পারল না। কেহ কেহ বলেন, তিনি বরফে পড়িয়া মারা গিয়াছেন। অলকট বলেন, দামোদর তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে ভারতের দুই ব্যক্তিকে তিনবার পত্র লিখিয়াছেন, এবং বোম্বাই নগরের তুকারাম, দামোদরের কি হইল জানিতে না পারিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক অলকটকে যে পত্র লিখেন, উহা অলকটের হস্তগত হইলে দেখা গেল, পত্রের এক পার্শ্বে মহাত্মা কোথুমীর হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে—দামোদর জীবিত আছেন, এবং গুরুর শিক্ষাধীনে থাকিয়া অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হইতেছেন। এই সকল প্রমাণাবলম্বনে অলকট লিখিয়াছেন, দামোদর যে জীবিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং তিনি যে পুনরাগমনপূর্ব্বক জগতের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সাধু, সরল, দৃঢ়নিষ্ঠ ত্যাগী দামোদর পরাবিদ্যা সমিতির ইতিহাস পৃষ্ঠে তাঁহার উন্নত চরিত্রের যে উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক পথিকের পথ নির্দ্দেশ করিবে। বরফে পড়িয়াই হউক, বা অন্য প্রকারেই হউক, তাঁহার দেহপাতের কথা যদি সত্যই হয়, তথাপি যিনি আপন বিশ্বাসানুযায়ী জ্ঞানান্বেষণে জীবন দিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার সেই আত্মত্যাগের প্রতিষ্ঠা কোথায় যাইবে? ত্রিশ বৎসর পরেও সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতি স্বীয় অভিভাষণের এক স্থানে বলিতেছেন:—

"We have to thank the municipality of Madras for the help which they gave to two of these schools, one the Damodar school, and the other the Annie Besant, and the name of the former is so dear to the neighbours of the school that the municipality has altered the name of the street into 'Damodar street'; so now our

good brother, up in Tibet, has had his name immortalised." *

অর্থাৎ, 'দামোদর স্কুল'কে সাহায্য করিবার জন্য আমরা মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটিকে ধন্যবাদ দিতেছি। দামোদরের নাম চতুঃপার্শ্বস্থ জনসাধারণের এত প্রিয় যে, মিউনিসিপালিটি স্থানীয় রাস্তার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "দামোদর ষ্ট্রীট" রাখিয়াছেন। সুতরাং তিব্বতপ্রবাসী আমাদের সেই সাধু ভ্রাতার স্মৃতি এই সকল অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া এখন অমর হইল।

অষ্টেণ্ডে ব্লাভাস্কির পীড়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখনও তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হয় নাই, এখনও তাঁহার জগদালোড়নকারী চিন্তারাশীর আধার স্বরূপ Secret Doctrine, Voice of the Silence, Key to Theosophy প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় প্রকাশিত হইতে বাকী আছে, সুতরাং তিনি অচিরেই আরোগ্য লাভ করিলেন। তিনি মুত্রাশয়ের পীড়ায় এরূপ আক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, ডাক্তারদের মতে ঐরূপ অবস্থায় অচিরেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্লাভাস্কি কিরূপে প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, ইহা চিকিৎসকগণ বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যু স্থির নিশ্চিত মনে করিয়া সকলের পরামর্শ মতে তাঁহার সম্পত্তির (সম্পত্তির মধ্যে নিজের ব্যবহার্য্য কয়েকটী দ্রব্য ও কয়েকখানি পুস্তক মাত্র বর্ত্তমান ছিল) 'উইল' লেখাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যে দিন প্রাতে 'উইল' লিখিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ দেখিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বোপবিষ্টা সুশ্রূষাকারিণী কাউন্টেস দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে ব্লাভাস্কির অন্তিম দশা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। চিন্তাক্লিষ্টা ও রাত্রিজাগরণে অবসন্নদেহা কাউন্টেস নিশাশেষে হঠাৎ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

* General Report of the 39th Anniversary and Convention of the Theosophical Society held at Adyar, December 26th to 31st 1914

"এতক্ষণে লেখাটী ঠিক হইল, কিন্তু ইহার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

অতঃপর ব্লাভাস্কি অবসন্ন দেহে সিগারেটের ধূম পান করিতেছেন। কাউন্টেস আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ ভুল করিবার কারণ কি? ব্লাভাস্কি উত্তর করিলেন, "দেখ, আমি কি করি জান? আমি সম্মুখস্থ আকাশে একটা স্থান (যেন অন্য সমস্ত চিন্তা-চিত্র উহা হইতে মুছিয়া ফেলিয়া) একেবারে শূন্য করিয়া লই। সেই শূন্য আকাশে স্বীয় দৃষ্টি স্থির ও একাগ্র করিয়া রাখি। অচিরাৎ দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার দৃষ্টি সম্মুখে ভাসমান হইতে থাকে। যদি (আমার নিকট নাই এমন) কোন পুস্তকের কোন বিষয় আমার জানিবার আবশ্যক হয়, তবে তদুপরি সংকল্প স্থির করিবা মাত্র উক্ত পুস্তকের সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব আমার সমুখে উপস্থিত হয়। তখন আমার জ্ঞাতব্য বিষয় উহা হইতে গ্রহণ করি। মন যতই শান্ত ও বিক্ষেপশূন্য হইবে, এবং চিত্তসংযোগ যতই তীব্র হইবে, ঈদৃশ সূক্ষ্মদৃষ্টি যোগে বস্তু ততই সঠিক ভাবে সহজলভ্য হইবে। কিন্তু অদ্য অমুকের পত্র পাইয়া মন এতদূর বিরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই ভাল রূপে চিত্ত স্থির করিতে পারি নাই, তজ্জন্যই প্রতিলিপি গ্রহণে এই গোলযোগ। যাহা হউক, প্রভু বলিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে। অতএব চল গিয়া একটু চা পান করা যাউক।"

আকাশ চিত্র হইতে তাঁহার গ্রন্থ লিখন বিষয়ে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্য না লইয়া তিনি যাহা স্বীয় সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেন, তাহাতে অনেক সময়ে ভ্রম প্রমাদ থাকিত। তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংশোধন করিয়া দিতেন। এইরূপে লিখিত হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে কোন কোন অংশ তিনি মাদ্রাজের খ্যাতনামা সুব্বারাওএর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার স্থান বিশেষে সুব্বারাও প্রদর্শিত ভ্রম পরে সংশোধিত হইয়াছিল, স্থান বিশেষে তাঁহার

সংশোধনও গৃহীত হয় নাই। ব্লাভাস্কিকে কেহ তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিলে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় দেখা যাইত, তিনি যে রাশীকৃত লিখিত কাগজ রাত্রে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিদ্রার্থ গমন করিতেন, প্রভাতে তাঁহার বহুস্থল তদীয় গুরুদেবের হস্তাক্ষরে পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত, কর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। উহার সূচিপত্রই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এক কথায় উহাকে "Synthesis of Religion, philosophy and Science," অর্থাৎ ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় স্বরূপ বলা হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় অতীত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্বৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের আলোচনা ও সামঞ্জস্য, জীবের ক্রমবিকাশমূলক গতি ও পরিণতি—তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সত্যের সাহচর্য্যে বিস্তৃত রূপে আলোচিত হইয়াছে। "Secret Doctrine" সমাপ্ত হইলে তিনি 'Key to Theosophy' এবং "Voice of the Silence" নামক আরও দুইখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ব্লাভাস্কির এই সকল কার্য্য শেষ হইল,—তাঁহার মহাযাত্রার দিনও সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিল! তাঁহার তদানীন্তন দৈহিক অবস্থায় ভারতে প্রত্যাগমন অসম্ভব বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে তিনি যে আদিয়ার হইতে য়ুরোপ যাত্রা করেন, উহাই তাঁহার প্রিয়তম ভারতের নিকট অন্তিম-বিদায়, তিনি এক্ষণ ইহা বুঝিতে পারিলেন, এবং জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট দিন কয়েকটীর জন্য য়ুরোপ বাস রূপ নির্ব্বাসন দণ্ড বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিলেন।

৭

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্লাভাস্কি-বেসান্ত-সংবাদ।

ব্লাভাস্কি-জীবনে বেসান্ত-উদ্ধার পর্ব্ব নিতান্ত উপেক্ষার সামগ্রী নহে। পাঠক জানেন বেসান্ত ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম জীবন লাভ পুনর্জ্জন্ম বিশেষ। তিনি কিরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন, ইহা তাঁহার পূর্ব্ব জীবন আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়। বেসান্তের জীবন সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ, পরন্তু পরহিত রত কর্ম্মযোগীর আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশের একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁহার পরিবর্ত্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার ত বটেই, পরন্তু উহা পরাবিদ্যা সমিতির ইতিহাসে ও এক বিশিষ্ট ঘটনা। যখন ব্লাভাস্কির কার্য্যশেষ হইয়া আসিল, তাঁহার মহাযাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন নিয়তির কোন গূঢ় ইঙ্গিতে যেন বেসান্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বেসান্ত ব্লাভাস্কির ভিতর স্বীয় পরম শিক্ষা-গুরুকে দেখিতে পাইলেন, ব্লাভাস্কিও বেসান্তকে একটি উপযুক্ত আধার রূপে চিনিতে পারিলেন। ব্লাভাস্কির স্থান অধিকার করিবে কে? দৃশ্যমান আকাশে দ্বিতীয় সূর্য্যের স্থান কোথায়? কিন্তু সূর্য্যের আলোক চন্দ্রমা গ্রহণ করিয়া বিশ্বজগৎকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পুলকিত করে। বেসান্ত ব্লাভাস্কির স্থান পূরণ করিতে না পারুন, কতকাংশে তৎপ্রদীপ্ত আলোকের আধার স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। অতএব আমরা বেসান্ত জীবনের একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক মনে করি। বলাবাহুল্য ইহা সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র, কারণ এরূপ একটি ঘটনা বহুল নানা দিক প্রসারী জীবনের সম্যক

বিবরণ এস্থলে অসম্ভব, এবং অনাবশুক। কি প্রকারে তাঁহার জীবন স্রোত নানা গতিতে, নানা ভঙ্গিতে প্রবাহিত হইয়া শেষে ব্লাভাস্কির জীবন প্রবাহে সঙ্গত হইল এবং পরাবিস্তা সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইল ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১৮৪৭ খ্রীঃ লণ্ডন নগরে আনি বেসান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতৃকুল ইংরাজ এবং মাতৃকুল আইরিশ জাতীয়, পিতার মাতৃকুল ও আইরিশ জাতীয়। বেসান্ত বলেন—"আমার শোনিতের ¾ অংশ এবং সমস্ত হৃদয়টা আইরিশ।" বেসান্তের মাতা বড়ই কোমল হৃদয়া, মধুর প্রকৃতি অথচ আত্ম সম্মান বোধ যুক্তা রমণী ছিলেন। পিতা ডাঃ উড চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি এক দিকে গণিত বিজ্ঞানবিৎ, অন্যদিকে গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রও তিনি অনুরাগের সহিত অনুশীলন করিতেন। বোধ হয় তৎকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন কোন মতকে তিনি নিতান্ত উপহাসাস্পদ মনে করিতেন। বেসান্তের মাতা ধাম্মিকা ছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী সাহচর্য্যে তিনিও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচলিত কতকগুলি অযৌক্তিক মতে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে বেসান্তের পিতৃবিয়োগ হয়। ডাঃ উডের মৃত্যুর পর ইহাদের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়ে। বেসান্তের ভ্রাতার শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ মাতা পুত্র ও কন্যাটি লইয়া লণ্ডন ত্যাগকরতঃ হ্যারো (Harrow) নগরে বাস করিতে লাগিলেন। এগার বৎসর কাল এই ক্ষুদ্র পরিবার এই স্থানে বাস করিয়াছিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক Captain Marryatএর ভগিনী দয়াশীলা Miss Marryat নিজ ব্যয়ে বেসান্তের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। বাল্য শিক্ষার জন্য বেসান্ত ইহাঁর নিকট ঋণী। ইহাঁর সংসর্গে বালিকা বেসান্ত জাতীয় ধর্ম্মে সবিশেষ

আনি বেসান্ত

সকালবেলা তিনি যখন জাগিলেন, তখন এই নিদ্রাকর্ষণের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার ভয় হইল ব্লাভাস্কি বুঝি আর নাই। এমন সময় ব্লাভাস্কি ডাকিলেন,—"কাউণ্টেস, এদিকে এস।" কাউণ্টেস তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"একি! রাত্রে আপনার অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, এক্ষণ ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি! কি হইল?"

ব্লাভাস্কি বলিলেন,—"হাঁ, প্রভু এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে, মরিতে চাই কি বাঁচিতে চাই, জিজ্ঞাসা করিলেন। যদি মরিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই ত মরিতে পারি, আর যদি Secret Doctrine শেষ করিবার জন্য বাঁচিতে চাই ত বাঁচিতে পারি। বাঁচিলে আমাকে এখনও অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। আমাকে নাকি ইংলণ্ডে যাইতে হইবে, এবং সেখানেও আমার জন্য অনেক দুঃখ সঞ্চিত আছে। কিন্তু আমি যখন আমার জ্ঞানান্বেষী শিষ্যবর্গ এবং হৃদয়ের রক্তসঞ্জাত পরাবিদ্যা সমিতির বিষয় ভাবিলাম, তখন তাহাদিগকে শিক্ষাদান এবং সমিতির উন্নতি কামনায় সমস্ত দুঃখভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলাম। এখন আমাকে কিছু খাইতে দাও, আর আমার তামাকের কৌটাটী দাও।"

ব্লাভাস্কি বসিবার গৃহে গিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় জনৈক ব্যারিষ্টার সহ আমেরিকার কন্সল ও দুইজন ডাক্তার উইল লিখাইবার জন্য আসিলেন। ডাক্তারদ্বয় মৃত্যুকবল-গত রোগীর সহসা এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। কন্সল মহাশয় ব্লাভাস্কিকে বলিলেন,—"আপনি এবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিলেন।" পাঠক জানেন, এইরূপ কতবার মৃত্যু তাঁহার দ্বারে আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

ইহার পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে লণ্ডনে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ

পত্র আসিতেছিল। তাঁহার পীড়ার সময় মিঃ কিট্‌লি প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা সভ্য অষ্টেণ্ড নগরে আসিয়া তাঁহাকে লণ্ডনে আনিবার জন্ম সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ব্লাভাস্কি সম্মত হইলে তাঁহারা লণ্ডনে ফিরিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি লণ্ডনে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি যে বাটীতে ছিলেন, তথায় স্থানের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। পরে সেবকগণ তাঁহাকে অন্য এক প্রশস্ত বাটীতে লইয়া যান। এই বাটী হলাণ্ড পার্ক (Holland Park) নামক উদ্যানের পার্শ্বে নীরব পল্লীতে অবস্থিত। ব্লাভাস্কি নীচের ঘরে থাকিতেন, কারণ 'উঠা নামা' তাঁহার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর ছিল। চলা ফেরা করিতে ইদানীং তিনি একান্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যিনি এক সময়ে ক্রমাগত দশ বৎসরকাল পৃথিবীর দুর্গম স্থান সমূহ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তিনি এখন দুই চারি পা চলিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। দীর্ঘকালব্যাপী রোগে তাঁহার দেহ এমনই ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার কিট্‌লি বলেন,—"ব্লাভাস্কির বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় তিনি যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহা ত দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাই এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। আমি একজন চিকিৎসক, কিন্তু ইহা কেবল আমার মত নহে, লণ্ডনের কতিপয় প্রধান ভিষগাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এরূপ রোগীকে এক সপ্তাহকাল বাঁচিয়া থাকিতেও পূর্ব্বে তাঁহারা কখন দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্থির বিশ্বাস, কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি মরিবেন না। এবং সেই কার্য্য সম্পাদনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি সকাল ৬॥০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত, কেবল আহারের জন্য কিঞ্চিৎ সময় ব্যতীত, অবিশ্রান্ত ভাবে Secret Doctrine এর লিখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনে তাঁহার নব-স্থাপিত মাসিকপত্র "লুসিফার" (Lucifer) সম্পাদনের সমস্ত ভার তাঁহার উপর ছিল।" ইত্যাদি।

তাঁহাকে উঠিতে চলিতে না হয়, এজন্য লিখিবার কক্ষটীতে তাঁহার আসনের চারিদিকে আবশ্যকীয় পুস্তকের টেবিল ইত্যাদি সজ্জিত ছিল, এবং তিনি ইহার মধ্যে মধ্যে স্থাপিত ভারতবর্ষের স্মারক কাশী, কাশ্মীর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যে বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। Secret Doctrine এবং Luciferএর ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এবং একটী পুস্তক প্রকাশ সমিতি স্থাপনের জন্য ভক্ত সেবকগণ প্রায় ২২০০০৲ বাইশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এই বাটীতে ব্লাভাস্কিকে দর্শন ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে অনবরত লোক সমাগম হইতে লাগিল। বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ আপন আপন অধীত বিদ্যা সম্বন্ধে ব্লাভাস্কিসহ বিচার আলোচনা করিতে আগমন করিতেন। রাত্রি ১২টা, কখন কখন ২টা পর্য্যন্ত এইরূপ আলোচনা চলিতে থাকিত। ব্লাভাস্কি রুগ্ন দেহ লইয়াও, কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অক্লান্ত উৎসাহের সহিত সকলের প্রশ্নের সমাধান করিতে থাকিতেন। লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। কিন্তু এইরূপ লোকসমাগমে তাঁহার গ্রন্থ লিখনকার্য্যে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। এজন্য সকলের অভিমতানুসারে প্রতি সপ্তাহের শনিবার তাঁহার সহিত জিজ্ঞাসুদিগের সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। শনিবার দিবা ২টা হইতে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত তিনি আগন্তুকদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও বিচার আলোচনা করিতেন। স্বনামখ্যাত মিঃ ষ্টেড (W. T. Stead), লর্ড ক্রফোর্ড (Lord Crawford) প্রভৃতি জনহিতৈষী সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার নিকট সৃষ্টিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নানা জটীল প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মীমাংসা শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন।

'আইসিস অনভিল্ড' (Isis Unveiled) গ্রন্থ যেরূপে রচিত হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে বর্ণন করিয়াছি। 'সিক্রেট ডক্‌ট্রিন' গ্রন্থও তদ্রূপেই

রচিত হয়। ব্লাভাস্কি এই গ্রন্থ রচনায়ও নিজের বিদ্যাবত্তার কোন দাবি করেন না। অদ্ভূত সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে তিনি অতীত জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার আকাশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন, এবং মহাত্মাগণ তাঁহার নেত্রসম্মুখে যে গূঢ় তত্ত্বরাজি উন্মোচিত করিতেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন। গ্রন্থ তাঁহার নিকট ৩০।৪০ খানার বেশী ছিল না, ইহার মধ্যেও কতকগুলি অভিধান গ্রন্থ মাত্র। অথচ তিনি নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে রাশী রাশী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন। এই সকল উদ্ধৃতাংশের শুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি British Museumএর গ্রন্থাগারে গিয়া তত্তৎ পুস্তক বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিতেন, ব্লাভাস্কির উদ্ধৃত বিবরণে কোন ভ্রম নাই। কেবল অঙ্কের সম্বন্ধে বৈপরীত্য দৃষ্ট হইত। অর্থাৎ, তিনি যেখানে হয়ত ৩৪১ লিখিয়াছেন, সেখানে মূল পুস্তক খুলিয়া দেখা গেল, উহা ১৪৩। ইহার কারণ এইরূপ বলা হইয়াছে যে, আকাশে অঙ্কগুলি ছায়ার ন্যায় বিপরীত ভাবে প্রতিফলিত হইত, এবং যেরূপ দৃষ্ট হইত, ব্যস্ততাবশতঃ তিনি তদ্রূপই লিখিয়া লইতেন। কখনও কোন কোন কারণে চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ তিনি আকাশ-দৃষ্ট বিষয়ের প্রতিলিপি গ্রহণে ভুল করিতেন। এ সম্বন্ধে কাউণ্টেস-বর্ণিত এক দিবসের ঘটনা এইরূপ। একদিন কাউণ্টেস্ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের মেঝেতে রাশী রাশী লেখা কাগজ ছড়ান রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্লাভাস্কি বলিলেন,—"আমি এই একটী পৃষ্ঠা বার বার শুদ্ধ করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রতিবারেই গুরুদেব বলেন, ঠিক হয় নাই। আমি দেখিতেছি, এইরূপে পুনঃ পুনঃ একটী পৃষ্ঠা লিখিতে লিখিতে পাগল হইব। যাহা হউক, তুমি যাও, আমি একাকী থাকিব। যতক্ষণ না শুদ্ধ হইবে, ততক্ষণ ছাড়িব না, ইহাতে যদি সমস্ত রাত্রি বসিয়া লিখিতে হয় ত তাহাই হইবে।" কাউণ্টেস তাঁহাকে এক পাত্র 'কাফি' পান করাইয়া চলিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে ব্লাভাস্কি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,

অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। Pilgrim's progress এবং Paradise lost পাঠে খৃষ্টিয় ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই তিনি মার্ক, মথি, লুক, যোহান লিখিত সুসমাচারে খৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণ দেখিয়া বাইবেলের সত্যতায় সন্দিহান হইয়া উঠেন। মিস্ মেরিএট্ সহ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বেসান্ত বাল্যেই ইউরোপের নানা স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ সালে বেসান্তের বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী (Rev Frank Besant) জনৈক ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ধর্ম্মযাজকের পত্নীরূপে গরীব দুঃখীদের উপকার করিবার অবসর পাইবেন,—এই নিমিত্তই তিনি পাদ্‌রী বেসাণ্টকে বিবাহ করেন, নচেৎ তৎপ্রতি তাঁহার অনুরাগ আদৌ ছিল না, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই অনতিবিলম্বে উভয়ের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইল। ১৮৬৯ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং ১৮৭০ সালে একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটি কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট পায়। শিশু কন্যার ভয়ানক রোগ যন্ত্রণা দেখিয়া এবং ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া দয়াবান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বেসান্তের সন্দেহ জন্মে। স্বামী সহ কলহ, কন্যার পীড়া, তাঁহার বিধবা মাতার প্রতি জনৈক ব্যবহারজীবের প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার,—ইত্যাদি কারণে বেসান্ত ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টিয় ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও সন্দেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকের নিকট সন্দেহ নিরসনের জন্য গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ বেসান্তকে কেবল বলিলেন—"খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলে তোমার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা।"

১৮৭২ সালে কোন গ্রামে জ্বরাতিসার (Typhoid) রোগের প্রাদুর্ভাব

কালে বেসান্ত বহু দুস্থ লোকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। একদিন তথাকার ধর্ম্মমন্দিরে (church) একাকিনী বেড়াইতে গিয়া তাঁহার প্রকৃতিদত্ত বক্তৃতা শক্তির পরিচয় পাইলেন। চার্চ্চ তখন জন-মানব শূন্য। তাঁহার চিত্তে বক্তৃতা করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। শূন্য আসন শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি সেদিন ক্রীড়াচ্ছলে যে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহা কেহ শুনিল না বটে,—কিন্তু তাহাতেই তিনি কি অতুল অনায়াস-লব্ধ বাক্‌বিভূতির অধিকারিণী—ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। এই বৎসরেই কোন ধর্ম্মক্রিয়ায় যোগদানে অসম্মতি হেতু আইন অনুসারে Rev Besant সহ তাঁহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি শিশু কন্যাটিকে লইয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোন ভদ্রলোকের বাটিতে, একাধারে প্রধানা পাচিকা, ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

১৮৭৪ সালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি মিঃ স্কট্ (Scott) নামক জনৈক ভদ্রলোকের জন্য "ঈশ্বরাদেশ" 'প্রায়শ্চিত্ত' 'মধ্যবর্ত্তিতা ও মুক্তি', 'অনন্ত নরক যন্ত্রণা', 'বালক বালিকার ধর্ম্মশিক্ষা', 'স্বাভাবিক বনাম ঈশ্বর প্রকাশিত ধর্ম্ম' নামক কয়েকখাখি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, এবং ইহার পারিশ্রমিক স্বরূপ লব্ধ অর্থে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার অভাব মোচন হয়। প্রবল পাঠানুরাগ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি সমস্ত দিন British Museunএর বিরাট পুস্তকাগারে জ্ঞানান্বেষণে কাটাইতেন। মিলের (Examination of Sir William Hamilton's Philosophy), কম্‌টের প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) এবং অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনা ফলে ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষীণ রেখাটি পর্য্যন্ত এই সময়ে তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি' সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখিতে ছিলেন, এমন সময় ব্রাড্‌ল (Mr. Bradlaug) hসম্পাদিত 'জাতীয় সংস্কারক' (National Reformer

পত্রের একখণ্ড তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয়। ইহাতে তাঁহার চিন্তার প্রতিধ্বনি পাইয়া ব্রাড্‌লর National seculiar society নামক স্বাধীন চিন্তা প্রণোদক ইহকালবাদী নাস্তিক সভার সভ্য হইলেন। ব্রাড্‌লর বক্তৃতা প্রথম দিন শুনিয়াই বেসান্ত একেবারে মুগ্ধ হ.লেন। ব্রাড্‌লর অপূর্ব্ব যুক্তিতর্কম া মর্ম্মস্পর্শিনী বাগ্মিতার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার উপর ব্রাডলর চরিত্র কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বেসান্ত স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"বাদপ্রতিবাদে তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তিতর্কবিন্যাস, খণ্ডনমণ্ডন প্রণালী এবং সুশিক্ষা সংযত বিচার পদ্ধতি হইতে আমি অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছি। আমার কার্য্যের যদ কিছু মূল্য থাকে, তবে তজ্জন্য আমি অনেক পরিমাণে তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার চরিত্র প্রভাব এমনি যে উহা এক দিক যেমন লোককে কার্য্যে উত্তেজিত করে, অপর দিকে তেমনি তাহাকে সংযত রা'খ।"

ব্রাড্‌ল সহ বেসান্ত নাস্তিকতা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত 'নাস্তিকতার সুসংবাদ' 'কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না', 'জীবন, মৃত্যু ও অমরত্ব' প্রভৃতি আরও কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশিত কারলেন।

রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি স্বায়ত্ত শাসন—তন্ত্রবাদী (Home Ru'er) ছিলেন, এবং অদ্যাপি এই অন্তিম জীবনেও, তদীয় কার্য্যকলাপে অন্য দিকে অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যৌবনের সেই রাজনৈতিক মতটি কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তিনি সর্ব্বদা দুর্ব্বল জাতির পক্ষাবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে স্বমত প্রকাশ করিতেন।

১৮৭৭ সালে বেসান্তের জীবনে অনেক বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ইহা 'নোল্টন পুস্তিকা' (Knowlton pamphlet) সংক্রান্ত আন্দোলন নামে খ্যাত। দরিদ্র নর নারীর উদ্দেশ্যে, অবাধ বংশ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে Rev.

Mr. Malthus নামক জনৈক পাদরী ১৮৩৫ সালে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। মিলের ন্যায় পণ্ডিতগণও তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। বিনা প্রতিবাদে ৪০ বৎসর কাল এই পুস্তক বিক্রীত হইতেছিল। তৎপর ডাঃ নোল্‌টন (Knowlton) নামক আমেরিকার একজন চিকিৎসক কেবল উপদেশে কার্য্য হয় না দেখিয়া, বংশ বৃদ্ধি নিরোধক শারীর-বৈজ্ঞানিক উপায়-নির্দ্দেশক এক পুস্তক প্রকাশিত করিয়া Malthusএর উপদেশকে কার্য্যকর করিতে চেষ্টা করেন। নোল্‌টনের গ্রন্থে দাম্পত্য পরিণাম দর্শিতা (Congugal Prudencē), পিতামাতার দায়িত্ব (Parental responsibiliry), ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার্থ বাল্যবিবাহের আবশ্যকতাও আলোচিত হয়। বাল্য-বিবাহে পরিবার বৃদ্ধির সুতরাং দারিদ্র্য বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, কিন্তু উহা তিনি তৎপ্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিতে জনসাধরেণকে উপদেশ প্রদান করেন। লণ্ডনে এই পুস্তকের প্রকাশককে গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করিলেন, এবং পুস্তকের বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্রাড্‌ল ও বেসান্ত যে এই পুস্তকোক্ত সকল মতের সমর্থন করিতেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন চিন্তার (free thought) সমর্থনকারী। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এইরূপে স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত হইবে, ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। সরকারী আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহার ঐ পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ধৃত ও রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন, এবং নিম্ন আদালতে দোষী প্রমাণিত হইয়া দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু বহুপরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে আপিলে নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন। তৎপর বেসান্ত স্বয়ং 'Laws of Population' অর্থাৎ 'জনসংখ্যার বিধি' নামক এক পুস্তক প্রণয়ণ পূর্ব্বক মলথুসীয় (Malthusian) মত প্রচার করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বেসান্ত নাস্তিক, সুতরাং কন্যার অভিভাবক হইবার অনুপযুক্ত, এই হেতুতে তাঁহার স্বামী আদালতের সাহায্যে শিশু সন্তানটিকে মাতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। তাঁহার গৃহের একমাত্র সঙ্গিনী ও আনন্দদায়িনী কন্যা হইতে বঞ্চিত হইয়া বেসান্ত পাগলিনী প্রায় হইয়াছিলেন, এবং কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীগৃহে কন্যাটিকে দেখিতে গেলেও তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অপমান সূচক ব্যবহার করা হইত। পাছে ইহাতে সন্তানের চিত্তে আপন মাতার প্রতি অশ্রদ্ধার বীজ রোপিত হয়, এই জন্য তিনি তথায় যাওয়া বন্ধ করিয়া স্থির করিলেন,—

"Robbed of my own I would be a mother to all helpless children I could aid and cure the pain at my own heart by soothing the pain of others."

"নিজ সন্তানে বঞ্চিত হইয়া এক্ষণে আমি সকল অসহায় শিশুগণের মাতৃস্বরূপ হইব, এবং অপরের দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া আপন হৃদয় বেদানার প্রতিকার করিব।"

এই সময়ে তিনি "ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান" নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়া তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লড বিকন্সফিল্ড (Lord Beaconsfield) অনুসৃত রাজ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া ছিলেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতের প্রতি সাধুতা ও স্বাধীনতা মুলক নীতির অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং আফগানিস্থান আক্রমণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ব্রাডলর নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইংলণ্ডে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়—যাহা পার্লামেণ্ট মহাসভার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া প্রসিদ্ধ,—তাহাতেও বেসান্তের নাম ব্রাড্‌ল পক্ষীয়গণের অগ্রণী বলিয়া উল্লেখযোগ্য। আয়রলণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইনের আন্দোলনে ও বেসান্ত মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আবার এই সময়েই পরাবিদ্যা সমিতির কথা প্রথম তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি এক খানি কাগজে উহার উদ্দেশ্য গুলি পাড়লেন, কিন্তু উহার প্রকৃতমর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইহার কয়েক দিন পরে অলকটের একটি বক্তৃতা পড়িয়া সমিতি সম্বন্ধে তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা হইল যে, তাঁহার ন্যায় ইহকালবাদী নাস্তিক দিগের পরকালবাদ-রত পরাবিদ্যা সমিতিতে কোন স্থান নাই বা উহাতে যোগদানের কোন আবশ্যককতা নাই। তিনি এইরূপ লিখিত মত প্রকাশ করিলে, "Theosophist" পত্রিকায় ব্লাভাস্কি উহার সমালোচনা মুখে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরাবিদ্যা সমিতি প্রত্যেক সভ্যকে নজ মতানুসরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে, এবং বেসান্ত বা ব্রাডল অপেক্ষা কোন পরাবিদ্যার্থী অধিকতর অতিপ্রাকৃতবাদী (Supernaturalist) নহে,—অর্থাৎ যাহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকে অদ্ভুত অলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস করে, বা নাস্তিকেরা স্বাভাবিক নিয়মবহির্ভূত অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া অবিশ্বাস যোগ্য মনে করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মান্তর্গত উচ্চস্তরাবস্থিত সত্য,—নিয়ম বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত নহে। এইরূপে বেসান্ত ও ব্লাভাস্কি পরস্পরের লিখিত মতামতের মধ্য দিয়া পরস্পর কতক পরিচিত হইলেন, কিন্তু তখনও বেসান্তের পরাবিদ্যার্থিনী হইবার সময় হয় নাই। বেসান্ত নিজেই বলিতেছেন—

"যদি আমি সেই সময়ে ব্লাভাস্কির সাক্ষাৎ পাইতাম, অথবা তাঁহার পুস্তক বা প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারিতাম তাহা হইলেও তখন তাঁহার শিষ্য হইতাম কিনা এই প্রশ্ন আমার মনে কখন কখন উদয় হইয়াছে। আমার বোধ হয় হইতাম না। কারণ, তখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দীপ্তিতে আমার চক্ষু ঝলসিত, তখনও আমি খুবই অহমিকা পূর্ণ, বিতণ্ডাপ্রিয়, নিন্দাপ্রশংসায় বিচলিত, নিজেরভাবেই প্রমত্ত।" অতএব ইহা সত্য যে অধ্যাত্ম বিদ্যালোচনার অবসর তখনও তাঁহার আইসে নাই।

যাহা হউক, কর্ম্ম স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অতঃপর তিনি "সামাজিক সাম্যবাদ" (Socialism) মতের আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ব্রাডল ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। সামাজিক সাম্যবাদের সহিত পরকালে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং ইহকালবাদী সভার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। সামাজিক সাম্যবাদের মূলমন্ত্র এই যে, মূলধন (Capital), পরিশ্রম (Labour) এবং জমি (Land) এক সাম্যতন্ত্রের অধীনে আনয়ন এবং ঐ সকলের যথোপযুক্ত বিভাগ দ্বারা সমাজস্থ সকলের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন। বেসান্ত উহার সামাজিক সাম্যবাদের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"কোন জাতির মহত্ত্ব উহার বড় বড় মহাজনদের উপর, বড় বড় মূলধনীদিগের উপর অথবা বড় বড় সম্ভ্রান্ত জমিদারদিগের বিলাস বৈভবের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের ধ্বংস, আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার, সকলের জীবন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমতার উপর জাতীয় মহত্ত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেকের অংশেই প্রচুর কর্ম্ম, প্রচুর বিশ্রাম, প্রচুর স্ফূর্ত্তি চাই,—কাহারও ভাগ্যে খুব বেশী নহে। ইহাই সামাজিক সাম্যবাদীর আদর্শ। ইত্যাদি।"

বেসান্ত এই আদর্শের সফলতার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সুপ্রসিদ্ধ W. T, Stead মহোদয়কে পৃষ্ঠপোষক রূপে প্রাপ্ত হয়েন। বেসান্ত নাস্তিক, ষ্টেড স্বধর্ম্ম বিশ্বাসী। কিন্তু উভয়ের সাম্যবাদের আদর্শ এক। উভয়েই উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে এমন এক ভ্রাতৃ সংগঠনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যাহার উদ্দেশ্য বিশ্বমানবরূপে খৃষ্টের উপাসনা। উভয়েই চাহেন এমন এক মন্দির প্রস্তুত করিতে, যাহাতে বিশ্বমানবরূপ দেবতার পূজা হইবে—অপর মন্দিরে যেরূপে ঈশ্বরের পূজা হয় সেইরূপ বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত। নির্ব্বাক কোটী কোটী দরিদ্র

নরনারীর অবস্থা উন্নয়নের জন্য উভয়ে মিলিয়া "Link" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন। এইরূপে বেসান্ত একদিকে ব্রাড্‌ল সাহচর্য্যে ঈশ্বরনাস্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে ষ্টেড্‌ সাহচর্য্যে ঈশ্বরের স্থানে বিশ্বমানবকে বসাইয়া দরিদ্রের সেবা করিতে এবং জাতীয় জীবন হইতে সুখ দুঃখের তারতম্য ঘুচাইতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাঁহার অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত হইতে লাগিল। কোন কোন কারখানায় তাহারা ধর্ম্মঘট করায় দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অচিরেই বেসান্তের কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু তিনি অটল রহিলেন।

এই সকল কার্য্য কোলাহলের মধ্যেই কিন্তু তাঁহার জীবন নাট্যে এক অদ্ভুত পট পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে লাগিল। তিনি সময় সময় ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার অনুসৃত বিশ্বমানব পূজারূপ দার্শনিক মত অর্থ নীতিক গণনায় অতি উত্তম হইলেও যেন সম্পূর্ণ নিখুঁত নহে,—যেন জীবনতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের ভিতর তাঁহার অজ্ঞাত অনেক বিষয় পড়িয়া আছে। সেই সময়ে চারিদিকে আলোচিত ও অনুষ্ঠিত অনায়ত্ত লিখন (automatic writing), সম্মোহনবিদ্যা (Mesmerism, Hypnotism), প্রেতবিদ্যা (Spiritualism) সংক্রান্ত ক্রিয়ায় এত পরীক্ষিত ঘটনার বিবরণ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল যে তিনি তাহাতে একান্ত বধির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। রাশি রাশি প্রশ্ন, সমাধানের জন্য তাঁহার চিন্তা দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনি যে যে মতের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কিছুতেই সে সকল প্রশ্নের সমাধান হইল না। তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সিনেটকৃত "রহস্য-জগৎ" (Occult world) নামক পুস্তকপাঠে সমধিক তৃপ্ত হইলেন! তিনি মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে নিজে পরীক্ষা করিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ ফললাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুসন্ধান

প্রবৃত্তি সাতিশয় উদ্রিক্ত হইলে। একদিন তিনি একাকিনী গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। এই জীবন প্রহেলিকার সমাধান কোথায়? ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়। মীমাংসা করিতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা,— সব পরাজিত হইল, তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় কাহার বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন,—"হতাশ হইও না, আলোক নিকটবর্ত্তী!" বেসান্ত লিখিয়াছেন, এহেন পবিত্রতম শব্দ পূর্ব্বে আর কখনও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। শুধু কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছিল কি? বোধ হয় উহা তাঁহার 'মরমে পশিয়াছিল।' ভগবানের কৃপা বল, মহাজনের আশীর্ব্বাদ বল, জন্মান্তরীন সুকৃতি বল, প্রকৃতির নিয়ম বল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বল, যাহাই বল,—সরল তীব্র অনুরাগী অনুসন্ধিৎসুর নিকট আলোক বেশীদিন গুপ্ত থাকিতে পারে না। এই ঘটনার এক পক্ষান্তে মিঃ ষ্টেড দুই খণ্ড, "সিক্রেট ডক্‌ট্রিন" (Secret Doctrine) গ্রন্থ সমালোচনার্থ বেসান্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার কি ভাবান্তর হইল, ইহা তাঁহার নিজের কথায় শুনুন—

"Home I carried my burden and sat me down to read. As I turned over page after page, the interest became absorbing. But how familiar it seemed, how my mind leapt forward to presage the conclusions, how natural it was, how coherent, how subtle, yet how intelligible……all my puzzles, riddles, problems seem to disappear." Vide Mrs. Annie Besant's Autobiography.

অর্থাৎ—"পুস্তক ভার বহন করিয়া আমি বাড়ী আসিলাম, ও পড়িতে বসিলাম। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যতই অতিক্রম করিতে লাগিলাম, পরিবর্দ্ধিত

কৌতুহল ততই চিত্ত মন অধিকার করিতে লাগিল। কেমন স্বাভাবিক, যুক্তিযুক্ত, কেমন সামঞ্জস্য পূর্ণ, কেমন সূক্ষ্ম তত্ত্বগর্ভ, অথচ কেমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান। আমার সমস্ত সংশয়, তর্ক, প্রশ্ন একে একে তিরোহিত হইতে লাগিল।"

তিনি সমালোচনা লিখিলেন, এবং মিঃ ষ্টেডের নিকট হইতে একখানা পরিচয় পত্র লইয়া ব্লাভাস্কির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে চলিলেন। বেসান্তের বিদ্যাবত্তা, মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং গভীর জনহিতৈষণার কথা ব্লাভাস্কি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহার প্রতি প্রীতির ভাবই পোষণ করিতেন। সাক্ষাৎ হইল। ব্লাভাস্কি তাঁহার অভ্যাস মত সিগারেট পাকাইতে পাকাইতে তাঁহার ভ্রমণের এবং নানা দেশ দেশান্তরের গল্প গুজব করিতে লাগিলেন কিন্তু উহার ভিতর তাঁহার সমিতি সম্বন্ধে একটি কথাও ছিল না। বেসান্ত যখন বিদায়ের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন, তখন ব্লাভাস্কি একবার উহার সেই উজ্জ্বল, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বেসান্তের নেত্রের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন,—'মিসেস বেসান্ত! তুমি যদি আমাদের মধ্যে আসিতে!' এই একটী বাক্যে, একটি অপ্রত্যাশিত কৃপা আহ্বানে, বেসান্তের চিত্ত আলোড়িত করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার জাগরিত করিয়া, যেন তাঁহার নিজ জনকে চিনাইয়া দিল। সেই স্বরে, সেই বশঙ্করী দৃষ্টিতলে বেসান্তের চিত্তে প্রবল ইচ্ছা হইল যে তখনি তিনি ব্লাভাস্কির সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু অমনি আবার মনে মনে লজ্জিত হইলেন। ব্রাডলা, ষ্টেড প্রভৃতি মহারথীর সহযোগিনী প্রখ্যাতনাম্নী জননায়িকা বেসান্ত কি ব্লাভাস্কির নিকট অবনত হইবেন! এবার আত্মাভিমান পরিপন্থী হইল। ব্লাভাস্কির নিকট বেসান্তের চিত্ত অপরিজ্ঞাত রহিল না। কিছুদিন পরে তিনি এক সময়ে বেসান্তকে এই ব্যাপার স্মরণ করাইয়া বলিয়াছিলেন,—'বৎসে! তুমি দারুণ আত্মাভিমানিনী!"

তিনি আর একবার ব্লাভাস্কি সহ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। এবার তিনি নিজেই পরাবিদ্যা সমিতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিলেন, ব্লাভাস্কি ইহার কোন উত্তর না দিয়া বেসান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সম্বন্ধে S. P. R. এর (পূর্ব্বোক্ত লণ্ডনস্থ সাইকেল সভার) রিপোর্ট পড়িয়াছ কি?

বেসান্ত—না, আমি কখন শুনি নাই।

ব্লাভাস্কি।—তবে যাও, সেই রিপোর্টখানা পড়। তার পর—রিপোর্ট পড়িয়া - যদি এখানে আবার আসিতে ইচ্ছা কর,—ভাল!

এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও তিনি বলিলেন না। বেসান্ত বাড়ী গিয়া রিপোর্ট পড়িলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেসান্তের পক্ষে উহার অসারত্ব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি লিখিয়াছেন:—"এই রিপোর্টের সকল সিদ্ধান্তই কুলম দিগের সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাহারা ত প্রবঞ্চনা কার্য্যে আত্ম স্বীকৃত সহকারী। আমি সে দিন যাঁহার চক্ষে শিশুর সরলতা, সাধুতা, নির্ভিকতা দেখিলাম, যাঁহার উন্নত, আত্মমর্য্যাদা বিশিষ্ট, তেজ সম্পন্ন, সত্য নিষ্ঠা নিরত প্রকৃতির কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইলাম,—আমি কি তাঁহার চরিত্র ঐ রিপোর্টের অসার উক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিব? 'সিক্রেট ডকটিন' গ্রন্থের লেখিকা কি সেই রিপোর্ট বর্ণিত নীচাশয় প্রতারক, অধম ঘৃণ্য জীব? ......আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম, এবং ঐ রিপোর্ট দূরে নিক্ষেপ করিলাম।"

পর দিবস (১০ ই-মে, ১৮৮৯ সাল) তিনি ব্লাভাস্কি সহ সাক্ষাতের পূর্ব্বেই একেবারে সমিতির কার্য্যালয়ে গিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তৎপর ব্লাভাস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবনত মস্তকে ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে চুম্বন করিলেন!

ব্লাভাস্কি।—তুমি সমিতিতে যোগদান করিয়াছ?

বেসান্ত।—হাঁ।

ব্লাভাস্কি।—তুমি রিপোর্ট পড়িয়াছ ?

বেসান্ত।—হাঁ।

ব্লাভাস্কি। তার পর ?

বেসান্ত নতজানু হইয়া ব্লাভাস্কির হস্তধারণ করতঃ তাঁহার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার উত্তর এই যে, আপনি কি আপনাকে আমার উপদেষ্ট্রী বলিয়া জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিবার সম্মান আমাকে দান করিবেন ?"

ব্লাভাস্কির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বেসান্তের মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"তুমি একজন উচ্চহৃদয়া রমণী। প্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বেসান্ত তদবধি ব্লাভাস্কির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীর বর্ণনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতামালা, গভীর চিন্তা ও তথ্যপূর্ণ অসংখ্য পুস্তক প্রবন্ধ ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্যদান করিতেছে। ইদানীং এই শ্বেতাঙ্গিনীর ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিতা, রুদ্রাক্ষধারিণী, ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা কারিণী মূর্ত্তি অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহামনা অলকটের দেহান্তে বেসান্তই পৃথিবীব্যাপী সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক সভাপতিরূপে মনোনীত হইয়াছেন। ইহাতেই তিনি স্বীয় দক্ষতা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা কতদূর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায়। তিনি ভারতবাসীর—বিশেষতঃ হিন্দুজাতির—শিক্ষা ও অবস্থার উন্নতির জন্য সতত যত্নবতী। রাজনীতিক্ষেত্রে সকলের সহিত তাঁহার মত না মিলিলেও, তিনি ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য আপন বুদ্ধি অনুযায়ী সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন,—ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার জীবনে দুইটী লক্ষ্য করিবার বিষয় দেখা যায়। প্রথমতঃ, তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখনি তাহাতে একেবারে কায়মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন

অনেকেই মনে মনে সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করে কয়জন? বেসান্তের যেমন ইচ্ছা, অমনি কার্য্য,—ইহাতে যতই বাধ, বিপত্তি, ভয়ের কারণ থাকুক না কেন। তিনি তাঁহার আত্ম জীবন চরিতের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে 'অমুক কার্য্যটি করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আর কেহ করুক, আমি কেন করিব! আগ্রহশীল কর্ম্মী, যিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বিপদের সম্মুখীন হইতেও কুন্ঠিত নহেন, তিনি বলেন,—অমুক কার্য্যটা করা কর্ত্তব্য, অতএব আমিই কেন না করিব? এই দুইটী বাক্যের মধ্যে, নৈতিকক্রম বিকাশ পথে, মানবের কত শতাব্দী কাটিয়া যায়।" উচ্চতর কর্ত্তব্যের জন্য শেষোক্ত কর্ম্মি কিরূপে আত্মোৎসর্গে ধাবিত হয়, বেসান্তের জীবন ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কখন কখন ভ্রান্তমত সঙ্কুল হইলেও, উহার প্রত্যেকটির মূলে জন হিতৈষনা বর্ত্তমান। তাঁহার 'মলথুসিয়ান' মত, 'সামাজিক সাম্যবাদ' প্রভৃতি সমস্তই জনহিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব।

ব্লাভাস্কি যখন বেসান্তের সামাজিক দুঃখ দারিদ্র্য মোচনোদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত বংশবৃদ্ধি নিবারক উপায় উপদেশের কথা শুনিলেন,তখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উহা কত দূর অসম্পূর্ণ তাহা বুঝাইলেন। ব্লাভাস্কি এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বেসান্ত নিম্নলিখিতরূপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন:—

'তুমি যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছ উহা আধিভৌতিক উপায়মাত্র। কিন্তু যে রোগের মূল রহিয়াছে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে, তাহার মূলোচ্ছেদ উক্ত উপায়ে হইতে পারে না। উহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় নর-নারীর প্রবৃত্তি সংযম। সংযম অভ্যাস করিতে করিতে তাহারা ক্রমে ক্রমে উচ্চতর চিন্তাপ্রসূ মস্তিষ্ক ও দেহ লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে—তাহাতেই দুঃখ নিবৃত্তি হইবে।"

বেসান্তের বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ততঃ লোকের দুঃখ কষ্টের সাময়িক প্রতিকারও হইতে পারে তিনি ইহা বলিলে, ব্লাভাস্কি উত্তর করিলেন :—

"দৃষ্টি বর্ত্তমান ছাড়াইয়া একটু দূর—প্রসারিত করিয়া দেখ,—দেখিতে পাইবে প্রত্যেক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ক্লেশ পুনঃ পুনঃ আসিবে, যতদিন না দুঃখের আশয় যে প্রবৃত্তি তাহা তিরোহিত হয়। হে তত্ত্ববিদ্যার্থি! তোমার পক্ষে এরূপ কার্য্য উচিত নহে, যাহাতে দুঃখ প্রকৃতপক্ষে দূরীভূত না হইয়া চিরস্থায়ী হয়। প্রবৃত্তি দমন নাই, সংযম নাই, অথচ কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনসংখ্যা হ্রাস চেষ্টা,—ইহাতে কখনও স্থায়ী মঙ্গলের আশা নাই। সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তি জয় করিতে হইবে, কামকে স্নেহপূত আত্মত্যাগমূলক প্রেমে পরিণত করিতে হইবে,—তাহা হইলে মানব এমন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, তাহার প্রত্যেক মানসিক ও দৈহিক বৃত্তি কেবল পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইবে। তবেই মানবজাতির মঙ্গল, অন্য উপায় নিষ্ফল।"

বেসান্তের চিত্তের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি তাঁহার "Laws of Population" গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং উহার কাপি-রাইট (Copy right) বিক্রয় করিতেও অস্বীকৃত হইলেন। ইহসর্ব্বস্ববা প্রভৃতি মত সমস্তই তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিতে হইল। তাঁহার শ্রদ্ধাভাজন সহযোগী ব্রাড্‌লার সহিত আর মিলিয়া কার্য্য করিতে পারিলেন না। ব্রাড্‌ল গভীর দুঃখের সহিত বেসান্তের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা এতদিন সম্পদে বিপদে তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিয়া আসিতেছিল, যাঁহারা এতদিন তাঁহার নেতৃত্বের মুখাপেক্ষা করিয়া নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সুহৃদ, অনুচর, সহযোগীদিগের নিকট বিদায় লইতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইল। কিন্তু বেসান্তের কর্ত্তব্য পথ এখন নব আলোকে প্রদীপ্ত। তিনি আর কিরূপে অবিশ্বাস, সংশয়, অজ্ঞানতার অন্ধকারে বিচরণ করেন?

যিনি এইরূপে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার নিকট যে তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি ব্লাভাস্কির সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া লিখিয়াছেন—

"আমরা সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিতাম,—আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিবার অবসর পাইতাম। আমরা তাঁহার জীবনের নিঃস্বার্থময় সৌন্দর্য্যের, তাঁহার চারিত্রিক মহত্ত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছি। তিনি আমাদিগকে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, যেরূপে আমাদের জীবন পরিশোধিত করিয়াছেন, আমাদের চিত্তবল পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার চরণে আমরা সভক্তি কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। হে মহিয়সী রমণী! অন্ধ অজ্ঞ বাহিরের লোকেরা না বুঝিয়া তোমার প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছে। তোমার শিষ্যেরাও তোমাকে আংশিকরূপেই চিনিতে পারিয়াছে। তোমার নিকট আমরা যে কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ, জন্মে জন্মেও সে ঋণের শোধ করিতে পারিব না।"

[library stamp]

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্লাভাস্কির ধর্ম্মমত কি?

ব্লাভাস্কির ধর্ম্ম মত কি? যিনি পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহকে এক সার্ব্বজনীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক, এক সত্য-সূত্রে সমস্ত ধর্ম্মকে গ্রথিত করিতে প্রয়াসী, তাহার ধর্ম্মমত জানিবার জন্য কৌতুহল স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিরূপণ তত সহজ নহে। বস্তুতঃ মহাত্মাগণের ধর্ম্মমত কোন প্রচলিত ধর্ম্মের মাপ কাঠিতে মাপিতে গেলে অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতে হয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের নামে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজের ধর্ম্মমত লইয়া, নানা সম্প্রদায়ে যথেষ্ট বিরোধ বিসম্বাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেকেই আপন আপন ভাবে তাঁহাদিগকে বুঝিতে চেষ্টা করেন। পাঠক জানেন ব্লাভাস্কি কাহারও কাহারও মতে নাস্তিক ছিলেন আবার তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন,—ইহাও পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কি, এ বিষয়ে কোন অবিসম্বাদিত মত প্রকাশ করা কঠিন। এই ধর্ম্মান্দোলনের দিনে আজও বৌদ্ধধর্ম্ম বা দর্শন সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা হয় নাই। মূল বৌদ্ধধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্মেরই প্রকার ভেদ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রায়ই একমত। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের কোন কোন অংশ ত্যাগ করিলেও বেদাতিরিক্ত কোন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা প্রচার করে নাই। তথাপি বহু শতাব্দী সঞ্জাত বিভিন্ন মতবাদের স্তরভেদ করিয়া মূল তত্ত্ব নিষ্কাসন করা দুষ্কর। কাজেই এ সম্বন্ধে নানা কল্পনার যথেষ্ট অবসর আছে।

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই, এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের দুই শত বৎসরের মধ্যে কিছুই লিখিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম

সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী বুদ্ধদেবের তিরোভাবের দুইশত বৎসর পরে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে শিষ্যদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া আরও বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকিবে। এবং পুস্তক লিপিবদ্ধ হইবার সময় লেখকগণের পক্ষে বুদ্ধদেবের মত অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতের ছায়া যে তদুপরি পতিত হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বুদ্ধদেব ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি নিরুত্তর থাকিতেন। জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই। তিনি বলিয়াছেন,—"জগৎ অনাদি কি সাদি, অনন্ত কি সান্ত, তথাগত পরিনির্ব্বাণের পর থাকিবেন কিনা,—এ সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" অথচ এই সকল কথা লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ বড় বড় দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অবশ্যই বুদ্ধদেবের সময়ে মহাযান, তন্ত্রযান, মন্ত্রযান বজ্রযান প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থার অস্তিত্ব ছিল না। একদা কাশম্বি বনে অবস্থান কালে শিংশপা বৃক্ষের কতকগুলি পত্র মুষ্টিতে ধারণ করিয়া তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন,—"এই বনের পত্র সংখ্যা আমার হস্তস্থিত পত্র সংখ্যা হইতে যেমন অনেক বেশী, তেমনি যাহা আমি শিক্ষা দিয়াছি, তদপেক্ষা, যাহা আমি শিক্ষা দেই নাই, তাহার সংখ্যা অনেক বেশী জানিবে। কেন আমি ঐ সকল কথা প্রকাশ করি নাই? কারণ উহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক, নিষ্ফল। উহাতে তোমাদের শান্তি, মঙ্গল, কামনা-নিবৃত্তি, জ্ঞান বা নির্ব্বাণলাভের কোন সাহায্য করিবে না।" কিন্তু বাইবেলোক্ত নিষিদ্ধ ফলের দিকে যেমন হবার (Eve) চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের অপ্রকাশিত বিষয়ে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও কৌতুহলাক্রান্ত শিষ্যগণের দৃষ্টি সেইরূপ আকৃষ্ট হইল। এবং তৎফলে

নানা প্রস্থানের সৃষ্টি হইল। তবে সকল শিষ্যের নিকটেই কি তিনি তত্ত্ব অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন? এ প্রশ্ন পরে বিচার্য্য।

মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থে বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ চারি প্রকার দার্শনিক মত সুবিদিত। যথা,—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে সকলই শূন্য। বস্তু সত্য হইলে স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগ্রৎ অবস্থায় দৃশ্যের বৈলক্ষণ্য বা অভাব বোধ হইত না। যোগাচার মতে বাহ্য বস্তু মাত্রেই অলীক, কেবল "ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আত্মা"ই সত্য। এই জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। সকল বস্তুই ক্ষণিক,—অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ কহে। বৈভাষিক মতে বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর্হত দর্শনে ক্ষণিকতা মত খণ্ডিত হইয়াছে। যুক্তি এই,—প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করিলে কৃষি বাণিজ্যাদি ঐহিক ফল সাধন কর্ম্মে কিছুতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আমি কর্ম্ম করিয়াছিলাম, আমিই ফলভোগ করিতেছি,—এই জ্ঞান থাকাতে আত্মা অবশ্যই চিরস্থায়ী।

বলা বাহুল্য, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত বা শিক্ষা প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের মতামত আলোচিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবান যাহা বলেন নাই, উক্ত দার্শনিকগণ সেই সকল তত্ত্ব লইয়া অনেক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তদ্দ্বারা সেই পুরুষোত্তমের মহোচ্চ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তীরা বৌদ্ধমতের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা ও সমালোচনা করিয়াছেন।—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্য মানানাং স্বভাব নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দেশিতাঃ।

অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিলে কোন বস্তুরই নির্ণয় হয় না, অতএব বস্তু অনির্ব্বচনীয় এবং ইহার কোন সত্তা নাই (নিঃস্বভাব) ইহাই বৌদ্ধদিগের উপদেশ। যাহা সৎ (কোন কালেই যাহার বাধ, বৈলক্ষণ্য বা অভাব হয় না) নহে, অসৎ নহে, সদসদ্রূপও নহে, তাহার নাম অনির্ব্বচনীয়। বৌদ্ধমতে বস্তু মাত্রই এই অনির্ব্বচনীয় সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এবং যখন বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, অর্থাৎ ঘট-পটাদি সমস্তই বিজ্ঞানমাত্র, তখন বিজ্ঞানও অনির্ব্বচনীয় হইল। বেদান্তীরা বিজ্ঞানকে অনির্ব্বচনীয় বলেন না, কারণ তাহা স্বপ্রকাশ, সৎস্বরূপ এবং সর্ব্বথা চিত্ত অসম্পৃক্ত, নিত্য। যাহার প্রকাশ পরাধীন, তাহা অনির্ব্বচনীয় হইতে পারে। অতএব বেদান্তমতে বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত সকল পদার্থ অনির্ব্বচনীয়। বেদান্তীরা জগৎকে ব্রহ্মে বা বিজ্ঞানে কল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় আন্তর বাহ্য সমস্ত জগৎ বিজ্ঞানরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না।

ইহাতে বুঝা যায়, বৌদ্ধ ও বেদান্তী উভয়েই দৃশ্যজগৎকে প্রকৃত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। এস্থলে উভয় মতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। একজন জগৎকে কল্পিত বা মিথ্যা বলেন, অপরে উহাকে বিজ্ঞানাকার বলেন—আর এই অনিত্য বিজ্ঞান সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসদ্রূপও নহে, অর্থাৎ বেদান্তীর মায়াবৎ অনির্ব্বচনীয়। অতএব বৈদান্তিকের মায়াবাদে ও বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদে অতি অল্পই প্রভেদ, বা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদই নাই। অপর পক্ষে বৈদান্তিক বৌদ্ধের সহিত তাহার ভেদ দেখাইয়া বলে যে, তাহার বিজ্ঞান বা জ্ঞান সৎ, নিত্য, বৌদ্ধের বিজ্ঞান ক্ষণিক। তাহার বিজ্ঞান বা জ্ঞান জড়াতিরিক্ত, বৌদ্ধের বিজ্ঞান জড়ীয় ধর্ম্মাক্রান্ত। তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ মুক্ত-নির্লিপ্ত, বৌদ্ধের বিজ্ঞান সুখদুঃখসংসৃষ্ট, অশুদ্ধ। কিন্তু অমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধের বিজ্ঞানও দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—

প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে। সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে। অতএব জগদাকারে প্রতীত যে বিজ্ঞানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধের প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। ইহা বৈদান্তিকের প্রাতিভাসিক জ্ঞানের অনেকাংশে সমতুল। আলয় বিজ্ঞান অনেকাংশে বৈদান্তিকের পারমার্থিক জ্ঞানের সহিত তুলনীয়। দার্শনিকগণ অনেক স্থলে সুষুপ্তি, সমাধি ও ব্রহ্মরূপতা এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।* যেমন পারমার্থিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আলয় জ্ঞানের উপর বাহ্যদৃশ্যাদৃশ্য বস্তুর জ্ঞান নির্ভর করে। মাদাম ব্লাভাস্কি বলনে,—"আলয় অর্থে জগদাত্মা, Emersonএর over-soul সদৃশ।......মহাযান সম্প্রদায়ের যোগাচার্য্যদিগের মতে আলয় শূন্যের বোধক, কিন্তু সেই আলয়ই আবার যাবতীয় দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। আলয় তত্ত্বতঃ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু জলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় প্রত্যেক বস্তুতে প্রতিবিম্বিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ে মতভেদ আছে। পরমার্থ সম্বন্ধেও সেই কথা।" † বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য তাত্ত্বিকগণের (Esoteric Budhists) মতে আলয় অর্থে জগদাত্মাও বুঝায় এবং সিদ্ধ

---

* "সুষুপ্তি সমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা"—সাংখ্যসূত্র।

† "Alaya is the soul of the world, or Anima Mundi—the over-soul of Emerson. Thus, while the Jogacharyas of the Mahayana school say that Alaya (Nyingpo or Tsang in Tibetan is the personification of the voidness, yet alaya is the basis of every visible and invisible thing, and that though it is eternal and immutable in its essence, it reflects itself in every object of the universe like the moon in clear tranquil water. Other schools dispute the statement. The same for Paramartha"—The Secret Doctrine ol. I, Page 79.

বা মুক্তাবস্থাও বুঝায়। যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ ইচ্ছামাত্র নিজের আলয়কে নিত্যসত্ত্বার সহিত মিলিত করিতে পারেন।* অতএব পারমার্থিক নিত্য সত্য (absolute truth) এবং প্রাতিভাসিক আপেক্ষিক সত্য (relative truth) সম্বন্ধে বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ প্রায় এক মতাবলম্বী। বৌদ্ধদের শূন্য (Voidness) সেই পারমার্থিক নিত্য সত্যকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'নেতি-নেতি' করিয়া সমস্ত প্রাতিভাসিক জ্ঞান নিরস্ত হইলে যে সর্ব্বোপাধিশূন্য অবস্থা লাভ হয়, তাহা সেই নিত্য সত্য অবস্থার নামান্তর। এই শূন্য অর্থে 'কিছুই নাই' এরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচিত হইবে।

বৌদ্ধদিগের হীনযান ও মহাযান নামক দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। হীনযানীরা মহাযানীদিগকে অবিশ্বাসী বলে। মহাযানীরা বলে হীনযানীরা একদেশদর্শী, ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব এবং ভগবান বুদ্ধোপদিষ্ট জ্ঞানের সম্যক্ মর্ম্ম অবগত নহে। মহাযানীরা হীনযানী অপেক্ষা উদার ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। তাহারা যে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহা নহে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্মকে এখন একটা একত্ব জ্ঞানের উপর স্থাপিত করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের নিকট যাবতীয় ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর বলিয়া অবধারিত। তাহাদের মতে বোধিসত্ত্বই নানা মূর্ত্তিতে, নানারূপে, নানা অবতারে যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর উপাস্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।† আবার হীনযানীরা নির্ব্বাণে ঈশ্বর না মানিলেও

* "In the Jogacharya system of the contemplative mahayana school, alaya is both the universal soul, anima mundi, and the self of a progressed adept. He who is strong in yoga can introduce at will his alaya by means of meditation into the true nature of existence, says Aryasanga, the rival of Nagarjuna.—Ibid. page 80.

† এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, পৃথিবী

ঐশ্বরিক ভাব সমুদয় ভগবান বুদ্ধদেবে আরোপিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। ইহা ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান হইতে দূরাবস্থিত হইলেও, সাধারণ মানব জাতির ঈশ্বরোপাসনা হইতে বড় বেশী দূরে নহে।

আমরা দেখিয়াছি, ব্লাভাট্স্কি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারেন, তিনি হীনযানী সম্প্রদায়ভুক্ত

শুদ্ধই বৌদ্ধ। কারণ তিনি বোধিসত্ত্ব হইবেন তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎ উদ্ধার করিতে পারেন বলেন, তবে জগৎ শুদ্ধই ত বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন, - আমরা বৈষ্ণব শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌরিক রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকে উদ্ধার করিব।' কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কি, সে কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না, একমাত্র বলেন —'যাহার যাহাতে ভক্তি আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব।' এ সম্বন্ধে কারণ্ডব্যূহে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুমি কি করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে ত নানা মুনির নানা মত, লোক তোমার কথা শুনিবে কেন?' তখন করুণামূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন - 'আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিব বিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়ক বিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব ইত্যাদি।'.. এমতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওসফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন—তোমরা যে ধর্ম্মে থাক, যে দেবতা উপাসনা কর, ধর্ম্মে এবং চরিত্রে বড় হইবার চেষ্টা করিলেই তোমরা থিওজফিষ্ট এবং যে কেহ থিওজফিষ্ট হইতে পারে এও কথাটা সেইরূপ।'—নারায়ণ পত্রিকা অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

এ মত কেবল মহাযানী বৌদ্ধের বা থিওজফিষ্টের নহে। যাহাদের ঈশ্বরজ্ঞান অদ্বৈত তত্ত্বের উপর, সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর স্থাপিত তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন। শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত ভগবৎ প্রার্থনাবাক্য উক্ত মতের সহিত তুলনা করিবেন।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো, হরিঃ॥

ইহা কি হিন্দুমতের বিরোধী?

ছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি, তিনি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার "পঞ্চশীল" গ্রহণে জনৈক সিংহলী বৌদ্ধ পুরোহিত অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাদাতা, আজন্মপূজিত আধ্যাত্মিক গুরু তিব্বতবাসী জনৈক সাম্প্রদায়িক বন্ধনশূন্য মহাপুরুষ। তাঁহার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এই মহাপুরুষের উপদেশ-লব্ধ। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার জীবনের গতি এই মহাপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম যে অধুনাতন অধঃপতিত সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধসমাজের সীমাবহির্ভূত, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভগবান গৌতম বুদ্ধের উচ্চ ধর্ম্ম উপনিষদ-প্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ উভয়েই—'নেতি-নেতি' করিয়া এক মহাশূন্যে উপস্থিত। বৈদান্তিক এই মহাশূন্যেই সৎস্বরূপের আবিষ্কার করিয়া আনন্দে মগ্ন, বৌদ্ধও এই মহাশূন্যকেই অমৃতধাম বলিয়া, চরম লক্ষ্য বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তদভিমুখে সকলকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। উভয়ে বস্তুগত পার্থক্য অতি অল্পই। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৈদান্তিকের সাধন যে সর্ব্বত্র আত্মদর্শনরূপ অদ্বৈত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধের সর্ব্ব জীবকে আত্মতুল্যবোধে মহাকরুণা সাধনও সেই অদ্বৈত জ্ঞানেরই প্রকারান্তর। ইহার শেষ পরিণতি কি কেবলই শূন্যতা, বিনাশ, অভাব? ইহা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদ, যাহা সাধারণতঃ নিরীশ্বরবাদ বলিয়া পরিচিত, তাহা উপনিষৎ হইতে "নির্গুণ ব্রহ্মবাদ" নামে যে প্রস্থান নির্গত হইয়াছে, তাহার একান্ত সমীপবর্ত্তী। ইহাকে নাস্তিকবাদ বলিয়া ধার্য্য করিলে হিন্দুর চিরপূজ্য অনেক আচার্য্যকে নাস্তিক বলিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে, সম্প্রদায় বিশেষে তাঁহারা ঐ আখ্যাই পাইয়াছেন। বিরুদ্ধ সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর

পরস্পরকে নাস্তিক বলিয়া প্রচার করা নূতন নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনৈক্যের কথা ছাড়িয়া দিউন, অবান্তর বিষয়ে মতভেদস্থলেও একে অন্যকে নাস্তিক বলিতে পশ্চাৎপদ নহে। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ে মধ্যাহ্নের পর আহার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া থাকে, অন্য সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করে না। এক সম্প্রদায়ে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের সহিত দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃত বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য নহে। অন্য সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করে। ঈদৃশ বহিরঙ্গ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া বিবাদবশতঃ একে অন্যকে নাস্তিক বলিয়া থাকে। সুতরাং বিরুদ্ধ-পন্থী প্রদত্ত নাস্তিক আখ্যা সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। বলা বাহুল্য, ব্লাভাস্কি এই সকল বিবদমান সম্প্রদায়ের কোন পক্ষভুক্ত ছিলেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম "দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড বা আচার ব্যবহারের উপর নহে।"

আত্মার অস্তিত্ব, অবিনশ্বরত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, পরলোক, প্রভৃতি বিষয়ে ব্লাভাস্কির দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার লিখিত গ্রন্থগুলির প্রতি পংক্তিতে জাজ্বল্যমান। প্রকৃত পক্ষে যাহারা এই সকল বিশ্বাস করে না, তাহারাই আর্য্যশাস্ত্রে নাস্তিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কেননা তাহাদের মতে ভোগায়তন দেহই সর্ব্বস্ব, এবং এই জীবনই মানবের আদি, মধ্য ও অন্ত। কিন্তু পরকাল ইত্যাদি স্বীকার করিয়াও যাহারা কোন জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান নহে, তাহাদিগকে নাস্তিক না বলিয়া নিরীশ্বরবাদী বলা হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যদর্শন কোন জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু তজ্জন্য উহাকে নাস্তিক দর্শন বলা হয় না। সাংখ্য চিদাত্মবাদী, কিন্তু জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করে না বলিয়া নিরীশ্বর আস্তিক দর্শন মধ্যে গণ্য। নাস্তিক বলে আত্মা জড় পদার্থ, অথবা কতকগুলি ভৌতিক শক্তির সমবায়ে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়াজাত। পূর্ব্বোক্ত ক্ষণিক বিজ্ঞানাত্মবাদীদিগের মতে আত্মচৈতন্য জলপ্রবাহের সহিত

। জল-প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে নিয়ত স্থায়ী, অথচ নিয়তপরিণামী, প্রতি মুহূর্ত্তেই উহার আবয়বিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞানরূপী আত্মচৈতন্যও তদ্রূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অথচ প্রবাহরূপে নিয়তস্থায়ী। সাংখ্য এই সকল মত খণ্ডন করিয়া আত্মার অপরিণামিত্ব, অবিকারিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাংখ্যের আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, চিৎস্বরূপ, স্বতন্ত্র, অনুৎপন্ন, অব্যয়, নির্ব্বিকার, অনন্ত। কিন্তু অনন্ত হইলেও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' নহে,—এক অদ্বিতীয় নহে। সাংখ্য মতে আত্মা অসংখ্য,—প্রত্যেক শরীরে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত এক একটী আত্মা বিদ্যমান। এক গৃহে পরস্পর-সংলগ্ন প্রদীপ স্থাপিত ও জ্বালিত হইলেও জ্যোতিরূপে প্রত্যেক প্রদীপ গৃহব্যাপক। এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাংখ্য বলেন, আত্মা অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে। আত্মা সম্বন্ধে এই অংশে বেদান্তাদি আস্তিক দর্শনের সহিত সাংখ্যের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই আত্মা প্রকৃতি সংযোগবশতঃ বিকার বা সুখ দুঃখযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। আবার প্রকৃতি এই আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ জড় হইয়াও চেতনবৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ইত্যাদি কার্য্য করিতেছে,—যেমন অয়সকান্ত নিষ্ক্রিয় হইলেও উহার সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ ক্রিয়াশীল হয়। পুরুষ প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে বিযুক্ত হইতে পারিলেই সাংখ্য মতে মুক্তিলাভ হয়। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য কর্ম্মানুসারেই সাধিত হয়,—জীব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে। কর্ম্মের নিজের ফলদাতৃত্ব শক্তি আছে,—তৎপক্ষে কোন জগন্নিয়ন্তা, বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নাই, এবং অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারাও সিদ্ধ নহে। সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, ঈশ্বরের অপলাপ সাংখ্যের উদ্দেশ্য নহে,—অর্থাৎ ঈশ্বর নাই, সাংখ্য এরূপ বলেন না, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না এবং জীবের মুক্তি কর্ম্মসাধ্য বিধায় ঈশ্বর কর্তৃত্বের কোন প্রয়োজন নাই, ইহাই সাংখ্যের বক্তব্য। বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইতে চাহেন যে, ব্রহ্ম মীমাংসায় যেমন ঈশ্বর প্রতিপাদনই

মুখ্যবিষয়, সাংখ্যের সেইরূপ উহা মুখ্য বিষয় নহে। সাংখ্যের মুখ্য বিষয় প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকপথে মুক্তির উপদেশ। অতএব ঈশ্বর প্রতিষেধ থাকিলেও সাংখ্য অপ্রামাণ্য নহে। যাহাতে জীবের ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহাই সাংখ্যের উদ্দেশ্য, কিন্তু একজন পূর্ণ নিত্য ঈশ্বরের স্থাপনা করিলে পাছে জীবের চিত্ত একটা পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাবে আসক্ত হইয়া বিবেক অভ্যাসে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এইজন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ 'লোকায়তিক' দিগের ন্যায় ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। নতুবা ঈশ্বর প্রতিষেধে কপিলরূপী ভগবানের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।* যাহা হউক, সাংখ্য নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও 'জন্য' ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা মুক্তাত্মা বা সাধনসিদ্ধ হইয়া ঈশ্বর পদবিতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারা জন্য ঈশ্বর, কারণ তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব সাধনবলজাত। এই সকল মুক্তাত্মাই ঈশ্বর, বলিয়া প্রশংসিত, এবং ঈদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ। †

মাদাম ব্লাভাস্কি আত্মা সম্বন্ধে, সাংখ্যের সহিত বেদান্তের যেখানে প্রভেদ, সে স্থলে বেদান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে আত্মা এক চিৎস্বরূপ অনাদি অনন্ত অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তা। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি সাংখ্য মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ঈশ্বর সেই

* "অস্মিন্ শাস্ত্রে ব্যবহারিকস্যৈবেশ্বর প্রতিষেধস্যৈশ্বর্য্য বৈরাগ্যাদ্যর্থমনুবাদত্বৌচিত্যাৎ যদি হি লোকায়তিক মতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্য্যং ন প্রতিষিধ্যেত তদা পরিপূর্ণ নির্দ্দোষৈশ্বর্য্য দর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাস প্রতিবন্ধঃ স্যাৎ ইতি সাংখ্যাচার্য্যানামাশয়ঃ সাংখ্য শাস্ত্রস্য তু পুরুষার্থ তৎসাধন প্রকৃতি পুরুষবিবেকাবেব মুখ্যো বিষয় ইতীশ্বর প্রতিষেধাংশ বাধেঽপি নাপ্রামাণ্যং।" বিজ্ঞানভিক্ষু।

† "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।" সাংখ্যসূত্র। "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" ঐ

যোগ ও ধ্যানসিদ্ধ পুরুষগণ, যাঁহারা যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে নানা অধিকার গ্রহণ করিয়া জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, যেমন আমাদের পুরাণোক্ত ইন্দ্র, মনু, ব্রহ্মা ইত্যাদি। পুরাণ পাঠে ইহা বেশ বুঝা যায় যে, ইন্দ্র, মনু, ব্রহ্মা ইত্যাদি কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতা বা ঈশ্বরের নাম নহে,—কিন্তু ঐ সকল এক একটী পদের নাম মাত্র। মন্বন্তরে মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে মনু ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হয়, একের স্থান অপর সাধন সিদ্ধ পুরুষ অধিকার করিয়া থাকেন। ব্লাভাস্কিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যাহাকে personal God ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর বলে, তাঁহাকে তিনি পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার সেই সৎস্বরূপ পরতত্ত্ব, জীবের সুখ দুঃখের সহিত, বিকারশীল জগৎপ্রপঞ্চের সহিত অসংস্পৃষ্ট, স্তব স্তুতি পূজাপাঠে অবিচলিত। তাই বলিয়া পূজাপাঠ যে নিষ্ফল, ইহা তিনি বলেন না। মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও যদি নিষ্কাম হয়, তবে চিত্তশুদ্ধি পক্ষে উহার উপকারিতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, জীবের মুক্তি তাহার নিজের কর্ম্ম ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে,—এই সমগ্র জগৎ অলঙ্ঘনীয় কর্ম্মের অধীন। বলা বাহুল্য, জৈমিনী প্রভৃতি কর্ম্ম-মীমাংসকদিগেরও এই মত। ইহা ছাড়া আর একটী কথা আছে। উহা এই যে, সাংখ্যাচার্য্যগণের নিত্য ঈশ্বর প্রতিষেধের মূলে যেমন একটা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়, ব্লাভাস্কিরও সেইরূপ একটা উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মযাজকগণ ঈশ্বরকে যেরূপ মনুষ্যোচিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ব্লাভাস্কি উহা নিতান্তই প্রতিবাদযোগ্য মনে করিতেন,—ইহা তাঁহার লিখিত পুস্তকাদির স্থানে স্থানে তীব্র মন্তব্য হইতেই প্রতীয়মান হয়। এই মনুষ্যভাবাপন্ন ঈশ্বর (anthropomorphic God) যে পরতত্ত্ব নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্যগণের সম্মুখে নির্গুণ সৎস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বটী পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ যে বেদান্তবেদ্য সর্ব্বতোমুখী সত্যের একটা দিক,

এবং এই বিষয়ে যে তিনি অনেক মহান্ আচার্য্য ও প্রস্থানকর্ত্তার সমধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্লাভাস্কির বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রত্যেক প্রস্থানকেই সেই মহা সত্যে পহুঁছিবার এক একটী পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে,—তিনি সকল ধর্ম্মই সেই মহাসত্যের উপর স্থাপিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রার্থ লইয়া কর্ণবিদারী খণ্ডন-মণ্ডনের কোলাহল মধ্যে কোন কোন পূর্ব্বতন আচার্য্যও সমন্বয়ের শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা যেন 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম"—তপ্ত বালুমাঝে বারিবিন্দুর ন্যায়। এযুগে এই সমন্বয়বাদের একজন প্রধান কাণ্ডারী মাদাম ব্লাভাস্কি যেরূপ নির্ভীকতার সহিত, যেরূপ তেজস্বিতার সহিত, যেরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত, অথচ যেরূপ যুক্তিযুক্ততা ও জ্ঞান গভীরতার সহিত এই সমন্বয়বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা দুর্লভ। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত এক মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই এক মহাসত্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। মানবজাতিকে ইহা তাঁহার এক মহাদান।

যাহা হউক ব্লাভাস্কির ধর্ম্ম ও মত বুঝিবার জন্য আমাদিগকে অধিক অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। তৎকৃত "সিক্রেট ডক্‌ট্রিন" (The Secret Doctrine) গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস বহুল পরিমাণে জানিতে পারি এবং এতৎ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। উক্তগ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কয়েকটী মূলতত্ত্ব তিনি উপস্থাপন করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—

(১) এক সর্ব্বব্যাপী অসীম অনন্ততত্ত্ব, যাহাকে পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, সেই পরমতত্ত্ব বাক্য মনের অগোচর, ইহাই উপনিষদে 'চিন্তাতীত-বাক্যাতীত' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অব্যক্ত অনাদি কারণ হইতে

সমস্ত ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি, কিন্তু উহা তত্ত্বতঃ জগতের সহিত অসম্পৃক্ত, কারণ উহা গুণলেশশূন্য। ইহাকে সৎস্বরূপ বলা যায়।

এই সৎস্বরূপের দ্বিবিধ প্রকাশ,—সূক্ষ্ম চিদাকাশ (abstract space, representing bare subjectivity), এবং অব্যক্ত মহাপ্রাণ (abstract motion representing unconditioned consiousness,—the Great Breath)

সেই সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। সমস্ত চিৎজগৎ সেই জ্ঞানস্বরূপের নির্দ্দেশক, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সেই নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানসত্ত্বার কোন বিকার উৎপাদন করিতে পারে না। এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বাক্য মনের অতীত, কিন্তু আবার ব্যক্তজগতে তিনি পুরুষ (spirit) ও প্রকৃতি (matter) রূপে প্রকাশিত। পুরুষ (consciousness) জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, অনুমন্তা। প্রকৃতি (subject and object) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়—জগৎ প্রপঞ্চ। অতএব এই পুরুষ প্রকৃতি হইতেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন। এই পুরুষ প্রকৃতি, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, অদ্ব। চরম তত্ত্ব সচ্চিৎস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু তাহারই প্রকাশ। পুরুষ যেমন প্রত্যেক জীবে জ্ঞানের মূল কারণ (Pre-cosmic ideation), প্রকৃতি তেমনি উহার নিরন্তর পরিণামের মূল কারণ রূপে বর্ত্তমান (Precosmic substance)। অতএব সমস্ত ব্যক্ত জগতের প্রতীতি-মূলে এই জ্ঞাতাজ্ঞেয়, পুরুষ প্রকৃতির বর্ত্তমানতা আবশ্যক। পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পর নিত্যজড়িত, অভিন্ন, অন্যান্যাশ্রয়ীরূপে বর্ত্তমান। জ্ঞেয় প্রকৃতির অভাবে জ্ঞাতা পুরুষের অস্তিত্ব অনাবশ্যক, জ্ঞাতা পুরুষের অভাবে প্রকৃতি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত, কারণ উহার কোন প্রতীতি অসম্ভব। প্রকৃতি পুরুষাত্মক এই জগতে, উহাদের মিলনজাত ঐশ্বরিক তত্ত্ব হইতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি প্রকাশিত হইতেছে। এই তত্ত্বেরই প্রকাশ মূর্ত্তি দেবগণ—নানা

অধিকারে অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতির নির্দ্দেশানুযায়ী জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহ-কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। এই অধিকারী দেবগণই বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যান-চোহান, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে অর্ক-এঞ্জেল (Arch-angel, Seraphs etc.) প্রভৃতি নামে অভিহিত।

(২) সৃষ্টি ও প্রলয়, আবার সৃষ্টি আবার প্রলয়,—এই প্রবাহ রূপে জগতের নিত্যত্ব তত্ত্ববিদ্যায় স্বীকৃত হইয়াছে। এই সৃষ্টি অর্থে বিকাশ (Evolution) এবং প্রলয় অর্থে সংকোচ (Involution) বুঝিতে হইবে। দিবা-রাত্র, জন্ম-মৃত্যু, জাগরণ—সুষুপ্তির সহিত এই জগৎ-প্রবাহ তুলনীয়। বলা বাহুল্য, ইহা পারমার্থিক রূপে নিত্য নহে। এই সৃষ্টি ও লয়ের নির্দ্দিষ্ট গতি, বিধি ও কাল আছে। হিন্দুদের পুরাণে যে যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর, কল্প, খণ্ড ও মহাপ্রলয়ের কথা লিখিত আছে, উহা সৃষ্টির গতি ও স্থায়িত্বাদির অনুমাপক। *

---

* যে সকল শিক্ষিত হিন্দু সন্তান পৌরাণিক কথাকে সমস্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ব্লাভাস্কি বলিতেছেন :—

"Truly the young Brahmin who graduates in the Universities and colleges of India with the highest honours, who starts in life as an M. A, and an L. I.. B., with a tail initialed from Alpha to Omega after his name, and contempt for his national Gods proportioned to the honours received in his education in Physical Science ; truly he has but to read in the light of the latter, and with an open eye to the correlation of physical force, certain passages in his Purans, if he would learn how much more his ancestors knew than he will ever know unless he becomes an occultist."— Secret Doctrine, Vol I, Page 569.

অর্থাৎ,—যে উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া, এবং তাঁহার নামের পশ্চাতে সমগ্র বর্ণমালায় পুচ্ছ সংলগ্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক বিদ্যার অহঙ্কারে তাঁহার জাতীয় দেবদেবীর প্রতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাকে আমি

(৩) জগদাত্মার সহিত সমস্ত জীবের একাত্মতা, এবং কর্ম্মানুসারে যোনিভ্রমণ তত্ত্ববিদ্যায় স্বীকৃত। কর্ম্মবিধি অনুযায়ী জীব অতি নিকৃষ্ট ধাতব, উদ্ভিজ্জাদি জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চাবচ সমস্ত স্তর অতিক্রম করতঃ উচ্চতম দেব পদে উন্নীত হইবে। এই উন্নয়নে ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম, পুরুষকার এবং কর্ম্ম কার্য্যকরী হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের কোন দ্বেষ্যাদ্বেষ্য প্রিয়াপ্রিয় নাই। প্রত্যেককেই স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেককেই মুক্তির জন্য নিজ কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

এতদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মত নির্ব্বিশেষাদ্বৈত বেদান্তের প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিতেছেন,—যাহাকে উপনিষদে 'নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং', 'অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্' বলা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মের সমধিক প্রকাশস্বরূপ দেবগণের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহাঁদের পারমার্থিক নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অর্থাৎ,—তাঁহার মতে "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ।" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলের অস্তিত্বই মায়িক, এক নিত্য সত্য পরব্রহ্ম। এই নির্গুণ নিরবয়ব ব্রহ্মে মানবীয় গুণারোপ করিয়া যে সকল মূর্ত্তির সৃজন হইয়াছে, তাহাদের সত্যত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ইহাতে যদি নাস্তিক হইতে হয়, তাহা হইলে তত্ত্ববিদ্ মাত্রেই নাস্তিক। * কিন্তু উপাসনাঙ্গে প্রতীক বা প্রতিমার

বিজ্ঞানের আলোকেই পুরাণ পাঠ করিতে বলি। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার বিদ্যার তুলনায় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের জ্ঞান কত অধিক ছিল,—এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, তত্ত্ব জ্ঞানের অনুশীলন না করিলে কদাপি তিনি পূর্ব্ব পুরুষদের জ্ঞানমহিমা বুঝিতে সক্ষম হইবেন না।

* "The secret Doctrine teaches no atheism except in the sense

কোন কার্য্যকারিতা নাই—ইহা বোধ হয় তিনি কোথাও বলেন নাই। তবে যে প্রার্থনায় জীবকে সকামভাবাপন্ন করে, সেই 'দেহি দেহি' রূপ প্রার্থনা, যাহাতে তাহাকে পুরুষকার বিমুখ করে এবং তাহার আত্মনির্ভরশীলতায় বাধা দেয়, তিনি বুদ্ধ দেবের ন্যায় সেরূপ প্রার্থনা-মার্গের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম সত্বার সহিত আত্মযোগের জন্য যে নিরন্তর ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ, তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা। * তিনি বলিতে চাহেন,—

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং নাম রূপাদি কল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠঃ যঃ সমুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

নামরূপের অতীত না হইলে মুক্তি নাই,-অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানই মুক্তির অসাধারণ ও অব্যবহিত কারণ। পরন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা ঈশ্বরকে মানবীয় গুণ বিশিষ্ট করিয়া, মানব ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া, জীবজগৎ হইতে পৃথক্‌রূপে স্বর্গ নামক রাজ ধানীতে বাস করতঃ কেবল দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া কল্পনা করে, এবং তদতিরিক্ত আর কিছু স্বীকার করে না, ব্লাভাস্কি তাহাদের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহারাই প্রকৃত জড়-বাদী, কারণ উহাদের ঈশ্বর জড়ীয় গুণ সমষ্টিতে আবদ্ধ, চিণ্ময়স্বরূপ নহে।

---

underlying the Sanskrit word Nastika,—a rejection of idols, including every anthropomorphic God. In this sense every occullist is a Nastika." The secret Doctrine, Vol 1; Page 300.

"The followers of one of the greatest minds that ever appeared on earth, the advaita vedantists are called atheists, because they regard all save Parabrahman, the secondless, or the absolute Reality, as illusion. Yet the wisest initiates came from their ranks, as also the greatest yogis."—Ibid, Page 569.

* Vide "The key to Theosophy "—By H. P. Blavatsky.

মুক্তি সম্বন্ধে ব্লাভাস্কির মতে নির্ব্বাণই শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বাণ কথাটীর অর্থ লইয়া বহু তর্ক বিচার ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদের মতে নির্ব্বাণ অর্থে একেবারে বিনাশ বা শূন্যতা প্রাপ্তি—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অনেক বৌদ্ধ-জ্ঞান গ্রন্থে ইহাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় না। আবার বৈদান্তিকদিগের মতে নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্ম লয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, বৈদান্তিকের নির্গুন, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয় আর বিনাশ একই কথা। অর্থাৎ, দুইয়েই আমার অস্তিত্ব, আমার ব্যক্তিত্ব, আমার স্বাতন্ত্র্যের লোপ,—অতএব আমার পক্ষে দুই তুল্য। বৈদান্তিক বলেন আমার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহাতে অবস্থিতিই মুক্তি, তুমি যাহা তোমার অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য বলিতেছ, উহা কেবল মায়া-বিজৃম্ভিত কল্পনা মাত্র। আমার স্বরূপে অবস্থিতিই আমার প্রকৃত অস্তিত্ব, প্রকৃত সত্ত্বা, আর তাহাই আমার লভ্য। যাহারা নির্ব্বাণ অর্থে সম্পূর্ণ বিনাশ বলিয়াছেন, ব্লাভাস্কি তাঁহাদের সহিত এক-মত নহেন। তিনি বলেন, ঐরূপ উক্তি ভ্রান্তিমূলক, নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ না বুঝিবার ফল। † এ সম্বন্ধে তাঁহার মত বৈদান্তিক মতের অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মে অবস্থিত লইলে যে অবস্থা, তাহাই তাঁহার মতে নির্ব্বাণ। ইহা গীতোক্ত ব্রহ্ম নির্ব্বাণের সহিত তুলনীয়া—যথা

> বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
> নির্ম্মমো নিরহঙ্কার স শান্তি মধিগচ্ছতি॥

† "The mystery that shrouded its chief dogma and aspiration,—Nirvana—has so tried and irritated the curiosity of those schools who have studied it that, unable to solve it logically and satisfactorily by untying its gordian knot, they have cut it through by declaring that Nirvana means total annihilation"—The Secret Doctrine.

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্ত কালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥
(দ্বিতীয় অধ্যায়, ৭১, ৭২)।
যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেবয়ঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
(৫ম অধ্যায়, ২৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, অহংজ্ঞান-শূন্য, মমতাশূন্য, স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থাকে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলে। তিনি এই অবস্থায় থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। যিনি আত্মারাম, আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ নামক মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইত্যাদি। *

বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই অহংজ্ঞানের বিনাশ না হইলে নির্ব্বাণ-লাভ অসম্ভব মনে করেন। এই পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে যে শূন্যতাপত্তি দেখা যায়, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যাঁহারা জীবাত্মার শূন্যতা প্রাপ্তিকেই বৌদ্ধদের বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, ব্লাভাস্কির মতে তাঁহারা, বৌদ্ধ হউন বা হিন্দু হউন, ভ্রান্ত। বৌদ্ধদের মধ্যে এই ভ্রান্তির কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভগবান বুদ্ধ বহিরঙ্গ লোকের নিকট এসকল তত্ত্ব একেবারে অপ্রকাশিত রাখিয়া

---

* এই ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ মুক্তির সহিত ব্লাভাস্কির নিম্নলিখিত বাক্যগুলি তুলনীয়—

"I repeat that we believe in "communion" and simultaneous action in unison with our Father in sec ret; and in rare moments of ecstatic bliss, in the minglings of our soul with the universal essence, attracted as it is towards its origin and centre, a state, called during life Samadhi and after death Nirvana." "The key to Theosophy."

গিয়াছেন, কেবল অন্তরঙ্গ তাত্ত্বিকগণের নিকট রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বৌদ্ধ-রহস্য-তাত্ত্বিক-গণের সহিত বৈদান্তিকগণের কোন মত-বিরোধ নাই।* এই রহস্য তাত্ত্বিকেরাই 'অর্হৎ' নামে প্রসিদ্ধ এবং মহাযান পন্থার

---

* "Thus the reader is asked to bear in mind the very important difference between orthodox Budhism, i. e., the public teachings of Gautama, the Budha, and his esoteric Budhism. His secret doctrine, however, differed in no wise from that of the initiated Brahmins of his days. The Budha was a child of aryan soil, a born Hindu, a Kshatriya and a desciple of the twice-born (the initiated Brahmins) or Dwijas.........unable owing to his pledges to teach all that had been imparted to him ; though the Budha taught a philosophy built upon the grand work of the true esoteric knowledge, he gave to the world only its outword material body and kept its soul for his Elect. The Secret Doctrine.—Vol. 1, P 5.

অর্থাৎ,—বুদ্ধ হিন্দুকুলজাত আর্য্যসন্তান, ক্ষত্রিয় এবং তত্ত্বজ্ঞানী দ্বিজ ব্রাহ্মণগণের শিষ্য। সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহার কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু তাঁহার সকল কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার নিষেধ ছিল। ধর্ম্মের বহিরংশমাত্র তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, অন্তর্ভাগ কেবল তাঁহার মনোনীত শিষ্যদের নিকটই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের শিক্ষার গুপ্তরহস্য বলিয়া কিছু ছিল না, তিনি সাধারণের নিকট সবই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এইরূপ বলেন, ব্লাভাস্কি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন – "They may as well deny that Nature has any secrets for the men of science. His esoteric teachings were simply the Gupta Vidya (secret knowledge) of the ancient Brahmins, the key to which their modern successors have, with few exceptions, completely lost. And this Vidya has passed into what is now known as the inner teachings of the Mahayana school of Northern Budhism. Those who deny this are simply ignorant pretenders to Orientalism. I advise you to read the Rev Dr. Edkin's Chinese Buddhism —especially the chapters on the Exoteric and Esoteric schools etc etc."

"The key to Theosophy"

প্রতিষ্ঠাতা। হীনযানীরা বুদ্ধের উপদেশের বাহ্যাংশমাত্র গ্রহণ করিল, সেইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম হইতেই অনভিজ্ঞ লোকের এই ধারণা জন্মিল যে, বুদ্ধদেব ব্রহ্ম-তত্ত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গভেদে শিক্ষাদান কেবল যে উপনিষদিক ঋষি বা পৌরাণিক অবতারগণের চরিত্রেই দৃষ্ট হয়, তাহা নহে, পরবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-জীবনের একটী কথা এই :—

বহিরঙ্গ নিয়া কর নামসঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ নিয়া কর রস-আস্বাদন॥

যিশু অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিতেছেন—

"To you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven ; but into them that are without, all these things are done in parables" (Mark IV, II— অর্থাৎ, তোমাদের নিকট স্বর্গরাজ্যের 'রহস্য' ব্যক্ত হইল, আর যাহারা বহিরঙ্গ লোক, তাহাদিগকে নানাবিধ গল্পসূত্রে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যিশু-কথিত উপাখ্যান গুলিও যে দ্ব্যর্থবোধক, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়।

বুদ্ধদেবও যে অধিকারী ভেদে উপদেশ দান করিতেন, ইহা নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ পায়। তিনি বলিতেছেন :—

"হে কাশ্যপ! তথাগত সেই বিষয় জানেন, যাহার সার বস্তু মুক্তি এবং যাহার লক্ষ্য নির্ব্বাণ রূপ শান্তি। তথাপি তিনি প্রত্যেক জীবের নিকট তুল্যরূপে আত্ম প্রকাশ করেন না। কারণ প্রত্যেক জীবের অভাব কি, তাহা তিনি জানেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ অভাবানুযায়ী তিনি শিক্ষা দান করেন।"

যাহা হউক, নির্ব্বাণের অর্থ যে বিনাশ নহে, ভগবান বুদ্ধের নিজের

উক্তি বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার সাধন-প্রতিজ্ঞায় বলিতেছেনঃ—"যে পর্য্যন্ত দুর্ল্লভ অমৃত ধন না পাইব, যে পর্য্যন্ত দুঃখ বর্জ্জন করিয়া জন্মমৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত না হইব, তাবৎ পর্য্যন্ত সেই অভয়পুর গমনের যে সুপথ, তাহারই অনুসরণ করিব।" (ললিতবিস্তর, বুদ্ধবাণী)

বুদ্ধদেব যে অমৃত ধনপ্রাপ্তির ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহার অর্থ কি বিনাশ? দ্বিতীয়তঃ তিনি শিষ্য ও জিজ্ঞাসুগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও নির্ব্বাণ অর্থে বিনাশ বুঝিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। তিনি বলিতেছেন :—"মানব। তুমি সমগ্র জগতের শুভ কামনা কর। উর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে, সকলের উপর তোমার নিরবচ্ছিন্ন শুভ ইচ্ছা বর্ষিত হউক। চলিতে, বসিতে, শুইতে, দণ্ডায়মান থাকিতে সর্ব্বদা তুমি এই অবস্থায় স্থির থাক;—ইহাই সর্ব্বোত্তম অবস্থা, ইহাই নির্ব্বাণ।" (রাজগৃহে প্রদত্ত উপদেশ)

পরিনির্ব্বাণ সময়ে আনন্দকে সম্বোধন করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব বলিতেছেন :—"আনন্দ! তোমাদের কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পার যে, আমার কথা শেষ হইল, অতএব তোমাদের আর কোন উপদেশক নাই। কিন্তু আনন্দ! এরূপ মনে করা ভুল। ইহা সত্য যে আর আমি কোন শরীর ধারণ করিব না, কারণ আমি এখন সমস্ত দুঃখের অতীত। কিন্তু এই শরীর পঞ্চভুতে মিশিয়া গেলেও, তথাগত থাকিবেন।" ইহাতে বোধ হয় তথাগত থাকিবেন কি না, এ প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি কেবল বহিরঙ্গলোকের নিকটই নিরুত্তর থাকিতেন, এবং যে সকল বৌদ্ধ দর্শন আত্মার অনশ্বরত্বে বিশ্বাসহীন, তাহা বুদ্ধের অন্তরঙ্গ শিক্ষার বহির্ভূত। বুদ্ধ বলিতেছেন, "সূর্য্য অস্তগত হইলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। আমরা যেখানে বিনাশ দেখি, সেখানে অসীম আলোক ও অনন্তজীবন বর্ত্তমান।"

অন্যত্র,—"আমি তোমাদিগকে মৃত্যু উপদেশ করিতে আসি নাই কিন্তু কিসে জীবন লাভ হয়, তাহাই শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।" তিনি শত শত স্থানে মুমুক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—"তোমরা যদি অমরত্ব লাভ করিতে চাও, তবে সত্যধর্ম্ম পালন কর।" অমরত্ব ও বিনাশ, এই দুইটী কথা যদি একার্থবোধক না হয়, তবে বুদ্ধের নির্ব্বাণকে কেহই বিনাশ বলিতে সাহসী হইবেন না। নির্ব্বাণের অর্থ যদি বিনাশ হয়, তবে উহা জীবের অহং জ্ঞানরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্বভানের বিনাশকেই বুঝিতে হইবে,—যাহা না হইলে বেদান্ত মতে পরামুক্তি অসম্ভব। যেখানে দীপ নির্ব্বাণের সহিত নির্ব্বাণের উপমা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, নির্ব্বাপিত অগ্নিশিখা কোথায় গেল, ইহা যেমন বুঝা যায় না, যিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ বাক্যাতীত, কিন্তু তজ্জন্য উহা ধ্বংস নহে। বুদ্ধের সদ্ধর্ম্ম, সর্ব্বজীবে করুণা, মৈত্রী, প্রেম, সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের ফল বলিয়াই গণ্য। বস্তুতঃ ইহাই আত্মদর্শনের অত্যুত্তম ঐহিক ফল বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ভগবান বুদ্ধ একস্থানে বলিয়াছেন,—"কেবল অজ্ঞান ও ভ্রমবশতঃই লোকেরা মনে করে, তাহাদের আত্মা পরস্পর পৃথক ও স্বতন্ত্র।" তাঁহার ঈদৃশ আত্মদর্শন কেবল একটী দার্শনিক তত্ত্ব (Theory) নহে, কিন্তু উহা জ্বলন্ত জীবন্ত কর্ম্মাত্মক সত্য (Practical truth), উহা জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের এক অপূর্ব্ব বন্ধন, মস্তিষ্কের সহিত অনন্তপ্রসারী হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব মিলন, যাহার তুলনা জগতে দুর্ল্লভ।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কি যেমন ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বুঝিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যান্য প্রধান মতগুলিও তেমনি তিনি বেদানুকূল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি, নীতি ও সাধন মার্গ কোন অংশেই হিন্দুর শ্রুতিমূলক আস্তিক দর্শনের বহির্ভূত নহে। বৌদ্ধমতে সমস্ত দুঃখ, শোক, জরা মৃত্যু ইত্যাদির মূলীভূত কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে সংস্কার,

সংজ্ঞা হইতে নামরূপ, নাম-রূপ হইতে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় (ষড়ায়তন), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতেই শোক দুঃখ ইত্যাদি। বেদান্তও অবিদ্যা সকল দুঃখের মূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনমতেও দেখিতে পাই,—

"অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।" ২।২

"অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং..........২।৩

অর্থাৎ,—অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মকে আত্মবোধ করাকে অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যা হইতেই ক্রমে মিথ্যা অহংজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের উৎপত্তি।

অবিদ্যার নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির আশা নাই। এক্ষণে অবিদ্যা পরিহারের উপায় কি ? বৌদ্ধ বলেন, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত (সদাচরণ), সম্যক আজীব (সৎপথে জীবিকার্জ্জন), সম্যক্ ব্যায়াম (সংযমদ্বারা আত্মোন্নতি), সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি (ধারণা, ধ্যান, নিদিধ্যাসন) এই অষ্ট মহামার্গ অবলম্বন করিলে অবিদ্যার নাশ, দুঃখের নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণলাভ হয়। এই অষ্ট মহামার্গের সহিত পাতঞ্জল যোগদর্শনোক্ত সাধন পথের বিশেষ কোন বিভিন্নতা আছে কিনা ইহা নিম্নোদ্ধৃত সূত্র কয়েকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে,—

"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" ২।২৬

"তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ।" ২।২৭

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।" ২।২৮

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"২।২৯

অর্থাৎ,—সত্যজ্ঞানজননী বিবেকোদ্ভূত প্রজ্ঞাই অবিদ্যা নাশের উপায়। সেই প্রজ্ঞার পর পর সাতরূপ অবস্থা হয়। যোগাঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা

অবিশুদ্ধির ক্ষয় হয় এবং তৎফলে জ্ঞানদীপ্তিময়ী প্রভার আবির্ভাব হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—ইহাই অষ্টাঙ্গিক যোগ। বোধ হয়, এই অষ্টাঙ্গিক যোগের সহিত বৌদ্ধসম্মত অষ্টাঙ্গিক পথের বস্তুগত্যা কোন প্রভেদ নাই।

বুদ্ধ-উপদিষ্ট অহিংসা, বৈরাগ্য, মৈত্রী, করুণা আত্মসংযম প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত সাধন পূর্ব্বোক্ত যম নিয়মাদির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। বৌদ্ধের সাধনপথের বিঘ্ন কারী কামক্রোধাদি ষড়রিপু ব্যতীত আর দুইটী মহাশত্রু আছে। ইহাদের নাম রূপ-রাগ ও অরূপরাগ,—অর্থাৎ বিষয় কামনা ও স্বর্গকামনা। এই দুইটীর বিনাশের সহিত বেদান্তের 'ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ'এর কোন প্রভেদ নাই। আর বৌদ্ধের পঞ্চশীল যথা,—'বধ করিও না, চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না, মিথ্যা কহিও না সুরাপান করিও না',—ইহাও সার্ব্বভৌমিক নীতি এবং সকলের পালনীয়।

বস্তুতঃ এই নীতিমার্গই ভগবান বুদ্ধের সর্ব্ববাদিসম্মত শিক্ষা। বৌদ্ধধর্ম্মের বর্ত্তমান প্রচলিত "অভিধর্ম্ম"ভাগ বা দর্শন অংশ বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সেইজন্য ইহা নানাবাদ প্রতিবাদ ও তর্ক বিচারের বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাঁহার উপদিষ্ট নীতিমার্গঘটিত শিক্ষা সম্পূর্ণ বেদান্তানুকূল। তাঁহার সময়ে এই বিশুদ্ধ বৈদিক নীতিমার্গ অতিরিক্ত বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডের ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই ক্রিয়াকাণ্ডের নিরর্থকতা ও মুক্তিদানে অসমর্থতা দেখাইয়া নীতিমার্গের উৎকর্ষ প্রদর্শন জন্য তাঁহার অভ্যুদয়। বৈধহিংসার নামে তদানীন্তন অবাধ পশুঘাতদুষ্ট যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহার প্রতিবাদের অভিপ্রায়। ইহা ভিন্ন তিনি বৈদিকধর্ম্ম বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তৎকর্ত্তৃক এই চিরন্তন বৈদিক লুপ্তপ্রায় নীতিমার্গের পুনঃ স্থাপন এবং হিংসামূলক কর্ম্মের পরিবর্ত্তে প্রেম মৈত্রীমূলক কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া আর্য্যহিন্দুজাতি

তাঁহাকে করুণার মূর্ত্তিরূপে দশ অবতারের মধ্যে স্থাপিত করিয়া সাদরে পূজা করিতেছেন। কালক্রমে যখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষকর্তৃক ঈশ্বর-নাস্তিবাদ অন্যায়রূপে তাঁহার উপর আরোপিত হইল, এবং অবনত বৌদ্ধগণ একদিকে ঈশ্বর-বিমুখ, অন্যদিকে ভগবৎপ্রদর্শিত বিশুদ্ধ নীতিমার্গবহির্ভূত হইতে লাগিল, এবং নানা বীভৎস দুর্নীতিপরম্পরায় সমগ্র সমাজকে দূষিত করিতে লাগিল, সেই অধঃপতনের সময় উহা আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

এক্ষণে আমরা জানিতে চাহি যে, ব্লাভাস্কির ধর্ম্মমত যখন বেদান্তানুগামী তখন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য কি? আমরা উপরে বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলে এ প্রশ্নের মীমাংসায় অধিক আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। জানা উচিত, তিনি একটী য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান গৃহজাতা মহিলা। তাঁহার পক্ষে বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্ম হৃদয়ের অনুকূল হইলে ইহার যে কোন একটী গ্রহণীয় হইতে পারে। তথাপি তিনি বৌদ্ধ নাম গ্রহণ করিলেন কেন? প্রথমতঃ, আমরা দেখিয়াছি, তিনি আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্মকে শাক্যমুনি-প্রচারিত ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বাংশে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, উপনিষদিক ধর্ম্ম হইতে শাক্যমুনির উন্নত ধর্ম্ম বিভিন্ন নহে। অতএব উপনিষদিক ধর্ম্মতত্ত্ব অটুট রাখিয়াও শাক্যমুনির অনুগামী হওয়া চলে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা ইহাও দেখিয়াছি, তিনি যে পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্ব্বজনীন নীতি-বিশেষ, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আরও যে কয়েকটী নীতি আছে, তাহাও সর্ব্বজন-প্রশংসিত। কিন্তু একটী কথা এই যে, এই নীতিগুলি সর্ব্বমান্য হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের ইহা অস্থি, মজ্জা, প্রাণ। অন্যান্য ধর্ম্মের বহিরংশে বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডই মুখ্য ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এবং উচ্চ নীতি অংশ যেন গৌণভাবে থাকে। বুদ্ধদেব ক্রিয়া কাণ্ডকে একপাশে রাখিয়া নীতিমার্গের অনুসরণ-কেই, ব্রহ্মসদ্ভাবই বল, আর নির্ব্বাণ মুক্তিই বল,—জীবের বাঞ্ছিত লাভের

সর্ব্ব প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহোচ্চ নীতি অংশই তাঁহার ধর্ম্মের বাহিরংশেরও উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে এ অংশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা। ব্লাভাস্কি ইহা বুঝিয়া শাক্যমুনির অনুগমন পূর্ব্বক ঐ সকল নীতির সার্ব্বজনীন শ্রেষ্ঠতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। * উদ্দেশ্য বোধ হয় নিজে তাহার অনুগামী হইয়া তাঁহার অত্যুচ্চ আদর্শকে জাগ্রত জীবন্তরূপে জগতের সম্মুখে স্থাপন করা। তাঁহার চরিত্রের আদর্শ, তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ, তাঁহার সেবার আদর্শ, তাঁহার পতিতোদ্ধারের আদর্শ, জগৎ জীবের সম্মুখে স্থাপন করা ব্লাভাস্কির উদ্দেশ্য। তিনি একাধারে কর্ম্ম ও জ্ঞানের, নীতি ও সহানুভূতির, ত্যাগ ও করুণার, আত্মোৎসর্গ ও আত্মনির্ভরের, স্বাধীনতা ও বশ্যতার সাক্ষাৎ মূর্ত্ত স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া যে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, সর্ব্ব-অবিরোধী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গেলেন, ব্লাভাস্কি বোধ হয় তাহারই আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া সেই পুরুষোত্তমের পদে নতশির হইয়াছিলেন। শ্রীবিবেকানন্দ কর্ম্মযোগের আদর্শ বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন:—

* Enquirer,—But are not the ethics of Theosophy identical with those taught by Buddha?

"Theosophist—Certainly, because these ethics are the soul of the Wisdom Religion, and were once the common property of the initiates of all nations But Buddha was the first to embody these lofty ethics in his public teachings, and to make them the foundation and the very essence of his public system. It is herein that lies the immense difference between exoteric Buddhism and every other religion. For while in other religions ritualism and dogma hold the first and most important place, in Buddhism it is the ethics which have always been the most insisted upon. This accounts for the resemblance, amounting almost to identity, between the ethics of Theosophy and those of the religion of Buddha."—The key to Theosphy

"আমরা অন্য অভিসন্ধি-শূন্য হই। যে কোন সৎকার্য্য করি, তাহা আমাদের পদে একটী নূতন শৃঙ্খলস্বরূপ না হইয়া বরং যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাঁহারই একটী গাঁট ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। আমরা প্রতিদানের চিন্তাশূন্য হইয়া যে কোন সৎচিন্তা প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে,—আমাদের বন্ধনশৃঙ্খলের একটী গাঁট ভাঙ্গিয়া দিবে এবং আমাদিগকে ক্রমশঃই পবিত্রতর করিতে থাকিবে, যতদিন না আমরা পবিত্রতম মনুষ্য রূপে পরিণত হই। কিন্তু ইহা লোকের নিকট যেন কেমন অস্বাভাবিক ও অদার্শনিক রকমের বোধ হয়, উহা যেন কোন কার্য্যকর নহে। আমি গীতার বিরুদ্ধে অনেক তর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই তর্ক তুলিয়াছেন,—অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। ইঁহারা গোঁড়ামি দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন রূপ কার্য্য দেখেন নাই, এই জন্য তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। আমি অল্প-কথায় আপনাদের নিকট এমন এক লোকের কথা বলিব যিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবই এই কর্ম্মযোগী, একমাত্র তিনিই ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেরই কার্য্যে প্রবৃত্তির কারণ ছিল,—বাহিরের অভিসন্ধি। তিনি ব্যতীত জগতের সমুদয় মহাপুরুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল বলেন, আমরা ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর দল বলেন আমরা ঈশ্বর-প্রেরিত। উভয়েরই কার্য্যের প্রেরণা শক্তি বাহির হইতে আইসে। আর তাঁহারা যতদূর আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জ্জগৎ হইতেই তাঁহাদের পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে বুদ্ধই একমাত্র বলিয়াছেন,—'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতামত বিচার করিবার আবশ্যক কি? সৎ হও ও সৎকার্য্য কর। ইহাই তোমাকে, যাহাই সত্য হউক না,—তাহাতে লইয়া

যাইবে।' তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ব প্রকার অভিসন্ধি বর্জ্জিত-ছিলেন। কোন্ মানুষ তাহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে আর এমন একটী চরিত্র দেখাও যিনি সকলের উপরে এতদূর গিয়াছেন। সমুদায় মনুষ্য জাতি কেবল এইরূপ একটী মাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে। এতদূর উন্নত দর্শন। এমন সহানুভূতি। এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্য্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবী দাওয়া নাই। তিনি আদর্শ কর্ম্মযোগী, তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া কার্য্য করিয়া-ছিলেন, আর মনুষ্য জাতির ইতিহাস দেখাইতেছে, যত লোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না, তিনিই হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ভাবের উদাহরণ, আত্ম শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। জগতে যত সংস্কারক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথম সাহস পূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন,—কোন প্রাচীন হস্তলিপি পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া, তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া, অথবা তোমার বাল্যাবস্থা হইতেই তুমি বিশেষ কোন বিশ্বাসে গঠিত হইয়াছে বলিয়া, কোন বিষয় বিশ্বাস করিও না; কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, তারপর বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখ, সকলের পক্ষে উহা উপকারী তবে উহাতে বিশ্বাস কর, এবং অপরকে ঐ উপদেশানুসারে জীবন যাপন করিতে সাহায্য কর।"

স্বামীজি বোধ হয় স্থির করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান স্বাধীন চিন্তার যুগে, সেই অপূর্ব্ব স্বাধীনতা, মনস্বিতা ও বৈজ্ঞানিক কর্ম্মতত্ত্বের আদর্শ জগতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তাঁহার পরাবিদ্যা-সমিতিও এই নীতির উপর স্থাপিত। আমাদের শাস্ত্রনীতিও ইহার বিরুদ্ধ নহে। বস্তুতঃ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই স্বাধীন চিন্তারূপ আদর্শের যথেষ্ট স্ফূরণ দৃষ্টিগোচর

হয়। যে দেশে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে দেশে যে অসাধারণ বেদবশ্যতার সহিত অসাধারণ স্বাধীন চিন্তা-শীলতার যথেষ্ট স্থান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। পরাবিদ্যা সমিতি মানবকে স্বাধীন চিন্তাশীলতায়, মৌলিক গবেষণায়, স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণে উৎসাহিত করিয়া থাকে। 'অলকট অভ্রান্তবাদ' (Infallibility) শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"পরাবিদ্যা কোন বিশিষ্ট ভাবাপন্ন গুরু বা গুরু সম্প্রদায়ের অধীন নহে, কোন সম্প্রদায়গত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে, কোন জাতীয় বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে।" * ইহা ব্লাভাস্কির মতেরই প্রতিধ্বনি। অলকট জনৈক মহাত্মার নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উহার একস্থানে একটী মহৎ সত্য নিবদ্ধ ছিল। মহাত্মা বলিতেছেন :—

"One of the most valuable effects of Upashika's (H. P. B's) mission is that it drives men to self study, and destroys in them blind servility to persons." (O, D. L. vol. III page 92) অর্থাৎ উপাসিকার (মহাত্মারা ব্লাভাস্কিকে 'উপাসিকা' বলিয়া ডাকিতেন) জীবন ব্রত হইতে যে সকল শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে মানবকে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করা, এবং তাহার মন হইতে

---

* "There never was any adept or Mahatma in the world who could have developed himself up to that degree, if he had recognised any other principle. Gautama Buddha is said to have been one of the greatest in this august Fraternity, and in his Kalama Sutta, he enforced at great length this rule that one should accept nothing……unless it reconciled itself with one's own reason and common sense. This is the ground upon which we stand; and it is our earnest hope that when the founders of the T. S. are dead and gone, it may be remembered as their profession of faith."

Old Diary Leaves.

কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট অন্ধ আত্ম-বিক্রয়ের ভাবকে সমূলে উৎপাটন করা, তাহাদের অন্যতম ফল।”

গৌতম বুদ্ধে এই আদর্শ তিনি শরীর-বদ্ধরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন, ব্লাভাস্কি নাস্তিক ছিলেন বলিয়া বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছিলেন, অথবা তিনি বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়া নাস্তিক, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা বোধ হয় পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্লাভাস্কির নিজের উক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি বৌদ্ধ ‘পঞ্চশীল’ গ্রহণ করিয়া আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিলেন, তিনিই আবার হিন্দুর সর্ব্বমান্য শ্রুতির প্রতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, ইহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায়:—

“প্রাচীনতম আর্য্যগণের বেদ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আট্‌লান্টিস ও লেমুরিয়া (Atlantis and Lemuria. এই দুই মহাদ্বীপের অস্তিত্ব এক্ষণ বিলুপ্ত, কোন খণ্ড প্রলয় গর্ভের নিমজ্জিত। থিওসফিকাল সাহিত্য মতে এই দুই মহাদ্বীপই আমাদের শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কুশদ্বীপ ও শাল্মলিদ্বীপ) মহাদ্বীপদ্বয়ে প্রচারিত হয়, এবং বর্ত্তমান সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্মের বীজ পত্তন করে। এই বেদরূপ অব্যয় জ্ঞান মহীরুহের শাখা-প্রশাখা বিগলিত শুষ্ক পত্রগুলি জুড়িয়া ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।…. উপনিষৎ আকারে শ্রুতির শাশ্বত জ্ঞান চিরদিন আছে ও থাকিবে।” *

---

* The vedas of the earliest Aryans, before it was written, went forth into every nation of the Atlanto-Lemurians, and sowed the first seeds of all the now-existing old religions. The off-shoots of the never adying tree of wisdom have scattered their dead leaves even on Judæo Christianity. And at the end of tho Kali, our present age. Vishnu, or the Ever-lasting king will appear as Kalki and re-establish righteousness upon earth. The minds of those who live at that time shall be awakened, and become as pellucid as crystal.”

ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম কোন প্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং উহা কিরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ উহা বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গের দিক দিয়াই বুঝা উচিত বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু পুনর্ব্বার বলি, মহাপুরুষদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস কোন এক মতের ভিতর নিক্ষিপ্ত করিতে গেলে ভ্রমে পড়িবার সম্ভব। তাঁহাদের চরিত্র যেরূপ দুরবগাহ ধর্ম্মমতও সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য। স্বাত্মানুভূতিই তাঁহাদের ধর্ম্ম। তাঁহারা কাহারও মতের অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীন-ভাবে স্বাত্মানুভূতিরই অনুসরণ করেন। সেই জন্য উহা কেবলই কতকগুলি প্রচলিত বা অপ্রচলিত মতবাদের সমষ্টি নহে বলিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য।

"The Vedas are and will remain for ever in the esotericism of the Vedanta and the Upanishads the mirror of the Eternal wisdom."

The Seeret Doctrine, Vol, II, P P. 507 and 508.

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দেহাত্যয়।

ভগ্নদেহ লইয়াও ব্লাভাস্কি সিক্রেট ডকট্রিন গ্রন্থ প্রণয়নে কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লিপিনিরতা ব্লাভাস্কির অদ্ভুত শ্রমশক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইত। উক্ত গ্রন্থসমাপ্ত হইলেও তাঁহাকে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত 'লুসিফার' (Lucifer) মাসিক-পত্রের সম্পাদনে, সামতির নানাবিধ কর্ত্তব্য সাধনে, অসংখ্য জিজ্ঞাসুর জটিল প্রশ্ন মীমাংসায়, শিক্ষার্থী ও শিষ্যদিগকে শিক্ষাদানে তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। কেবল দেহত্যাগের কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে কাহারও সহিত বড় একটা মেলামেশা করিতেন না। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতেন। তিনি যে শীঘ্রই রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, আত্মীয়, বন্ধু পরিচিত, শিষ্য প্রভৃতিকে তাহার পূর্ব্বাভাস দিয়া তাঁহার প্রত্যাসন্ন প্রস্থানের জন্য সকলকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার অসীম অদম্য চিত্তবল যেন তাঁহার শারীরিক অপটুতা অগ্রাহ্য করিয়া সেই ভগ্নদেহটীকে অবিশ্রান্ত একাগ্র সাধনার ভিতর দিয়া সবেগে চালিত করিয়া নিত,—কিছুতেই বিশ্রাম ভোগ করিতে দিত না। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে শিষ্যদিগকে উপদেশ দান এক প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি সকল শিষ্যকে একরূপ শিক্ষা দিতেন না। প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের ধারণার উপযুক্ত উপদেশ দিতেন। বেসান্ত বলেন:—

"শিক্ষয়িত্রীরূপে তিনি বিস্ময়কর ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেন। এক একটী বিষয় পুনঃ পুনঃ বুঝাইতেন। তাহাতেও যদি কেহ কেহ না বুঝিত, তাহা হইলে তিনি আসন পৃষ্ঠে দেহ নিক্ষেপ করিয়া হতাশভাবে বলিতেন,—'হা ঈশ্বর! আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, ইহাদিগকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না।' তৎপর যদি অন্য কাহারও মুখের ভাবে বুঝিতেন যে, বিষয়টী তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বোধগম্য হইয়াছে, তবে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—'এই বুড়ো বোকাগু'লাকে আমার বক্তব্যটী একবার বুঝাইয়া দাও ত।' কোন শিষ্যকে যদি তিনি উপযুক্ত পাত্র মনে করিতেন, অথচ বুঝিতেন যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানের গর্ব্ব বা অহমিকা লুক্কায়িত আছে, তবে আর রক্ষা থাকিত না। শ্লেষ ও ব্যঙ্গের তীব্র আঘাতে তাহার গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ শিক্ষা দিবার সময় কেবল শিষ্যদিগের কিসে উন্নতি হয়, তৎপ্রতিই তিনি লক্ষ্য রাখিতেন, এবং তদ্রূপ উপায়ই অবলম্বন করিতেন। ইহাতে, শিষ্যই হউক বা অপর কেহই হউক, কে কি মনে করিবে, তাহা তিনি মোটেই ভাবিতেন না। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মঙ্গল।"

কেবল শিষ্যগণের জন্য নহে, কি রোগে কি স্বাস্থ্যে, সমিতি ও সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগ তাহার নিষ্কাম জীবন ব্রতের অঙ্গীভূত ছিল। পাঠক জানেন, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ, তিনি স্বয়ং ইহা অনেকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। কাউন্টেস ওয়াট মিষ্টার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তবে আপনি অলৌকিক ক্রিয়া কেন দেখান?" ব্লাভাস্কি উত্তর দিলেন,—'কারণ অবিশ্বাসী লোকেরা অনবরত, ইহা দেখাও, তাহা দেখাও বলিয়া আমাকে বিরক্ত করিত। আমি তাহাদের নিমিত্ত ঐ সকল ক্রিয়া দেখাইতাম। এক্ষণ উহার ফল ভোগ করিতেছি।" লোকে বিরক্ত করিলেই তিনি এইরূপ তুচ্ছ ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা কেন তাহাদের কৌতূহল

নিবৃত্তি করিতেন? বিশেষতঃ উহাতে তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষয়, দেহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, ইহা জানিয়াও কেন তিনি ঐরূপ করিতেন? তদুত্তরে তিনি এই মর্ম্মে বলিতেন,—"এই সকল ক্রিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তুলনায় অতীব তুচ্ছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমিতি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহার কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা ছিল। গুরুতর অধ্যয়ন, তপস্যা, অনুশীলন সাপেক্ষ অধ্যাত্ম বিদ্যালাভে তখন কয়টা লোক অগ্রসর হইত? অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে যোগসাধনগম্য অবিসম্বাদিত সত্য সকল নিহিত আছে, যখন লোকেরা উহার প্রমাণ পাইল, তখন হইতেই সহজে সাধারণ লোকের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা উদ্বুদ্ধ হইল। এক্ষণ সমিতি সে অবিশ্বাস সংশয়ের অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এক্ষণ তাহারা বিশ্বাস সহকারে জ্ঞানচর্চ্চা করুক। এক্ষণ আর অলৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এক সময়ে দেহপাত ও যশোহানির সূত্রপাত করিয়াও আমাকে উহা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।"

ব্লাভাস্কি কি নিজের যোগশক্তি প্রয়োগ করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন,—"অধ্যাত্ম যোগপথে উপাসকের পক্ষে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপার্জ্জিত বা কৃপালব্ধ যোগশক্তি প্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে তাহাকে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ ঐরূপ কার্য্য তাহাকে আভিচারিক ক্রিয়ার (Black magic) পিচ্ছিল পথে চালিত করিয়া তমোগহ্বরে নিক্ষিপ্ত করিবে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনও যোগশক্তি প্রয়োগ করিব না,—আমাকে এইরূপ পথ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা এই শপথের পবিত্রতা বুঝিবে না, কিন্তু আমাকে উহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। আমি যাবতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কদাপি সত্যচ্যুত হইতে পারিব না। যদি বল, সমিতির কার্য্যের জন্যই ঐরূপ উপায়ে শরীরকে নিরাময় রাখি না কেন,—তাহাতে ক্ষতি কি? না, আমি তাহাও পারি

না, নিষিদ্ধ উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে আমার অধিকার নাই। কেবল শারীরিক কষ্ট নহে, রোগ যন্ত্রণা নহে, কিন্তু দারুণ মানসিক ক্লেশ, অপযশ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপও যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বনে আমাকে সহ্য করিতে হইবে।"

বস্তুতঃ দৈহিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্য যেমন তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ করেন নাই, মানসিক ক্লেশেও তিনি তাঁহার অনিষ্টকারীর অমঙ্গল ইচ্ছা পূর্ব্বক নিজে সান্ত্বনা লাভে প্রয়াসী হইতেন না। যে সকল খল লোক তাঁহাকে দারুণ মানসিক পীড়া দিয়াছে, তাহাদের ব্যবহারে সময়ে সময়ে বিচলিত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেন সত্য, কিন্তু কখনও কেহ তাঁহার মুখ হইতে সেই সকল লোকের বিরুদ্ধে একটী অশুভ বাণী নির্গত হইতে শুনে নাই। এই সকল লোকের মধ্যে এমন কয়েক ব্যক্তি ছিল, যাহারা পূর্ব্বে তাঁহার নিজগণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ্বাস হন্তার চিত্র পৃথিবীর কোন্ মহদনুষ্ঠানকে কলঙ্কিত করে নাই? এস্থলেও একটী প্রশ্ন আছে। যিনি স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে লোকের চিত্ত অবলীলা ক্রমে পাঠ করিতে পারিতেন, তিনি এইরূপ খল প্রকৃতির লোকদিগকে কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিতেন,—"কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার আমার অধিকার নাই। আমি তাহাদের প্রকৃতি ভালরূপেই বুঝিতে পারিতাম, এবং ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফলও আমার অগোচর ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই। যে শিক্ষার্থী হইয়া আসিবে, আমি তাহাকেই মুক্ত হৃদয়ে উপদেশ দানে বাধ্য,—ফলাফলের দিকে, নিজের ইষ্টানিষ্টের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া আমি তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রত্যেকেই আমার সাহায্যে যত দূর সম্ভব, সুপথপ্রাপ্তির সুযোগলাভ করুক। আমি তাহাকে নিজ অনিষ্টের আশঙ্কায় সেই সুযোগ (chance) হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না।"
কিন্তু ভবিষ্যতে কাহারও কাহারও দুর্ব্ব্যবহারে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ

পাইয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে তঁাহার স্বাস্থ্যও যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত প্রাপ্ত হইত।

আবার সমিতির কোন সভ্য কোন দোষ করিলে, সেই ব্যক্তির দুষ্কৃতির ভারও লোকে তাঁহার উপর, তথা তাঁহার সমিতির উপর, চাপাইয়া দিত। তিনি যেন লোকের ব্যক্তিগত পাপ পুণ্যের জন্যও দায়ী। এই সকল নানা উপদ্রব হইতে তিনি সমিতিকে বীর রমণীর ন্যায় রক্ষা করিতেন। কিন্তু লোকের এই ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত ও স্বাস্থ্য ক্ষতবিক্ষত হইত।

দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া এবং উপরোক্ত নানা কারণ জনিত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষয়োন্মুখ হইল। তাঁহার শরীরের এইরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে লণ্ডন সহরে বাস করিতে হইল। তাঁহার প্রিয়তম ভারতের মাটীতে তিনি অন্তিমে দেহ রক্ষা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইল না।

প্রবল ঝটিকাময় জীবন-সমুদ্রে ভগ্নতরী আর কতদিন ভাসমান থাকিবে? অবিরাম তরঙ্গাঘাতে উহার কাষ্ঠদণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, বন্ধন গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তিনি এই ভগ্নতরী লইয়া অদ্ভুত নির্ভীকতা, অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম্মশেষ করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। এক্ষণ তরীও ক্রমে ডুবিতে লাগিল।

২০শে এপ্রেল, শনিবার (১৮৯১ খ্রীঃ) ব্লাভাস্কি অকস্মাৎ ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। পরদিন প্রভাতে চিকিৎসক ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন, রোগ ইনফ্লুয়েন্জা (Influenza) জ্বর ১০৫°। তিনি রোগীকে ঔষধ ও পথ্য নিয়মমতরূপে সেবন করাইতে এবং রাত্রে পরিচারিকা ব্যতীত বাটীর অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রোগীর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। কারণ পূর্ব্ব হইতেই ব্লাভাস্কির

শরীরে নানা পীড়ার প্রকোপ দেখিয়া তিনি উপস্থিত ব্যাধিকে কঠিন বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। ব্লাভাস্কির পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহের অন্যান্য লোকেরাও পর্য্যায়ক্রমে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। ব্লাভাস্কি নিজের যন্ত্রণার মধ্যেও সকলের সম্বাদ লইতেন। সেই সময়ে গৃহান্তরবাসী জনৈক সভ্য পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া সুশ্রূষার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। সোমবার পর্য্যন্ত ব্লাভাস্কির জ্বর এক ভাবেই রহিল। মঙ্গলবার জ্বর কমিয়া গেল এবং তিনি উপযুক্ত পথ্য সেবন করিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে অন্য এক উপসর্গ দেখা গেল। তাঁহার কণ্ঠদেশে শ্লেষা রুদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত কাশির প্রকোপ হইয়াছে, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতেছে। ডাক্তারের ব্যবস্থামত পুল্‌টিস্ দেওয়াতে কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু ইহা ক্ষণিক মাত্র। শুক্রবার রাত্রি হইতে আবার কণ্ঠ পীড়ার প্রকোপ বাড়িল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, নালির উপর ফোঁড়া হইয়াছে। ইহাতে পথ্যাদি সেবন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়াতে ব্লাভাস্কি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অবস্থার বিশেষ কোন তারতম্য হইল না। তৎপর ফোঁড়াটী সারিল বটে, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট পূর্ব্ববৎ রহিল। এই দারুণ কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহাকে অনবরত ব্যজন করা হইতেছিল। ৬ই মে বুধবার তিনি একবার বসিবার গৃহে উপবেশন করিলেন। বিকালে ডাক্তার বলিলেন, জ্বর মোটেই নাই, কিন্তু রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং দুর্ব্বলতা দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইলেন। ব্লাভাস্কি তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, ইহা ভালরূপই বুঝিয়াছিলেন, এবং ইহা পুনঃ পুনঃ ডাক্তারকে বলিলেন। ডাক্তার ভাবিতেন, ব্লাভাস্কি ত পূর্ব্বে কতবার মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছেন, এবারও সেইরূপ হইতে পারে, সুতরাং তিনি হতাশ হইলেন না। বাটীর লোকেরাও ব্লাভাস্কির পূর্ব্ব

রা-বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও ডাক্তারের সহিত একমত হইলেন। কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, এবার আর ব্লাভাস্কি থাকিবেন না।

বুধবার রাত্রি হইতে পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। নাড়ি পাওয়া দুষ্কর এবং নিশ্বাস গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছিল কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রভাত হইতে রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইল। অপরাহ্নে বসিবার ঘরে আসিলেন, এবং নিজে যে বড় একটী আরাম চৌকি ব্যবহার করিতেন তদুপরি উপবেশন করিলেন। ব্লাভাস্কি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইলে সময় সময় শ্রান্তি অপনোদনের জন্য একাকিনী বসিয়া একপ্রকার তাসের (Patiencc নামক) খেলা করিতেন। তিনি অদ্য ঐরূপ ক্রীড়া দ্বারা রোগের কষ্ট ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তথাপি তিনি যে বসিয়াছিলেন ডাক্তার ইহাতেই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং তাঁহার মানসিক বলের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। অদ্য চিকিৎসকগণের মতে তাঁহার অবস্থা গুরুতর বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ব্লাভাস্কি শয্যায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং এহেন কাতর অবস্থাতেও অপর রোগীরা কে কেমন আছেন, এবং সমিতির অধিবেশন সুচারুরূপে চলিতেছে কিনা, জানিতে ইচ্ছা করিলেন। রাত্রে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কৃচ্ছ্রসাধ্যতা জন্য বড়ই কষ্ট হইতেছিল, কোন ঔষধেই ফল হইতেছিল না। শুইয়া থাকিতে অধিক কষ্ট হওয়ায় চৌকিতে উঠিয়া বসিলেন। ভোরবেলা তাঁহাকে একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইল।

আমরা যাঁহার * লিখিত বিবরণ হইতে ব্লাভাস্কির অন্তিম পীড়ার বর্ণন করিতেছি, এবং যিনি এই সময়ে তাঁহার সুশ্রূষার প্রধান ভার গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, অতঃপর তাঁহার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

---

* Laura M. Cooper, vide "In memory of Helena Petrovna Blavatsky, by some of her Pupils."

"আমি সকাল ৭টার সময় (৮ই মে শুক্রবার) ব্লাভাস্কির শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া আমার ভগ্নীর উপর সুশ্রূষা ভার দিয়া বিশ্রামার্থ গমন করিলাম। বেলা ৯ টার সময় ডাক্তার ব্লাভাস্কিকে দেখিয়া আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, উত্তেজক ঔষধে ফল ভালই হইতেছে, নাড়ীর অবস্থাও ভাল, আপাততঃ কোন চিন্তার কারণ নাই, অতএব আমি কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পারি, এবং আমার ভগ্নীও স্বীয় কার্য্যে গমন করিতে পারেন। বেলা ১১॥ টার সময় মিঃ রিট আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, ব্লাভাস্কির অবস্থা পুনরায় মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম, এবং একটী ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলাম। তিনি এত দুর্ব্বল যে ঔষধের গ্লাসটী ধরিতে পারিলেন না। আমি উহা তাঁহার মুখের কাছে ধরিলাম। তিনি কোন ক্রমে ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন। অতঃপর চামচে করিয়া তাঁহাকে একটু পথ্যও দেওয়া হইল। একটু পরেই আমি তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় আর্দ্র করিতে গিয়া দেখিলাম,তাঁহার নেত্রদ্বয় তেজোহীন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ব্লাভাস্কির এই একটী অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার একটী পা নড়িতে থাকিত। যখন তিনি দেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিতেছেন, সেই সময়েও দেখা গেল, শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত তাঁহার একটী পা ঐরূপ নড়িতেছিল। আর কোন আশা রহিল না। সে সময়ে আমরা দুই তিন জন শিষ্য মাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। দুই জন সম্মুখে জানু পাতিয়া তাঁহার এক একটি হাত ধরিয়া রহিলেন। আমি পার্শ্বে ছিলাম, আমার বাহু তাঁহার মস্তকের উপাধান হইল। আমরা কিছুক্ষণ এইরূপে স্থির হইয়া থাকিতে থাকিতে

ব্লাভাস্কি এরূপ শান্ত ভাবে দেহত্যাগ করিলেন যে আমরা বুঝিতে পারিলাম না, ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে তাঁহার শেষ নিশ্বাসটী নির্গত হইল। একটী প্রশান্ত ভাবে গৃহটী পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার অন্তিমকাল প্রত্যাসন্ন জানিয়া আমরা যাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহারা আসিয়া আর ব্লাভাস্কিকে দেখিতে পাইলেন না। আমবা বৃথা শোকে কালক্ষয় না করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইলাম।"

১৮৯১ সালেব ৮ই মে, শুক্রবার, বেলা ২টা ২৫ মিনিটের সময় ব্লাভাস্কি এ মর্ত্ত্যধাম হইতে বিদায় লইলেন। ব্লাভাস্কির স্পষ্ট আদেশ ছিল যে দেহান্তে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে যেন কোন প্রকাব বাহ্যিক আড়ম্বর না করা হয়, এবং শান্তভাবে তাহাব দেহেব যেন অগ্নিসংস্কার করা হয়। তদনুযায়ী ১১ই মে সোমবার প্রভাতে তাঁহার দেহ লণ্ডনের সমীপবর্ত্তী ওকিং (Woking) নামক স্থানের শবদাহ মন্দিরে নীত হইল। যে পথ দিয়া শিষ্যগণ তাঁহার দেহ লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার দুই পার্শ্বের লোক আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কিরূপ সৎকার? কেহ কোন বাহ্যিক শোক চিহ্ন ধারণ করেন নাই, জাতীয় প্রথামত সমাধি অনুষ্ঠানের উপযুক্ত কোন আয়োজন উদ্যোগ নাই, তাই পথের লোক কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল, এ কিরূপ সৎকার? কিন্তু আজ যাঁহার সৎকার হইতেছে, তিনি যে জীবনে একেবারেই সামাজিক নিয়ম-বন্ধন মুক্ত ছিলেন, ইহা তাহারা জানিত না। সে দিনের মেঘ-নির্ম্মুক্ত হাস্যময়ী প্রকৃতি যেন তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছিল। পুষ্পাস্তীর্ণ শবাধারের চতুঃপার্শ্বে পরাবিদ্যা সমিতির সভ্য ও সেবকগণ গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্পই ছিলেন, কারণ উপযুক্ত সময়ে সম্বাদ না পাওয়াতে অনেক সভ্য ও বন্ধুবান্ধব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিতে পারেন নাই। উপস্থিত সভ্যগণের অন্যতম য়ুরোপীয় শাখার প্রধান সম্পাদক মিঃ মিড (G. R.

S. Mead) একটী অভিভাষণ পাঠ করিলেন। আমরা নিম্নে উহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"স্থূলদেহে যাঁহাকে আমরা ব্লাভাস্কি বলিয়া জানিতাম, তিনি আজ মৃত। কিন্তু আমাদের সুহৃদ্ ও শিক্ষাদাতারূপে যে ব্লাভাস্কিকে আমরা পাইয়াছিলাম, তিনি আমাদের হৃদয়ে ও স্মৃতিতে অমর। এ জন্মে তাঁহার প্রধান কার্য্য Theosophical Societyর প্রতিষ্ঠা। পরাবিদ্যা-সমিতির যাঁহারা পরিচালক, তিনি সেই মহোপদেশকগণের দূত স্বরূপ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস শত নিন্দা পরিবাদেও অবিচলিত ছিল। এই অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁহার নির্ভীক প্রকৃতির মূলমন্ত্র ছিল। থিওসফি তাঁহার জীবনে জাগ্রত জীবন্ত শক্তিরূপে বর্ত্তমান ছিল, এবং তিনি উহারই বিস্তার কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে যে জড়বাদ প্রবেশ করিয়াছে, উহার উন্মূলন করিয়া মানব-জীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে এবং মানবজাতিকে ভ্রাতৃভাবের প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিতে তিনি স্বকীয় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা আজ তাঁহার নশ্বর দেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া যেন মনে না করি যে, তাঁহার উপদিষ্ট সত্যগুলিও নষ্ট হইল, কারণ সত্য অবিনাশী। সেই সত্যকে আমাদের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিয়া যাহাতে লোকের আদরণীয় করিতে পারি, সে দায়িত্ব এক্ষণ আমাদের উপর। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্লাভাস্কি তাঁহার সংঘ সুগঠিত এবং কার্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। কোন্ পথে চলিলে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে, তিনি উহা পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। উহা আর কিছুই নহে, প্রত্যেকের জীবন দ্বারা তদুপদিষ্ট সত্যকে সপ্রমাণ করা,—ইহাই তাঁহার উপদেশের মূল। যদি ব্লাভাস্কি এক্ষণ এস্থলে দণ্ডায়মান

হইয়া কোন উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে আমাদের প্রতি, শুধু আমাদের প্রতি নয়, যাঁহারা আমাদের সহিত আজ হৃদয়ে ও সহানুভূতিতে এক, তাঁহাদের প্রতিও,—জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার সে উপদেশ এক মাত্র এই :—'শুদ্ধ জীবন, সরল মন, পবিত্র হৃদয়, তত্ত্বান্বেষিণী বুদ্ধি, বন্ধনহীন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, শিক্ষা ও উপদেশের আদান প্রদানে আগ্রহ, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতিতে দৃঢ় সহিষ্ণুতা, সত্যের নির্ভীক ঘোষণা, অন্যায় আক্রমণ হইতে নিরপরাধ ব্যক্তিকে সাহস-পূর্ব্বক রক্ষা, অধ্যাত্মবিজ্ঞানানুমোদিত মানবজাতির উন্নতি ও পূর্ণতার আদর্শকে নিরন্তর নেত্র সম্মুখে স্থাপন,—শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐশীজ্ঞান মন্দিরে আরোহণ করিবার এই গুলিই সুবর্ণ সোপান।"

শান্ত নীরবতার মধ্যে ব্লাভাস্কির দেহ প্রদীপ্ত অগ্নিমঞ্চে স্থাপিত হইল। দুই ঘটিকার মধ্যে তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। বন্ধুগণ সেই মহীয়সী নারীর দেহের প্রতি তাঁহাদের শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া দেহাবশেষ ভস্মরাশি অমূল্য রত্নজ্ঞানে সযত্নে বহন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্লাভাস্কির নশ্বর দেহ ইংলণ্ডের শ্মশানচুল্লিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যে কণ্ঠের উদ্বোধনবাণী জগতের জড়তা বিনাশ জন্য দিগদিগন্তে ধ্বনিত হইতেছিল, আজ তাহা নীরব। আজ ইহরঙ্গভূমে এক মহাজীবন-নাটকের উপর যবনিকাপাত হইল। এক মহাযাত্রীর মর্ত্ত্যধামের তীর্থভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ এক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হইল, কিন্তু রহিল কি? কবি বলিয়াছেন,—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

বিত্ত সম্পদ, জীবন-যৌবন সবই চলিয়া যাইবে, কিন্তু কীর্ত্তি থাকিবে, এবং যাহার কীর্ত্তি থাকিবে, সে বাঁচিয়া থাকিবে। কীর্ত্তিমানের

মরণ নাই। এই মরণশীল জগতে সব চলিয়া গেলেও, যাহার কীর্ত্তি আছে, সে অমর। প্রকৃত কীর্ত্তিমান কে? যাহার জীবন পরহিতায় তিনিই কীর্ত্তিমান। যিনি জগতের জন্য দেহ ধারণ করেন, জগতের জন্য দেহ পাত করেন, তিনিই কীর্ত্তিমান। তাঁহার কীর্ত্তিমন্দির কোথায় স্থাপিত? রক্তপ্লাবিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নহে, নীরব ইষ্টকের উচ্চ চূড়ায় নহে, কঠিন মর্ম্মরের শিলা স্তম্ভে নহে, কিন্তু মানবের কৃতজ্ঞতা—কোমল হৃদয়োপরি, পুরুষানুক্রমিক অনুশীলনে সঞ্জীবিত চিন্তাধারায় সেই কীর্ত্তিমন্দির স্থাপিত। সে মন্দিরে স্মরণীয়ের মূর্ত্তি ভক্তি উপাদানে গঠিত, অনুরাগের বর্ণে রঞ্জিত, তদীয় কর্ম্মময় স্মৃতির মণিখচিত হেমালঙ্কারে ভূষিত হইয়া চিরদিন মানবের প্রীতির উপহার গ্রহণ করিতে থাকে। ব্যাস-বশিষ্ঠ-কপিল—কনাদের, বুদ্ধ-শঙ্কর—চৈতন্তের, নানক-কবীর—রামানুজের, যিশু-মহম্মদ—লুথারের স্মৃতি কি কোন বাহ্য মন্দিরের অপেক্ষা করে? এই ধর্ম্ম পরিরক্ষকগণের, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের স্মৃতি মানবের প্রাণের সহিত, আধ্যাত্মিক প্রেরণার সহিত, গতিমুক্তির সহিত, ভূমানন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত, সনাতন সদ্বস্তুর সহিত জীবাত্মার যে মিলনাকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষার সহিত ইহাঁদের জীবনস্মৃতি জড়িত। কেন না, ইহাঁদের জীবন সেই আকাঙ্ক্ষার আরম্ভে উদ্বোধক, অবসাদে উদ্দীপক, অন্ধকারে জ্যোতি প্রকাশক, সন্দেহে বিশ্বস্ত পরিচালক, ভ্রান্তিকুহেলিকায় পথপ্রদর্শক। অনন্তের পথে চিরযাত্রীর ইহাঁরাই সুহৃৎ, ইহারাই আদর্শ, ইহাঁরাই গুরু। সুতরাং ইহাদের কীর্ত্তিমন্দির কোথায়, তাহা মানব নিজ প্রাণে, চিত্তে, আত্মায় অনুসন্ধান করিলেই দে'খতে পাইবে।

কোন মহাপুরুষের সকল মত কাহারও পক্ষে গ্রহণীয় না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জীবন-প্রভাব অলক্ষিতে, প্রচ্ছন্নভাবে, কি বন্ধু কি বিদ্বেষ্টা, সকলের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া তাহাদের হিতসাধন

করিয়া থাকে। তাঁহার সরল, মহৎ, ত্যাগময় জীবন-প্রভা, তাঁহার আত্মোৎসর্গের মহিমা কেহই, এমন কি, ঘোর বিদ্বেষ্টাও এড়াইতে পারে না। ইহাই তাঁহার জীবনের এক বিশেষত্ব। মতভেদ হইলে, গতানুগতিক কুসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলে মানব অসূয়া বশে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়া বসে,—ইহার প্রমাণ সকল মহাপুরুষের জীবন-কাহিনীতেই পাওয়া যায়। যিনি যত মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে তত প্রবল বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। সেই বাধা বিপত্তির পরিমাণই তাঁহার কৃতিত্বের অনুমাপক। ব্লাভাস্কিকেও পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া, ভীষণ বিদ্বেষ গ্লানি আক্রমণের মধ্য দিয়া স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রভাব কে এড়াইতে পারিয়াছে? তাঁহার প্রচারিত, বহুকাল বিস্মৃত এবং অধুনা অভিনব উপায়ে ব্যাখ্যাত তত্ত্ব বিদ্যা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে আজ সকল ধর্ম্মের ভিতর ক্রিয়া করিতেছে, সকল জাতির আধ্যাত্মিক আত্মবোধের উদ্দীপন করিয়াছে। আজ সকলেই আপন আপন ধর্ম্মনিহিত জটিল তত্ত্বরাশি আপন আপন সংস্কারানুযায়ী তাঁহার তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে বুঝিবার অবসর পাইয়াছে,—কেহ বা বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, কেহ বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য জ্ঞানপিপাসু মাত্রেই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি আজ পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত। তাঁহার অশেষ তত্ত্বভাণ্ডার Isis unveiled ও Secret Doctrine অনুসন্ধিৎসুর জ্ঞান-চক্ষু স্বরূপ, Key to Theosophy সাধকের পরম আদরণীয়, Voice of the Silence পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিত্ত অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ডের মহাকবি টেনিসনের (Lord Tennyson) মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে Voice of the silence রক্ষিত ছিল। এমন ভাবুক চিন্তাশীল সাধক নাই, যাঁহার নেত্রে এই গভীরার্থ-বোধক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির ইঙ্গিত জ্ঞানাঞ্জনের

কার্য্য না করিবে, যাহার মর্ম্মস্থান উহার গূঢ় প্রেরণায় স্পৃষ্ট না হইবে। আজ কত বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের চিন্তা ব্লাভাস্কির তত্ত্ববিস্তার বর্ণে নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। কত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নাস্তিকতার চরম মাত্রায় উঠিয়া আজ পূর্ব্ব সংস্কার পরিহার পূর্ব্বক সেই তত্ত্ববিস্তার দিকে আশা উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া আছে। তাঁহার দেহতত্ত্ব ঘটিত, পরলোকতত্ত্ব ঘটিত, মনস্তত্ত্ব ঘটিত, জীব-জগতের অভিব্যক্তিতত্ত্ব ঘটিত, অনেক কথাই আজ বৈজ্ঞানিকের কঠোর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং উহা আর অমান্য করিবার উপায় নাই। তাই বলিতেছি, বিদ্বেষ্টারাও আজ তাঁহার আনীত জ্ঞানগঙ্গায় অবগাহন করিয়া নব কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি তাঁহার গুরু পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের ন্যায় অরাতিকেও আশ্রয় দান করিয়াছেন। চন্দনতরু কর্ত্তিত হইলেও শত্রুকে সুগন্ধ ও ছায়াদানে বঞ্চিত করে না। তিনি শিক্ষা দিতেছেন,—"তোমার অন্তঃকরণকে সুপক্ক আম্রফলের ন্যায় করিতে হইবে। পাকা আমের শাসের ন্যায় পরদুঃখে যেন তোমার হৃদয় কোমল মধুর রসপূর্ণ এবং প্রেমের সুবর্ণরাগে রঞ্জিত হয়। কিন্তু নিজের দুঃখকষ্টে কঠিন আম্রবীজের ন্যায় তোমার চিত্ত যেন দৃঢ় ও অটল থাকে। ...করুণা তোমাকে কি বলিতেছেন শুন:— যতদিন পৃথিবীতে সকল প্রাণীর দুঃখশান্তি না হইল, ততদিন সুখ কোথায়? সমস্ত পৃথিবী কাঁদিতে থাকিবে, আর তুমি কি মুক্তি সুখ ভোগ করিতে চাও?" *

আমরা ভারতবাসী,—আমাদের যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা এই জীবন-কথার বহু স্থানেই দেখিয়াছি। তিনি ভাবে ও সংস্কারে যেন হিন্দুরই একজন ছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেন, এমন কি, সিনেট সাহেব ইংরাজ হইয়াও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন

---

* Vide "The Voice of the Silence."

যে, ব্লাভাস্কি পূর্ব্বজন্মে হিন্দু ছিলেন। এজন্মে তাঁহার বিজাতীয় দেহ পরিগ্রহের উদ্দেশ্য কেবল অপর জাতির মুখ দিয়া ঋষিপ্রোক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার পূর্ব্বক হিন্দুজাতির মহিমা বর্দ্ধন ও পুনরুত্থাপন। হিন্দুর মহিমা প্রচারের জন্য তাঁহাকে স্বদেশীয়ের নিকট কত না ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল! বস্তুতঃ ভারতে পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার বিরাগভাজন হইবার ইহা এক প্রধান কারণ। কিন্তু উহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চিরদিন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতিকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন; আবার পাশ্চাত্য সমাজের কত লোককে তিনি স্বীয় তেজস্বিতায়, ন্যায়পরতায়, উদারতায়, ও শক্তি-প্রভায় স্বমতে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু অকৃতজ্ঞ নহে। ব্লাভাস্কির জীবিত কালে ভারতের নানা স্থানে হিন্দুগণ তাঁহাকে হৃদয়াবেগে যে সকল অভিনন্দন প্রদান করিয়াছে, কাশীধামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী যেরূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের গভীর কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। অদ্যাপি তাঁহার তিরোভাব-তিথিতে, শ্বেতকমল-বাসরে (White Lotus Day) ভূমণ্ডলের শত শত স্থানের কৃতজ্ঞ-হৃদয় অধিবাসীগণের ন্যায় ভারতের সর্ব্বজাতীয় লোক অকপট চিত্তে সমবেত কণ্ঠে যে সম্মান-গাথা উচ্চারণ করে, তাহাতে হিন্দুই সংখ্যায়, সম্পদে, জ্ঞানে, আগ্রহে, উৎসাহে, সর্ব্বপ্রধান।

ব্লভাস্কি! তুমি বিদেশে নিন্দা গ্লানি বিদ্রূপ-বিদ্বেষ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া, অসীম সাহসের সহিত আমাদের ঋষি-নিষেবিত জ্ঞান-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছ, আবার আমাদের স্বদেশে আমাদের বিলুপ্ত বিস্মৃত ধনরত্নের সন্ধান বলিয়া দিয়াছ,—তুমি ধন্য, তোমার ঋণ আমাদের অপরি-শোধনীয়। তুমি বিদেশে আমাদের চিরদৈন্য ঘুচাইয়া, প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, জগতের নিকট আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, আবার স্বদেশে

আমাদের সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া, আমাদের আত্মবোধকে, জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ও সর্ব্বজাতির সহিত আমাদের সৌভ্রাত্রভিত্তি স্থাপন করিয়া, ভারতীয় আর্য্যসন্তানের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছ,— তুমি ধন্য, তোমার ঋণ আমাদের অপরিশোধনীয়। আমরা আজ তোমার কি স্মৃতি রক্ষা করিব? তুমি নিজ শক্তি বলেই অমর হইয়াছ। যতদিন পৃথিবীতে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা থাকিবে, ততদিন তোমার মৃত্যু নাই, ব্যক্তিত্বের বিনাশ নাই, স্মৃতির লোপ নাই।

উপসংহার

চরিত্রালোচন।

ব্লাভাস্কি-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, বাল্যাবধি তাঁহার কার্য্যে একটা অলৌকিকত্ব, ভাবে একটা আত্যন্তিকতা এবং আচরণে একটা ঔৎকেন্দ্রিকতা বর্ত্তমান। তাহার শৈশবের ক্রীড়ার সঙ্গী কতকগুলি অদৃশ্য জীব। লোকে দেখিত, তিনি গৃহের একটা অব্যবহার্য্য অন্ধকারাবৃত স্থানে একাকী বসিয়া আছেন, কিন্তু শুনিতে পাইত যেন তিনি সেই নিরালা স্থানে কাহাদের সঙ্গে সাগ্রহ কথোপকথনে নিযুক্ত। পরিণত বয়সে অদৃশ্য সহচরগণ তাঁহার বিস্ময়কর কার্য্যাবলিতে, শিক্ষায়, উপদেশে, গ্রন্থ প্রণয়নে নিত্য সহায়। এই অতীন্দ্রিয় ভাব তাঁহার জীবনের ভিত্তি বলিলেও হয়। ইহা মানবের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, সাধারণ মানবের দুরধিগম্য। কাজেই কেহ কেহ তাঁহাকে 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রহেলিকা' (Sphynx of the nineteenth century), কেহ কেহ তাঁহাকে 'উনবিংশ শতাব্দীর দৈবজ্ঞা (Sibyl of nineteenth century) ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। আবার অনেক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যাবলিতে চমকিত হইয়া তাঁহাকে "The Devil", "The h orned and hoofed one" অর্থাৎ শৃঙ্গখুরধারী বাইবেলোক্ত শয়তানের অবতার বলিয়া ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কেন না, একালে সয়তান ছাড়া এ হেন অমানুষিক কাজ আর কাহার সাধ্য! তাঁহার জীবনের অতীন্দ্রিয়ত্ব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট অংশই দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যায়। যে স্থলে মনীষী অং.কট, বেশান্ত প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যগণও তাঁহাকে

এক দুর্ব্বোধ্য সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সে স্থলে আমাদের দ্বারা উহার ব্যাখ্যা-চেষ্টা সফল হইবার আশা করা অন্যায়। অতএব আমরা তাঁহাকে তাঁহার অলৌকিকতা বা অতীন্দ্রিয়তার ভিতর দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব না। তবে তাঁহার জীবন-কথা বলিতে গেলে অলৌকিক ঘটনাবলি বাদ দিলে চলে না, তাই আমরা উহার কয়েকটী—সকল ঘটনা বলিবার স্থানাভাব হেতু কয়েকটী মাত্র—এই জীবনীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

নীতিকার বলিয়াছেন, 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।' কিন্তু প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন আত্যন্তিকতার এক একখানি জ্বলন্ত ছবি। এই আত্যন্তিকতাই তাঁহাদিগকে সাধারণ মানব জাতির অনেক উর্দ্ধে দেবমানব পদে (Superman) স্থাপিত করিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিক নির্ভীক স্বাধীনতা এবং স্বাধীনচিত্ততা রক্ষার্থ ঐকান্তিকতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত। উহা যখন আত্যন্তিকতার (Extreme) মাত্রায় উঠিত, তখনি অপরিপকবুদ্ধি বালিকায় স্বেচ্ছাচারিতা ও উন্মার্গগামিতাব মূর্ত্তি ধারণ করিত। আবার এই আত্যন্তিকতা সংযুক্ত নির্ভীক স্বাধীন প্রকৃতিই যৌবনে তাঁহাকে ক্রমাগত দশবর্ষকাল ক্ষিপ্তের ন্যায় পৃথিবীর নানা দুর্গম স্থানে ছুটাইয়া আনিল। অরণ্য, কন্দর, মরু, পর্ব্বতের সমস্ত বাধা বিপত্তি তাহার আত্যন্তিকতার সম্মুখে উড়িয়া গেল। আবার প্রৌঢ়ে কর্ম্মক্ষেত্রে সেই আত্যন্তিকতা সহস্র ঝটিকার মধ্যেও তাঁহাকে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য হইতে তিল মাত্র বিচলিত হইতে দিল না। লাভে ক্ষতিতে, নিন্দায় প্রশংসায়, রোগে দারিদ্র্যে, সমভাবে শরীর পতন পর্য্যন্ত তিনি অভীষ্ট মন্ত্রের সাধন করিয়া গেলেন। অতুল বিভব সম্পদে যেমন তাঁহার নিস্পৃহতা, জীবনের ব্রত উদ্যাপনে—কঠোর তপস্যায় তেমনি তাঁহার আত্যন্তিকতা। আবার একদিকে নির্য্যাতন, অন্য দিকে আত্মত্যাগ, এক দিকে দারিদ্র্য-ক্লেশ, অন্য দিকে মুক্ত হস্ততা, এক দিকে

অতুল স্বাধীনতা, অন্য দিকে গুরুআজ্ঞাবশবর্ত্তিতা, এক দিকে যন্ত্রণা ভোগ, অন্য দিকে পরদুঃখ-মোচন চেষ্টা, এক দিকে তেজস্বিতার প্রজ্বলিত শিখা, অন্য দিকে সহৃদয়তার শীতল ধারা, তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা সম্পাদন করিতেছে।

অশনে বসনে, আকারে প্রকারে, আচারে ব্যবহারে, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়ে তিনি এক অপরূপ ঔৎকেন্দ্রিক (Eccentric) জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই ঔৎকেন্দ্রিকতা তাঁহাকে জাতি-কুল-সমজ-স সৃষ্ট বিধিবন্ধনের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আর তিনি সতত নির্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে আপন লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সামাজিক বিধি নিষেধের উপেক্ষায় তাঁহাকে লোক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহানুভবতা যেন আরও ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার হৃদয়ের গুণরাশী কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, আমরা এস্থলে উহা, তাঁহার চরিত্রের অলৌকিকত্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মানবীয় অংশের ভিতর দিয়াই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বস্তুতঃ, মাদাম ব্লাভাস্কির চরিত্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার মানসোদ্যান প্রকৃতির চারু হস্ত রচিত যে মনোরম শোভা সম্ভারের ভাণ্ডার ছিল তৎপ্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তিনি যে অতুল যোগ বিভূতিতে ভূষিত ছিলেন তাহার কতক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই সকল বিভূতির অধিকারী বলিয়া যে তিনি জগতের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিবার যোগ্য ইহা আমরা মনে করি না। বিভূতি চমৎকারিত্বে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিতে পারে, এবং বিভূতির অধিকারীকে একটী দুর্জ্জেয় শক্তির আধার বলিয়া মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু লোকের প্রীতি শ্রদ্ধা লাভ করিবার মন্ত্র অন্য রূপ। পাণ্ডিত্যে, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, চিন্তার অপূর্ব্বত্বে, ধীশক্তির অসাধারণত্বে, বা কল্পনার মনোহারিত্বে, কেহ

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারেন, এবং লোকেও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার সহিত বোধ হয় তদপেক্ষাও দুর্লভ, কতকগুলি হৃদয়ের গুণ সংযুক্ত না থাকিলে কেহ লোকের প্রীতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়েও থাকি না, কিন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে গান করেন, আমি সেইখানেই থাক।' অর্থাৎ, যেখানে প্রীতি, যেখানে অনুরাগময়ী ভক্তি, সেই স্থানই ভগবানের প্রিয়ভূমি। যাহা ভগবানকে বশীভূত করিবার মন্ত্র, তাহাই মানুষ বশীভূত করিবার মন্ত্র। এ মন্ত্র কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য সমষ্টি নহে, কিন্তু উহা উন্নত, উন্মুক্ত, উদার হৃদয়ের পবিত্র ধারা। উহার প্রকাশ বাক্যে নহে, কিন্তু কুসুমশোভাময় নন্দনের সুষমা লাঞ্ছিত দেবচরিত্রের বিকাশে। উহার পরিণতি শব্দে নহে, কিন্তু উচ্চ-নীচ-জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির সহিত একত্বানুভূতিতে। এই স্থানেই ব্লাভাস্কির বিশিষ্টতা। সমগ্র মানব জাতিকে কলহ বিবাদ ঘুচাইয়া এক ভ্রাতৃ ভাবে আবদ্ধ করিবার যে মহাধ্বনি তিনি তুলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ঐ মন্ত্র উদ্বোধিত। ব্লাভাস্কির হৃদয় মহত্ত্বের পুণ্যধারায় কিরূপ উচ্ছ্বলিত ছিল, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ জনগণের উক্তিতেই প্রমাণিত। ইঁহাদেরই একজন লিখিয়াছেন;—

"তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে এতই মুগ্ধ হইতে হইত যে, তিনি ধর্ম্মনীতির কোন্ উচ্চসীমায় আমাদিগকে টানিয়া নিতেছেন, তাহাও ভুলিয়া যাইতাম। পর্ব্বতারোহণের সময় কখন কখন এরূপ হয় যে, সম্মুখস্থ স্তরে স্তরে সজ্জিত পর্ব্বতমালা ও গভীর গহ্বরাদি বৃহৎ বস্তুগুলির দিকে মন না গিয়া সুন্দর পুষ্প, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতির দিকেই মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে; তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে এক উন্নতশীর্ষ শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া, চমক ভাঙ্গিয়া গেলে, বুঝিতে পারি কত উচ্চে উঠিয়াছি। ঠিক সেইরূপ ব্লাভাস্কির

হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে অনেক সময় আমরা তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানের উচ্চতা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম।”

ব্লাভাস্কির অসাধারণ মস্তিস্কের পরিচয় জগৎ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ ছিল, ইহা অল্প লোকেরই বিদিত। যাঁহারা তাঁহার সহিত একত্র বাস করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্য্যের কতক পরিচয় লাভ করিয়া মুক্তকণ্ঠে উহার প্রশংসা করিয়াছেন। বাহিরের লোক তাঁহার জীবনের এ অংশ কিছুই বুঝিতে পারে নাই, বরং অনেকে বিপরীত বুঝিয়াছে। কারণ তাঁহার স্পষ্টবাদিতা, কঠোর সত্যের আলোচনা, সাধারণের মতামতের প্রতি উপেক্ষা, বাহিরের লোক সমক্ষে যেন এ অংশটা আবরণ করিয়া রাখিত।

ব্লাভাস্কি শারীরিক সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন না, তাই বলিয়া তিনি কুৎসিৎ ছিলেন, এমন নয়। জীবনে যে তিনি নানা দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাঁহার মূর্ত্তিতে লক্ষিত হইত। দেখিলেই বোধ হইত তিনি যেন কত কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়া জীবনতরী চালাইয়া আসিয়াছেন। পরন্তু উহারই ভিতর হইতে একটা অদম্য শক্তিমত্তা ও সহৃদয়তার ভাব ফুটিয়া বাহির হইত। স্ত্রীজাতির অন্যান্য গুণের মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠব একটা বিচার্য্য বিষয় বটে। সে পক্ষে ব্লাভাস্কির দেহে লক্ষ্য করিবার বা আকৃষ্ট হইবার কিছু ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার স্থূলকায়, কতকটা চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট বৃহৎ মস্তক, তদুপরি অযত্নন্যস্ত কেশ ভার—রমণীজনোচিত কমনীয়তার বড় একটা পরিচায়ক ছিল না, ইহা তিনি নিজেও বিলক্ষণ বুঝিতেন। নিজের রূপ বর্ণনাচ্ছলে তিনি কৌতুক করিয়া এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

“An old woman, whether forty, fifty, sixty or ninety years old it matters not; an old woman whose Kalmuco-Bhudhisto-Tartaric features, even in youth,

never made her appear pretty; a woman, whose ungainly garb, uncouth manners, and masculine habits are enough to frighten any bustled and corseted young lady of fashionable society out of her wits."

অর্থাৎ, "একটা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, বয়স চল্লিশ হউক, পঞ্চাশ হউক, যাট হউক বা নব্বুই হউক ক্ষতি নাই,—কিন্তু একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, যাহার মোঙ্গলিয়-বৌদ্ধ-তাতার ভাব মিশ্রণে গঠিত আকার প্রকারে যৌবনেও যাহাকে কখন সুশ্রী দেখাইত না; সেই স্ত্রীলোক যাহার সৌষ্ঠবহীন পরিচ্ছদ, চাষা ভুষার মত আচার ব্যবহার এবং পুরুষোচিত কার্য্যকলাপ দেখিবা মাত্র সৌখীন সমাজের সুচারু বেশভূষিতা সভ্যা সুন্দরীরা ভয়ে মূর্চ্ছা যান—"

নিজের নাসিকাটীকে তিনি আলুর সঙ্গে তুলনা করিতেন। এই আলু-নাসা (Potato nose) লইয়া তিনি প্রায়ই হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন। কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয় অনেকের বর্ণনার বিষয় হইয়াছে। কেহ লিখিয়াছেন,—"Those strange eyes", সেই অদ্ভুত নয়নদ্বয়; কেহ লিখিয়াছেন,—"The largest and brightest blue eyes I have ever seen," এত বড় উজ্জ্বল নীল নয়ন আর দেখি নাই; কেহ লিখিয়াছেন—"It was her eyes that attracted me", তাঁহার চক্ষুই আমাকে আকর্ষণ করিল। একজন ভদ্রলোক নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

"যে সকল সংস্কার দ্বারা তখন আমার ব্যক্তিত্ব গঠিত ছিল, প্রথম সাক্ষাৎ দিবসেই স্বাভাবিক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপে সে সমস্ত সংস্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন। আমার এই যে পরিবর্ত্তন, পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়া নবজীবন লাভ,যাহা তাঁহার একটা দৃষ্টি মাত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসাধিত হইল,—ইহা এক অদ্ভুত, অভিনব, দুর্ব্বোধ্য, অথচ একান্ত সত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার।"

বস্তুতঃ ব্লাভাস্কির আকৃতি প্রকৃতিতে স্ত্রীজনোচিত কান্ত কোমল ভাব অপেক্ষা পৌরুষ ভাবই অধিক লক্ষিত হইত। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, জ্যোতির্ম্ময় বিস্তৃত নীল নয়ন-যুগল, অন্তর্ভেদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন বলপূর্ব্বক লোকের সভয় বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। দৈহিক সৌন্দর্য্য গৌরবে শ্রেষ্ঠ না হইলেও তিনি যে অসামান্য মানসিক সম্পদে ভূষিত ছিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহার যোগশক্তি, জ্ঞান গভীরতা দেখিয়া লোকেরা চকিত, স্তম্ভিত হইয়া থাকিত, অঙ্গসৌষ্ঠব লক্ষ্য করিবার তাহাদের অবসর কোথায়,—খুঁৎ ধরিবার শক্তি কোথায়?

পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের প্রতি তিনি কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না। রুচিপরতন্ত্র নর নারীগণের অঙ্গরাগ-বিলাস তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি সচরাচর একটা আলখাল্লার মত ঢোলা গাউন পরিয়া থাকিতেন, এবং গৃহাগত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি ঐরূপ পরিচ্ছদেই সাক্ষাৎ করিতেন। যখন বাহিরে যাইতেন বা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কাহারও বাটীতে বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতেন, তখনও পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে কালোচিত বা কার্য্যোচিত পরিচ্ছদের প্রতি তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না। চিরাচরিত প্রথার বিপরীত কার্য্য করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে সমাজে তাঁহার খুবই নিন্দা হইত, এবং সামাজিকেরা তাঁহার কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিত! কিন্তু তিনি উহাতে ভীত হইতেন না। তিনি চিরকাল সামাজিক নিয়মশৃঙ্খল পদদলিত করিয়া চলিতেন। সামাজিক বুঝিত না যে, যিনি স্বীয় জন্মগত উচ্চ কুলমর্য্যাদা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন, বস্তুতঃ যিনি উচ্চ নীচ স্বজাতীয় বিজাতীয় সকলকে এক সাধারণ মিলন-ভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাঁহার পক্ষে কোন সমাজ বিশেষের দাসত্ব করা কত অসম্ভব, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র সামাজিক রীতি কত অকিঞ্চিৎকর। সমালোচনা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাঁহার পরোক্ষেই হইত।

তাঁহার সমক্ষে কেহই উহা করিতে সাহসী হইত না। এক দিন তিনি একটা অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিধিবিরুদ্ধ অপরূপ বেশ দেখিয়া নাট্যশালায় উপস্থিত এক ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া আপন বন্ধুগণের সঙ্গে একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সহসা একবার ব্লাভাস্কির অন্তস্তলভেদকারিণী দৃষ্টি সেই ব্যক্তির উপর পতিত হইবামাত্র আর তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না!

ব্লাভাস্কির কথোপকথনের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তিনি কথা বার্ত্তায় লোককে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কথা কহিবার জন্যই বাক্যব্যয় করিতেন না। তাঁহার গল্পে, আলাপে, এমন কি, হাস্যপরিহাসেও একটা উচ্চ লক্ষ্য থাকিত। তাঁহার নানা দিগ্দেশের অভিজ্ঞতা ও তথ্যপূর্ণ গল্পে শ্রোতা মাত্রেই আকৃষ্ট হইত। কি প্রাচীন কীর্ত্তিপূর্ণ ভারতভূমি, কি তিব্বতের তীর্থময় পার্ব্বত্য উপত্যকা, কি মিশরের পূর্ব্বতন সভ্যতা, কি পেরুর ইতিবৃত্ত, কি আট্লান্টিক মহাসাগরের কুক্ষিগত একদা মহা প্রভাবশালী 'আটলান্টিস্' (Atlantis) নামক মহাদেশ,—যে কোন বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে যখন তিনি উহার লুপ্ত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক অজ্ঞাত পৌরাণিক চিত্রগুলি শ্রোতাগণের নিকট উপস্থিত করিতে থাকিতেন, তখন এই স্বল্পশিক্ষিতা রমণীর জ্ঞানের ও গবেষণার গভীরতা দেখিয়া কেহই বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারিতেন না। আবার গভীর বিষয়ের আলোচনার মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া সকলকে হাসাইতেন। তিনি নিজে বিলক্ষণ পরিহাসপটু ছিলেন, এবং হাস্যরসপ্রিয় লোকের আদর করিতেন।

চিত্রকলায় ব্লাভাস্কির বেশ পারদর্শিতা ছিল। তিনি কখনও চিত্রবিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ কোথাও উল্লেখ নাই। কিন্তু তিনি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন। এক সময়ে তাঁহার অঙ্কিত

কতকগুলি চিত্রের স্বাভাবিকতা ও ভাবব্যঞ্জকতা দেখিয়া কর্ণেল অলকট বলিয়াছিলেন,—"আপনি এ গুলির সত্ব বিক্রয় করুন, যথেষ্ট অর্থ পাইবেন।" ব্লাভাস্কি কেবল বলিলেন, "হাঁ।" কিন্তু এ ভাবটী বহু দিন স্থায়ী হয় নাই। চিত্রবিদ্যা চর্চ্চা বোধ হয় এইখানেই সমাপ্ত হয়।

আরও একটী ললিত কলায় ব্লাভাস্কির অসাধারণ অধিকার ছিল। পিয়নো (Piano) যন্ত্র তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে পারিতেন। তাঁহার সুগঠিত অঙ্গুলি স্পর্শে উক্ত যন্ত্র হইতে এরূপ চিত্তমুগ্ধকর সঙ্গীত স্রোত প্রবাহিত হইত যে, উহা শুনিলে মনে হইত যেন কোন গন্ধর্ব্ব ললিত তানে মর্ত্ত্যে স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছে।

ব্লাভাস্কি সাংসারিক কার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞা ছিলেন। যাহাকে লোকে 'বিষয় বুদ্ধি' বলে, উহা তাঁহার কিরূপ প্রখর ছিল অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহ-কার্য্যে তাঁহার যে মোটেই পটুতা ছিল না, ইহা একদা রন্ধন-বিদ্যাব পরিচয় দিতে গিয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়। পাচিকার উপর রাগ করিয়া একদিন তিনি নিজে ডিম সিদ্ধ করিতে গিয়া একেবারে ডিমগুলি জ্বলন্ত অগ্নির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহিণীপনার উত্তম প্রমাণ বটে!

ব্লাভাস্কি একেবারেই ঐন্দ্রিয়িক প্রভাব পরিশূন্য ছিলেন। ঐন্দ্রিয়িকতার ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি এমনই দৈহিক প্রভাবের অতীত ছিলেন যে, তাঁহার সহযোগী, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক মহামতি অলকট বলিলেন :—"Her every look, word and action proclaimed her sexlessness" অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিতে, কথায় এবং কার্য্যে স্ত্রীপুংভাবশূন্যতার পরিচয় দিত। তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেই শুদ্ধচরিত্র লোকদিগের মনে এই ধারণা জন্মিত। অলকট অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"If there wes a sexless being, it was she",—অর্থাৎ "স্ত্রীপুরুষ সংস্কার বর্জ্জিত যদি কেহ থাকে ত, তিনি

ছিলেন।" তাঁহার শারীরগঠনের মধ্যেও কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীজনোচিত বিশিষ্টতার অভাব ছিল। শরীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, তাঁহার মানসিক উপাদানের মধ্যে স্ত্রীজনসুলভ ভাব যে অল্পই ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রমণী জাতির স্বাভাবিক সংকোচ, ভীরুতা, কোমলতা, এবং দ্বেষহিংসামূলক ক্ষুদ্রতার ভাব তাঁহাতে মোটেই ছিল না। তিনি স্পষ্টবাদী, দৃঢ়সংকল্প, কার্য্যতৎপর, অদম্য ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, আবার এদিকে সদাই মুক্তপ্রাণ, হাস্যপরিহাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বাহ্যিক স্ত্রীশরীরের মধ্যে যে কি এক অপরূপ সত্বা কার্য্য করিত, ইহা অনেকের বুদ্ধির অগম্য ছিল। বেসান্ত সত্যই বলিয়াছেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য বা বন্ধুগণও তাঁহার প্রকৃত সত্বার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই। বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন স্ত্রীশরীরের ভিতরে কোন শক্তিমান পুরুষ কার্য্য করিতেছে। অল্‌কটের নিকট লিখিত অনেক পত্রে মহাত্মারা ব্লাভাস্কিকে 'ভ্রাতা' ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার শরীরে কতকগুলি ক্ষত চিহ্ন ছিল। উহার একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রেরই যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, ইটালির মুক্তিদাতা গেরিবল্ডি (Garibaldi) সহ তিনি মেণ্টেনার (Mentana) ভীষণ রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে আরও কতিপয় রমণীর সহিত তিনি স্বেচ্ছাসেনানী (Volunteer) দলভুক্ত ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার বাম হস্ত খড়্গাঘাতে দুই স্থানে ভগ্ন হয়। এবং তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধ ও চরণে দুইটী গোলা বিদ্ধ হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের ঠিক নিম্নেই আর একটা অস্ত্রাঘাত জনিত ক্ষত ছিল। এই ক্ষতটীর মুখ মধ্যে মধ্যে খুলিয়া যাইত। এই ক্ষতের মুখ খুলিয়া যাওয়ায় একবার তিনি কিরূপ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এই সকল কাহিনী তাঁহার পুরুষোচিত অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা ও সাহসের পরিচায়ক।

অলকট এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"তিনি জীবনে নানা দুঃখোদ্ভূত যে তিক্তাস্বাদ অনুভব করিয়াছেন, উহা তাঁহার বাহিরের সত্তাকেই ক্লিষ্ট করিত। উহা তাঁহার প্রকৃত সত্তা নহে। তিনি প্রায়ই আমাকে বলিতেন, তাঁহার প্রকৃত সত্তার কার্য্যকলাপ গভীর নিশীথে সম্পন্ন হইত। তখন তাঁহার দেহ নিদ্রাভিভূত থাকিত বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুমণ্ডলীর পাদমূলে গিয়া উপস্থিত হইতেন! আমি ইহা বিশ্বাস করি। সর্ব্বদাই এক সঙ্গে কার্য্য করা হেতু আমি তাঁহার শরীরের নানা পরিবর্ত্তন দেখিতাম। আমি টেবিলের এক দিকে, আর তিনি অন্য দিকে উপবিষ্ট, এমতাবস্থায় কখন কখন দেখিতাম, তিনি যেন এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আবার কিছুক্ষণ পরে শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত দেহটী অন্ধকারময় গৃহের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। আবার তিনি ফিরিয়া আসিলে যেন সমস্ত আলোকিত হইয়া উঠিত। যাঁহারা এ পরিবর্ত্তন দেখেন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না কেন ধ্যানযোগীরা স্থূল দেহটীকে একটা খোসা মাত্র বলিয়া থাকেন।...তাঁহার বাহ্যসত্তার অনেক কার্য্য হয়ত আমাদের নিকট ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু তাঁহার সেই রহস্যময় অপর সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ অর্পণ করিতেই হইত। আমাদিগকে একত্র থাকিতে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমি হয়ত তাঁহার সকল বিষয়ই বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, একাদিক্রমে ১৭ বৎসর কাল প্রাত্যহিক কার্য্যবশতঃ ঘনিষ্টতা সত্ত্বেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমার নিকট একটী জটিল রহস্যরূপেই প্রতীয়মান হইতেন। অনেক সময় মনে করিতাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে সেই রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার আন্তর সত্তার গভীরতম প্রদেশের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত। আমি ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, প্রকৃত পক্ষে তিনি কে? ইত্যাদি।"

স্বাভাবিক সময় সময় বড়ই ক্রোধবশীভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার কার্য্যের অন্যায় সমালোচনা করিলে, বা তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ করিলে তিনি বিচলিত হইতেন। যে সামান্য নিন্দা সহজে অপর লোক—এমন কি, একজন সাধারণ লোকেও—হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, সেইরূপ তুচ্ছ কথা শুনিলেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন। তাঁহার ন্যায় একটা জগদ্ব্যাপী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা লোকোপদেশকের পক্ষে ইহা একটু বিসদৃশ নহে কি? বাস্তবিক সামান্য নিন্দা সমালোচনায় এরূপ অধীর, চঞ্চল হইয়া পড়িতেন কেন? ইহার উত্তরে হয়ত প্রাচীন নীতিকারের কথায় অনেক অর্ব্বাচীন নীতিকুশল ব্যক্তি বলিবেন,—"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ প্রকৃতির্মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে",—প্রকৃতি সকল গুণ অতিক্রম করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু আমরা এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। তাঁহাকে যেমন অনেকে শঠ প্রবঞ্চক বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছে, সেইরূপ ইহা বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁহার জীবনে নানা দিকে ধীরতা, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগের অসংখ্য প্রমাণ বর্ত্তমান। এই সকল গুণের ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রকৃতির শুভ্র জ্যোৎস্না ফুটিয়া বাহির হইত, তদুপরি ক্ষণিক ক্রোধাবেগ সাময়িক, আকস্মিক মেঘ মাত্র।

মহাত্মাগণের চরিত্র দুরবগাহ। উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে বোধ হয় তাঁহাদের সমতুল্য ব্যক্তিরাই সমর্থ। সাধারণ দোষ গুণ বিচারের কষ্টিপাথরে উহা পরীক্ষা করিতে গেলে ঠিক পরীক্ষা হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবনবাস বা নেপোলিয়নের জোসেফিন্-বর্জ্জন শোকাবহ দৃশ্য। ব্যথিতের সহিত সমবেদনা প্রকাশমুখে কেহ কেহ উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীরামচন্দ্র অতীব দুর্ব্বলচেতা প্রভৃতি বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।* নেপোলিয়নের কার্য্যও গর্হিত,

* "And Rama, as weak as his father had been, sent poor

নৃশংস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে আমরা তাঁহাদের চরিত্রে দুর্ব্বল চিত্ততা, ভীরুতা, নৃশংসতার পরিবর্ত্তে মহাপুরুষোচিত গভীর আত্মত্যাগ আদর্শ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়াও দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষার একান্ত আকাজ্ক্ষা দেখিতে পাই। এ বিসদৃশতার সামঞ্জস্য কে করিবে? হজরৎ মোহম্মদ কোন কোন ইংরাজলেখক কর্ত্তৃক লম্পট ধূর্ত্তরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কোরাণকে ভগবদাদেশলব্ধ গ্রন্থরূপে প্রচার প্রতারণামূলক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যিনি অন্ধতামসমগ্ন দুর্দ্দম্য বন্য মানব প্রকৃতিকে সংযত করিয়া মনুষ্যত্বের পথে আনয়ন করিলেন, তাঁহাকে আমরা একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ বলিতে বাধ্য। মোট কথা মহাপুরুষদের চরিত্র বুঝা কঠিন বলিয়া মানুষ স্বীয় চরিত্রের হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব দ্বারা উহার বিচার করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হয়। এইজন্য লোকচরিত্রজ্ঞ মহাকবি পার্ব্বতী মুখ দিয়া সকলকে সাবধান করিতেছেন :—

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং,
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনা"।

* * *

ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে,
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ সঃ পাপভাক্।*

মহাত্মাদের কথা দূরে থাকুক, তীব্র সাধকদের চরিত্র বুঝাও অনে

---

suffering Sita—then gone with child—to exile." R. C. Dutt's ' History of Civilization in Ancient India', Vol 1 page 142.

-'Too weak to bear popular dissatisfaction, he submits to the desires and sends poor Sita to exile," Ibid. Vol. II, Page 276.

* "কুমারসম্ভব"—৫ম সর্গ।

সময়ে কঠিন। যাহারা উদ্দেশ্য বিশেষকে জীবনের সারসর্ব্বস্ব মনে করিয়া উহারই সফলতার জন্য সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহারা সাধক। কার্য্যভেদে, উদ্দেশ্যভেদে অনেক প্রকারের সাধক আছে। এ'রূপে যাহাদের চিন্তাস্রোত কোন একটা কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, অথবা একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিক ছুটিতে থাকে, তাহাদের সেই চিন্তাস্রোত কোন কারণে বাধা বা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক বা অন্য নির্দ্দিষ্ট সংকল্পমূলক কোন লক্ষ্যের দিকে উক্ত চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে, উহাকে সাধারণতঃ তপস্যা বলা হয়। এই সকল তপস্বীর চিত্তের অবস্থা সাধারণ মানবের চিত্ত হইতে অনেক বিভিন্ন হইবেই। সাধারণ মানবের দুর্ব্বোধ্য, দুর্নিরীক্ষ্য, এমন কি সাধারণ মানবের নিকট সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া অবধৃত কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ তপস্বীরা জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করাতে তাহাদের মন প্রাণের অবস্থা সদাই এক উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় থাকে; এবং মন প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শরীরের স্নায়ুমণ্ডলও যেন সদাই এক উচ্চ গ্রামে—চড়া সুরে—বাঁধা থাকে। যেমন সেতার বা তানপুরার তার কড়া সুরে বাঁধা হইলে সামান্য স্পর্শমাত্র উহা ধ্বনিত হয়, এই তপস্বীদের শরীরের অবস্থা (High strung body) তদ্রূপ। কোন ধ্যানীর চিত্ত যখন তাহার ধ্যেয় বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে স্থূল জগৎ ছাড়িয়া উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়াছে, তখন ধ্যানভঙ্গকর, কোন প্রতিকূল কারণ উপস্থিত হইলে, তাহার শরীরে যেন একটা ভীষণ প্রতিঘাত (shock) অনুভূত হয়, এবং মনোরাজ্যেও সহসা একটা 'ওলট পালট' ঘটিয়া যায়। উহাই তাহাদের বাহ্যিক ক্রোধাকারে প্রকাশিত হয়। তপস্বীর তপস্যাভঙ্গ ও ধ্যানীর ধ্যানভঙ্গজনিত ক্রোধ প্রকাশের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই ক্রোধ যেন সেই চিন্তাস্রোতে প্রদত্ত আঘাতের প্রতিঘাত মাত্র। নিম্ন

স্তরের ধ্যানী তপস্বীদের কথা ছাড়িয়া দিউন, ধ্যানের প্রতিকূল বস্তুর আঘাতে মহাযোগীদের চিত্তও উদ্বেলিত হয়; তপস্বীবেশী মহাদেবের তপস্যায় মদন ব্যাঘাত জন্মাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিল, তাহা স্মরণ করুন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার লীলাপারিষদ অদ্বৈত প্রভুকে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের বিরোধী জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন, এমন কি তিনি 'শান্তিপুরের বুড়া গোঁসাই'কে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের চরিত্র দ্বারাও এইরূপ ব্যাপার কত টা অনুমান সাধ্য হইতে পারে। যাহারা হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় খুবই শান্ত সহনশীল, তাহারাই কোন কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত, বা চিন্তাযুক্ত থাকা কালীন, অতি সামান্য বাধাতেই উত্যক্ত হইয়া উঠেন। বাধার পরিমাণানুসারে বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হয়।

ব্রাভাম্বির চিত্ত সর্ব্বদাই এক ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিত। তাঁহার গুরুর আদেশ পালন এবং জগতের শিক্ষার জন্য তাঁহার সমিতির জীবন রক্ষায় তিনি উৎসৃষ্টপ্রাণ ছিলেন। সমিতির সফলতার জন্য তিনি বিন্দু বিন্দু করিয়া হৃদয়ের শোণিত দান করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার তপস্যা, উপাসনা। তাঁহার শরীর মন সর্ব্বদাই এক উচ্চ গ্রামে আরূঢ় থাকিত। সাধারণ মানুষে যাহা কখন কখন দেখা যায়, ব্রাভাস্কিতে তাহা সদাই বর্ত্তমান ছিল। উহাই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সমিতির প্রতি আক্রমণে বা সমিতির ক্ষতির জন্য তাঁহার প্রতি অন্যায় আক্রমণে তপস্বিনীর সেই বেগবতী সাধনাস্রোত বাধা প্রাপ্ত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। এই সম্পর্কে তাঁহার পিতৃপিতামহলব্ধ দৈহিক সংস্কারও বিবেচ্য। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা রুষিয়ার মধ্যে একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বংশ। এই বংশীয়দের প্রতাপ ও পরাক্রম সর্ব্বজনবিদিত। ইঁহারা একদিকে উদার প্রকৃতি ও দুর্ব্বলের রক্ষক ছিলেন, অন্য দিকে নীচতা, কপটতা ও অত্যাচারের পরম শত্রু ছিলেন।

কাহারও নিকট হীনতা স্বীকার ইঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ এবং কলঙ্কের লেশ মাত্র ইঁহাদের অসহনীয় ছিল। এইরূপ একটা সামরিক ভাবপ্রবণ, তেজস্বী, পাশ্চাত্য প্রকৃতিপ্রিয় উত্তেজক পান হেতু পুষ্ট রাজসিক বংশলব্ধ শরীর লইয়া যোগীজনোচিত জীবনযাপন তাঁহার পক্ষে একটা সংগ্রাম বিশেষ হইয়াছিল। এই সংগ্রামে তিনি কতদূর জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন দ্বারা কতক বুঝা যায়। বাল্যের সেই স্বেচ্ছাচারিণী উদ্ধত প্রকৃতি হেলেনা আর প্রৌঢ়ের সেই জ্ঞানাম্বেষী নিরতা তত্ত্বোপদেশিকা ব্লাভাস্কিতে কত প্রভেদ! কিন্তু তথাপি তাঁহার সমিতির প্রতি বা তাঁহার চরিত্রের প্রতি অযথা দোষারোপ দেখিলে, তাঁহার কার্য্যের একটানা খর স্রোতে প্রতিকূল বস্তুর আঘাত লাগিলে, হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে, পৈতৃক শারীরিক সংস্কারও যেন বায়ুসহায়ে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। এইরূপ ক্ষাত্র সংস্কারযুক্ত অথচ নিজ লক্ষ্যে একাগ্রীভূত দেহ মন আহত হইলে বশিষ্ঠ অপেক্ষা বিশ্বামিত্র লীলা প্রকটনই অধিকতর আশা করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইত তাঁহার উচ্চ উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ হইলে, তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইলে, সেই আহত চিত্তের ভাবগুলি ক্রোধের ভাষায় বাহিরে উদ্গীরিত হইতে থাকিত। এবং বোধ হয় এইরূপ বহিরুদ্গীরণ না হওয়া পর্য্যন্ত মনের ও শান্তি হইত না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, তাঁহার চিত্তে নানা ভাবের আলোড়ন হইলে তিনি উহার বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া কখন কখন বাটীর ছাতের উপর উঠিয়া চীৎকার করিতেন। এইরূপ অবস্থায় এক দিন কাউন্টেস ওয়াট মিষ্টার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন, ব্লাভাস্কি কি পাগল হইলেন! পরে ব্লাভাস্কি তাঁহাকে বুঝাইয়া ছিলেন, উহা দ্বারা বয়লার (Boiler) হইতে অতিরিক্ত বাষ্পের (Surplus steam) ন্যায় তাহার দেহ হইতে কতকটা সন্তাপকর ভাববেগ বাহির হইয়া গেল, নতুবা হয়ত তিনি পড়িয়া মরিয়া যাইতেন।

চিত্ত আহত হইলে তিনি সেই জন্য উত্তেজিত ভাষায় বেগের উদ্গীরণ করিলে কতক শান্তিলাভ করিতেন।

আরও এক কথা। ব্লাভাস্কির দেহে প্রায়ই কোন না কোন মহাত্মার আবেশ হইত। অর্থাৎ মহাত্মারা তাঁহার শরীর যন্ত্র অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে কার্য্য করিতেন।* তাঁহার আবিষ্ট অবস্থায় তিনি আর H P Blavatsky থাকিতেন না। তাঁহার চাল চলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত। এই আবেশ নিবন্ধনও তাঁহার শরীরের স্নায়ুমণ্ডল উচ্চ গ্রামে আরূঢ় থাকিত, এবং তজ্জন্য সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। সাধারণ মাধ্যমিক-(Medium) দিগের দেহের অবস্থা দ্বারা ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়। বাহ্য জগৎ হইতে আগত আঘাতের বেগ ধারণে অক্ষমতার ইহাও একটী কারণ।

উপরে বলিয়াছি, উত্তেজিত ভাষায় এই বেগের নিষ্কাশন হইলে তিনি কতকটা শান্তিলাভ করিতেন। সেই জন্য তাঁহার এই ক্রোধ উদ্গীরণের মধ্যে ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ মোটেই থাকিত না। অনেকে তাঁহার অকপট বন্ধুত্বের বিনিময়ে তাঁহাকে লোকসমক্ষে উপহাসাস্পদ করিতে ত্রুটী করে নাই। এই সকল তাঁহার কর্ণগোচর হইলে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইতেন বটে, সেই ক্রোধ ক্ষোভের মুখে তাঁহার বাক্যস্রোত আগ্নেয় স্রোতের ন্যায় নির্গত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে ঐ সকল লোকের প্রতি বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র থাকিত না। কেহ কখন তাঁহার ঘোরতর অনিষ্টকারীর প্রতিও

---

* Leadbetter সাহেব লিখিয়াছেন,—"She was herself the most striking of all the phenomena, for her changes were protean. Sometimes the Masters themselves used her body * * * At other times &c. &c." The Inner Life. vol. II.

কটূক্তি বর্ষণ করিতে শোনে নাই। তাঁহার একজন শিষ্য লিখিয়াছেন,—'যাহারা তাঁহার ঘোরতর নিন্দা ও গ্লানি করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তিনি কেবল 'বোকা' (Flapdoodle) এই কথাটী প্রয়োগ করিতেন। তদতিরিক্ত কোন কঠোর ভাষা তিনি উচ্চারণ করেন নাই। যাহারা তাঁহার দেহ ও মনটাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাতে লবণ প্রক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেই কুলম্ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াও তিনি যেন এই ভাবে বলিতেন, "পিত! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" তাঁহার অনিষ্টকারী পরে অনুতপ্ত হইয়াছে জানিতে পারিলে অমনি সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। অপকারীরও কোন উপায়ে উপকার করিতে পারিলে তিনি সুখী হইতেন। এরূপ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা আদর্শ-স্থানীয়।

স্বাভাবিক চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অপর এক শিষ্য লিখিয়াছেন,—"তিনি কি নির্দ্দোষ ছিলেন? না। তাঁহার কি দোষ ছিল না? ছিল। তাঁহাকে কেহ অযথা প্রশংসা করিলে তিনি উহা যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হইলে ঘূর্ণী বায়ুর ন্যায়, প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় আকার ধারণ করিতেন, ইহা বলিলেই সব কথা বলা হয়। পরন্তু আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি যে, সম্ভবতঃ তাঁহার এই ক্রোধলীলা কোন একটা উদ্দেশ্যের জন্যই যেন প্রকটিত হইত। পরবর্ত্তী জীবনে এই ভাব আর বড় লক্ষিত হইত না। তাঁহার শত্রুরা বলিত, তিনি বড় কর্কশ ছিলেন। আমরা তাঁহাকে ভালরূপ জানি। আমরা জানি, তিনি বাহ্যিক আইন-কানুন একেবারেই মানিয়া চলিতেন না। এই যে তাঁহার বাহ্যিক আদব কায়দার উপেক্ষা, ইহার মূলে আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার জাগতিক ব্যাপারে আনত্যতা বুদ্ধি বর্ত্তমান। যখন পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে আগত অপরিচিত-

লোকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিত, তখন আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতাম যে, এই নারী কাহারও জন্ম, কর্ম্ম, পদ, কুল প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয় কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, সাংসারিক উচ্চ নীচ অবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছেন। হয়ত কোন রাজপুত্র ইহাতে চমকিয়া উঠিত, আবার কোন দরিদ্র তাঁহার সদয় ব্যবহার ও শেষ কপর্দকটী পর্য্যন্ত পাইয়া মুগ্ধ হইত।'

অলকট বলেন, 'যখন তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইতেন, অথবা অন্য সময়েও, তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের শিরেই ক্রোধধারা বর্ষণ করিতেন। তাঁহার উন্মত্ততার মধ্যেও একটা পদ্ধতি ছিল (There was method in her madness)। তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধুদিগকেই ক্রোধের লক্ষীভূত করিতেন, অন্যকে নহে। ক্রোধে আকুল হইলে তিনি কখন কখন চীৎকার করিয়া বলিতেন,—'মহাত্মা টহাত্মা কিছু নাই, যোগ টোগ সব মিথ্যা।' একি শিষ্য ও শিক্ষার্থীর বিশ্বাস পরীক্ষা?'

যাঁহারা ব্লাভাস্কির আন্তর প্রকৃতির একটুও পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। পরদুঃখ-কাতরতা ও উদারতায় উহা পূর্ণ ছিল। যাঁহারা শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি সামান্য লোককেও তিনি উপেক্ষা করিতেন না,—সকলেই তাঁহার উদার হৃদয়ে স্থান লাভ করিত। কাহারও নিকট প্রাপ্ত অতি সামান্য উপকারও তিনি জীবনে ভুলিতেন না। শত্রুর প্রতিও তাঁহার মহানুভবতার অভাব লক্ষিত হইত না। জনৈক লেখক বলেন,—She was the practical personification of charity and forgiveness" অর্থাৎ তিনি দাক্ষিণ্য ও ক্ষমার মূর্ত্তি ছিলেন। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি কিছুমাত্র মনযোগ দিতেন না। কিন্তু

কাহারও সামান্য সস্নেহ ব্যবহার তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেন। বেশান্ত বলেন, "তিনি যে কেবল আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন, তাহা নহে। তিনি স্নেহময় সুহৃদ্‌ও ছিলেন। একবার শারীরিক ও মানসিক অবসাদে আমার প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। এমন সময়ে তিনি আমার প্রতি যেরূপ গভীর স্নেহের পরিচয় দিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনের নিকটও সেরূপ সস্নেহ ব্যবহার দুর্ল্লভ। নিতান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া আমি উহা উল্লেখে বিরত হইলাম।" বিদ্যা, বুদ্ধি । পদমর্য্যাদায় অতি নিম্নস্তরস্থ, বা স্বল্পপরিচিত লোককেও তিনি ভুলিতেন না। নিকটস্থ বা দূরস্থ সকলকে কাহাকেও সাক্ষাতে, কাহাকেও পত্রে, সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার নিদর্শনে, সান্ত্বনাময় বার্ত্তায় আপ্যায়িত করিতেন। আর তাহারা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া, সেই উদার হৃদয়ে সকলেরই স্থান আছে, ইহার প্রমাণ পাইয়া, মুগ্ধ হইত। অপরের দুঃখ মোচনের জন্য কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সানন্দে সাহায্য দান করিতেন। যাহারা সকাম ভাবে আসিত, তাহাদিগকে তিনি উৎসাহিত করিতেন না। যাহারা ভ্রমে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে, তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেও বা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও, তাহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাঁহার অন্তঃকরণ সিংহের ন্যায় দৃঢ় ছিল, অথচ পরদুঃখে বিগলিত হইত, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গিয়া পড়িত না।

লণ্ডন বাসকালে (১৮৯০ খ্রীঃ) কোন ব্যক্তি তাঁহার হস্তে এক কালীন পনর হাজার টাকা অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন যে, ব্লাভাস্কি স্বেচ্ছানুযায়ী মানবসেবার্থ এই অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। বন্ধুবর্গ সহ বিচার আলোচনার পর ব্লাভাস্কি স্থির করিলেন যে, লণ্ডনের পূর্ব্বাংশে (যেখানে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রদিগের বাস) দরিদ্র শ্রমজীবী বালিকাদিগের জন্য একটী বিশ্রামাগার (club) স্থাপিত করা হইবে। ১৫ই আগষ্ট

তিনি উহা খুলিয়া স্বল্পবেতনভোগী কঠোর পরিশ্রমী বালিকাদিগের দুঃখলাঘবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে বেসান্ত লিখিয়াছেন—

"ব্লাভস্কির কোমল চিত্ত মানবের দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইত। জীবনের শেষ দশায় তিনি অর্থাভাবে দরিদ্রতার সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। তথাপি মানবের দুঃখ দেখিবা মাত্র উহার মোচন অর্থসাধ্য হইলে একটী কপর্দ্দক হাতে না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত দান করিয়া ফেলিতেন।"

বেসান্ত একদিন কতকগুলি ফুল কয়েকটী ছোট ছোট দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাহার কোন বন্ধুর নিকট এক খানা পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া ব্লাভাস্কি বেসান্তকে লিখিলেন:—

"প্রিয়তম সুহৃৎ। তুমি—এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা এই মাত্র পড়িলাম। ঐ দরিদ্র শিশুগুলির জন্য আমার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে। শুন! আমার কাছে ৩০ সিলিং (২২॥০ টাকা) মাত্র আছে, ইহাই আমি দিতে পারি (কারণ তুমি জান, আমি এক্ষণে ফকির, আর ফকিরি লইয়াই এখন আমার গর্ব্ব)। আমি তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনিব না। এই কয়েকটী মুদ্রা লও। এই ত্রিশ শিলিং এ ত্রিশটী অনাথ দরিদ্র বুভুক্ষু অভাগা শিশুর ত্রিশ বেলা ভোজনের আয়োজন হইতে পারে, আর আমি ইহা ভাবিয়া ত্রিশ মিনিটের জন্যও সুখী হইতে পারি। অতএব একটীও বাক্যব্যয় না করিয়া যাহা বলিলাম, কর। যে হতভাগ্য শিশুগুলি তোমার ফুল পাইয়া এত আনন্দিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমার এই উপহার অর্পণ কর। আমি তোমার একজন অকর্ম্মা বন্ধু মাত্র। তাহা দ্বারা জগতের কোন কার্য্যই হইল না। তাহাকে ক্ষমা করিও। তোমার,—এইচ, পি, বি।"

বেশান্ত বলেন, ব্লাভাস্কির ঈদৃশ দয়ার্দ্রচিত্ততায় অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহারা, তাঁহার দেহত্যাগের পর, "ব্লাভাস্কি ভবন" (H, P, B, Home) নামে বালক বালিকাদিগের সেবার্থে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। *

অদ্ভুত সহিষ্ণুতার সহিত, ভগ্নদেহে, সকল যন্ত্রণা পরাজয় করিয়া তিনি 'সিক্রেট ডকট্রিন'এর ন্যায় বিরাট গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। মরণের ক্রোড়ে বসিয়া নির্ভীক চিত্তে জগৎকে অমৃতের বাণী শুনাইতেছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত সেই সিক্রেট ডকট্রিনের এক কপি যে দিন তাঁহার হস্তগত হইল, সেই দিন,—

"H. P. B. was happy that day. It was the one gleam of sunshine amidst the darkness and dreariness of her life."—তাঁহার জীবনব্যাপী দুঃখ অন্ধকারের মধ্যে সেই দিন তাঁহার মুখে একটী আনন্দরশ্মি ফুটিয়া উঠিল। †

কিন্তু ব্লাভাস্কির চিত্তে জ্ঞানের গর্ব্ব মোটেই ছিল না। অসীম শক্তিমত্তা অপূর্ব্ব বিনয়ে ভূষিত হইয়া তাঁহার প্রকৃতির সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছিল। তাঁহার সেই প্রাণপণ-পরিশ্রমজাত যে সকল গ্রন্থ জগতের চিন্তা-ভাণ্ডারে কত কত অভিনব তত্ত্ব উপহার দান করিয়াছে, তৎপ্রণয়নে নিজের একটুকু

---

* "It was this tenderness of hers that led us, after she had gone, to found the "H. P. B. Home for little children", and one day we hope to fulfil her expressed desire that a large but homelike Refuge for outcast children should be opened under the auspicies of the Theosophical Society." Annie Beasant's "An autobiography" P. 361.

† "Reminiscences of H. P. B. and the Secret Doctrine" P. 86.

কৃতিত্ব স্বীকার করিতেও তিনি ইচ্ছুক নহেন। তিনি নিজেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। তিনি বলেন, এ সবই তাঁহার গুরুর কৃপায় সম্পন্ন হইয়াছে,—গুরুই যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র মাত্র। আবার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর্নিহিত কোন সামান্য গুণেরও সম্মান সম্বর্দ্ধনার্থ তিনি উহার যথেষ্ট সাধুবাদ করিতেন, এবং তিনি নিজে যে ঐরূপ গুণের অধিকারী, ইহা একেবারেই প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। কেবল শিষ্যের ঐ গুণটী কত সুন্দর, তাহার শত মুখে প্রশংসা করিতেন। একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ব্লাভাস্কি যে মহাত্মাগণের চিহ্নিত দাস, ইহাই তাহার একটী প্রমাণ। শ্রীচৈতন্যদেব কুলিন গ্রামের ভক্ত বসু রামানন্দের গৌরব বাড়াইবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'কুলিন গ্রামের কুক্কুরটীও আমার নমস্য।'

ব্লাভাস্কির অসীম গুরুভক্তির কথা এই জীবনীর নানাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শত নির্য্যাতন ও পীড়নের মধ্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কেবল বলিতেন, "গুরু আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমার যাহাই হউক না কেন, আমি কখনও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিব না, এবং কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিব না।"

গুরুরও শিষ্যবাৎসল্য বড় কম ছিল না। একনিষ্ঠা 'উপাসিকা' গুরুর পরম কৃপাপাত্রী ছিলেন। অহোরহ তাঁহার প্রতি গুরুর কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। সর্ব্বদাই যেন কতকগুলি অদৃশ্য 'সত্বা' তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিত। রজনীযোগে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। কাউণ্টেস ওয়াটমিষ্টার ইহার দুই একটী প্রমাণ দিয়াছেন। ব্লাভাস্কির শেষ বার লণ্ডনে অবস্থান কালে কাউণ্টেস সেখানে তাঁহার সহিত কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। স্থানাভাব বশতঃ ব্লাভাস্কির শুইবার ঘরেই কাউণ্টেসের শয্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। উভয়ের শয্যা মধ্যে কেবল একটী পর্দ্দা মাত্র ব্যবধান। ইদানীং ব্লাভাস্কির নিয়ম ছিল, রাত্রি নয়টায় সকলের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন গৃহে গমন করিতেন, এবং সেখানে রাত্রি প্রায় ১১।১২টা পর্য্যন্ত

স্বদেশীয় সম্বাদ পত্র পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার শয্যা পার্শ্বস্থ আলোকটী জ্বলিতে থাকিত। মাঝখানে পর্দ্দা থাকা সত্ত্বেও ঐ তীব্র আলোকের রশ্মি ছাদ ও প্রাচীর গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া কাউণ্টেসের চক্ষে পড়িত বলিয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। এই নিমিত্ত একদিন রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি দেখিলেন, ব্লাভাস্কি বেশ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। সুতরাং কাউণ্টেস মনে করিলেন, এক্ষণে আলোকটী নির্ব্বাপিত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। তিনি আলোকটী নিবাইয়া দিয়া নিজের শয্যায় আসিলেন। ক্ষণকাল পরেই আলোক পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় উহার কল কব্জায় কোন দোষ হইয়াছে। তিনি উঠিয়া গিয়া আলোকটী ভালরূপে নিবাইয়া দিলেন; উহা যে একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। ঘর অন্ধকারময় হইয়া গেল। কেবল অপর গৃহ হইতে একটী ক্ষুদ্র আলোকের ক্ষীণ রশ্মি মাত্র ব্লাভাস্কির শয়ন কক্ষে আসিতেছিল। কিন্তু নির্ব্বাপিত আলোক পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে কাউণ্টেস যত বার আলোক নিবাইলেন, তত বার উহা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। শেষে আরও একবার নিবাইলেন। এবার স্পষ্ট দেখিলেন, একখানি হস্ত প্রসারিত হইয়া আলোকটীকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিতেছে! কাহার হস্ত? তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না! তখন তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, নিশ্চিতই কোন অদৃশ্য সত্ত্বা নিদ্রিতা ব্লাভাস্কির গৃহে আছে, এবং তথায় আলোক জ্বালাইয়া রাখিবার কোন বিশেষ কারণ আছে। ঐ কারণটী কি, জানিবার জন্য তাঁহার এত দূর ব্যগ্রতা হইল যে, তিনি ব্লাভাস্কিকে না জাগাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি 'ব্লাভাস্কি' বলিয়া দুই বার চীৎকার করিলেন। কোন সাড়া পাইলেন না। তৃতীয় বার তাঁহার চীৎকারে ব্লাভাস্কি সহসা

চমকিত হইয়া, যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডে কোন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, এই ভাবে, "Oh ! my heart, my heart !" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাউন্টেস ব্লাভাস্কির নিকটে গিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, উহা ভয়ানক ধড়্ ফড়্ করিতেছে। ব্লাভাস্কি বলিলেন, "কাউন্টেস! তুমি আমাকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিলে! আমি গুরুদেবের সঙ্গে ছিলাম, তুমি কেন আমাকে ডাকিলে?" কাউন্টেস ভীত হইয়া ব্লাভিস্কিকে এক মাত্রা ডিজিটেলিস (Digitalis) ঔষধ দিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ডের সাম্যাবস্থা আনয়নের চেষ্টা করিলেন। ব্লাভাস্কি একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"কর্ণেল অলকট একবার এইরূপে আমার সূক্ষ্ম শরীর যখন স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমন সময়, আমাকে ডাকিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল।" কাউন্টেস লিখিয়াছেন, "অতঃপর আর কখনও যেন তাঁহাকে লইয়া কোন পরীক্ষা না করি, তিনি আমাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। আমি অনুতপ্ত চিত্তে আর কখনও এরূপ করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।" কাউন্টেস বুঝিতে পারিলেন, ব্লাভাস্কি যখন সূক্ষ্ম শরীরে গুরু সমীপে উপস্থিত, তখন তাঁহার পরিত্যক্ত স্থূল শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য গুরুর আদিষ্ট অপর এক শিষ্য গৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহারই হস্ত পুনঃ পুনঃ আলোক জ্বালাইতেছিল। রাত্রে ব্লাভাস্কির গৃহে, তিনি নিদ্রিতই থাকুন বা জাগ্রতই থাকুন, দশটার পর হইতেই সুস্পষ্ট ভাবে এবং জোরে জোরে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ (Raps) হইতে থাকিত। কাউন্টেস অত্যন্ত মনযোগ সহকারে ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছিলেন, ঠিক দশটার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সকাল ৬টা পর্য্যন্ত এইরূপ 'ঠুক্ ঠুক্' শব্দ চলিতে থাকিত। কেবল মধ্যে মধ্যে দশ মিনিটের জন্য বিরাম হইত, এবং ঠিক দশ মিনিট বিরামান্তে পুনরায় শব্দ চলিতে থাকিত। ব্লাভাস্কি বলিতেন, উহা একরূপ মানসিক তার-বার্ত্তা (Psychic telegraph)। এতদ্দ্বারা তিনি জাগ্রত অবস্থায়

গুরুর সহিত সম্বাদ আদান প্রদান করিতেন। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অন্যত্র গমন কারণে চেলারা উক্ত কার্য্য সাধন করিতেন।

ব্লাভাস্কি কিরূপ একাগ্রতা, শ্রমনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবতী ছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এক সময়ে জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"১৮৭৫ সালে যখন সমিতি গঠিত হয়, তখন তত্ত্ববিদ্যার কথা কেহই শুনিত না, আজ উহা সুদূর প্রচারিত, সাদরে গৃহীত। আমাদের কার্য্যের এই উদ্দেশ্য নহে যে, কতকগুলি লোক আপনাদিগকে Theosophist বলিয়া পরিচয় দিবে, কিন্তু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য যাহাতে বর্ত্তমান শতাব্দীর মানব তত্ত্ববিদ্যার ভাবে অনুরঞ্জিত হয়। এই কার্য্যের জন্য চাই কি? চাই এমন একদল উদ্যমশীল কর্ম্মী, যাহারা কোন পার্থিব পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা করিবে না, কিন্তু যাহারা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যুগ যুগান্তরাগত সনাতন তত্ত্ব গুলি বুঝিতে ও প্রচার করিতে অগ্রসর হইবে।"

কপটতার অন্তঃসার-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরে তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হইতেন, এমন আর কিছুতেই নহে। যে সবল পাপী নিজের দুর্ব্বলতাকে বাহ্যিক সভ্যতার আবরণে ঢাকিতে চেষ্টা করে না, তাহার প্রতি তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মন অপবিত্রতার পূতিগন্ধে পূর্ণ, কিন্তু বাহ্যিক সাধুবেশ তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। যে প্রকৃত অজ্ঞানী, এবং অকপট চিত্তে নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জ্ঞানোন্মেষের জন্য তিনি সতত ব্যগ্র ছিলেন। মন অজ্ঞানান্ধকারময়, কিন্তু বাক্যাড়ম্বরে জ্ঞান-গরিমা-প্রকাশ তিনি একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। বাহ্য-দৃষ্টি দ্বারা, তিনি কাহারও চরিত্র বিচার করিতেন না। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লোকের মনের প্রকৃত ছবি দেখিয়া তিনি চরিত্র বিচার করিতেন। শিষ্য-দিগের ত কথাই নাই, পরিচিত অপরিচিত বা সামাজিক হিসাবে উচ্চ

নীচ যে কোন লোকের কপটতা তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কপটীর মনের লুক্কায়িত ভাব দেখাইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, আর সে স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

অনেকে মনে করেন ব্লাভাস্কি লোক চিনিতে পারিতেন না। তাহা না হইলে, তিনি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদেরই অনেকে পরে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে কেন? ব্লাভাস্কি নিজে ইহার কি উত্তর দিয়াছেন, পাঠক তাহা অবগত আছেন। বেসান্ত বলেন —"আমারএই কথা শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা এইরূপ বলে, তাহারা জানে না যে, দুষ্টচিত্ত লোকও তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী হইয়া আগমন করিলে তিনি নিজের ঘোর অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে নিয়মানুসারে বাধ্য ছিলেন। তবে ঈদৃশ লোককে তিনি এমন কিছুই উপদেশ দিতেন না, যাহাতে তাহারা তাঁহার ব্যক্তিগত অনিষ্ট ছাড়া সমিতিকে বিপদাপন্ন করিতে পারে, অথবা অন্যের অনিষ্ট করিতে পারে। তিনি কেবল অকাতরে আপনাকেই বিলাইয়া দিতেন, ঐ সকল লোক কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি অনিষ্টাচরণের সম্ভাবনা জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা জনৈক যুবক শিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তাহাকে বাটীতে স্থান দিলেন। তাহার কোন প্রশ্নে বা অনুসন্ধানে কিছুমাত্র বাধা দিলেন না। সে যতদিন ছিল, সহৃদয় বন্ধুর ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করিলেন। কিন্তু দুই একবার আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার সেই অদ্ভুত চক্ষুদ্বয় অন্তর্ভেদী অথচ সকরুণ দৃষ্টিতে যেন ঐ ব্যক্তির অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং ক্ষণকাল পরে তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দুঃখব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। এই ব্যক্তিই কিছুদিন পরে, সে যে গুপ্ত রহস্যের লোভে আসিয়াছিল, তাহার কোন সন্ধানই না পাইয়া চলিয়া

গেল, এবং ব্লাভাস্কিকে তীব্র আক্রমণ করিতেও ত্রুটী করিল না। কিন্তু যাহারা প্রকৃত পক্ষে দুর্ল্লভ আত্মজ্ঞানের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিত, তাহারা বুঝিতে পারিত তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র জ্ঞান কিরূপ তীক্ষ্ণ। তিনি তাহাদিগকে অনেক অজ্ঞাত বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেন, কোথায় তাহাদের চিত্তে কি কামনা দুর্ব্বলতা লুক্কায়িত, তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিতেন, এবং যাহাতে তাহাদের ভ্রম দূরীভূত হইয়া জ্ঞানলাভ হয়, সতত সেই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সমালোচনা ও তিরস্কারে ক্ষুব্ধ না হইয়া, তাঁহার উপদেশ মত যে ব্যক্তি স্বীয় দোষ সংশোধনে যত্ন করিত, তাদৃশ শিক্ষার্থী মাত্রেই যে আমার মত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ।”

তিরস্কৃত শিষ্য পরক্ষণেই কিন্তু তাঁহার সদয় সস্নেহ বন্ধুবৎ ব্যবহারে একেবারে গলিয়া যাইত। যাহারা তাঁহার সহিত কেবল সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারাও তাঁহার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহাকে চিঠি পত্র লিখিতেন। এক দিন তিনি ব্লাভাস্কির দর্শনার্থী হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, না জানি কিরূপ লোকের সহিত আমার আজ সাক্ষাৎ হয়, এবং কিরূপ ব্যবহার পাই, তাঁহার সঙ্গে একটী বন্ধুও ছিলেন। বন্ধুটী ব্লাভাস্কির সুপরিচিত। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ মাত্র ব্লাভাস্কি আসন ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ভদ্রলোকের সমস্ত দুশ্চিন্তা মুহূর্ত্ত মধ্যে দূরীভূত হইল। তিনি ব্লাভাস্কিকে ‘Madame’ বলিয়া সম্মানসূচক সম্বোধন করিতে উদ্যত হইলে, ব্লাভাস্কি বলিলেন,—“না, আপনাকে আমায় ‘Madame’ বলিয়া সম্বোধন করিতে দিব না। আপনি আমার একজন খুব ভাল বন্ধু। যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কি নামের সঙ্গে Madame ছিল? আমি H.P.B. মাত্র। এই আসনে বসুন! আপনি অবশ্যই ধূমপান করেন। আপনাকে একটা

সিগারেট তৈয়ারি করিয়া দিতেছি। ওহে ই—(সেই বন্ধুটী), বোকারাম! তুমি যদি ওখান হইতে আমার তামাকের বাক্সটি আনিতে পার, তবে তোমাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়া আমার ভ্রম হইতে পারে!” ক্রীড়াশীল শিশুর ন্যায় হাসিতে হাসিতে ব্লাভাস্কি বলিলেন, উক্ত ই—তাঁহার একজন পুরাতন বন্ধু। তিনি উঁহাকে বড় ভালবাসেন, কিন্তু তিনি (ব্লাভাস্কি) বুড়া মানুষ এবং কিছু বলেন না বলিয়া প্রায়ই দুষ্টামি করে। ব্লাভাস্কি অভ্যাসানুযায়ী সিগারেট পাকাইতে পাকাইতে নানা কথার অবতারণা করিলেন। নবাগত ভদ্রলোকটী এইরূপ সরল ব্যবহারে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন।

আগন্তুক লোকেরা এইরূপে তাঁহার সরল সহৃদয়তা, রঙ্গপরিহাস, কৌতুকপূর্ণ কথোপকথন এবং অসাধারণ প্রতিভায় পরিতৃপ্ত হইতেন। বাহিরের লোকের প্রতি তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার হইত। কিন্তু প্রকৃত ব্লাভাস্কির পরিচয় পাইতেন তাঁহারা, যাঁহারা তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতেন। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য, তাঁহাদের উন্নতির জন্য, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য কখনও তিনি বজ্রকঠোর, কখনও তিনি কুসুমকোমল, আর সর্ব্বদাই তিনি ব্যগ্রচিত্ত। উপদেশের সময় অলৌকিক ক্রিয়া ও দর্শনে বা কৌতুক গল্প মাত্রে নহে, কিন্তু গভীর অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় অতিবাহিত হইত। তাঁহার অন্যতম শিষ্য (Herbert Burrows) লিখিয়াছেন—“যখন আমি তাঁহার নিকট প্রথম যাই, তখন আমি জড়বাদী নাস্তিক, আর তিনি আমাকে রাখিয়া গেলেন, একজন দৃঢ় বিশ্বাসী অধ্যাত্মবাদী আস্তিক। এই দুই অবস্থার মধ্যে সাগর তুল্য ব্যবধান। তিনি এই সাগরের উপর সেতুবন্ধন করিয়াদিলেন। তিনি আমার আধ্যাত্মিক মাতা (Spiritual mother)। তদপেক্ষা অধিকতর স্নেহময়ী, সহনশীলা, কোমল-হৃদয়া জননী দুর্লভ। * * * আমি প্রকৃতই শিক্ষার জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু সমালোচনাপ্রিয়ও ছিলাম। তিনি বোকা

বুঝাইবার (Hoodwink) চেষ্টা করিতেছেন কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য আমি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতাম। কিয়ৎকাল মধ্যে আমি ব্রাভাস্কির অসাধারণ চরিত্রজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম। আমি জানিতে পারিলাম— তিনি আমার মনের ভাব অভ্রান্তরূপে ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি আমাকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নিরুৎসাহ করেন নাই। যে সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তি বলে যে, তিনি লোকগুলাকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করিতেন, তাহারা জানে না তিনি নিরন্তর জোর করিয়া বলিতেন যে, কেহ যেন প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বিশ্বাস না করে, এবং যাহা উত্তম বলিয়া প্রমাণিত, একমাত্র তাহাই যেন মানবগণ প্রাণপণে ধরিয়া থাকে। * * * আমি কোন প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দেখিলাম না, তথাপি আকৃষ্ট হইলাম কিসে? কেবল তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা দেখিয়া, তাঁহার শিক্ষার মধ্যে জীবন ও জগৎ তত্ত্বের একটা যুক্তিযুক্ত কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার উপদেশ পাইয়া। আমার সমগ্র জীবনের মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম এমন একটী উপদেশক রূপে পাইলাম, যিনি আমার চিন্তার এলোমেলো সূত্রগুলি গুছাইয়া একত্রিত করিয়া দিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে আমি তাঁহার সুন্দর শিক্ষাদানকুশলতা, বিস্তৃত জ্ঞান ও স্নেহপূর্ণ ধীরতার প্রমাণ পাইতে লাগিলাম। শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, যাহাকে অজ্ঞ লোকেরা একজন সামান্য যাদুকর মনে করিত, তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক দিন কিরূপ নিষ্কাম কর্ম্মে ব্যয়িত হইত। * * * যাহা বলিলাম, তাহা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পক্ষে যে কত সামান্য, ইহা আমি ভালরূপ জানি। কারণ প্রকৃত ব্রাভাস্কির আভাস মাত্র আমরা কখনও কখনও পাইতাম। সেই জন্য তাঁহার প্রকৃত অসাধারণত্ব বুঝিতে সক্ষম হই নাই। তাঁহার গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে বলিবার সময় এক্ষণও আসে নাই। আসিলেই বা কে উহার বর্ণনা করিবে? সেই সমুদ্রের ন্যায়

বিস্তৃত জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলিই আমরা দেখিতে পাইতাম। সম্ভবতঃ তাঁহার এবারের জন্ম ধারণের কারণ-তত্ব আমরা কখনও বুঝিতে পারিব না।

অপর এক শিষ্য (I. D. Buck) লিখিয়াছেন :—"বর্ব্বরতার গহ্বর হইতে আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার অভ্যুদয় অবধি আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে এরূপ আর কোন লোকশিক্ষকের কথা আমরা কোথাও পাই নাই।" বস্তুতঃ শিষ্যেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্লাভাস্কির উপদেশের ভিতর একটা শক্তি ছিল। তাহার কারণ এই যে, তিনি কতকগুলি দার্শনিক গ্রন্থের লেখক মাত্র নহেন, কিন্তু সেই সকল শিক্ষা জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন। উপদিষ্ট জ্ঞানের প্রমাণ নিজে পাইয়া অপরকে উপদেশ দিতেন। যে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহাই সে অপরকে দিতে পারে, এবং তাহার উপদেশের সহিত প্রমাণিত জ্ঞানের সত্যতা-মূলক এমন একটা শক্তি নিহিত থাকে, যাহা সরল শিক্ষার্থীর হৃদয়-পটে একেবারে মুদ্রিত হইয়া যায়। যাহার জীবন এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এ শক্তি তাহার গ্রন্থে বা বাক্যে দুর্লভ। William Kinsland নামক ব্লাভাস্কির আর একজন শিষ্য বলেন, "তিনি আমাদিগকে যে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, তাহা ধর্ম্ম বা দর্শনের একটা মতবাদ মাত্র নহে, কিন্তু তাহা একটা জীবন্ত শক্তি। তাঁহার শিক্ষার, তথা তাঁহার জীবনের, মূলমন্ত্র ছিল আত্মত্যাগ।" ব্লাভাস্কি বলিতেন, যে সত্যের জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই থিয়সফিষ্ট,—সে তাঁহার সমিতির সভ্য হউক বা না হউক, সমিতির সপক্ষ হউক বা না হউক।

ব্লাভাস্কির অসাধারণ প্রতিভায় চমৎকৃত না হইতেন, এমন লোক নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় একজন অজ্ঞেয়বাদী ভক্ত লিখিয়াছেন,—"আমি Carlyleএর ন্যায় মহামনীষীর সংস্পর্শেও

আসিয়াছি। আমি বলিতেছি, যাঁহারা প্রকৃত মহত্ত্ব কাহাকে বলে জানেন, তাঁহারা ব্লাভাস্কির সেই অমানুষিক প্রতিভাজ্যোতি-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, পৃথিবীতে একটীর অধিক ব্লাভাস্কি হয় নাই। হে সুলভ বিদ্রূপব্যবসায়ি! একবার তাঁহার Secret Doctrine, Isis unveiled, Key to Theosophy পড়িয়া দেখ। তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া কিছু থাকুক বা না থাকুক, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বর্ত্তমান শতাব্দীর,— বর্ত্তমান শতাব্দীরই বা বলি কেন, যে কোন যুগের- সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ নারী চলিয়া গিয়াছেন।"

অপর একজন বলেন,—"গোড়া বৈজ্ঞানিক পেচকগণ সেই হিমাদ্রি-শিখরবাসী শ্যেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিতে পাইত, তাহাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত জ্ঞানের উচ্চ চূড়ায় তাঁহার অনুগমন করিতে তাহারা অসমর্থ। কাজেই অনেক সময়ে কেবল চীৎকার করিয়া তাহারা গগন বিদীর্ণ করিত।'

ব্লাভাস্কির বিরুদ্ধে প্রকাশিত গ্লানিকর পুস্তক গুলির ভিতর হইতেই যেন নিন্দকগণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়। এ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"১৮৮৫ সালের বসন্তে আমি ব্লাভাস্কি ও থিওসফির নাম প্রথম শুনি। আমরা জলযোগ করিতে বসিয়াছি। আমি যাঁহার গৃহে অতিথি, তিনি তাঁহার ডাকের চিঠি পত্র খুলিতেছিলেন। তিনি এক খানা পুস্তিকা বিরক্তি সহকারে এক পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আমাকে এ সকল পাঠায় কেন? আমি ত থিয়সফিষ্ট নহি!' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'থিয়সফিষ্ট কি?' তিনি উত্তর করিলেন, 'যে মাদাম ব্লাভাস্কির প্রাচ্য শিক্ষা মত চলে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে সে মাদাম ব্লাভাস্কি, বলিবেন কি?' আমার অজ্ঞতায় একটী বিস্ময়সূচক ধ্বনি করিয়া তিনি আমার হাতে সেই পুস্তিকা খানা দিয়া বলিলেন, 'এই খানা পড়িলেই

জানিতে পারিবে।' পুস্তিকা খানা কিছুই নহে, সাইকিকেল সোসাইটির (Society for Psychical Research) সেই প্রসিদ্ধ গ্লানিকর রিপোর্ট। সম্প্রতি আমি এই গ্লানিপূর্ণ রিপোর্ট পড়িয়াই তাঁহাকে জানিতে পারিলাম। মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিলাম, প্রথমতঃ উহার সিদ্ধান্ত গুলি কি অসার। দ্বিতীয়তঃ, মাদাম ব্লাভাস্কির কর্ম্মঠতা, মনীষা, প্রভাব কি অসীম,—যেন একটা প্রকাণ্ড শক্তির আধার। তাঁহার চরিত্র-প্রভাব আমার কল্পনাকে অধিকার করিয়া বসিল। জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইল, কোন্ বস্তুর জন্য এই রমণী দুঃখ দারিদ্র্য নির্য্যাতন - শুধু ইহাই নহে—সমগ্র পৃথিবীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (ব্যঙ্গ বিদ্রূপই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাস্ত্র!) অনায়াসে শির পাতিয়া গ্রহণ করিলেন ? ইত্যাদি।"

কি পরিতাপের বিষয়, যিনি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত পরহিতে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাকেও কতক গুলি হীনমতি লেখক লজ্জাকর ভাষায় তস্কর, মিথ্যাবাদী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক, বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ব্লাভাস্কির জীবনী পাঠকের নিকট এই সকল ঘৃণা উক্তির প্রতিবাদ অনাবশ্যক। তাঁহার আচার, ব্যবহার, চরিত্র, নীতি, সমস্তই উহার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ। অলকট বলেন,—"আমি এত কাল তাঁহার সঙ্গে কাটাইলাম, এক দিনও তাঁহাকে কোন প্রকারের এক বিন্দু মদ্যপান করিতে দেখি নাই। রুষদিগের জাতীয় অভ্যাসানুযায়ী তিনি সর্ব্বদা সিগারেটের ধূমপান করিতেন সত্য। তাঁহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কামবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে তিনি শারীরিক হিসাবেই একেবারে অসমর্থ ছিলেন, She was physically incapable of indulging in such conduct and of being a mother!" * তাঁহার ন্যায় প্রবঞ্চক যত জন্ম গ্রহণ করে,

* একদা কোন প্রয়োজন বশতঃ ব্লাভাস্কির দেহ যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া বেলজিয়মের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার যে মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই :—

ততই পৃথিবীর মঙ্গল। ইহা তৎকৃত গ্রন্থাদির সাধারণ পাঠক পর্য্যন্ত একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যিনি পরদুঃখ দেখিলে নিজের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইতেন তাঁহার তস্কর অপবাদ বর্ব্বরদিগের মুখেই শোভা পায়। তবে জগতের অল্প মহাপুরুষই এইরূপ গালি বর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

"যিনি ধর্ম্মের রক্ষক, জগতের পালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ মণিচোর অপবাদে কলঙ্কিত করিয়াছিল। এখনও 'নষ্ট চন্দ্রের কলঙ্ক এ দেশের প্রবাদবাক্যের মধ্যে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নাকি এক যদু শিশুকে হত্যা করিয়া তাহার কণ্ঠ হইতে স্যমন্তক মণি চুরি করিয়াছিলেন! ধন্য জনরব। * * * যীশু খ্রীষ্টের সহযোগীরা তাঁহার প্রতি যে সকল গালি পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া একটা বৃহৎ ফুলের সাজি ভরাইতে পারা যায়:—

'He is mad' (Mark iii 21 ; John x. 20 . 'He hath a devil' (Mark iii 30 ; John vii 20, viii 48, 52 x. 20). 'A friend of publicans and Sinners' (Mat. ix. 9. 11 ; Mark ii, 15,16 ; Luke v 27-30, xv. 1, 2). 'A blasphemer'. * * * He deceiveth the people' (Joh. vii 12).

"ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার সহযোগীরা খ্রীষ্টকে উন্মাদ, প্রলাপী, প্রবঞ্চক, সয়তানগ্রস্ত, ধর্ম্মদ্বেষী, পাপসঙ্গী ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিল। অথচ তাঁহার মত নিরীহ অজাতশত্রু লোক

"The undersigned testifies, as requested, that Madame Blavatasky of Bombay- New York, corresponding secretary of the Theosophical Society,—is at present under the medical treatment. She suffers from ante flexio uteri, most probably from the day of her birth ; because, as proven by a minute examination, she has never borne a child, nor has she had any gynœcological illness,

(Old Diary Leaves)

ভুমণ্ডলে অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার দেশ বাসীরা কেবল অসূয়া ও গ্লানি করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণ-সঙ্কট ঘটাইয়াছিল। লিউক-লিখিত কাহিনীতে (Luke IV. 16) আমরা এক দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। * * *

"আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি ঐ একই রূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত জনসাধারণ তাঁহাকে সমাদর করে নাই। অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিত। অপরে তাহার ভণ্ড, ধর্ম্মদ্রোহী ইত্যাদি আখ্যা দিত। তাঁহার সম্বন্ধে এবং তাঁহার দুই জন প্রতিভাবান সহযোগী সম্বন্ধে এখনও এই প্রবচন প্রচলিত আছে :—

''নিমে রোঘো বলা,
তিনটে কলির চেলা।'

"কেন এরূপ হয়? কেন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলে তাঁহার সহযোগীরা তাঁহাকে দ্বেষ অসূয়া করে, তাঁহার নিন্দা-গ্লানিতে প্রবৃত্ত হয়? ইহার এক কারণ এই যে, মহাপুরুষ তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায়—আমাদের চক্ষু তাঁহার জ্যোতিতে পীড়িত হয়। আমাদের কনীনিকা তাঁহার তীব্র আলোক সহিতে পারে না। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে পুণ্যের গন্ধ বিকীরিত হয়, সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা অসহনীয়। তাঁহার সাহচর্য্যে সাধুর সৎপ্রবৃত্তি যেমন উদ্রিক্ত হয়, অসাধুর অসৎ প্রবৃত্তিও সেইরূপই উত্তেজিত হয়। জগতের দুর্ভাগ্য—এখনও অনেক লোকই সাধু হইতে পারে নাই। সেই জন্য মহাপুরুষের সহযোগীরা বিপক্ষ হইয়া উঠে, এবং তাঁহার দ্রোহ আচরণ করে। এই ব্যাপার বরাবর হইয়া আসিতেছে * * *"। *

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "জগদ্গুরুর আবির্ভাব" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী (ইঁহার লিখিত একটি পৃথক্ স্মৃতি নিবন্ধ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) লিখিয়াছেন,—"যাহারা ব্লাভাস্কিকে প্রতারক বলে, তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এইরূপ প্রতারক কিসে হওয়া যায়, যদি আমাকে কেহ শিখাইতে পারেন, আমি আমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিতে প্রস্তুত আছি। সম্পর্কে বা ধর্ম্মে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহারও নিকট যে ব্রাহ্মণ মস্তক অবনত করে না, সেই ব্রাহ্মণাভিমানী আমি কেন এই শ্বেতকলেবরা পাশ্চাত্য যোগিনীর সম্মুখে বিনম্র শিশুর ন্যায় করযোড় করিয়াছি? পাশ্চাত্যগণ এইটুকু বুঝিলেই ত সব বুঝিতে পারেন। কেন আমি তাঁহার নিকট নতশির হইলাম? কারণ তিনি আর এখন ম্লেচ্ছ রমণী নহেন। তিনি সে সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দু—পবিত্র হইতে পবিত্রতম হিন্দু—তাঁহাকে হিন্দু, মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতে গর্ব্ব ও আহ্লাদ অনুভব করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ তাঁহাকে ভুলিতে পারে না, ভুলে নাই, এবং হিন্দুগণ অবিলম্বেই তাহাদের যোগিনীকে স্বগৃহে ফিরিয়া পাইবে। তাহারা অনবহিত হইতে পারে, অজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ পাশ্চাত্যের ন্যায় অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক নহে। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে ২।১ জন ছাড়া প্রায় সকলেই হিন্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এই সকল লোকের নিকট আমাদের গূঢ়ার্থ দর্শনাদি প্রকাশিত হয়, ইহা আমি মোটেই ইচ্ছা করি না। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, শাস্ত্রাদি প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল সাহেব লোক উহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিবে না, আর ব্লাভাস্কি ব্যতীত তাহাদিগকে উহা বুঝাইবার দ্বিতীয় ব্যক্তিও নাই। যাহাদের খাদ্য গোমাংস, এবং পেয় উত্তেজক সুরা, এবং শয্যা পক্ষলোম-নির্ম্মিত স্প্রিংএর গদি; তাহাদের নিকট আমাদের শাস্ত্ররহস্য প্রকাশিত করিতে আমার ঘোর আপত্তি আছে।..."

লাহিড়ী মহাশয় বলিতেছেন, হিন্দুগণ অবিলম্বেই তাহাদের যোগিনীকে আবার ফিরিয়া পাইবেন। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, ব্লাভাস্কি পূর্ব্ব-জন্মে কোন হিন্দুযোগিনী ছিলেন, এবং দেহান্তে পুনরায় হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। 'Pioneer' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক Sinnet সাহেবের এইরূপ বিশ্বাসের কথা আমরা ব্লাভাস্কির জন্মান্তরীন সংস্কার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে বলিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন,- "তিনি (ব্লাভাস্কি) পূর্ব্বে প্রচুর যোগশক্তি সম্পন্না হিন্দু রমণী ছিলেন। এবং হিন্দু-জাতির উন্নতির জন্য তাঁহার প্রাণে সদাই প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগরূক ছিল। তাঁহার অন্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণের কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতীয় দেহের ভিতর দিয়া কার্য্য করিলে হিন্দু-জাতির অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা।" *

ভারতের প্রতি ব্লাভাস্কি যে অসীম অনুরাগ পোষণ করিতেন, তাহা এই জীবনী পাঠক উত্তমরূপে জানেন। যে যুগে পাশ্চাত্য ভূমি প্রাচ্যের গর্ব্বিত শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিতে উন্মুখ, সেই যুগে তিনি উহার সুর বদলাইয়া দিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার মন্ত্র ধ্বনিত হইল, 'প্রাচ্যভূমিই জ্ঞানা-লোকের উদয়গিরি' (Ex oriente lux—light comes from the

---

* পণ্ডিত Max Muller এর বেদাদি শাস্ত্রানুরাগ সম্বন্ধে শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন,—"মোক্ষমূলার যে শুধু ভারতহিতৈষী, তাহা নহেন, ভারতের দর্শন শাস্ত্রে, ভারতের ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা। অদ্বৈতবাদ যে ধর্ম্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া, তাহা অধ্যাপক সর্ব্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। যে সংসারবাদ দেহাত্মবাদী খ্রীষ্টানদের বিভীষিকাপ্রদ, তাহাও তিনি স্বীয় অনুভূতি-সিদ্ধ বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন; এমন কি, বোধ হয় যে, ইতিপূর্ব্ব জন্ম তাঁহার ভারতেই ছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা এবং পাছে ভারতে আসিলে তাঁহার বৃদ্ধ শরীর সহসা সমুপস্থিত পূর্ব্বস্মৃতি রাশির প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারে, এই জন্যই অধুনা ভারতাগমনে প্রধান প্রতিবন্ধক।"

East)। ভারতবর্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্মভূমি,—কেবল ইহাই নহে, তিনি বলিতেন, ভারতীয় শিক্ষকগণের পাদমূলেই পাশ্চাত্যদিগের অধ্যাত্ম-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের একটী লক্ষ্য এই ছিল, কিসে আত্মবিস্মৃত ভারত উহার গৌরবময় অতীতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আবার উদ্বুদ্ধ হয়, দণ্ডায়মান হয়, এবং কিসে এই ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান মাহাত্ম্য পাশ্চাত্যেরা যথোচিত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। ব্লাভাস্কি-জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া সহৃদয়া শ্রীমতী এরাণ্ডেল (Francesca Arundale) ১৮৯১ সালে তাঁহার পরলোক গমন উপলক্ষে তদীয় পুণ্যস্মৃতির তর্পণ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—

"ভারতের ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডের ভবিষ্যতের সহিত জড়িত—কি রাজনৈতিক, কি ইহলৌকিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকারেই। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মিলন সূত্রে উভয়কে গ্রথিত করা পরাবিদ্যা সমিতির জনহিতমূলক কার্য্যের একটী বিশিষ্ট চিহ্ন বলিয়া আমি মনে করি। আমরা প্রতিদিনই ভারতীয় দার্শনিক ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করিতেছি, ইহা সকলেই দেখিতেছেন।...পরাবিদ্যা-সমিতি কর্ত্তৃক সেই লুপ্ত উদ্ধার ও প্রচার চেষ্টা ফলে রাশি রাশি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে, এবং পাশ্চাত্যগণ অধিকতর আগ্রহের সহিত সেই জ্ঞানান্বেষণে অগ্রসর হইতেছেন। প্রাচ্যের এই জ্ঞান প্রকাশে এবং পাশ্চাত্যের উক্ত জ্ঞান গ্রহণে উভয়ের যে ঘনিষ্ঠ মিলনের সম্ভাবনা, প্রাচ্য জাতীয়েরা অতঃপর যখন শক্তিমান হইয়া ইহলৌকিক উন্নতির জন্য দণ্ডায়মান হইবে, তখন সেই অবশ্যম্ভাবি সংঘর্ষের অনিষ্টকর ফলগুলি দূরীকরণ পক্ষে, উক্ত আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা দ্বারা বহুল ইষ্ট সাধিত হইবে।" এরাণ্ডেল মহোদয়ার আশা ফলবতী হউক। ভারতের উচ্চ জ্ঞান প্রচার দ্বারাই যে জাতিতে জাতিতে বর্ত্তমান কলহ বিবাদের অবসান হইয়া নূতন সভ্যতার পত্তন হইবে,

আজকাল অনেকে আর ইহাও অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন না। প্রাচী গগন আবার জ্ঞান-দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া জগতের অন্ধকার দূর করিবে—ইহার উষারাগ যেন এক্ষণেই সমস্ত জগতের মনীষীগণের নয়নগোচর হইতেছে। *

ব্লাভাস্কির ভারতবর্ষে আসিবার অগ্রেই তাঁহার যশঃ ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার ভারতাগমন সংবাদ পাইবা মাত্র এদেশের কোন কোন পূজ্য ব্যক্তি তাঁহার দর্শনলাভার্থ বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমাদের বঙ্গ দেশের লোকমান্য শিশিরকুমার ঘোষ অন্যতম। শিশির কুমার এক্ষণে পরলোকগত, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার "অমৃতবাজার" তাঁহারই ভাবের প্রতিধ্বনি বহন পূর্ব্বক হিন্দুসমাজের দিক হইতে হিন্দুর পরমোপকারিণী ব্লাভাস্কির কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জগতে ঘোষণা করিয়া থাকে। তাঁহার ভাগিনেয় আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী ব্লাভাস্কি সম্বন্ধে আমাকে যে পত্রখানা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"* * * তখন আমার বয়স ১৪।১৫, জীবনের একটী ঘোর দুর্দ্দিন।

* ব্লাভাস্কির একজন চরিতাখ্যায়ক (H. Pissareff) লিখিয়াছেন :—"The regeneration of the East and the awakened interest of the West for its spiritual treasures will play a big role in the near future and will help human consciousness to rise to a higher plane.

"It is difficult to imagine all the consequences which may result from the fusion of the broad synthesing ideas of the ancient East with the exact analysis of the European West, its high scientific development with the depth of the religious consciousness of antiquity. The beginning of this fusion is going on under our eyes, thanks to the esoteric teachings which H. P. B. has brought to the Western world as a gift from the ancient East'—"The 'Theosophist" Magazine, May ; 1911.

বড় ভাই গোয়ালিয়রে পলাইয়া গিয়াছেন; পিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আর উঠিবেন না। সেই সময়ে এক দিন শিশির বাবু আমার হাতে দুইখানি পত্র দিয়া বেড়াইতে গেলেন। একখানি আমার দাদা গোয়ালিয়রে যে পাশার বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নামে, অপর খানি সেই Historic letter, যাহার উল্লেখ কর্ণেলের ডাইরীর মধ্যে আছে। চিঠিখানি কর্ণেলের নামে ছিল, এবং শেষ কথা ছিল, 'You are too late, India is dead'। ইহার কিছুদিন পরে পিতার মৃত্যু হইল, তাহার অল্পদিন পরে আমাদের পরিবারের মধ্যে দেবতার ন্যায় যাহাকে এখনও পূজা করা হয়, সেই বসন্তকুমার ঘোষের একমাত্র চিহ্ন সরোজকান্ত মারা গেল। এই দুইটী গুরুতর শোকে সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল। * * * শিশির বাবু বম্বে (Bombay) চলিয়া গেলেন। সেখানে ম্যাডাম ও কর্ণেলের সহিত তাঁহাদের বাটীতে ২।৩ সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী ঘটনার কথা মনে হইতেছে। একদিন তাঁহারা তিন জনে বসিয়া আছেন। ম্যাডাম একখানা দিল্লি মিরার হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন ও গল্প করিতেছেন। Delhi Mirror অর্থে একখানা গোল আয়না, দু'দিকেই কাঁচ লাগান এবং নীচে একটী ডাণ্ডা। ম্যাডাম বলিতেছিলেন যে, ঐ আয়না দ্বারা (gazing) দৃষ্টি স্থির করিবার বড় সুবিধা হয়, এবং তিনি এক সাধুর নিকট ঐখানি পাইয়াছিলেন। শিশির বাবু বলিলেন, তবে আয়না খানি আমাকে দিন। ম্যাডাম উত্তর করিলেন, তিনি একটা সাধুর নিকট পাইয়াছেন, শিশির বাবু ইচ্ছা করিলে বাজার হইতে ঐরূপ অনেক কিনিতে পাইবেন। কর্ণেল ইঙ্গিত দ্বারা শিশির বাবুকে বলিলেন, 'ছাড়িও না'। শিশির বাবু নাছোড়বান্দা। অনেক জিদাজিদের পর ম্যাডাম বলিলেন, 'ছাড়িবে না, তবে নাও।' এই বলিয়া সেই আয়না খানি ধরিয়া চিরিয়া ফেলিলেন, এবং দুইখানি সম্পূর্ণ আয়না হইল। সে আয়নাখানি

এখনও আমার মাতুল গৃহে আছে। আর একদিন ঐরূপ কথা বলিতে বলিতে শিশির বাবু কিছু আশ্চর্য্য দেখিবার জন্ম জিদ করিতে লাগিলেন। অনেক জেদাজেদির পর ম্যাডাম বিরক্ত হইয়া তাঁহার সেই শোনের নুড়ী চুল ধরিয়া মড়্ মড়্ করিয়া এক গোছা ছিঁড়িলেন, এবং শিশির বাবুর হাতে দিলেন। সে চুল আমরা দেখিয়াছি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কোন পাঞ্জাবী পুরুষের চুল।

"বাবু পার্ব্বতীকুমার রায়ের বাড়ীতে ম্যাডাম দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। পার্ব্বতী বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, দিনের মধ্যে তাঁহার (স্রাভাস্কির) চেহারা অনেক বার বদ্‌লাইয়া যাইত। তাঁহার জন্ম পৃথক Bath room দিতে না পারিয়া পার্ব্বতী বাবু কিছু লজ্জিত হন। পার্ব্বতী বাবু ঘোর সাহেব ছিলেন। যে Bath room পুরুষে ব্যবহার করিবে, সে Bath-room স্ত্রীলোকের ব্যবহার করা ইংরাজি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। পার্ব্বতীবাবু Madameএর নিকট জানাইলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে, 'আমার কি কোন sex আছে বলিয়া তোমরা মনে কর নাকি?'

"সেবার দার্জ্জিলিঙ্গে এক বিষয়ে তিনি জব্দ হইযাছিলেন। বোধ হয় নবীন বাবুর নাম তুমি শুনিয়াছ। বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার কন্যা, স্ত্রী ও পুত্র, এই কয়েকজন সেবার দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলেন। নবীনবাবুর স্ত্রী ও কন্যা রন্ধন কার্য্য করিতেন। একদিন ম্যাডাম বলিলেন, 'নবীন! তোমাদের দেশের ভাল হইবে কি? তোমরা স্ত্রীলোকের উপর বড় অত্যাচার কর।' নবীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অত্যাচার?' ম্যাডাম উত্তর করিলেন, 'তুমি একজন Magistrate, আর তুমি তোমার স্ত্রী কন্যার দ্বারা রন্ধনকার্য্য করাও, ইহা কি অত্যাচার নহে? এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে?' নবীনবাবু উত্তর করিলেন, 'যাহারা রাঁধে, তাহাদের নিকট আপনি জিজ্ঞাসা করুন।' ম্যাডাম নবীনবাবুর বাটীর ভিতর যাইয়া তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সহিত কথোপকথন করিয়া হাসিতে

হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'নবীন! আজ তোমার নিকট হারিলাম, এবং কয়েকটী নূতন তথ্য শিখিলাম। দেবতার ভোগের ন্যায় আত্মীয় স্বজনে যদি পাক করে, তাহা হইলে কেবল যে দ্রব্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু হয়, তাহা নহে, ইহাতে মানসিক শক্তির দ্বারা আয়ু, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই।"

ব্লাভাস্কিসহ সুপরিচিত বহুতথ্যজ্ঞ বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে ধন্যবাদের সহিত কতক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পত্রগুলি সমস্ত প্রকাশের স্থানাভাব বলিয়া আমরা দুঃখিত, বিশেষতঃ তাহাতে একটু পুনরুক্তিদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা।

"আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলি, তাহার প্রকৃত নাম সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় ইহার বিশেষত্ব এই,—ইহাতে পরলোক, জন্মান্তর ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিতে হয়। তদ্ভিন্ন কেবল আমাদের শাস্ত্রেই নিরয়, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, এই ত্রিমার্গ ভেদ বিশেষরূপে দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ম্যাডাম ব্লাভাস্কির পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আমাদের নিকট পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অসম্ভব হইতে পারে না।

"এই পৃথিবী মানবের বাসযোগ্য হইলে ইহাতে বেদার্থ সম্প্রদায় স্থাপিত হয়, ভগবান কৈলাসনাথ মহাযোগী তাহার মস্তক, নারায়ণ ঋষি তাহার হৃদয়, স্বয়ং ভগবান তাহার প্রতিষ্ঠা। ম্যাডাম ব্লাভাস্কির গুরু (কোন জন্মে ইনি মরু নামে সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন) ও মহাত্মা কৌথুমী উভয়েই এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

"বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, প্রবৃত্ত মার্গের সপ্তর্ষি মধ্যে একজন; ইনি বহুকাল বশিষ্ঠ নামে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের পুরোহিত ছিলেন। শক্তি, ভগবান বশিষ্ঠের পুত্র, তাঁহার পুত্র ভগবান পরাশর, তাঁহার পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, তাঁহার পুত্র ও শিষ্য শ্রীশুকদেব, তাঁহার শিষ্য

পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদাচার্য্য (তাঁহার অপর খ্যাতি পতঞ্জলি), তাঁহার শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য। ভগবান শঙ্কর বেদার্থ সম্প্রদায়ের একজন।

"ভরতপুরের যুদ্ধে একজন উচ্চ পদের চেলা স্বীয় অলৌকিক শক্তিবলে প্রস্তর নিক্ষেপাদি দ্বারা সেনাপতি লেক্ সাহেবকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মফলে তাঁহাকে স্ত্রীলোকের শরীর গ্রহণ করিতে হয়—হিন্দু বিধবা। তিনি অনেক দিন কাশীতে ছিলেন; ম্যাডাম্, দামোদর প্রভৃতিকে বেশ জানিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন কার্য্যের জন্য H. P. B. রুসিয়া দেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া স্ত্রীলোকের শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

"ম্যাডাম ব্লাভাস্কি লেখাপড়ায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; যিনি Isis unvieled পড়িয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিবেন, তবে তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে অন্যের চিন্তাফলও আছে। ভুবর্লোক-বাসী (প্রেত নয়) Sir Thomas Moore তাহাদের মধ্যে একজন। একথা কর্ণেল অলকট্ একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, এবং তাহার Diaryনামক পুস্তকেও তাহার আভাস আছে।

"তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া পদার্পণ করিবামাত্র, তিনি রুসিয়দিগের গুপ্তচর, তিনি অসতী, তিনি ভবঘুরে, কর্ণেল অলকট মদের দোকানের কর্ণেল প্রভৃতি নানা কুৎসা রটে। যথা সময়ে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সে সমস্ত অলীক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

H. P. B. (H. P. B. জীব, ম্যাডাম ব্লাভাস্কি ব্যক্তি। জীবেরও পৃথক নাম আছে) সকল সময়ে ব্লাভাস্কি শরীরে থাকতেন না, সে সময়ে অন্য কোন জীব আসিয়া তাঁহার দেহ রক্ষা করিত, বা কার্য্য করিত; যাহারা জানিত না, তাহারা হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বড় গোলমালে পড়িত।... এরূপ কায়া প্রবেশ আমাদের শাস্ত্রে কয়েক

স্থানে দেখিয়াছি। * * * হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু ধর্ম্মমূলক কুসংস্কারের ও সামাজিক কুপ্রথা ও গোঁড়ামির একা বিরোধী ছিলেন ; তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি শুনিয়াছি। ভারতবাসী হিতচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। তিনি বিলাত হইতে আমাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতেও তাহা প্রকাশ পাইত।

"বিষয় বোধ তাঁহার একেবারেই ছিল না। টাকা কোথা হইতে আসিতেছে, কোথা দিয়া কিরূপে যাইতেছে, সে দিকে একেবারে দৃক্‌পাত নাই, ঠিক যেন আমাদের দেশের রাজা রাজড়া ; সে বিষয়ে এব অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে কর্ণেল অলকট বেশ বিচক্ষণ ছিলেন।

"ম্যাডাম যখন দার্জ্জিলিং যান, তখন বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺শ্যামাচরণ ভট্ট ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ জেনারেল ম্যানেজার ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক তাঁহার অনুগমন করেন। শ্যামবাবুর সেখানে গিয়া জ্বর হয় ; তাঁহার জ্বর হইলেই ক্রমাগত বমন হইত। কিছুতেই নিবারিত হইত না। তাঁহার সেই অবস্থা শুনিয়া ম্যাডাম তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, আসিয়াই তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্যামবাবু বলিলেন, 'আমি কি ইচ্ছা করিয়া বমন করিতেছি ?' ম্যাডাম ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'তুমি বমন করিতেছ না ত কে করিতেছে ? আমি কি তোমাকে বমন করাইতেছি ?' শ্যামবাবু শুনিয়া অবাক ! তাঁহার বমন বন্ধ হইয়া গেল। ম্যাডাম ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর ম্যাডাম দুইটা ঔষধ বলিয়া দেন। শ্যামবাবু রোগমুক্ত হন। এই ঘটনার পর শ্যামবাবু অনেক দিন জীবিত ছিলেন। সেই রূপ রোগ আর তাঁহার হয় নাই।

"* * * আশ্চর্য্য ঘটনা (Phenomena) ম্যাডাম স্বাভাবিক মনে করিলেই দেখাইতে পারিতেন। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার সামাজিক নিয়মবদ্ধ উক্তি ও ব্যবহারগুলা পদদলিত করিতে পারিলেই যেন তাহার আনন্দ হইত।

'(পূর্ব্বোক্ত) বহরমপুরের Wards Estates General Manager ও Deputy Magistrate ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—'ম্যাডাম বোম্বাই আসার অল্পদিন পরেই শিশির বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। কথা কহিতে কহিতে ম্যাডাম বলিলেন, 'আমি – বৎসর পূর্ব্বে আর একবার ভারতে আসিয়াছিলাম। শিশির বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি অত অল্প বয়সে একলা কি জন্য এখানে আসিয়াছিলেন?' ম্যাডাম তখনই উত্তর করিলেন,—'Because I was in love with a slender built black Bengalee Babu!' শিশির বাবু নীরব। (বর্ণিত 'বাঙ্গালী বাবু' শিশির বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে) * * *।

"নিবারণ বাবু কিছুদিন আদিয়ারে ছিলেন। এক দিন গ্রীষ্মের দুই প্রহরের সময় তাঁহারা কয়জনে বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন,—'গরমে কায করা যায় না, তাস থাকিলে খেলা যাইত।' কিন্তু তাস কাহারও ছিল না, বাজারও দূরে। এমন সময় হঠাৎ ম্যাডাম্ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমরা কি বলিতেছিলে?' সকলেই জড় সড় ও নীরব; "আচ্ছা" বলিয়া ম্যাডাম তালি দিলেন; তখনই এক জোড়া তাস উৎপন্ন হইল; ম্যাডাম তাস দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তাস লইয়া দেখেন, প্রত্যেক তাসের পৃষ্ঠে ছকের পরিবর্ত্তে এক একটী যক্ষের (যক্ষ ও ভূতযোনীগণ প্রেত নয়, অন্তরীক্ষবাসী ও প্রধান সাত জাতিতে বিভক্ত; আকার প্রায়ই বিকৃত; পুরাণে ইহাদের উল্লেখ আছে। ইংরাজি নামকরণ হইয়াছে Elementals) আকৃতি, তাহাও আবার ভিন্ন ভিন্ন। সে রূপ তাস কোথাও পাওয়া যায় না।"

ব্লাভাস্কি ভারতকে স্বদেশ, ভারতবাসীকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য তিনি য়ুরোপীয় সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর সহিত অবাধে একত্র বাস করিতেন, এবং তাহাদের সুখ দুঃখে আপনার

সুখ দুঃখ মিশাইয়া দিতেন। ভারতবাসীর সহিত, বিশেষতঃ হিন্দুর সহিত, তাঁহার এই যে সহানুভূতি, ইহা য়ুরোপীয় চক্ষে একটা সহজেতর, অস্বাভাবিক বস্তু বলিয়া ধার্য্য হইলেও, তাঁহার যেন উহা সহজাত বস্তুই ছিল।

প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সৌভ্রাত্র স্থাপন চেষ্টা তাহার সার্ব্বভৌম প্রচারের (world mission) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারতে তাঁহার শুভ বাণী আমাদের জাতীয় উদ্বোধনে প্রবল সহায়তা করিয়াছিল। ইহা স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ আমাদের তদানীন্তন দেশনায়কগণের উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়। তিনি ধর্ম্মসমূহের তাত্ত্বিক একত্বমূলক তাঁহার যে শুভবাণী ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, উহা ভারতভূমিতে যে সকল ফলোৎপাদন করিয়াছে, তন্মধ্যে ভারতীয় জাতিসমূহের একতাবদ্ধ হইবার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটী বাঞ্ছনীয় ফল কি না, ইহা বর্ত্তমান চিন্তাশীলগণের বিবেচ্য,—যাহাদের সহিত থিয়সফিক্যাল সমিতির কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদেরও বিচার্য্য। তাঁহার জনৈক চরিতাখ্যায়ক এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রণিধানযোগ্য সত্য কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয়।* যে দেশ নানা জাতিতে, নানা বর্ণে,

* "All who are interested in India can observe different systems of awakening among the primitive populations of India, and an unprecedented tendency towards unity. People not participating in Theosophy, standing on the opposite pole of thought, agree that the source of the modern Indian movement is the recently born tendency towards religious unity. Religion always played the main role in the life of India; a multitude of sects and divisions, into which the six main Brahmanic systems split, and the division of Budhism into the north and south sections, maintained the spirit of separativeness amidst the Hindoos. The turning point towards unity and the impulse to inner regeneration

নানা ধর্ম্মে, নানা আচারে, নানা সম্প্রদায়ে শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সে দেশে একটা একতাবদ্ধ জাতীয়তা সংগঠন এক সময়ে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এবং অনেক সংস্কারক জাতীয় উন্নতি সাধনের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, এই নানা জাতি, বর্ণ, আচার, ধর্ম্ম, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিবার বিফল প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় ব্লাভাস্কিব শুভবাণী প্রচারিত হইল যে, বিপ্লব পন্থার অনুসরণ না করিয়াও, ধর্ম্মগত, বর্ণগত, আচারগত, সম্প্রদায়গত বিভিন্নতায় হস্তক্ষেপ না করিয়াও,—এতৎ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, তদুপরি এক মহা মিলনের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এবং তাহাই তিনি কার্য্যে দেখাইয়া অসম্ভব বাস্তবে পরিণত করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, পার্শী,—বোধ হয় ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম, পরাবিদ্যা সমিতির আহ্বানে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিল। বাঙ্গালী, মারাঠী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বেহারী, উৎকলী, মধ্য ও যুক্ত দেশবাসী,—সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ভুলিয়া, পরাবিদ্যা সমিতির পতাকা নিম্নে একত্রিত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিল। এই পুণ্য সম্মিলন হইতে এক কঠিন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল, জাতীয় সম্মিলনের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইল; এবং অনতিপরেই দেশহিতৈষিগণ কর্ত্তৃক "ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতি"র (The Indian National Congress) পরিকল্পন ও দেশমাতৃকার মহা পূজার আয়োজন সুসিদ্ধ হইল। ভারতীয় জাতীয়তা সংগঠনে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীগণকে একতার বৈজয়ন্তীতলে আর্য্যাব্লাভাস্কির কোমনয়নে, অমোঘ সহায়তা দান করিয়াছে, আমরা তাহার মূলে এক ঐশী শক্তির

---

above mentioned, were given for the first time by H. P. B. in her promulgation of one esoteric principle common to all separate religious faiths. &c. &c."—H. Pissareff's Life of H. P. Blavatsky, translated by A. L. Pogosky. 'The Theossphist' May 1911.

হস্ত দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, থিয়সফিকাল সমিতির কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা বলি, যদি উহার কার্য্য শেষ হইয়া থাকে, তবে বিধির বিধানেই উহা উঠিয়া যাইবে, তজ্জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। অঙ্কুর উদ্গত হইলে বীজ মৃত্তিকায় লীন হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বীজের আত্মদানের মহিমা মৃত্তিকায় লীন হইয়া যায় না। সেই অঙ্কুর যখন সুশোভন বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল ফুল প্রসব করিতে থাকে, তখন সেই বীজের প্রভাবই ঘোষণা করে। কিন্তু ইহাতেই বীজের কার্য্য শেষ হইল না। সেই বৃক্ষ হইতেই নব নব বীজ উৎপন্ন হইয়া, নব নব আকারে পৃথিবীতে উহার জীবনীশক্তির বিস্তার করিতে থাকে। সুতরাং ব্লাভাস্কি-প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সমিতি না থাকিলেও, বা ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হইলেও, তাহার শক্তি লুপ্ত হইবে না,—বেসান্ত প্রমুখ তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির অভিনব ক্রীড়া দেখিয়া আমাদের এইরূপই আশা হয়। সেই শক্তি আমাদের ধর্ম্মে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজে, জাতীয়তায় যে নব জীবন দান করিল, তজ্জন্য আমরা ব্লাভাস্কির নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অতঃপর যখন আমাদের ধর্ম্মের ইতিহাস, জাতীয়তার ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন উহাতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক ব্লাভাস্কির উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং ভবিষ্যবংশীয়েরা চিরদিন এই মহীয়সী নারীকে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিবে।

শ্রী

পরিশিষ্ট

—:০:—

(শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের পত্র)

———:০:———

Narsinghar State
C. I.
22nd, February, 1918.

ওঁ

স্নেহাস্পদ দুর্গানাথ বাবু,—

আপনার প্রেরিত ১৮ তারিখের পত্র মুঙ্গের হইতে আমি গত ২০ তারিখে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। * * * যে মহৎ কার্য্য আপনি করিতেছেন ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিক প্রিয় এ জগতে কি হইতে পারে? এ সময় কেহই এচ্. পি, বিকে মনে করে না, এমন কি বর্ত্তমান থিওসোফিকেল সোসাইটীও তাঁহাকে জানে না। এরূপ সময়ে যে আপনি তাঁহার জীবনী, অর্থাৎ যৎটুকু পাওয়া যায়, বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর সুখ, আনন্দ ও সন্তোষের বিষয় কি হইতে পারে? ঈশ্বর আপনার এই কার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা প্রদান করুণ, এই আমার প্রার্থনা।

এচ্. পি, বির সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে এবং তাঁহার বিশেষ কৃপাতে আমি তাঁহার বিষয় অনেক জানি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক বিষয় সাধারণকে বলিবার নহে; কাজেই সামান্য সামান্য

ঘটনা যাহা বলিলে কোন বিশেষ হানি নাই, এইরূপ দুই তিনটি আমি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যদি আপনি ইহা আপনার পুস্তকে দিতে ইচ্ছা করেন, এবং দিবার উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে ছাপাইবেন। * * * যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন।

আমি এ পর্য্যন্ত এসব কথা লিখিতে বা ছাপাইতে চাই নাই, এ সকল আমার সঙ্গেই যাইত। কেন যে এতদিন পরে এ গুলি আমি কাগজ কলমে ন্যস্ত করিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, বর্ত্তমান জগৎ এ সব বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ করে না,—বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের নিকট এ সমস্ত মিথ্যা গল্প না হইলেও এ সকল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাহারা সময় নষ্ট করা মনে করে। যাহারা এচ্ পি, বির চরিত্রে দোষার্পণ করে, তাহারা এ রহস্য জানে না যে, তিনি "স্ত্রী" আদৌ ছিলেন না। নপুংসকও বলিবার যো নাই। পাছে তাঁহার অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্যের জন্য বিদ্বেষ্টা শত্রুরা তাঁহার প্রাণ হানি করে, সেই জন্য তাঁহাকে বাহ্যিক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। নতুবা, পুরুষ হইয়া আসিলে, তিনি এই দুরূহ কার্য্য কখনই সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। ভারত ও হিন্দুজাতি সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটা ভবিষ্যৎবাণী আছে দেখিবেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীবরদাকান্ত দেবশর্ম্মা (রায় লাহিড়ী)

(১নং)

"এচ্, পি, বি" সম্বন্ধে দুই একটি কথা। সময় ও স্থান বলিবার আবশ্যকতা নাই।

যে দিন প্রথম এচ্ পি, বির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, এবং আমি তাঁহার শুভ দর্শন লাভ করি, সেদিন তিনি আমাকে তাঁহার নিকট চেয়ারে বসিতে আজ্ঞা দেন। তিনি নিজে এক বৃহৎ আরাম চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমি বসিবামাত্র তিনি আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়াছ। তুমি কি কখন নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহা তোমার ধর্ম্মের জন্য করা উচিত, তাহা একবারও মনে চিন্তা করিয়াছ। ধিক্, তোমার জীবনে! তুমি জাননা যে, কেন তোমাকে এই ভারতে এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লইতে হইল। অপর দেশেও ত জন্ম হইতে পারিত। তুমি ভারতের নিকট ঋণী এবং তোমার ন্যায় যাহারা ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সকলেই হিন্দু জাতির নিকট ঋণী এবং প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের নিকট ঋণী। কিন্তু তোমাদের তাহা কিছুমাত্র বোধ নাই। তোমরা স্বার্থপর হইয়া কেবল নিজের নিজের সুখ ভোগে অনুরক্ত। তোমাদের অপরাধে যে ভারতের কতদূর অধঃপতন হইতেছে, হিন্দু ধর্ম্ম যে কতদূর পিছনে গিয়াছে, তাহা তোমরা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছ না। হায়, ঋষি, মুনির সন্তান তোমরা,—এ সময় যদি একবার তাঁহাদের দুঃখ ও নিরাশাপূর্ণ বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পার যে কি অন্যায় করিতেছ। বংশ থাকিতে কুলাঙ্গার সন্তানের দ্বারা দিন দিন ধর্ম্মলোপ হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর শোক ও দুঃখের বিষয় কি আছে? ভারত হইতে সনাতন ধর্ম্ম উৎসন্ন হইলে, কেবল

ভারতের ক্ষতি নহে, কিন্তু জগতের ক্ষতি, কারণ ভারতই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। এই স্থান হইতেই ধর্ম্ম বীজ সকল দেশে নীত হইয়াছে।" আমার এক্ষণ সব কথা মনে নাই, কিন্তু এইরূপ ভাবে আমাকে লক্ষ্য করিয়া এত ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে, সে সময়ে আমার মনে হইল যে যদি পৃথিবী ফাটিয়া দুখণ্ড হইয়া যায়, তা'হলে আমি তাহাতে প্রবেশ করি, আর বাক্যবাণ সহ্য হয় না। কিন্তু আমার অবস্থা তখন স্বাভাবিক অবস্থা নহে। কারণ এচ্, পি, বি যখন আমাকে এই সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তখন আমি একমনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলাম এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখিতে লাগিলাম যে, যে ঘরে তিনি এবং আমি তৎকালে ছিলাম (সেই তাঁর আফিস রুম ও বসিবার ঘর, চারিদিকে দ্বার বন্ধ) সেই ঘরের মধ্যে যেন নীল বর্ণের তরঙ্গ আসিতে আরম্ভ করিল, বোধ হইল যেন নীল আকাশটা সমুদায়ই ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়াছে; ক্রমে ক্রমে আমার চক্ষুর সম্মুখে বোধ হইল যেন ঐ নীল তরঙ্গ এচ, পি, বিকে গ্রাস করিল, আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ঐ গাঢ় নীল আভার মধ্যে যেন একজন বিশাল মূর্ত্তি পুরুষের মুখচন্দ্র দেখিতে লাগিলাম এবং যে কণ্ঠস্বর প্রথমে আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল, সেই স্বরও যেন বদলাইয়া গেল। আর যেন এচ্, পি, বির গলার স্বর নহে, অপর কোন পুরুষের গম্ভীর স্বর শ্রুতিগোচর হইল। সেই গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরে যেন প্রাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে। তখন আমার চক্ষে বারিধারা আসিতে লাগিল ও মনে প্রবল বেগে অনুতাপ ও দুঃখ আসিতে লাগিল যে, তাইত, ভারতে হিন্দু জাতিতে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলে, জন্মগ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত ত আমি কেবল অর্থ উপার্জ্জন, নিজের সুখ ভোগ ও আপনার পরিবার বর্গের স্বচ্ছন্দতা ছাড়া আর কোন কার্য্যে মনযোগ করি নাই। এ সব ছাড়া যে ভারত

বাসী হিন্দু সন্তানের পক্ষে আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহাত কখন মনে হয় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ ভাব মনে আসিতেছিল, কিন্তু আমি যেন কোনরূপ নেশায় মুগ্ধ হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়াছিলাম। আমার সাধ্য নাই যে, সে সময়কার ঘটনা ও আমার মনের ভাব যথাযথ বর্ণনা করিয়া জগৎকে জানাই। সে ঘরের মধ্যে আকাশের ন্যায় নীল আলোক, এচ্ পি বির অদৃশ্যতা, কোন অমানুষিক পুরুষের ঐ নীল আলোকের ভিতর আবির্ভাব, বজ্রের ন্যায় এক একটী শব্দ প্রয়োগ, ভারতের জন্য এবং হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা ও গাঢ় চিন্তা, এবং যাহাতে ভারতে হিন্দু সন্তানেরা নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ভারতকে পুনর্জীবন দান করে সেইজন্য প্রবল ইচ্ছা,—এই সমস্ত ব্যাপার যেরূপে ব্যক্ত হইতেছিল, তাহা কাগজ কলমে প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ চিরকাল পাঞ্জাবে থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিবার অভ্যাস আমার এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। যাহা হউক, এইরূপ অবস্থা বোধ হয় অন্যূন এক ঘণ্টা কাল আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পরে ক্রমে ক্রমে বোধ হইল যেন নীল তরঙ্গ সমস্ত অল্প অল্প করিয়া ঐ ঘর হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ১০।১৫ মিনিটের পর আমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় এচ্ পি, বিকে তাঁহার আরাম চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম এবং আমিও নিজের স্থানে ঠিক সেইরূপ আছি। আর তখন ঘরের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণ সূর্য্যনারায়ণের আলো প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময় এচ, পি, বিকে যখন পুনর্ব্বার দেখিলাম, তখন তিনি গম্ভীর ভাবে আপনার আরাম চেয়ারে বসিয়া আছেন মাত্র। আর আমাকে কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমার মনে অত্যন্ত বেগের সহিত এই ভাবের উদয় হইল যে, এখন কোন রকমে ইহাঁর নিকট হইতে পলাইতে পারিলে ভাল

আমার দর্প চূর্ণ হইয়া গেল, মনে কেবল অনুতাপ, অপরাধ বোধ,

কর্ত্তব্য পালন না করায় খেদ ইত্যাদি ভয়-দুঃখ মিশ্রিতভাবের উদয় হইয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে আমার মুখ দিয়া কে যেন জোর করিয়া বলাইল এবং আমি কহিলাম, "এচ্ পি, বি! আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা করিব না, কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন সনাতন ধর্ম্মের এবং হিন্দু জাতির যাহাতে ধর্ম্মের উন্নতি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।" এই কথা শুনিয়া এচ্ পি বি, অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং আমাকে সে দিন তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলাম এবং মনে করিলাম যে এ যাত্রা ত্রাণ পাইলাম, কিন্তু কখন আর গালাগালি খাইবার জন্য উঁহার নিকট আসিব না। শুধু গালাগালি খাইবার জন্য নহে। কেমন এক প্রকার অমানুষিক ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, মনে একটা ভয় ভয় ভাব জাগরুক ছিল, সে জন্য সদ্য সদ্য সে সময় আর ইচ্ছা ছিল না যে, আবার এচ্ পি বির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। রাস্তায় আসিবার সময় মনে মনে কত রকমের যে খেয়াল হইতে লাগিল, তাহা সব এখন মনে নাই, কারণ অনেক দিনের কথা। যাই হউক, সেই দিন হইতে কিন্তু আমার নূতন জন্ম হইল, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিলাম। আমার কর্ম্ম কাণ্ড, খেয়াল ইত্যাদি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আর ওকালতি ভাল লাগে না, আর সংসারে উচ্চ ও বড় হইব এই যে এক প্রবল ও বলবতী ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা যেন কোন্ দিক্ দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে গেল। আমার বেশ মনে আছে সেইদিন হইতে আমার ওকালতির এবং বহু অর্থ উপার্জ্জনের দ্বার বন্ধ হইল, এবং তাহাতে কোনরূপ খেদ হওয়া দূরে থাকুক, বরং খুব আনন্দ বোধই হইতে লাগিল।

ক

(২নং)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রথম সাক্ষাতের পর আবার এচ পি বির নিকটে আসিবাব বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার আদৌ সংকল্প ছিল না, কিন্তু কি জানি কেন, তার পর দিনই আমার মনে এই-রূপ হইতে লাগিল যে, না দেখিয়া আর কোন মতেই থাকিতে পারি না। মনকে কতরকমে বুঝাইলাম যে, একজন ম্লেচ্ছদেশীয় স্ত্রীলোক, প্রকাণ্ড স্থূল শরীর, অত্যন্ত কোপন স্বভাব,—ইনি কি কখন যোগী হইতে পারেন? কখনই নহে। আমি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি উহা সব ভেলকি হইতে পারে। বাস্তবিক যোগী হইলে শরীর এরূপ কখনই হইত না। অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট কলেবর না হইলে কি কখন যোগী হইতে পারে? (তখন আমার এইরূপ যোগীর ধারনাই ছিল)। ইত্যাদি নানারূপে মনকে বুঝাইলাম, কিন্তু মন বুঝিল না। কোন মতেই আমি না দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আবার গেলাম এবং এবারে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আমাকে বলুন যে, কাহার নিকট আপনি এই যোগ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাঁহার নিকট গিয়া ইহা শিক্ষা করিব"।

আমি আরও বলিলাম, "আমি জানি যে, যে ব্যক্তি ইহা জানে সে কাহাকেও বলে না। অতএব আমার আশা নাই যে, আপনি আমাকে ইহা বলিবেন, তবে আপনি আমাদের দেশের যোগীজন হইতে যখন এই বিদ্যা পাইয়াছেন তখন আমার অধিকার আছে যে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কাহার নিকট হইতে ইহা পাইয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট গিয়া ইহা শিক্ষা করিব। এদেশে অনেক যোগী আছেন। অধিকাংশই প্রাণায়াম শিক্ষা দেন, কিন্তু আপনি যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছেন,

৩২

আমি চাই যে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করি।" অবশ্য আমি তখন কিছুই জানিতাম না যে, তাঁহার গুরুদেব কে এবং কাহার নিকট তিনি কি রকমে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। না জানিয়াই এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম ইহা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হে পুত্র, যাঁহারা এ বিদ্যা জানিতেন, তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর হইল এই ভাবতবর্ষ (ইংরেজী ভারতবর্ষ) সময়ের অত্যাচারে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব এখন এখানে এমন কাহাকেও আমি জানি না, যাঁহার নিকট তোমাকে যাইতে বলি। তবে তুমি যদি সিকীম প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে তথায় সন্ধান বলিতে পারি"। আমি উত্তর দিলাম—"আমি গৃহস্থ মানুষ, আমি কি করিয়া এই জন্য দেশ দেশান্তরে গমন কারতে পারি এবং জঙ্গলে ও পাহাড়ে সাধু তল্লাস করিয়া বেড়াইতে পারি?" ইহা শুনিয়া তিনি আরও হাসিলেন এবং বলিলেন যে, "তাহ'লে আমি আর কি করিতে পারি"। আমি বলিলাম, "যদি আমাকে অন্য কোথাও না পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে নিজেই এই বিদ্যা আমাকে বলিয়া দিন, আমি কিন্তু প্রাণায়াম চাই না, আমি আসল বিদ্যা চাই। আমাকে যা তা একটা শিক্ষা দিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিবেন না, কারণ আমও ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার পিতৃদেব বত্রিশ বৎসর যোগ অভ্যাস করিতেছেন এবং আমাকে কতবার যোগ অভ্যাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু আমি এইজন্য তাঁহার নিকট হইতে যোগ শিক্ষা করিতে চাই নাই যে, ওকালতি ও প্রাণায়াম যোগ, এ দুইটা কখনও এক সঙ্গে চলে না। সেই জন্য আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, যে আমাকে আসল যোগ বলিয়া দিন"। ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর দিলেন যে, "আমার নিকট যদি শিক্ষা করিতে চাহ, তাহা হইলে এই সমস্ত কাগজ (তাঁহার সামনে স্তূপাকার অনেক কাগজ একটা মেজের উপর ছিল, তাহা দেখাইয়া কহিলেন) বাড়ীতে লইয়া

যাও এবং খুব মন দিয়া পড়। তারপর আসিয়া আমার নিকট হইতে তোমার যোগ শিক্ষার প্রবৃত্তি হয় কিনা বলিও। এই সমস্ত কাগজে আমার অনেক গুণাগুণ বর্ণন আছে। আমি ঠক, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ব্যভিচারিনী ও হীন চরিত্র, এমন দুষ্কার্য্য নাই আমি যাহা করি নাই ও করিতে পারি না, অতএব এরূপ লোকের নিকট যোগ শিক্ষা করিতে কি কখন তোমার প্রবৃত্তি হইবে"? ইহা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কাহারা এই সমস্ত দোষারোপ আপনার উপর করিয়াছে"? তিনি কহিলেন "খ্রীষ্টান পাদরীরা"। আমি শুনিবামাত্র কহিলাম "তাহারা আমাদের হিন্দুর পরম শত্রু, তাহারা চাহে যাহাতে আমাদের হিন্দুধর্ম্ম না থাকে, আর আপনি চাহেন যে যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন হয়। কাজেই তাহারা অবশ্য আপনাকে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে। আমি তাহাদের কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না, সেই জন্য এই কাগজ পত্র আমি একেবারে দেখিতে চাই না। অতএব আপনি আমাকে যোগ বিদ্যা শিক্ষা দিন।" ইহা শুনিয়া তিনি পুনর্ব্বার আমাকে কহিলেন "আমি যোগ-বিদ্যা তোমাকে পাশ্চাত্য ভাষায় ও সেই ক্রমে বলিতে পারিব, কিন্তু ঐ ক্রম তোমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে না মিলিলেই তখন তোমার মনে হইবে আমি তোমাকে ভুল ও মিথ্যা শিক্ষা দিয়াছি। অতএব তুমি আমার নিকট শিক্ষা না করিয়া নিজের লোকের নিকট হইতে শিক্ষা কর। পরে দোষ দেওয়া অপেক্ষা প্রথমেই না শিক্ষা করা ভাল।" ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম "যোগ এক প্রকার নহে, আর ইহার সমস্ত ভেদও একজনে জানে না। প্রত্যেক গুরু আপনার আপনার মত শিক্ষা দিয়া থাকেন। আপনার প্রদত্ত যোগ উপদেশ যথার্থ কিনা তাহা আমি অতি অল্প সময়েই পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিব। কারণ ইহা শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য নহে যে, অধিক বিদ্যা না হইলে ভুল ধরা যায় না। কিন্তু যোগ বিদ্যা হাতে-হাতিয়ারে করিতে হয়। ইহার ফল কখনও লুক্কায়িত থাকে না। আপনি যদি প্রকৃত রাজযোগ

আমাকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার আর কিছু আবশ্যকতা নাই। আমি নিজেই বিলক্ষন বুঝিতে পারিব যে, তাহার লক্ষণ আমাদের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে মিলে কি না।" যখন এইরূপ তর্কে আমি তাঁহাকে নিরুত্তর করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, 'আমি জানি যে তুমি আসিবে, কিন্তু তুমি কে, কি জন্য এতদিন পরে উপস্থিত হইলে, আমার সঙ্গে তোমার কি পূর্ব্ব সম্বন্ধ ছিল এবং আমি কি করিয়া জানিলাম যে তুমি আমার নিকট আসিবে, ইহা সমস্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিওনা। সময়ে তুমি নিজেই সমস্ত জানিতে পারিবে।" আমি কহিলাম 'আমার এ সকল কিছুই জানিবার আবশ্যকতা নাই, আর ইচ্ছাও নাই। আমি আসল জিনিষ যাহা চাই, আপনি আমাকে তাহাই দিন. আমি আর কিছুই আপনার নিকট হইতে চাহি না"। ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "যদি তুমি প্রকৃত পক্ষেই আমার নিকট হইতেই এই বিদ্যা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তবে আজ রাত্রে কি স্বপ্ন দেখ, তাহা তুমি কল্য আসিয়া আমাকে কহিবে, পরে দেখা যাবে"। আমি ঠিক তারপরদিন আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "অমুক দিন অমুক সময়ে আমার নিকট আসিবে। কিন্তু নিজ হস্তে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিতে হইবে।" আমি তাহাই করিলাম, এবং প্রতিজ্ঞাপত্র নিজহস্তে লিখিলাম। (মধ্যে মধ্যে অনেক কথা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম, কারণ তাহা প্রকাশ করিতে পারি না)। সে সমস্ত প্রতিজ্ঞা ঠিক আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্ম বিদ্যার জন্য যাহা আবশ্যক সেই সব প্রতিজ্ঞা, অপর কিছু নহে। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার ক্রম, শব্দ ও বিন্যাস ইত্যাদি এত গম্ভীর যে, চিরজীবন ঐ প্রতিজ্ঞা উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় মানুষের মনে প্রজ্বলিত থাকে। এক দণ্ডের জন্যও যদি ভুল হয়, তবে, বোধ হয় যেন কেহ চপেটাঘাত করিয়া এবং কর্ণ আকর্ষণ করিয়া ঐ ভুল দেখাইয়া আবার সোজা রাস্তায় টেনে আনে, পতন হতে হতে পতন হতে দেয় না।

ইহা আমি নিজের জীবনে যে কতবার লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর হইল এবং এচ্, পি, বি, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ রাজযোগ সম্বন্ধে দীক্ষা দিলেন এবং হাতের লেখা কতকগুলি ফুল্‌স্কেপ সাইজের কাগজ আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা খুব সাবধানে নিজ বাটীতে আনিয়া আলমারীর ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখিলাম। কাগজ এক দুই দিস্তার কম নহে। পরদিন যখন আমি ঐ কাগজ পড়িবার জন্য আলমারী খুলি, তখন দেখি যে তাহাতে কাগজের নাম ও চিহ্নমাত্র নাই। ঐ কাগজ দিবার সময় তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে "খবরদার, খুব সাবধানে এই সমস্ত কাগজ রাখিবে, যেন না হারায়। যদি অসাবধানতা প্রযুক্ত কাগজ হারায়, তাহা হইলে তোমাকে অনুপযুক্ত মনে করিয়া আর এ বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হইবে না"। এখন আমি মহা মুস্কিলে পড়িলাম। ছুঁচ নহে, বোতাম নহে, সামান্য জিনিষ নহে যে হারিয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি করা যাইবে। ইহা এক দু'দিস্তা আন্দাজের ফুল্‌স্কেপ কাগজের পুলিন্দা। আমি নিজহস্তে নিজের আলমারীর মধ্যে রাখিয়া, বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সে বাণ্ডিল গেল কোথায়? কে উহা লইয়া যাইবে? কাহারও ত প্রয়োজন নাই। আমি অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে অত্যন্ত বিষন্নচিত্তে আমি পরদিন আবার এচ্, পি, বির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং কাঁদ কাঁদ চক্ষু হইয়া বলিলাম, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার সেই সমস্ত উপদেশের কাগজ, যাহা আমি নিজ হস্তে খুব সাবধানে নিজের আলমারীর মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা তথায় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যে, একরাত্রের মধ্যে ঐ গুলি কোথায় গেল। কাল সন্ধ্যার সময় রাখিয়াছিলাম, আজ সকালে বাহির করিতে গেলাম, দেখিলাম নাই।

আমি নিজে আলমারী বন্ধ করিয়া রাখি, আমার ঘরে কেহই যায় না। আলমারী সেইরূপ বন্ধ। তাহা হইতে অপর কোন জিনিষ নড়চড় হয় নাই, কেবল সেই কাগজের বাণ্ডিল নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন—"তুমি বড়ই অসাবধান এবং আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বারবার সাবধান করিয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে ঐ কাগজ না হারায়, কিন্তু একদিনও গেল না। এক রাত্রের মধ্যে তুমি সমস্ত হারাইয়া ফেলিলে? এখন তোমার উপর কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? কি করে আর আমি তোমাকে ভবিষ্যতে উপদেশ দিব? ইত্যাদি ইত্যাদি।" অনেক ভর্ৎসনা করিলেন এবং গম্ভীরভাবে চুপ্ করিয়া রহিলেন। আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িলাম, মনে করিলাম যে যোগরত্ন হাতে পাইয়াও পাইলাম না, ফস্কে গেল, আমার অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ। এই প্রকার মনে করিতে করিতে হঠাৎ আমার মনে হইল যে, ইহা আর কাহারও কর্ম্ম নহে, ইহা কেবল এচ, পি, বির কার্য্য। যাই মনে হওয়া অমনি আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আপনি কাগজ চোর, এ চুরি আর কাহারও ধরিবার ক্ষমতা নাই আমার সমস্ত কাগজ ফিরাইয়া দিন, আর আমাকে অনর্থক কষ্ট দিবেন না। এখন আর আমার মনে কোন উদ্বেগ নাই, কারণ আমি যথার্থ চোর ধরিয়াছি এবং নিশ্চয়ই কাগজ পাইব।" ইহা শুনিয়া এচ্ পি, বি বলিলেন "আমি কি চোর? আমি কি চুরি করিয়া থাকি?" আমি কহিলাম, "তামাসা দেখিবার জন্য এবং আমাকে অনর্থক ভাঁড়াইবার জন্য নিশ্চয়ই আপনি এরূপ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল। যাবার সময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি হাসিয়া কহিলেন—"হে পুত্র, তুমি ঐ আলমারী ভাল করিয়া খোঁজ নাই। যাও, বাটীতে গিয়া আবার উহার ভিতর ভাল করিয়া দেখ, তা'হলে নিজের কাগজ পাইবে।" আমি বলিলাম,—"এখন আর দেখিবারও আবশ্যক নাই। আমি নিশ্চয় কাগজ পাইয়াছি।" ইহা

বলিয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, এবং আসিবামাত্র প্রথমেই আমি ঐ আলমারী খুলিলাম। খুলিবামাত্র দেখিলাম যে, সমস্ত কাগজই প্রথমে যেমন রাখিয়াছিলাম, ঠিক সেই মত রহিয়াছে। কেবল টেনে বাহির করিবার সময় যেমন ভাঁজ পড়ে, সেইরূপ উপরকার একখানা পৃষ্ঠার ভাঁজ পড়ার দাগ রহিয়াছে। আমি কি বাস্তবিকই অন্ধ হইয়াছিলাম যে, এত বড় কাগজের পুলিন্দাটা পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই? কখনই নহে। আমি যে উহা নিজ হস্তেই বাধিয়া ছিলাম।

(৩ নং)

একদিন আমি এচ, পি, বির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শিবাজকে জান?" তাঁহার উচ্চারণ রুস্‌দেশীয় ছিল বলিয়া আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমি কহিলাম, "না, আমি জানি না।" তাহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "তুমি হিন্দু, অথচ তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজের নাম পড় নাই।" তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমাকে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারিয়া উত্তর দিলাম, "হাঁ খুব জানি, যিনি মুসলমান রাজ্য উৎসন্ন করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া এচ., পি, বি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার ঘরের দরজা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত। কাহারও সাধ্য ছিল না যে, কেহ হঠাৎ আসিয়া তাঁহার ঘরের দরজা খুলে। কখন কখন ৩।৪ দিন দরজা বন্ধ থাকিত। কাহারও ভিতরে যাইবার অধিকার বা সাধ্য নাই। তিনি নিজে দরজা না খুলিয়া দিলে কাহার ক্ষমতা যে, তাঁহার ঘরের নিকট দিয়াও যায়। যাহা হউক, উক্ত সময়ে কেবল একলা আমিই ঐ ঘরের মধ্যে ছিলাম এবং তিনি তাঁহার আরাম চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। এক লম্বা হাঁসের কলম তাঁর কাণে সর্ব্বদাই গোঁজা থাকিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দিকে মুখ তুলিয়া এক গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি কেবলমাত্র উহা শুনিয়া গেলাম। তাহাতে সে সময় আমার বেশী কিছু আগ্রহ বোধ হয় নাই। এচ, পি, বি কহিলেন, "রুস জারের নিকট সম্বন্ধীয় একজন আত্মীয় ছিলেন, তিনি ঐ দেশের 'গ্রাণ্ড ডিউক' ছিলেন। তাঁহার নাম রুরীক ছিল। ইহাঁর নিজ বংশে (direct line) রাজপুত্র এস্, জি, ডোলোগুরুকী জন্মগ্রহণ করেন। এই ডোলগুরুকীর দুই পুত্র

হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার রাজসিংহাসন লাভ করেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্র যৌবন অবস্থাতেই সাধু হইয়া বাহিরে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে তিনি ইউরাল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গমন করেন এবং তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া খুব পরিশ্রমের সহিত যোগ অভ্যাস করেন। তাঁহার যোগ অভ্যাস শেষ হইলে তিনি ভারতবর্ষে আসিলেন, এবং দিল্লী সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় তৎকালীন মুসলমানেরা তাঁহার উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। (আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় তিনি আকবর বাদসাহের সময় বলিয়াছিলেন।)। মুসলমানেরা তাঁহাকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু তিনি যথার্থ যোগীর ন্যায় সমস্ত যন্ত্রণা অবিচলিত চিত্তে সহ্য করেন। অবশেষে তাহারা যোগ সম্বন্ধীয় যে সব গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেগুলি বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং ঐ সমস্ত অমূল্য নিধি অগ্নিশিখাতে অর্পণ করে এবং ভস্মসাৎ করে। ইহা দেখিয়া তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'আমি জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান রাজ্য উৎসন্ন করিব।' এচ, পি, বি, কহিলেন যে, ইনিই আউরংজেব সম্রাটের সময় শিবাজী হইয়া ভারতে মুসলমান রাজ্যের মূল উৎপাটন করেন।" এচ, পি, বি, এইটুকু কহিয়াই চুপ করিলেন, আর কিছু এ সম্বন্ধে বলিলেন না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, একথা আমাকে বলিবার আবশ্যকতা কি ছিল। কোন্‌কালে মহারাজ ছত্রপতি শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিয়া এখন ফল কি? যা হৌক, আমি সাহস করিয়া আর কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলাম না। আমিও শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে আমি ম্যাডামের বংশাবলী জানিতে পারিলাম। ইহাতে দেখিলাম যে রাজপুত্র এস, জি ডোলগুরুকীর জ্যেষ্ঠপুত্র (যিনি রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন তিনি) রাজপুত্রী রোমান্ডাভস্কিকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র পল ডোল

গুরুকী ফ্রান্সদেশের রাজপুত্রী কাউণ্টেস্‌ডি প্লাসীর পাণি গ্রহণ করেন। ইঁহাদেরই কন্যার নাম হেলেন ডোলগুরুকী, যিনি জেনারেল ফেডীফকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের কন্যার নাম হেলেন ফেডীফ, এবং তাঁহারই পুত্রীর নাম এচ, পি, বি। ইহা জানিতে পারিয়া বুঝিলাম যে, যে বংশ হইতে ডোলাগুরুকী সন্তান শিবাজী হইয়া ভারতে মুসলমান রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, এচ, পি, বি ও মাতামহী পক্ষ হইতে সাক্ষাৎ সেই বংশেরই লোক। এতটুকু জানিতে পারিয়া মনে কিছু আনন্দ হইল। পরে আর একদিন যখন আমি একাকী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন কথায় কথায় তিনি ভারতে ধর্ম্মের দিন দিন অবনতির বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে, অত্যন্ত দুঃখ ও জোরের সহিত কহিলেন যে, "হায়, ভারতবাসী হিন্দুরা আমাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা জানে না যে, আমি কে। তাহারা কেবল আমার এই বিজাতীয় শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছ শরীর দেখিয়া আমাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করে। যদি একবার তাহারা বুঝিতে পারে যে, আমি কে এবং তাহাদের জন্য কি কি করিয়াছি, তা'হলে তাহারা স্তম্ভিত হইবে, এবং আমার পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহা বলিবার ও করিবার অত্যন্ত নিষেধ, কাজেই আমাকে তাহারা যে ভাবে দেখে, সেই ভাবেই দেখুক। আমার কার্য্য আমি তাহাদের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা করিয়া যাইব। তুমি জান (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) যে, আমি তোমাকে কেন এত ভালবাসি এবং কেন তোমাকে এত অনুগ্রহ করি? কেবল এইজন্য যে, তুমি হিন্দু। হে পুত্র, তুমি জান না যে হিন্দুরা আমার হৃদয়ের কত নিকট। পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি আমার অত্যন্ত নিকট। (তিনি এ সময়ে আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সব কথা লিখিতে পারিলাম না। যতটুকু সম্ভব, বলিলাম।) পাশ্চাত্যদিগের ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার জন্য উপযুক্ত হইবার এখনও কোটী

কোটী কল্প বিলম্ব আছে। উহাদিগকে খাদ্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যে সব খাদ্য উহারা খায়, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কখনই হইতে পারে না। আমার গুরুদেব আমাকে একমুঠা বীজ ভারতে বপণ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই কিছু লইতে পারিল না। সমস্ত বিদ্যাই উপনিষদে আছে। কেবল ব্রাহ্মণেরা চাবী হারাইয়াছে। যে দিন ব্রাহ্মণ হস্তে পুনর্ব্বার সেই চাবী আসিবে, সেই দিন তাহারা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" এই সমস্ত কথা পূর্ব্বাপর তাহার মুখে শুনিয়া আমার মনে এই ধারণা হইল যে, ইনিই নিশ্চয় ছত্রপতি শিবাজী ছিলেন। কোন সময়ে শস্ত্রদ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, এবারে শস্ত্র ছাড়িয়া শাস্ত্র দ্বারা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তাহা না হইলে এত 'হিন্দু হিন্দু' এবং 'শাস্ত্র শাস্ত্র' কেন করিবেন, হিন্দুদের উপর এত ভালবাসা কেনই বা ছিল? একদিন তাঁহার নিকট অনেক ইংরেজও মেম একত্র হইয়াছিল। সেদিন থিওসোফিকেল সোসাইটীর অধিবেশন ছিল। দেশীয় কেহই তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। কেবলমাত্র আমি ছিলাম। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এমন সময়ে একজন হিন্দু শাস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র তাঁহাকে আমার নিকট বসিতে বলিলেন। আমি এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"হাঁ, এই সাদা চাদরে আমরা দু'জনেই কাল দাগ মাত্র (কারণ সকল মেমও সাহেব সাদা, আর গরমির দিন, সকলেই শ্বেত বস্ত্র পরিয়া আসিয়াছে।) ইহা শুনিয়া তিনি খুব জোরের সহিত সকলের সম্মুখে এবং উপস্থিত সকলকেই শুনাইয়া কহিলেন, "হাঁ, এই কুষ্ঠময় শরীরে তোমরাই দুই স্বাস্থ্য যুক্ত স্থান (Yes, you are the two healthy spots in this leprous body)।" ইহা শুনিয়া সকলেই অবাক্, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, কোনরূপ প্রতিবাদ করে। ইহাতে বিন্দুমাত্র

সন্দেহ নাই যে, এচ্‌ পি, বির দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ হিন্দু জাতির উপর যত অধিক পরিমাণে ছিল, এরূপ আর কোন জাতির উপর ছিল না।

শ্রীবরদাকান্ত দেব শর্ম্মা (রায় লাহিড়ী)

(রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম,এ, মহাশয়ের পত্র)

(মূল ইংরাজি)

30, Harrison Road
Calcutta
3-4-25

DEAR SIR,

I was initiated into the T. S- by H. P. B. in 1884 at Lucknow where I was then a teacher in the College. After attending a lectuie by Col. Olcott, he offered to get any candidate who wanted to become fellow of the T. S, initiated by Madame Blavatsky who was stopping at a neighbouring Hotel. I and a few others went. Madame received us kindly, but her steel grey piercing eyes, which seemed to look into our very souls, at first did terrify us. However, she soon put us at ease and began to talk to us in a motherly way. She related many incidents of her life which I have mostly forgotten at this distance of time, but I famed some of them described in her well known book,—"Caves and Jungles of Hindusthan." When we were about to leave on the dinner bell ringing (this was in the evening) she got up and said,—"My children, make theosophy a factor in your life. *It will teach you to live ; it will fit you to die,*" I have always remembered these words and have verefied the teachings of theosophy by the light of those words. They are

momentous words and every F. T. S. should take them to heart. I never again saw her in the flesh. I hope I am not too late for your book.

Yours Sincerely

P. N. MOOKERJEE

(মর্ম্মানুবাদ)

আমি ১৮৮৪খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ নগরে এচ. পি বি কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া তত্ত্ব সভায় প্রবেশ করি। আমি তখন সেখানকার কলেজে শিক্ষকতা করিতাম। কর্ণেল অলকটের একটি বক্তৃতায় আমি উপস্থিত ছিলাম। বক্তৃতান্তে অলকট বলিলেন তত্ত্বসভায় প্রবেশেচ্ছু যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহাকে ম্যাডাম ব্লাভাস্কী কর্ত্তৃক দীক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। ম্যাডাম তখন নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলে বাস করিতেছিলেন। আমি এবং আরও কয়েকজন তাঁহার নিকট যাইলাম। ম্যাডাম আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহার অন্তর্ভেদী চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদিগের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল,—সে দৃষ্টি যেন আমাদের আত্মার অভ্যন্তরভাগ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিল। যাহা হউক, তাঁহার ব্যবহারে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলাম। তিনি মাতার ন্যায় সস্নেহ ভাবে আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা তিনি বলিলেন। বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে,—অনেক কথাই মনে নাই। তবে কোন কোন বিবরণ তাঁহার "হিন্দুস্থানের গুহা ও জঙ্গল" নামক সুপরিচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়াছি। সান্ধ্য ভোজনের ঘণ্টা বাজিলে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। তখন তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আমাদিগকে এই কয়টি কথা বলিলেন,—"বৎসগণ! ব্রহ্মবিদ্যা

জীবনে পরিণত কর। এই ব্রহ্মবিদ্যা তোমাদিগকে বাঁচিবার উপায় শিখাইবে, এবং মবিবার জন্যও উপযুক্ত কবিবে।”

চিবদিন এই কথা গুলি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক আছে, এই কথা গুলির আলোকে আমি ব্রহ্মবিদ্যালব্ধ শিক্ষার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি। অতীব সারগর্ভ বাক্য এগুলি, এবং ব্রহ্মবিদ্যামণ্ডলীব প্রত্যেক সভ্যের কর্ত্তব্য যে এই বাক্য গুলি তিনি হৃদয়ে ধাবণ করিয়া রাখেন। ইহার পর ম্যাডামেব সহিত আমার আর স্থূল শরীরে সাক্ষাৎ হয় নাই। * * *